সেবা প্রকাশনী

এমিলিও সালগ্যারির

থাগস অভ হিন্দুস্তান

রূপান্তর:
ডিউক জন

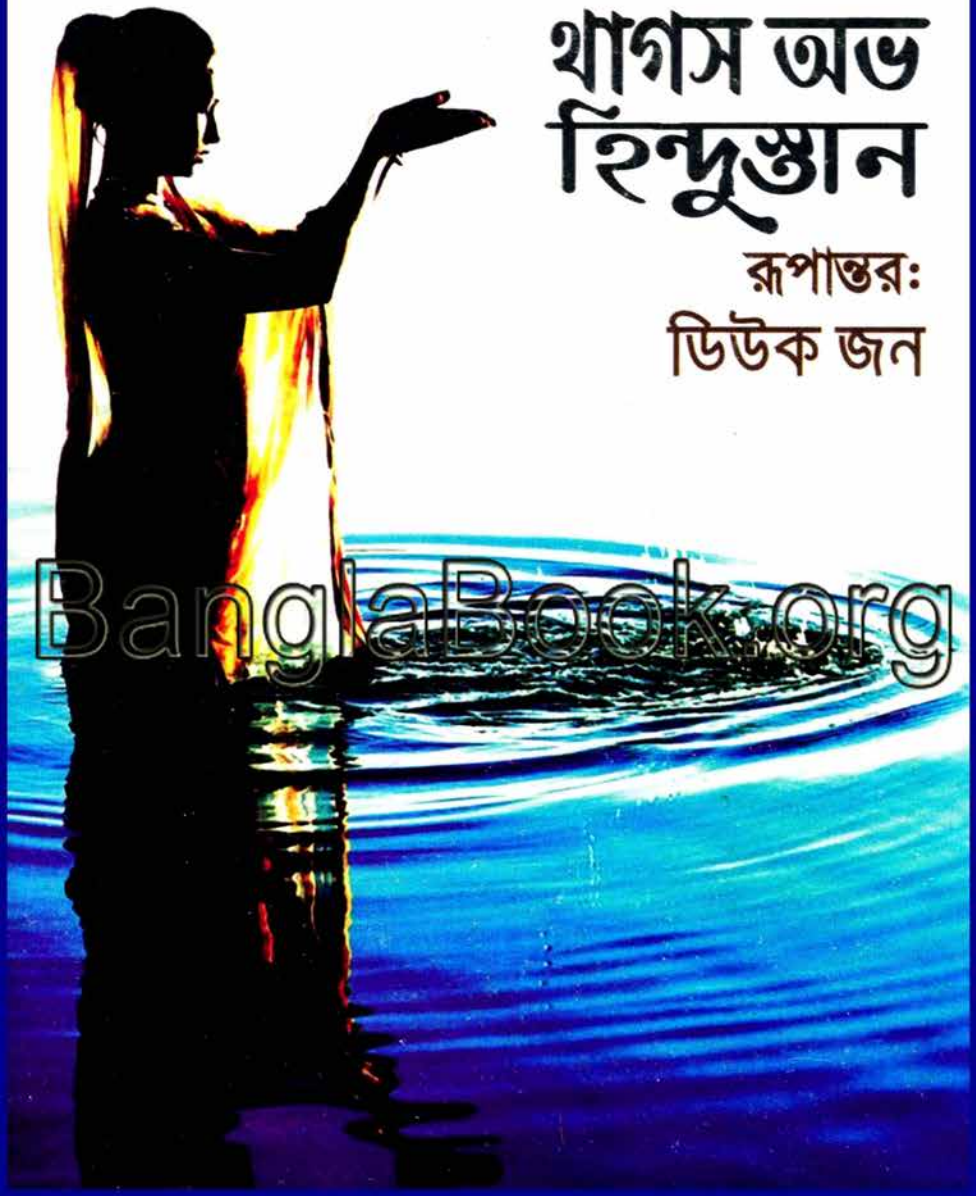

BanglaBook.org

মেয়ে আডাকে হারিয়ে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন ক্যাপটেন ম্যাকফারসন। ধুলোয় মিশিয়ে দেবেন এর জন্য দায়ী ধর্মান্ধ, খুনে দস্যুদের– এই তাঁর অগ্নিশপথ। ভারতবর্ষ কাঁপিয়ে দেয়া লুটেরাদের গোপন আস্তানার খোঁজ পেতেই এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলেন না ব্রিটিশ অফিসার। ফোর্স আনতে ছুটলেন ফোর্ট উইলিয়াম-এ। পাইকারি খুনে হাত রাঙাবেন ফিরে এসে। ...ঘুণাক্ষরেও যদি বুঝতে পারতেন: কোন্ খেলা খেলতে যাচ্ছে নিয়তি তাঁকে নিয়ে!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

www.BanglaBook.org

এমিলিও সালগ্যারির

থাগস অভ হিন্দুস্তান

রূপান্তর ■ ডিউক জন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-3292-6

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সেবা প্রকাশনী

একশ' বারো টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৮

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ডিউক জন

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী শেখ মহিউদ্দিন

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৪৮৩১৪১৮৪ ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

THUGS OF HINDUSTAN
By: Emilio Salgari
Trans. by: Duke John

উৎসর্গ

পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছে মেয়েটিকে। পছন্দও করেছে। ছেলে বনেদি বংশের নাম করা সঙ্গীতশিল্পী।

ছন্নছাড়া এক যুবক মেয়েটির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারে, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। জানে না, বাড়ির ভিতরে অন্ধকারের আড়াল থেকে দেখছে ওকে মেয়েটি।

এক সময় মন খারাপ করে ফিরে যায় ছেলেটি। মেয়েটি অচেনা যুবকের জন্য বালিশ ভেজায়। বলতে পারবে না, কেন।

সম্ভবত তৃতীয় কোনও পক্ষ কানপড়া দেয়াতে ভেঙে গেল বিয়েটা। মেয়েটি খুশি, আবার কিছুটা শঙ্কিতও। বিয়ে-ভাঙা-মেয়ে; বলবে কী লোকে!

প্রচণ্ড বিরক্ত মেয়েটির রাশভারী বাবা। রাগে, অপমানে ফুটছেন তিনি টগবগ করে। কে-এক ভবঘুরে ছোকরা ঘুরঘুর করছে ওঁর বাড়ির আশপাশে, কানে গেল ভদ্রলোকের।

একদিন ডাকলেন তিনি ছেলেটিকে। শুনলেন বৃত্তান্ত। ভদ্রলোকের মনে কী ছিল, কে জানে, ডেকে পাঠালেন কন্যাকেও। আচমকা দু'জনের হাত এক করে দিয়ে বললেন: 'যা, সুখী হ তোরা।'

বিয়ে হয়ে গেল অনেকটা পত্রপাঠ।

আচমকা *রাজকন্যা* পেয়ে গিয়ে একটার পর একটা ঢোক গিলছে ছেলেটি। এই রত্ন সে রাখবে কোথায়? রোমান্টিসিজম যায়-যায় অবস্থা। শেষ পর্যন্ত শান্তিনগরের এক টিনশেড বাসায় ঠাঁই হলো কপোত-কপোতীর...

মেয়েটি আমার মা।

ছেলেটি আমার বাবা।

ভাগ্যিস, হয়েছিল ওঁদের বিয়েটা! না হলে কি লিখতে পারতাম এই উৎসর্গপত্র?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভূমিকা

ইতালিয়ান লেখক এমিলিও সালগ্যারির (২১ আগস্ট, ১৮৬২–২৫ এপ্রিল, ১৯১১) জন্ম ভেরোনা শহরের সাদাসিধে এক বণিক পরিবারে। অল্প বয়স থেকেই টানত তাঁকে সাগর। নাবিক হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে আরম্ভ করেছিলেন ভেনিস-এর নেভাল অ্যাকাডেমিতে। দুর্ভাগ্য, বাজে ফলাফলের জন্য কোনও বারই কৃতকার্য হতে পারেননি। দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদক হিসাবে লেখক-জীবনের সূচনা। অ্যাডভেঞ্চারে বেরোনোর দিকে ঝোঁক; এ-দিকে সাধ আছে, সাধ্য নেই; অতএব, কাগজের বুকেই হাতিঘোড়া মারতে আরম্ভ করলেন। ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হতে থাকে সে-সব আখ্যান, যা তাঁকে নিয়ে যায় খ্যাতির চূড়ায়।

দুর্দান্ত গতি হচ্ছে সালগ্যারির লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচনাবলি দানতের চাইতেও বেশি পঠিত হয় ইতালিতে। এমনই ছিল সালগ্যারির জনপ্রিয়তা যে, রানি কর্তৃক ভূষিত হন নাইট উপাধিতে। মুদ্রার অন্য পিঠে, লেখালেখি করে পয়সাপাতি পেতেন না তেমন। এক রকম দিন-আনি-দিন-খাই করেই কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনটা।

বিয়ে করেছিলেন। হয়েছিলেন চার-চারটি সন্তানের জনক। কিন্তু সংসার-জীবনে ছিলেন চরম অসুখী। ১৮৮৯ সালে আত্মহত্যা করেন সালগ্যারির পিতা। ১৯০৩ সালের শেষে অসুস্থ হয়ে পড়েন সহধর্মিণী আইডা। স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ জোগাতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছিল লেখকের। ফলাফল: জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এ-

বার সালগ্যারি নিজেই বেছে নিলেন স্বেচ্ছামৃত্যুর পন্থা। সেটি ছিল প্রথম বার, ১৯১০ সালে। পরের বছর যখন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন আইডা, দ্বিতীয় বারের মতো আত্মহননের চেষ্টা চালান সালগ্যারি। ব্যর্থ হয়নি সে-বারের চেষ্টা। তুরিন-এ, মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে জীবন থেকে অব্যাহতি নিলেন অভিমানী এক লেখক। মৃত্যুর আগে এক চিরকুটে লিখে গেছেন তিনি:

> হ্যাঁ, আপনাদেরকে বলছি; আমার মাথার ঘাম বিক্রি করে যাঁরা আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছেন; অথচ চিরটা কাল ফকিরই রয়ে গেলাম আমি– বিদায়বেলায় একটাই অনুরোধ তাঁদের কাছে। ওই লাভের টাকা থেকে সামান্য খরচ কি করবেন কেউ আমার দাফন-কাফনের জন্য?

সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সালগ্যারির অন্য বই: মিস্ট্রিজ অভ দ্য ডার্ক জাঙ্গল। সেটারই সিকুয়েল: থাগস অভ হিন্দুস্তান।

এক

শেষ থেকে শুরু

সময়টা আঠারো শ' একান্ন।

অবিভক্ত ভারতবর্ষ জুড়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে তখন ভয়ঙ্কর এক দস্যু সম্প্রদায়। ইংরেজিতে 'থাগ' বা বাংলায় 'ঠগি' নামেই পরিচিত মূলত এই ডাকাতেরা। কারও-কারও কাছে 'ঠ্যাঙাড়ে', কেউ-বা আবার চেনে ওদের 'ফাঁসুড়ে' হিসাবে।

লুটপাট আর জীবননাশ সমার্থক শব্দ ছিল ঠগিদের কাছে। যাদেরকে টারগেট করত, ফাঁসের সাহায্যে শ্বাস রোধ করে হত্যা করার পর লুটে নিত সর্বস্ব।

অনেক সময়ই ডাকাতি করার মতো মূল্যবান তেমন কিছু পাওয়া যেত না নিহতের কাছে। তার পরও একটুও অনুতপ্ত হতো না এই খুনেরা। হতভাগ্য লোকগুলোকে বলি দেয়া হচ্ছে ওদের দেবীর কাছে– এমনটাই ভেবে নিত নিষ্ঠুর ওই মানুষগুলো।

আডা কোরিশাণ্ট নামে এক ইংরেজ যুবতী খপ্পরে পড়ে এই ডাকাতদলের। দেবী অমানিশার পূজারিণী হিসাবে নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যায় মেয়েটির।

সঙ্গীর মৃত্যুরহস্যের কিনারা করতে শ্বাপদসঙ্কুল সুন্দরবনের দুর্গম রাজমঙ্গল দ্বীপে পা রাখে এক বাঙালি যুবক। এখানেই আডা কোরিশাণ্টের সন্ধান পায় ত্রিমাল-নায়েক নামের যুবকটি।

BanglaBook.org

এর পরের কাহিনী প্রেম, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধের। অনেক রক্ত ঝরানোর পর ফাঁসুড়েদের কবল থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনে ত্রিমাল-নায়েক[১]।

কাহিনীর পরবর্তী অংশের শুরু এখান থেকেই।

দুই

অন্ধকারে বন্দি

ফাঁসুড়েদের পাতাল-ডেরা থেকে আডা কোরিশাকে ছিনিয়ে এনেছে ত্রিমাল-নায়েক। কিন্তু বিপদ কাটেনি এখনও। এখনও সরে যেতে পারেনি ওরা দস্যুদলের করাল থাবার নাগাল থেকে। পথ খুঁজে মরছে মাটির নিচের সুড়ঙ্গ থেকে মুক্ত বাতাসে বেরোনোর।

কুড়িয়ে পাওয়া একখানা মশাল হাতে এগিয়ে চলেছে ত্রিমাল-নায়েক। রজনের সঙ্গে আগুনের সংস্পর্শে নীলচে আলো ছড়িয়ে পড়েছে আঁধার সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে।

দুই পুরুষ।

এক নারী।

আর একটা জানোয়ার।

এই হচ্ছে দলের সদস্য-সংখ্যা।

ত্রিমাল-নায়েক আর আডা নামের মেয়েটি ছাড়া অপর জন হচ্ছে– মারাঠি যুবক কামমামুরি। বিশ্বস্ত সহচর

---

[১] এই কাহিনীর বিস্তারিত রয়েছে **মিস্ট্রিজ অভ দ্য ডার্ক জাঙ্গল** বইয়ে।

BanglaBook.org

নায়েকের।

অন্য দিকে, ত্রিমাল-নায়েকের পোষা শার্দুলটির নাম– দরমা।

কে এই মেয়ে?

ভাবছে নায়েক চলতে-চলতে।

সত্যিকারের পরিচয়টা কী আডা কোরিশান্টের?

যেটাই হোক না কেন– সিদ্ধান্তে পরিণত হলো ভাবনাগুলো– কিছুই যায়-আসে না তাতে।

নিজের করে পেয়েছে ও মেয়েটাকে; আর কিছু চাইবার নেই ত্রিমাল-নায়েকের।

কিন্তু...

আদৌ কি খুঁজে পাবে ওরা মুক্তির পথ?

...দোষ কী আশা করতে?

হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কামমামুরি।

অসাধারণ সাহসী হওয়া সত্ত্বেও থরথর করে কেঁপে উঠল ত্রিমাল-নায়েক।

এই মাত্র অশুভ এক গুড়ুগুড়ু আওয়াজ এসেছে ওদের কানে।

দ্রুতই বেড়ে চলেছে আওয়াজটা।

'আসছে ওরা!' বাম হাতে প্রেয়সীর হাত আঁকড়ে ধরে বলল ত্রিমাল-নায়েক।

চাপা স্বরে গর্জে উঠল দরমা।

ভীতিকর আওয়াজটা জোরাল হলো আরও। শব্দের চোটে কেঁপে-কেঁপে উঠছে সুড়ঙ্গের অসমান ছাত।

অকস্মাৎ নীরবতার আলখেল্লা গায়ে জড়িয়ে নিথর হয়ে পড়ল সমস্ত কিছু।

'মালিক,' অনুচ্চ স্বরে বলল কামমামুরি। 'আলোটা

BanglaBook.org

নিভিয়ে দিলেই ভালো হবে বোধ হয়।' বাঙালিদের সঙ্গে থাকতে-থাকতে বাংলাটা সড়গড় হয়ে গেছে মারাঠি যুবকের।

মাথা ঝাঁকিয়ে একমত হলো নায়েকও। আডার হাতটা ছেড়ে দিয়ে নিভিয়ে ফেলল ও মশালটা।

অন্ধকারের কালো চাদরে ঢাকা পড়ল চারটি প্রাণী।

ডান হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে নায়েকের।

স্তব্ধ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে প্রত্যেকে যার-যার জায়গায়।

অস্বস্তিকর গুড়ুগুড়ুটা শোনা গেল আবারও।

জোরাল হচ্ছে... কাছিয়ে আসছে ক্রমে।

শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় এসে থেমে গেল অচেনা সে-আওয়াজ।

কাঁপছে আডা– টের পেল পাশে দাঁড়ানো ত্রিমাল-নায়েক।

'ভয় পেয়ো না,' বলল ও চাপা স্বরে। 'আমরা আছি না! কিচ্ছু হবে না তোমার।'

'কীসের আওয়াজ ওটা?' নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন কামমামুরি।

এর কোনও জবাব নেই কারও কাছে।

আরও একবার গর্জন ছাড়ল দরমা। সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিড়াল প্রজাতির হিংস্র সদস্য। জ্বলন্ত চোখ দুটো দেখে বোঝা যাচ্ছে, উপর দিকে নজর ওটার।

সম্ভবত আওয়াজের উৎসটা রয়েছে ওখানেই।

'কামমামুরি,' ফিসফিসিয়ে বলল ওর সহযোগী। 'ঘাপটি মেরে আছে কারা জানি!'

'হ্যাঁ, মালিক। দরমাও টের পেয়েছে ব্যাপারটা।'

'আডার সাথে থাকো তুমি এখানে। আমি দেখে আসি, ঘটনা কী।'

ভীত, কম্পিত তরুণী এ কথা শুনে আঁকড়ে ধরল ত্রিমাল-নায়েককে।

BanglaBook.org

'যেয়ো না, নায়েক! যেয়ো না তুমি ওখানে!' সনির্বন্ধ অনুরোধ মেয়েটার ফিসফিসানিতে। ইংরেজ হলেও বাংলা আর হিন্দিতেও সমান দখল রয়েছে আডা কোরিশাণ্টের।

'দুশ্চিন্তা কোরো না আমাকে নিয়ে।' অদ্ভুত ভালো লাগায় ভরে উঠেছে প্রেমিকের অন্তর। নায়কোচিত আবেগের বান ডেকেছে যুবকের শিকারি-রক্তে। মনে হচ্ছে: কে আসবে–আসুক না! বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচ্যগ্র মেদিনী।

ভদ্র ভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ও মেয়েটির কাছ থেকে। সতর্ক এবং দৃঢ় চিত্তে পা বাড়াল সামনের দিকে। কাঁধ থেকে নামিয়ে নিয়ে দু'হাতে বাগিয়ে ধরেছে রাইফেলটা। পিস্তল আর ধারাল চাকুটাও প্রস্তুত রয়েছে কোমরের খাপে।

মনিবের গমনপথের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ডাক ছাড়ল দরমা। পিছু নিল ওটাও।

দশ কদমও এগোয়নি, মৃদু একটা মড়মড় আওয়াজ প্রবেশ করল নায়েকের কানে।

ফুট কয়েক উপরের ছাতের দিক থেকে আসছে আওয়াজটা। যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে অদূরে।

চুপ করানোর জন্য পোষা বাঘের মাথায় হাতের চাপ দিল ওর মনিব।

আরও সতর্কতার সঙ্গে আগে বাড়ল ত্রিমাল-নায়েক।

শব্দ লক্ষ্য করে দাঁড়াল এসে ছাতের বিশেষ ওই জায়গাটার নিচে।

অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না ওর উপরে তাকিয়ে। তারপর আবছা কিছু ফুসুর-ফাসুর শুনতে পেল কান খাড়া করে।

এক জায়গায় জড়ো হয়েছে যেন কয়েক জন।

'ধরাই পড়ে গেলাম বোধ হয়।' বিড়বিড় করে নিজের ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিল নায়েক।

বলে সারতে পারল না, একটা আলো ঝলসে উঠল

BanglaBook.org

উপরে।

এক সেকেণ্ডের বেশি হলো না আলোটার স্থায়িত্ব। কিন্তু ওইটুকু সময়েই পরিস্থিতির একটা চিত্র পেয়ে গেল ত্রিমাল-নায়েক।

বড়সড় এক ফোকর রয়েছে ছাতের এ-দিকটায়। ফোকরটার মুখ দিয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে রয়েছে চার-পাঁচজন ঠ্যাঙাড়ে।

'আছে! নিচেই আছে!' চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ।

'পাওয়া গেছে!' শোনা গেল আরেক জনের গলা।

ফোকর লক্ষ্য করে বিদ্যুদ্‌বেগে রাইফেলের নিশানা করল ত্রিমাল-নায়েক। একটা সেকেণ্ডও দেরি না করে চেপে দিল ট্রিগার।

গুলির প্রচণ্ড শব্দ দীর্ঘস্থায়ী প্রতিধ্বনি তুলল গোটা সুড়ঙ্গ জুড়ে।

ধপ করে একটা শব্দ হলো ভোঁতা। মৃত্যুশীতল নীরবতা নেমে এল তারপর।

কিন্তু অপেক্ষা করল না নায়েক। রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে জোড়া পিস্তলের একটা তুলে নিল ও এ-বারে। ছাতের উদ্দেশে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে খালি করল অস্ত্রটা। গুলির সঙ্গে গালিগালাজের তুবড়িও ছুটল মুখ দিয়ে।

আডা আর কামমামুরি ছুটে এল ত্রিমাল-নায়েকের কাছে। গুলির আওয়াজ কানে যেতে জায়গায় থাকা অসম্ভব হলো ওদের জন্য।

'নায়েক! নায়েক!' ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন মেয়েটার চোখ জোড়া। এক রাশ আতঙ্ক নিয়ে জাপটে ধরল ও ত্রিমাল-নায়েককে। 'কী হলো হঠাৎ? গুলি-টুলি লাগেনি তো তোমার?'

'না, আডা!' তরুণীকে স্পর্শ করে বলল ত্রিমাল-নায়েক। 'একদম ঠিক আছি আমি।'

BanglaBook.org

'গুড়গুড় আওয়াজটা কীসের ছিল, বুঝতে পারলে কিছু?'

মাথা ঝাঁকাল নায়েক। 'মানুষ... ফাঁসুড়েদের কারণে হয়েছে ওই আওয়াজ।'

'তার মানে...'

'হ্যাঁ, আড়া... আটকাই পড়ে গেলাম বোধ হয়। খোঁজ পেয়ে গেছে ওরা আমাদের!'

'আয়-হায়! কী হবে এখন?'

'ভয়ের কিছু নেই। আপাতত নিরাপদ আমরা। গুলি খাওয়ার ভয়ে সহসা আর সাহস দেখাতে যাচ্ছে না বদমাসগুলো। বেরোনোর কোনও-না-কোনও উপায় এর মধ্যে বেরিয়ে যাবে নিশ্চয়ই।'

সরে এল ওরা ওখান থেকে।

চাদর পেতে দিয়ে মেয়েটাকে বসাল নায়েক।

'নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে আছ অনেক?' বলল ও কোমল স্বরে। 'এখানে বসে জিরিয়ে নাও কিছুক্ষণ। আমি দেখি, পথ পাই কি না।'

মনে ভয় কাজ করছে যদিও— যে-কোনও মুহূর্তে নেমে আসতে পারে লুটেরারা; কিন্তু এত কিছুর ভিতর দিয়ে গেছে যে ওরা, রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছে মেয়েটা। মনে ধরল ওর প্রেমিকের পরামর্শটা। হাত-পা ছড়িয়ে হেলান দিল চাদরের উপরে।

সুড়ঙ্গের দেয়াল পরীক্ষা করতে লেগেছে নায়েক আর কামমা। এগোনোর সঙ্গে-সঙ্গে একটু পর-পর টোকা দিয়ে চলেছে দেয়ালের গায়ে। বুঝতে চাইছে, কোনও পথ রয়েছে কি না দেয়ালের উলটো পাশে।

এক পর্যায়ে বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করল, পাথুরে দেয়ালের এক জায়গায় কেমন একটা অদ্ভুত কাঁপুনি উঠছে থেকে-থেকে। মৃদু একটা শব্দও ভেসে আসছে যেন ও-পাশ

BanglaBook.org

থেকে।

রহস্যময় ব্যাপার।

একটু আগে যে ধরনের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, ও-রকমই অনেকটা।

কাজ বন্ধ করল না ওরা। খঞ্জরের বাঁট দিয়ে ঠুকে চলল দেয়ালের জায়গায়-জায়গায়। আলো অপ্রতুল বলে কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে।

এ-ভাবে পেরিয়ে গেল প্রায় আধঘণ্টা।

থামত না। তার পরও বাধ্য হলো।

কিছুক্ষণ থেকে অনুভব করছিল, বদলে যাচ্ছে সুড়ঙ্গের তাপমাত্রা! ক্রমে গরম হয়ে উঠছে বাতাস!

কী ব্যাপার!

নেই কোনও সদুত্তর।

ঘেমে উঠেছে ত্রিমাল-নায়েক আর কামমামুরি।

'হচ্ছেটা কী এ-সব?' হাঁসফাঁস করে উঠল ত্রিমাল-নায়েক।

কামমামুরির কাছে এর জবাব থাকলে তো!

অস্বস্তিকর এ অবস্থার মধ্যেই পথ খোঁজা শুরু হলো আবারও।

পেরিয়ে গেল আরও পনেরোটি মিনিট।

গরমটা কিন্তু বেড়েই চলেছে ক্রমাগত। রীতিমতো অসহনীয় হয়ে উঠেছে উত্তাপ।

'জ্যান্ত কাবাব বানাতে চায় নাকি!' আতঙ্কিত ঘড়ঘড়ানি বেরিয়ে এল কামমামুরির।

'কাবাব বানাক, আর যা-ই বানাক,' দাগবাবটা[২] খুলতে-খুলতে বলল নায়েক। 'কেমন করে করছে এটা?'

---

[২] দাগবাব: ছোট কুর্তা।

BanglaBook.org

'আমারও তো একই প্রশ্ন, মালিক... আসছে কোত্থেকে গরমটা?'

'খোঁজো, কামমা! খুঁজতে থাকো!' মরিয়ার মতো বলে উঠল নায়েক। 'এই নরক থেকে যদি বেরোতে না পারি...'

আগের চেয়ে দ্রুত চলল ঠোকাঠুকি।

নাহ! মুক্তির আশা সুদূর পরাহত যেন।

হাল ছেড়ে দেবে, এমন সময় এক ঝলক রক্ত ছলাত করে উঠল নায়েকের বুকের ভিতর।

কোনার দিকের এক জায়গায় দেয়াল ঠুকে মনে হলো– ফাঁপা। নিশ্চিত হবার জন্য কামমামুরিকে ডেকে এনে পরীক্ষা করাল জায়গাটা।

আশায় উদ্বেল হয়ে উঠল মারাঠাও।

উলটো পাশে কি টানেল রয়েছে কোনও? দু'জনের মনেই খেলছে একই চিন্তা। বেরোনো যাবে কি ও-দিক দিয়ে?

জোর সম্ভাবনা রয়েছে।

কিন্তু যাওয়া যাবেটা কী করে ওই পাশে?

জটিল সমস্যা।

আড়ার কাছে ফিরে এল ওরা।

অপরিসীম ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা।

কী মনে করে ডাকল না ওকে নায়েক।

আবার ফিরে গেল ওরা ওই কোনায়। একটুও দেরি না করে হামলে পড়ল দেয়ালটার উপরে। ও-পাশে বেরোনোর উপায় খুঁজছে আতিপাতি করে।

অল্পক্ষণেই থেমে যেতে হলো।

সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে গরমটা। অসহ্য তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম।

জল চাই... জল!

দেয়াল ছেড়ে মেঝে পরীক্ষা করায় মনোযোগী হলো এ-বার দু'জনে।

BanglaBook.org

হতাশ হতে হলো এ-বারেও।

শুকনো খটখটে পাথর। ন্যাড়া একদমই।

হাড়ে-হাড়ে টের পেল ওরা বিপদের স্বরূপ সম্বন্ধে।

'হা, ভগবান! এই ছিল কপালে?' কোণঠাসা জানোয়ারের দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক চাইছে ত্রিমাল-নায়েক। 'বদ্ধ সুড়ঙ্গে দম আটকে মরা?'

যেন ওর কথার জবাবেই ভেসে এল চাপা, বিচিত্র এক গমগমে আওয়াজ।

এক সেকেণ্ড গেল।

দুই সেকেণ্ড।

অকস্মাৎ বড় এক পাথরখণ্ড খসে পড়ল ছাত থেকে।

মাটিতে পড়ে চৌচির হলো সেটা বিকট শব্দ করে।

আরও এক সেকেণ্ড পার হলো। তার পরই জলের তীব্র এক স্রোত বিস্ফোরিত হলো পাথর-খসা জায়গাটা থেকে!

'বেঁচে গেলাম, মালিক! বেঁচে গেলাম!' ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল কামমামুরি।

'নায়েক! কামমা! কোথায় তোমরা?' অন্ধকার থেকে ভেসে এল আডা কোরিশান্টের হতবিহ্বল কণ্ঠ। গরম আর জলপতনের আওয়াজে ঘুম টুটে গেছে মেয়েটার।

এক ছুটে ওর পাশে চলে এল বাঙালি যুবক।

'এই তো, আডা! এই যে আমি!' বলল ও মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে।

'ওহ, নায়েক! এ-রকম হাঁপ ধরে যাচ্ছে কেন, বলো তো আমায়!' ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছে মেয়েটা। 'দম যে আটকে আসছে আমার! এত গরম!'

'আডা...'

'জল... এক ফোঁটা জল দাও আমাকে! তেষ্টায়...'

পাঁজাকোলা করে পানির কাছে নিয়ে এল ওকে ত্রিমাল-নায়েক।

BanglaBook.org

চাতকের মতো জল পান করছে দরমা আর কামমামুরি।

আঁজলা ভরে মেয়েটার তৃষ্ণা দূর করল নায়েক। নিজেও নিবারণ করল পিপাসা।

আচমকা ভয়ঙ্কর স্বরে গর্জে উঠল বাঘিনী। ডাকটা ছেড়েই লুটিয়ে পড়ল ওটা মাটিতে।

গাঁজলা বেরোচ্ছে বাঘটার মুখ দিয়ে! প্রবল আক্ষেপে চার পা ছুঁড়ছে বাতাসে।

আতঙ্কিত কামমামুরি এক লাফে চলে এল চারপেয়েটার পাশে। তখুনি টের পেল, সমস্ত শক্তি যেন শুষে নেয়া হয়েছে ওর শরীর থেকে।

হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল মারাঠা। চোখ জোড়া বিস্ফারিত।

থরথর করে হাত দুটো কাঁপছে কামমামুরির। রক্ত মিশ্রিত ফেনা চলে এসেছে ঠোঁটের কোনায়।

'ম্... ম্... মালিক...' বলতে পারল কোনও রকমে।

'কামমাহ!' নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ত্রিমাল-নায়েক। 'রক্ষা করো, ভগবান! এ কী সর্বনাশ শুরু হলো? আডা! আডা! কী হয়েছে তোমার? এমন করছ কেন, প্রিয়?'

জবাব দিতে পারল না মেয়েটা। দরমা আর কামমামুরির মতোই বিবশ হয়ে পড়েছে ওর সারা শরীর। চোখ জোড়া খুলে আসবে যেন কোটর থেকে। ফেনা জমেছে মুখের কশে।

কম্পিত দু'হাতে নায়েককে জড়িয়ে ধরতে চাইল মেয়েটা। কিছু যেন বলার চেষ্টায় ফাঁক হলো মুখটা। পরক্ষণে উলটে এল চোখ দুটো।

অসহায় নায়েকের চোখের সামনে নিথর হয়ে পড়ল আডা কোরিশান্ট।

'আডা! আডা!' বুক ভাঙা যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল ত্রিমাল-নায়েক।

এটাই ছিল যুবকটির শেষ কথা। দৃষ্টি মেঘাচ্ছন্ন হয়ে

BanglaBook.org

এসেছে ওরও। প্রচণ্ড খিঁচুনি যেন আঁকড়ে ধরেছে দেহের সমস্ত পেশি।

টলে উঠে পড়ে যেতে আরম্ভ করল নায়েক। প্রথমে বাধ্য হলো হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে, তারপর ধড়াম করে মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে।

খানিক পরেই ছাতের গায়ে হড়কে সরে গেল পাথরের একটা কবজামতো।

এক-এক করে সুড়ঙ্গে নামতে লাগল ঠগির দল।

তিন

অন্ধকারে একা

আগস্টের দুর্দান্ত এক রাত্রি।

হরেক ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে রয়েছে বাতাস।

লম্বা এক রুপোলি ফিতের মতো দেখাতে লাগছে হুগলি নদীটিকে। অবগাহন করছে চাঁদের আলোয়।

বেঙ্গলি ব-দ্বীপ নামের সুবিশাল নিম্ন ভূমির উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে, ধীর গতিতে বয়ে চলেছে হুগলি। নারকেল, কলা, কাঁঠাল আর তেঁতুল গাছের সমাহার নদীর পাড় ঘেঁষে।

নিশি জাগা এক ঝাঁক ম্যারাবু[৩] চক্কর কাটছে নদী আর গাছপালার উপর দিয়ে।

---

[৩] বৃহদাকার এক জাতের সারস।

সময়ে-সময়ে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে রাতচরা শেয়ালের দল। হুগলি নদীর পাড় জুড়ে বিচরণ মূলত নিশাচর এই জানোয়ারগুলোর। গহীন অরণ্যের নৈঃশব্দ্যের রাজত্বে বারংবার হানা দিচ্ছে ওগুলোর প্রলম্বিত, তীক্ষ্ণ চিৎকার। বুকের ভিতরটা হু-হু করে ওঠে শুনলে।

অনেক হয়েছে রাত্রি।

বিশাল এক তেঁতুল গাছের গোড়ায় ভূতের মতো বসে রয়েছে একজন।

ছায়ায়, অন্ধকারে ওত পেতে থাকা বিপদ-আপদের ব্যাপারে মোটেই কেয়ার করছে না লোকটা।

চল্লিশের ঘরে বয়স।

সিপাহি ক্যাপটেনের উর্দি পরনে। সোনা-রূপার অনেকগুলো মেডেল লটকে আছে অফিশিয়াল ইউনিফর্মে।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বহু বছর কাটানোর সাক্ষ্য দিচ্ছে সুঠাম, দীর্ঘদেহী ইউরোপীয়টির রোদে পোড়া ফরসা চামড়া।

সুন্দর করে ছাঁটা কালো দাড়িতে ছাওয়া গর্বিত চেহারা লোকটির। বড়-বড় বিষণ্ন দুই নীল চোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে বেপরোয়া একটা ভঙ্গি।

একটু পর-পর মাথা তুলে তাকাচ্ছে সামনের বিশাল নদীটার দিকে। অধৈর্য ভঙ্গিতে হাঁটুর উপরে তবলা বাজাচ্ছে দু'হাতের পোড় খাওয়া আঙুলগুলো।

অনেকক্ষণ এক ভাবে ঠায় বসে রয়েছে মানুষটি। অপেক্ষা করতে-করতে পেরিয়ে গেছে, আধঘণ্টারও বেশি হবে।

হঠাৎ দূরে কোথাও একটা গুলির আওয়াজ প্রকম্পিত করল রাতের পরিবেশ।

চটজলদি কারবাইনটা হাতে উঠে এল ক্যাপটেনের। রুপো আর মাদার-অভ-পার্লের কাজ করা চমৎকার অস্ত্রটা নিয়ে সিধে হলো সে পায়ের উপরে। জমিন জুড়ে বিছিয়ে থাকা শিকড়ের জটাজুট মাড়িয়ে এগিয়ে চলল হুগলির

BanglaBook.org

অদূরবর্তী পাড় লক্ষ্য করে।

কালো এক বিন্দুর উদয় হয়েছে নদীর বুকে। ধীরে-সুস্থে এগিয়ে আসছে ওটা তীরের দিকে। বিন্দুটির চারপাশের পানিতে ঝিলিক দিচ্ছে চাঁদের আলোর প্রতিফলন।

'এল তবে...' স্বগতোক্তি করল ক্যাপটেন। পালটা গুলি চালাল আকাশের দিকে বন্দুকের নল তাক করে।

দু'পক্ষের মধ্যে চালাচালি হলো সঙ্কেত।

কান ফাটানো 'ধুড়ুম' আওয়াজটার সঙ্গে অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করল এক ঝলক তীব্র আলো।

'সন্তোষজনক তথ্য কি পাওয়া যাবে এ-বারে?' বিড়বিড় করে আওড়াল ক্যাপটেন। 'দেখা যাক।'

দীর্ঘ প্রতীক্ষার বিরক্তি খেলে গেল প্রৌঢ় লোকটির মুখের চেহারায়। কম দিন তো অপেক্ষা করছে না সে। দেখতে-দেখতে পেরিয়ে গেছে কয়েকটি বছর।

চলমান বিন্দুটির উপরে স্থির হয়ে আছে ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের দৃষ্টি। সঙ্কেত পেয়ে দ্রুত এগোচ্ছে এখন ওটা।

শিগগিরই আধ ডজন দাঁড়ি নিয়ে ছোট এক নৌকায় রূপ নিল বিন্দুটা। প্রত্যেকেই সশস্ত্র নৌকার আরোহীরা।

দশ মিনিটেরও কম সময়ে চলে এল ওটা তীর থেকে কয়েক বাঁও গভীরতায়।

ভারতীয় এক সার্জেন্ট রয়েছে নৌকাটার কর্তৃত্বে। ভরত নাম যৌবন পেরোনো লোকটার।

লম্বা দাঁড় হাতে অন্য ছয় আরোহীও স্থানীয় ভারতীয়।

আরও মিনিট কয়েক পর তীরের গায়ে নাক ঠেকাল নৌকাটা।

ত্বরিত নেমে ক্যাপটেনকে স্যালুট করল সার্জেন্ট। নাওয়ে বসা দাঁড়িদের উদ্দেশে বলল, 'ঠিক আছে তা হলে। দুর্গে ফিরে যাও তোমরা।'

BanglaBook.org

ফিরে চলল নৌকাটা।

'এসো আমার সঙ্গে,' সার্জেন্টের উদ্দেশে মুখ খুলল ক্যাপটেন। বাংলা বোঝে অফিসার। বলতেও পারে।

তেঁতুল গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল ওরা। জুত করে বসল মোটা শেকড়ের উপরে।

'স্যর,' খবরটা প্রকাশ করার আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে চাইল সার্জেন্ট। 'আমরা ছাড়া অন্য কেউ নেই তো এখানে?'

'না,' আশ্বস্ত করল ম্যাকফারসন। 'নির্দ্বিধায় রিপোর্ট করতে পারো। ...যা শুনলাম... খবরটা কি সত্যি?'

'জি, স্যর, সম্পূর্ণ। আরেকটা নৌকা আসছে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই দেখতে পাবেন নাগাপটননকে।'

'নাগাপটনন!' কুখ্যাত নামটা ক্যাপটেনের মুখে উচ্চারিত হলো আপনা-আপনি।

'সত্যি-সত্যি ধরা পড়েছে তা হলে?' উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল ক্যাপটেন।

'জি, স্যর, সত্যি।'

নতুন আশায় বুক বাঁধল ম্যাকফারসন। ঠগিদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন এই নাগাপটনন। এই লোকের ধরা পড়া মানে বিরাট ব্যাপার।

'ভয় পাচ্ছিলাম, গুজব না হয়ে যায় খবরটা!' আশঙ্কাটা প্রকাশ করে ফেলল।

'না, স্যর। নিজের চোখে দেখে নিশ্চিত হয়েছি আমি।'

'যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু... পালিয়ে-টালিয়ে যাবে না তো আবার?'

'নিশ্চিত থাকতে পারেন, স্যর। ফোর্টের ওরা খুব সতর্ক রয়েছে। দ্বিগুণ করে দেয়া হয়েছে পাহারা।'

'ভালো, খুব ভালো। আচ্ছা, লোকটা যে আসলেই নাগাপটনন, বোঝা গেল কী-ভাবে? স্বীকার করেছে?'

BanglaBook.org

'না, স্যর। একটা শব্দও না। না খাইয়ে পর্যন্ত রাখা হয়েছে কথা আদায় করার জন্য। লাভ হয়নি।'

'তা হলে?'

'দুইয়ে-দুইয়ে চার মেলাতে হয়েছে আর কী।'

'হুম্‌ম্‌।'

'তবে, লোকটা যে নাগাপটননই, এতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'তা হলে তো ভালোই। ...তা, ধরা পড়ল কী-ভাবে?'

'ভাগ্যক্রমে, স্যর।'

'খুলে বলো তো!'

'জানেনই তো, স্যর... ফোর্ট উইলিয়াম-এর আশপাশের এলাকায় আখের গুছিয়ে নিয়েছিল নচ্ছারটা। ছ'জন সেপাই এরই মধ্যে প্রাণ দিয়েছে ওর দলের লোকেদের হাতে। কাপড়-ছাড়া অবস্থায় পাওয়া গেছে লাশগুলো। মৃত দেহের বুকে ঠগিদের বিশেষ ওই চিহ্নের ছাপ মারা।

'সাত দিন আগে, সেপাইদের নিয়ে একটা দল গঠন করেন ক্যাপটেন হল। বেরিয়ে পড়েন ঘাতকের খোঁজে।

'বেকার অনুসন্ধান চলল পাক্কা দু'ঘণ্টা ধরে। জিরিয়ে নেয়ার জন্য শেষমেশ গিয়ে একটা গাছতলায় বসলেন ক্যাপটেন। বসে থাকতে-থাকতে যেই না লেগে এসেছে চোখ দুটো, এমন সময় টের পেলেন, একটা ফাঁস উড়ে এসে এঁটে বসেছে ওঁর গলায়।'

'বলো কী!'

'জি, স্যর।'

'তারপর?'

'সঙ্গে-সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠলেন ক্যাপটেন। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ফাঁসটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে সিধে হলেন লাফ দিয়ে। চিৎকার ছাড়লেন সাহায্যের জন্য।

BanglaBook.org

'কাছেই শুয়ে-বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল সেপাইরা। ছুটে এল ওরা তৎক্ষণাৎ। সবাই মিলে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হলো নাগাপটননকে। পালানোর রাস্তা রইল না বেচারির।'

'দারুণ,' খুশি হয়ে উঠল ম্যাকফারসন। 'তো, এক ঘণ্টার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ঠগিদের এই কুখ্যাত সরদারটিকে?'

'জি, স্যর, ঘণ্টা খানেকের বেশি লাগার কথা নয়।'

'বেটার লেট দ্যান নেভার।'

'আপনি বোধ হয় নিজে থেকে জেরা করবেন ব্যাটাকে?'

'করতে হবে।'

ক্যাপটেনের গলার স্বরে কেমন এক কাঠিন্য টের পেল সার্জেন্ট ভরত।

'স্যর,' বলল লোকটা ইতস্তত করে। 'যদি ভুল না হয়, গল্পের গন্ধ পাচ্ছি এর মধ্যে।'

একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ক্যাপটেন অধস্তনের মুখের দিকে।

'ঠিকই ধরেছ।' না চাইতেও কর্কশ হয়ে উঠল লোকটার গলার স্বর।

'গল্পটা কি জানতে পারি, স্যর? মানে... কোনও যদি সমস্যা না থাকে...'

বিষাদের ছায়া ঘনাল ম্যাকফারসনের গম্ভীর চেহারায়। নিমেষে ঘাম-চকচকে হয়ে উঠল মুখটা।

'মাফ করবেন, স্যর!' মুহূর্তের মধ্যে মত বদলে নিল সার্জেন্ট। পস্তাতে শুরু করেছে একটু আগের অনুরোধটার জন্য। 'কোনও রকম জোর খাটাতে চাইনি আপনার উপরে...'

'মাফ চাওয়ার মতো কিছুই ঘটেনি, সার্জেন্ট,' নরম গলায় বলল ম্যাকফারসন। 'আসলেই ঘটনাটা জানা দরকার তোমার। খেয়ালই ছিল না যে, তুমি তখন ছিলে না

BanglaBook.org

এখানে...'

'না, স্যর। সম্ভবত তখনও যোগ দিইনি কাজে...'

'কারও কাছে শোনোওনি ওই ব্যাপারে?'

'ওই আর কী, স্যর... ভাসা-ভাসা...'

'হুম।'

উঠে দাঁড়াল ক্যাপটেন। কয়েক কদম এগিয়ে গেল নদীর দিকে মুখ করে। দাঁড়িয়ে পড়ে দৃঢ় ভাবে হাত দুটো বাঁধল বুকের উপরে।

তামাটে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দু'ফোঁটা অশ্রু।

'স্ত্রীকে হারিয়েছি আমি বছর কয়েক আগে...' শুরু করল ম্যাকফারসন। চেষ্টা করছে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে। 'কলেরায় ভুগে মারা গেছে বেচারি।'

ক্যাপটেনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে গল্প শুনছে সার্জেন্ট।

'দুঃখিত, স্যর,' বলল আন্তরিক স্বরে।

'একটা মেয়ে ছিল আমাদের... আড়া ওর নাম। কৈশোর থেকে তারুণ্যে পড়েছিল মেয়েটা...

'বুঝলে, সার্জেন্ট... নিজের মেয়ে বলে বলছি না... গোলাপের মতো সুন্দর ছিল আমার আড়া মা-মণি। দীঘল, কালো চুল মাথায়... চোখ দুটো ঝিকমিক করত হীরের মতো...

'আজও যেন দেখতে পাই ওকে... আপন মনে খেলে বেড়াচ্ছে বাগানে... তাড়া করে ফিরছে প্রজাপতির পিছনে... আর নয় তো বসে আছে বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে... ওস্তাদের কাছে শেখা সেতার বাজিয়ে শোনাচ্ছে আমাকে... পুরানো দিনের স্কটিশ গান তুলেছে গলায়... ভারতীয় সুরের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কী অপূর্ব মেলবন্ধন! ...কী যে আনন্দের ছিল সেই সব দিন!'

কান্নার বেগ এসে রুদ্ধ করে দিল ম্যাকফারসনের

BanglaBook.org

কণ্ঠস্বর। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল ক্যাপটেন। কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল প্রৌঢ়ের পিঠটা।

ক্যাপটেনের কাঁধে আলতো হাত রাখল সহমর্মী সার্জেন্ট। সান্ত্বনা জানাল নীরবে।

ক'টা মিনিট কেটে গেল সামলে উঠতে-উঠতে।

গালের পানি মুছে ফেলল ম্যাকফারসন। কিঞ্চিৎ বিব্রত দেখাচ্ছে প্রৌঢ়কে। কৈফিয়ত দিল জড়ানো গলায়।

'বহু দিন পর কাঁদলাম, জানো? ...বইতে-বইতে এমনই অসহ্য হয়ে উঠেছে বেদনার ভার যে, শেষ পর্যন্ত আর ধরে রাখতে পারলাম না নিজেকে...'

'কোনও সমস্যা নেই, স্যর,' সহজ গলায় বলল সার্জেন্ট। 'আপনি আপনার মতো করে বলুন...'

'হ্যাঁ, বাকিটা...'

কিছুক্ষণ নীরব রইল ম্যাকফারসন। মনে-মনে গুছিয়ে নিল কথাগুলো।

'আঠারো শ' আটচল্লিশ সালের সকাল বেলা। ঘুম ভাঙল বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে। কেমন এক ধরনের অস্বস্তি। বুঝতে পারলাম না, কেন। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন ইঙ্গিত দিতে চাইছে কোনও কিছুর...

'বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে জানা হয়ে গেল অস্বস্তির কারণটা... কোলকাতাবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক!'

'কীসের আতঙ্ক, স্যর?' ব্যগ্র গলায় জানতে চাইল সার্জেন্ট।

'ঠগি।'

'কী করেছে ওরা?'

'রাতের আঁধারে নগরীর প্রতিটি দেয়াল আর গাছের গায়ে সেঁটে দিয়ে গেছে লিফলেট।'

'লিফলেট লাগিয়েছে! ঠগিরা! ওরা যে এ-ভাবে নিজেদেরকে জাহির করে বেড়ায়– এমন তো শুনিনি কখনও!'

BanglaBook.org

'সে-জন্যই তো অস্বস্তি।'

'কী লেখা ছিল লিফলেটগুলোতে?'

'একটা ঘোষণা। অল্প বয়েসী এক মেয়ে চাইছে ওদের দেবীর পূজারিণী হিসেবে...'

'শুনে তো মনে হচ্ছে চাকরির বিজ্ঞাপন... আজব!'

'তার চাইতেও খারাপ। ওটা আসলে এক ধরনের হুমকি... হয় মেয়েটাকে তুলে দাও আমাদের হাতে... নয় তো নিজেরাই তুলে নিয়ে যাচ্ছি...'

'খাইছে! কোন্ মেয়ের কথা বলছিল, স্যর?'

'নির্দিষ্ট কারও কথা উল্লেখ করেনি। এটুকু পরিষ্কার ছিল, কুমারী হতে হবে মেয়েটাকে...'

'আচ্ছা...'

'আতঙ্কের তীব্র স্রোত বয়ে গেল আমার মধ্যে। অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল বুকটা। খারাপ কিছু হতে চলেছে... খুবই খারাপ কিছু...'

'বুঝতে পারছি, স্যর... কী রকম অদ্ভুত যেন বিষয়টা।'

'সে-রাতেই ফোর্ট উইলিয়ামে পাঠিয়ে দিলাম মেয়েটাকে। দুর্গের চারদেয়ালের মধ্যে নিরাপদ থাকবে ও, এমনটাই আশা করেছিলাম। এক রকম নিশ্চিত ছিলাম যে, ওখানে থাকলে আড়া মা-মণির দিকে হাত বাড়াতে পারবে না নোংরা ঠ্যাঙাড়েরা। কিন্তু...'

'স্যর?' অদ্ভুত কিছু শোনার অপেক্ষায় শিরদাঁড়ায় বিচিত্র অনুভূতি হলো সার্জেন্টের।

'হ্যাঁ... যা ভাবছ, তা-ই। এত সাবধানতার পরেও এড়ানো গেল না ঠগিদের। ওকে ফোর্টে পাঠানোর তিন দিন পর খুনেদের বিশেষ চিহ্ন বাহুতে নিয়ে ঘুম ভাঙল মেয়েটার!'

'ওহ!' বিবর্ণ হয়ে উঠেছে সার্জেন্টের মুখটা। 'কেমন করে করল কাজটা?'

'আমার কাছেও এটা একটা রহস্য। আজ অবধি

BanglaBook.org

রহস্যটার কিনারা করতে পারিনি আমি।'

'অবাক লাগছে! পারল ওরা দুর্গের নিরাপত্তা-বলয় ভেদ করে ভিতরে ঢুকতে?'

'পারল তো!'

'আচ্ছা, স্যর, আমাদেরই কোনও সৈনিক জড়িত নয় তো ঘটনার সাথে?'

'কেমন করে বলি! তবে হলেও অবাক হব না। ওদের জাল অনেক বিশাল, ভরত। সমগ্র ভারত জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ঠগিদের আস্তানা। আর সবখানেই চর রয়েছে ব্যাটাদের। ভারত ছাড়িয়ে মালয়েশিয়া, এমন কী সুদূর চিন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে নোংরাগুলোর নোংরা থাবা।'

'এমনটাই শুনেছি, স্যর,' বিমর্ষ গলায় বলল সার্জেন্ট।

'সে-দিনের আগপর্যন্ত ভয় কাকে বলে, জানা ছিল না আমার। আডা-মা'র বাহুতে ওই চিহ্নটা দেখে বুঝতে পারলাম, পিশাচ-দেবীর চোখ পড়েছে আমার মেয়ের উপরে...

'ভয় পেলাম। নিজের জন্য না, মেয়েটার জন্য...

'দ্বিগুণ করে দেয়া হলো পাহারা। ফোর্টে মেয়ের পাশের কামরায় ঘুমোতে লাগলাম রাতের বেলায়। চব্বিশ ঘণ্টা কামরার বাইরে পাহারায় থাকছে প্রহরী। আমিও পারতপক্ষে চোখের আড়াল করছি না মেয়েটাকে...

'কিন্তু এত সব ব্যবস্থা নেয়ার পরেও, এক রাতে উধাও হয়ে গেল মেয়েটা!'

'হায়, ভগবান! কী-ভাবে?'

'বাইরের দিকের জানালা ভেঙে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায়...'

'কিচ্ছুটি টের পেল না কেউ? আশ্চর্য!'

'পরে জানা গেল, ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল আমাদের খাবারে... যে কারণে কিচ্ছু শোনেনি কেউ... কিচ্ছু

BanglaBook.org

দেখেনি। কে যে সেই বিশ্বাসঘাতক, তারও কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি।'

চুপ করে গেল ক্যাপটেন। দৃশ্যতই কাঁপছে লোকটা।

সার্জেন্টও হজম করার চেষ্টা করছে কাহিনীটা।

'অনেক খুঁজেছি,' আবার শুরু করল ক্যাপটেন। একটু যেন কাঁপছে কণ্ঠটা। 'কিন্তু কোনও হদিসই আর পাওয়া গেল না মেয়েটার। নিজেদের গোপন আস্তানায় নিয়ে গেছে হয়তো ফাঁসুড়েরা...'

'কিন্তু, স্যর, এত মেয়ে থাকতে আপনার মেয়ের উপরেই চোখ পড়ল কেন?'

'সেই প্রশ্নেরই জবাব খুঁজে চলেছি গত তিনটি বছর ধরে...'

সার্জেন্ট চুপ।

নীরবতা ভাঙল ম্যাকফারসনই।

'আডা নিখোঁজ হওয়ার পর যুদ্ধ ঘোষণা করলাম ঠগিদের বিরুদ্ধে। নিজের পরিচয় লুকাতে নাম নিলাম– ম্যাকফারসন।'

'ম্যাকফারসন তা হলে আপনার আসল নাম না?'

'না।'

'কেউ বলেনি আমাকে!'

'বলা হয়নি গোপনীয়তার স্বার্থেই। রটিয়ে দেয়া হয়েছে, মেয়ের আশা ত্যাগ করে দেশে ফিরে গেছি আমি।'

'বুঝতে পারছি, স্যর।'

'নিষ্ঠুর হয়ে উঠলাম... নির্দয় হয়ে উঠলাম প্রচণ্ড। ওই ঘটনার পর শ' খানেক ফাঁসুড়ে পাকড়াও হলো আমার হাতে। একটা মাত্র ঠিকানা বের করার জন্য ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হলো ওদের উপরে। ...না, কোনও ভাবেই আদায় করা যায়নি স্বীকারোক্তি...'

BanglaBook.org

অক্ষম ক্রোধে গালের চামড়া কুঁচকে উঠল ক্যাপটেনের।

দূরে কোথাও এই সময় উচ্চ নাদে বেজে উঠল ভেরী।

আত্মা চমকে উঠল দু'জনের। ঝটপট দৌড় লাগাল ওরা নদীর দিকে।

'চলে এসেছে!' দৌড়ের উপরে চাপা হাঁক ছেড়ে বলল সার্জেন্ট।

নিষ্ঠুর আনন্দ ঝলসে উঠল ম্যাকফারসনের চোখ জোড়ায়। জান্তব উল্লাসধ্বনি অস্ফুটে বেরিয়ে এল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

বড়সড় এক ক্যানু ধরা দিল ওদের চোখে। পাঁচ কি ছ' শ' মিটার দূরে হবে পাড় থেকে। এগিয়ে আসছে দ্রুত।

ক'জন সেপাই রয়েছে নৌকাটায়। বেয়োনেট লাগানো অস্ত্র রয়েছে প্রত্যেকের কাছে।

'দেখতে পেয়েছ নাগাপটননকে?' দাঁতে দাঁত চেপে জানতে চাইল ক্যাপটেন।

'পেয়েছি, স্যর। শেকল পরানো... বসিয়ে রাখা হয়েছে সামনের দিকে... দু'জন সেপাই পাহারা দিচ্ছে লোকটার দুই পাশ থেকে...'

'হাত চালিয়ে, ভাইয়েরা।' দরকার ছিল না, তার পরও নিজেকে রুখতে ব্যর্থ হলো ক্যাপটেন।

ম্যাকফারসনের হাঁক শুনে গতি আরেকটু বাড়ল ক্যানুটার।

অধৈর্য হয়ে হুগলির কিনারা বরাবর পায়চারি শুরু করল ম্যাকফারসন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাড়ে এসে ঠেকল তরী। গতির তাড়নায় তীরে উঠে এল অনেকখানি।

মোট ছ'জন দাঁড়ি এই নৌকাতেও। লাল উর্দি ওদের পরনে। টুপি, কলার আর আস্তিনে সোনালি আর রুপালি সুতোর কাজ।

BanglaBook.org

ঝটপট ডাঙায় নেমে এল লোকগুলো। দু'জনে মিলে দু'দিক থেকে জাপটে ধরে রেখেছে নাগাপটননকে।

ক্যাপটেনের সামনে এনে হাজির করা হলো বন্দিকে।

ঝাড়া ছ' ফুট লম্বা হালকা-পাতলা গড়নের দস্যু-সরদার। শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারায় খেলা করছে হিংস্রতা। ছোট-ছোট কুঁতকুঁতে চোখ জোড়া থেকে উপচে পড়ছে নির্জলা গরল।

ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত লোকটার। নীল একটা উল্কি দেখা যাচ্ছে নগ্ন বুকে। সর্পমানবী ওটা– ঠগিদের পবিত্র প্রতীক। ছবিটাকে ঘিরে রেখেছে বেশ কিছু অবোধ্য চিহ্ন।

হলুদ রেশমি পাগড়ি নাগাপটননের মস্তকে। বড় এক খণ্ড রত্নপাথর শোভা পাচ্ছে পাগড়ির মাঝখানটায়। কোমর থেকে ঝুলছে একই রঙের সিল্ক কাপড়ের ধুতি।

ম্যাকফারসনকে দেখে চমকে উঠল ফাঁসুড়ে। গভীর ভাঁজ পড়ল ডাকাত-সরদারের কপালে।

'চিনতে পারছ আমাকে?' নাটুকে ভঙ্গিতে বলল ম্যাকফারসন।

'...ক্যাপটেন... ক্যাপটেন হ্যারি কোরিশাণ্ট তুমি!'

'উঁহুঁ... ভুল বললে। নামটা হবে হ্যারি ম্যাকফারসন।'

'বদলে ফেলেছ নাম? কেন?'

জবাব না দিয়ে অবজ্ঞা করল ওকে হ্যারি কোরিশাণ্ট।

'তোমার কি জানা আছে, কেন তোমাকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে?' জিজ্ঞেস করল তার বদলে।

'কথা বের করার জন্য?'

'কথা বের করার জন্য।'

'সময়ই নষ্ট হবে কেবল।'

'দেখা যাবে!' চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল হ্যারি কোরিশাণ্ট।

সার্জেন্টের দিকে ঘুরল লোকটা। 'ফিরব এখন। ...হুঁশিয়ার থেকো তোমরা,' বলল সেপাইদেরকে। 'ঠগির দল ওত পেতে থাকতে পারে রাস্তায়।'

BanglaBook.org

কারবাইনটা লোড করে নিল ক্যাপটেন।

সেপাইদের ছোট্ট সারিটা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অনুসরণ করে চলতে লাগল বড়-বড় গাছে ছাওয়া জঙ্গলের ভিতর দিয়ে।

কোয়ার্টার মাইল এগোতেই নদীর দিক থেকে ভেসে এল শেয়ালের হুক্কা-হুয়া।

ঝট করে ঘাড় তুলল নাগাপটনন। ঝটিতি তাকাল ইতিউতি।

সতর্ক হয়ে গেছে সব ক'জন সৈন্য।

'আর্মস রেডি!' হাঁক ছেড়ে নির্দেশ দিল ক্যাপটেন কোরিশাণ্ট। 'বিপদের গন্ধ পাচ্ছি আমি!'

'কী মনে হয়, স্যর?' জানতে চাইল সার্জেণ্ট। 'কেউ কি নজর রাখছে আমাদের উপরে?'

'সে-রকমই আশঙ্কা করছি আমি। কোনও ধরনের সঙ্কেত হয়তো ওই হুক্কা-হুয়া।'

শেয়ালটা ডেকে উঠল আবারও। এ-বারের ডাকটা আগের চাইতে জোরাল।

শুনে শিথিল হয়ে এল নাগাপটননের পেশি আর স্নায়ু।

'ভুলই হয়েছে, মনে হচ্ছে,' কারবাইনটা নামিয়ে নিয়ে বলল কোরিশাণ্ট। 'শেয়ালই ডাকছে বোধ হয়।'

'তার পরও চোখ-কান খোলা রাখতে হবে আমাদের,' সকলের উদ্দেশে গলা চড়িয়ে বলল সার্জেণ্ট।

BanglaBook.org

চার

শক্তপাল্লা

আর দশ মিনিটের মধ্যেই হ্যারি কোরিশান্টের খামারবাড়ির সীমানায় পৌঁছে গেল দলটা।

হুগলির একটা অংশ চলে গেছে ফার্মহাউসটার বাঁ দিক দিয়ে। শান্ত ঢেউ বয়ে চলেছে, যেন অনাদি কাল ধরে।

ছোট-বড় বেশ কিছু নৌকা বাঁধা নদীর পাড় ঘেঁষে।

ইটের তৈরি পাকা সেলার নিয়ে ছোট্ট এক একতলা বাংলোয় থাকে ক্যাপটেন কোরিশান্ট।

ছাত বেশ ঢালু বাংলোটার। একটা বারান্দা রয়েছে, যেটা উন্মুক্ত হয়েছে প্রশস্ত এক টেরাসে গিয়ে।

নারকেল পাতার বিরাট শামিয়ানা বাংলোর চালের উপরে। সূর্যের আলো থেকে দিনের বেলা নিরাপত্তা দেয় বাড়িটিকে।

বেশ কিছু কুঁড়েঘর আর ছোটখাটো স্থাপনা রয়েছে বাংলো-বাড়িটার ধারেকাছে। আস্তাবল, ছাউনি, হেঁশেল আর এক সার ব্যারাক রয়েছে এগুলোর মধ্যে। নিম আর অশ্বত্থ সুনিবিড় ছায়া বিলায় ব্যারাকগুলোর উপরে।

সেপাইদেরকে ব্যারাকে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল ক্যাপটেন। একের পর এক জাঁকাল-ভাবে-সাজানো কামরা পেরিয়ে টেরাসে চলে এল কোনও দিকে না তাকিয়ে।

ক' মিনিট পরেই সার্জেন্ট ভরত এসে যোগ দিল

চত্বরটায়। টানতে-টানতে নিয়ে এসেছে নাগাপটননকে।

'বসো,' বাঁশের তৈরি একটা কেদারা দেখিয়ে ফাঁসুড়ে-সরদারকে বলল ক্যাপটেন।

বিনা বাক্য ব্যয়ে নির্দেশ পালন করল নাগাপটনন। বসতে গিয়ে ঝনঝন করে উঠল কবজিতে জড়ানো শেকলের অলঙ্কার।

জোড়া পিস্তলের গায়ে হাত রেখে বন্দির পাশে সতর্ক রইল সার্জেন্ট।

'তোমার কথা শুনে মনে হলো, চেনো তুমি আমায়।' দুর্বৃত্তের চোখে চোখ রেখে বলল কোরিশান্ট। 'কী-ভাবে চেনো?'

'হ্যাঁ, চিনি...'

'কী-ভাবে?' আবার প্রশ্ন করল অফিসার।

'ক্যাপটেন হ্যারি কোরিশান্ট তুমি...'

'সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে না,' অধৈর্য স্বরে ঝাঁজিয়ে উঠল ক্যাপটেন। 'বলছি, কোন্ সূত্রে চেনো তুমি আমাকে!'

'নাহ... চিনি না... মানে, ওই অর্থে চিনি না তোমাকে। তবে, দেখেছি আগে কয়েক বার।'

'কোথায় দেখেছ? কবে?'

'কোলকাতায়... কোলকাতায় দেখেছি।'

'কবে সেটা?'

'আ... অনেক বছর আগে। এক রাতে এমন কী অনুসরণও করেছি তোমাকে।'

'কী জন্য?'

'খুন করার জন্য। সুযোগ পাইনি বলে করতে পারিনি।'

'স্কাউন্ড্রেল!' গলা ছেড়ে গাল দিয়ে উঠল ক্যাপটেন মাতৃভাষায়। হতভম্ব হয়ে গেছে শুনে। অন্ধ রাগে রক্ত সরে গেছে লোকটার চেহারা থেকে।

মিটিমিটি হাসছে নাগাপটনন।

BanglaBook.org

'এ-সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মুখ খারাপ করা শোভা পায় না তোমার মতো মানুষদের। ঠগির জাত আমরা। অমানিশার উপাসক। মানুষ হত্যা করাই জীবিকা আমাদের।'

'তুচ্ছ ব্যাপার! তুচ্ছ ব্যাপার এটা?' খেঁকিয়ে উঠল ক্যাপটেন। 'আমার মেয়েটাকে অপহরণ করেছে কে? বল, হারামজাদা, কী জানিস তুই এই ব্যাপারে!'

জবাব না দিয়ে মিচকে হাসিটা ঠোঁটে ধরে রাখল নাগাপটনন।

'বলবি না! বলবি না, নর্দমার নোংরা পোকা?'

'আগস্ট মাস...'

'কীহ!'

'চব্বিশ তারিখ...' ধারাভাষ্য দিচ্ছে যেন নাগাপটনন। 'আজ থেকে তিন বছর আগে ঘটেছিল ঘটনাটা...'

'সবই জানিস, দেখছি! তা হলে বল, কোন্ হারামজাদা তুলে নিয়ে গেছে আমার মেয়েটাকে?'

'আমি,' বোমা ফাটাল নাগাপটনন। 'আমিই জানালা ভেঙে অপহরণ করি তোমার মেয়েকে।'

সার্জেন্টের মনে হলো, দস্যুনেতার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে একটা হিংস্র বাঘ। নিজের উপরে প্রচণ্ড জোর খাটিয়েই সামলে নিল বোধ হয় শেষ মুহূর্তে।

বিস্মিত ও-ও কম হয়নি। ব্রিটিশ অফিসারের মেয়েকে অপহরণ করেছে, আবার বাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ কথা অকপটে বলার হিম্মতও দেখাচ্ছে নাগাপটনন! বুকের পাটা আছে বটে লোকটার!

'এই মাত্র নিজের মৃত্যু-পরোয়ানায় সই করে ফেললে, নাগাপটনন,' হ্যারি কোরিশান্টের গলায় রায় ঘোষণা করল যেন বিজ্ঞ কোনও বিচারক।

'হ্যাহ... ডরাই নাকি তোমাদের?' তাচ্ছিল্য ঝরল নাগাপটননের কণ্ঠ থেকে।

BanglaBook.org

কথাটা গায়ে মাখল না কোরিশান্ট।

'...তবে তুমি যদি বলো, কোথায় রেখেছ আমার মেয়েটাকে,' বলল আগের কথার সূত্র ধরে। 'ক্ষমার ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখতে পারি...'

'বলব না,' সোজা নাকচ করে দিল দুর্বৃত্ত।

চোয়াল কঠিন হলো ক্যাপটেনের। 'পিটিয়ে যখন এক-এক করে গুঁড়ো করব শরীরের সব ক'টা হাড়...'

'বকোয়াস!' শেষ করতে দিল না নাগাপটনন। 'তেমন কিছু হলে বদলা নেবে আমার ভাইয়েরা।'

'তা-ই নাকি? তাদেরকেও দেখে নেয়া হবে তা হলে।'

দু'জোড়া চোখ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষ।

'ক্যাপটেন কোরিশান্ট,' হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে গেছে নাগাপটনন। 'গোটা ভারত জুড়ে ছড়ি ঘোরাতে পারো তোমরা ইংরেজরা। কিন্তু তোমাদের চাইতেও শক্তিশালী সংগঠন রয়েছে এই ভারতেরই আনাচে-কানাচে। হ্যাঁ, আমরা কল্পনাও করতে পারবে না তুমি, কোথায়-কোথায় ঘাপটি মেরে আছে আমার দলের গুপ্তচরেরা। দেবী অমানিশার পায়ে নতজানু হতেই হবে তোমাদের মতো বড়-বড় মাথাগুলোকে। কারোরই নিস্তার নেই মহান দেবীর রোষ থেকে!'

'ফালতু বকাবাজির একটা সীমা থাকা উচিত,' পালটা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল ক্যাপটেন। 'ভেবেছ কী? প্যান্ট খারাপ করব তোমার ওই দেবী নামের ঠুনকো মূর্তির ভয়ে? শুনে রাখো তা হলে। কাপুরুষ নই আমরা। পরোয়াই করি না এ ধরনের হাস্যকর হুমকি-ধমকিকে।'

'আহ, সুখী হলাম শুনে,' ব্যঙ্গ ঝরাল নাগাপটনন। 'ভাবছি, ফাঁসের দড়ি যে-দিন শক্ত হয়ে এঁটে বসবে তোমার ওই মোটা গর্দানটার চারপাশে, সে-দিন এই কথাগুলো

BanglaBook.org

পুনরাবৃত্তি করার মতো সাহস কতটা অবশিষ্ট থাকবে তোমার ভিতরে...'

'...আর আমি ভাবছি, চাবকে কিছুটা কমিয়ে দেয়া যায় কি না তোমার এই ঔদ্ধত্য...'

'হ্যাহ... নির্যাতন করা ছাড়া কী পারো তোমরা?'

'পারি অনেক কিছুই। সব কিছুই করতে পারি জবাব আদায় করার জন্য প্রয়োজন হলে।'

'বাহ, বাহাদুর বটে!' কপট প্রশংসায় মুখ বাঁকাল নাগাপটনন।

'দেখো, নাগাপটনন,' বোঝাবার সুরে বলল ক্যাপটেন। 'স্রেফ ক'টা প্রশ্ন করা হবে তোমাকে। ঠিক মতো জবাব দেয়ার উপর নির্ভর করছে, জানটা রক্ষা পাবে কি না তোমার।'

'জানের পরোয়া করে না দেবী অমানিশার অনুসারীরা,' একগুঁয়ের মতো বলল নাগাপটনন।

'দোহাই তোমার, নাগাপটনন!' কাতরে উঠে বলল ক্যাপটেন। 'এক বাপের সামনে দাঁড়িয়ে আছ তুমি।'

'মানে কী এই কথার?'

'সন্তানকে ফিরে পাওয়ার জন্য বাপ-মা'রা যে কী করতে পারে, সেটা উপলব্ধি করার মতো বিবেক তোমার নিশ্চয়ই আছে!'

'আমার বোঝা-না-বোঝায় কিছুই যায়-আসে না, ক্যাপটেন...'

'নিষ্ঠুর হয়ো না, নাগাপটনন!' গলাটা এ-বার ভেঙে এল ক্যাপটেনের। 'তোমার কি কোনও ছেলেমেয়ে নেই?'

'বিয়েই করিনি, তার আবার ছেলেমেয়ে!'

'তা হলে তো বুঝতে পারবে না, সন্তানের জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারে একজন পিতা...'

'বোঝার দরকার আছে বলেও মনে করি না।'

BanglaBook.org

'ঠিক আছে, বাদ দাও,' নাছোড়বান্দার মতো বলল কোরিশান্ট। 'কাউকে ভালোও বাসোনি কখনও?'

'মহান দেবীকে ছাড়া কাউকে না।'

'ঠিক। আমিও তেমনি ভালোবাসি আমার এক মাত্র মেয়েটাকে। প্রাণের চেয়েও বেশি। বেচারির মুক্তির বিনিময়ে কী মূল্য চাও, বলো...'

চুপ করে আছে খুনে ডাকাতটা।

'বলো তো, মেয়ের জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে রাজি আছি আমি। একটা বার বলো শুধু, কোথায় গেলে পাব আমার মা-মরা মেয়েটাকে।'

তা-ও কথা সরছে না নাগাপটননের মুখে।

'প্রচুর সোনা দেয়া হবে তোমাকে...' লোভ দেখাল ক্যাপটেন। 'যতটা চাও, তত... আর যদি চাও তো, পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায় পাঠাতে পারি তোমাকে... অমানিশার অভিশাপ যেখানে তাড়া করে ফিরবে না...'

এ-বারও মন্তব্য করল না নাগাপটনন।

'অথবা, তোমার জন্য নতুন কমিশনও গঠন করা যাবে সেনাবাহিনীতে। কথা দিচ্ছি, ধাপে-ধাপে সেটার মাথায় উঠতে সাহায্য করব তোমাকে। বিনিময়ে খালি একটা ঠিকানা চাই তোমার কাছে।'

'হ্যারি কোরিশান্ট,' মুখ না খুলে পারল না আর নাগাপটনন। অস্বাভাবিক শীতল ওর কণ্ঠস্বর। 'একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো!'

'হ্যাঁ, বলো না!'

'তোমাদের রেজিমেন্টের কোনও পতাকা আছে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, তা তো আছেই।'

'বিশ্বস্ত থাকবার শপথ নিয়েছ না ওটার প্রতি?'

'নিয়েছি... কিন্তু...' বুঝতে পারছে না ক্যাপটেন, ঠিক কী বলতে চায় নাগাপটনন।

BanglaBook.org

'কখনও ভাঙবে সেই ওয়াদা?'

'কক্ষনো না!'

'আমিও তেমনি শপথ করেছি আমার দেবীর নামে,' নিজের অসহায়ত্ব ব্যাখ্যা করল নাগাপটনন। 'স্বর্ণ, স্বাধীনতা কিংবা সম্মান– কোনও কিছুর বিনিময়েই নেমকহারামি করতে পারব না অমানিশার সাথে। আমায় মাফ করো, ক্যাপটেন। কিছুই বলা সম্ভব না তোমার মেয়ের ব্যাপারে।'

নাগাপটননের বক্তব্য শেষ হতে-না-হতেই ঝড়াং করে চেয়ার ছাড়ল ক্যাপটেন কোরিশাণ্ট। তড়িৎ-গতিতে শঙ্কর মাছের লেজের চাবুকটা তুলে নিল পাশের টেবিল থেকে। এতক্ষণ চোখেই পড়েনি ওটা নাগাপটননের।

ফরসা মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ক্যাপটেনের। ক্রোধের অনল বিস্ফোরণ ঘটাবে যেন রক্তলাল চোখ দুটোতে।

'জানোয়ার!' অগ্ন্যুৎপাত ঘটল যেন আগুনে-পাহাড়ে।

'খবরদার, অফিসার!' মার খাওয়ার আশঙ্কায় চেঁচিয়ে উঠল ফাঁসুড়ে। 'চাবুক ছোঁয়াবে না, বলে দিচ্ছি!' মোচড়ামুচড়ি করছে শেকলের বাঁধন। যত যা-ই বাগাড়ম্বর করুক না কেন, কে-ই বা চায় বিষাক্ত চাবুকের ছোবল খেতে!

কাজ হলো না। পাত্তাই পেল না নাগাপটননের শাসানি।

সাঁই করে বাতাস কাটাল শঙ্কর মাছের দীর্ঘ লেজ।

'আহ্‌হ্‌!' ককিয়ে উঠল নাগাপটনন। এক আঘাতেই রক্ত বেরিয়ে এসেছে দস্যু-সরদারের গালের চামড়া ফেটে।

'ভুল করলে, ক্যাপটেন... অনেক বড় ভুল করলে!' হিসহিস করে বলল লোকটা। 'এখন আমাকে খতম তোমার করতেই হবে। তা যদি না করো... যদি বাঁচিয়ে রাখো আমাকে, প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই বদলা নেব আমি। আর সে-প্রতিশোধ যে কত নিঠুর হতে পারে, কল্পনাও করতে পারবে না তুমি!'

'খতম যে করব, নিশ্চিত থাকতে পারো এই ব্যাপারে।'

BanglaBook.org

হুমকিতে বিন্দু মাত্র ভাবান্তর হয়নি ক্যাপটেনের মধ্যে। 'তবে এখনই করছি না সেটা। ...সার্জেন্ট, সেলারে নিয়ে আটকে রাখো হারামজাদাকে।'

'উত্তম-মধ্যম চলবে নাকি, স্যর?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল সার্জেন্ট।

দোনোমনো করতে লাগল ক্যাপটেন।

'নাহ, বাদ দাও আপাতত,' নিষেধ করল সিদ্ধান্ত নিয়ে। 'তবে, একটা ফোঁটাও দানাপানি দেবে না আগামী চব্বিশ ঘণ্টা।'

'যো হুকুম' ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সার্জেন্ট। টানতে লাগল বন্দি ডাকাতের নিগড় বাঁধা হাত ধরে।

বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না নাগাপটনন।

ওরা দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিলে, চাবুকটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলল কোরিশান্ট। পায়চারি করতে লাগল টেরাসের এ-ধার ও-ধার।

'ধৈর্য... ধৈর্য...' অটোসাজেশন দিচ্ছে বিড়বিড় করে। 'সময় এলে সবই স্বীকার করবে বেজন্মাটা। গরুর মতো ব্র্যাণ্ডিং আয়ার্নের ছ্যাঁকা দেয়া হবে দরকার পড়লে।'

অন্য রকম একটা বিচিত্র আওয়াজে ভাবনায় ছেদ পড়ল ক্যাপটেনের। ঘাড়টা ঘোরাল সে পায়চারি থামিয়ে।

'মনে হচ্ছে, কিছু দেখতে পেয়েছে ভগবতী।' রেলিং-এর উপর দিয়ে তাকিয়ে আছে লোকটা।

সত্যিই তা-ই।

শুধু ভগবতী নয়, টের পেয়ে গিয়ে ঘেউ-ঘেউ করতে আরম্ভ করেছে বাড়ি-পাহারায় থাকা কুকুরগুলোও।

সীমানা-বেড়ার উপর দিয়ে বাইরের দিকে উঁকিঝুঁকি মারছে ভগবতী নামের ঐরাবতটার সংবেদনশীল শুঁড়টা। একটা সাপ যেন।

তীক্ষ্ণ আওয়াজটা ক্যাপটেনের কানে এল আবারও।

BanglaBook.org

আগের চাইতে কাছাকাছি শোনা গেছে এ-বারে।

সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠতে দেখা গেল অদ্ভুত আকৃতির একটা ছায়ামূর্তিকে।

প্রায় তিন শ' মিটার দূরে হবে ওটা বাংলো থেকে। মাটিতে পড়েই আত্মগোপন করল ঘাসের ভিড়ে।

আঁধারের কারণে ঠাহর করতে পারল না, ঠিক কী দেখেছে ক্যাপটেন।

'এই যে, তুমি!' ডাক দিল একজনকে।

টেরাসের দিকে এগিয়ে এল এক প্রহরী। হাতে উদ্যত কারবাইন।

'জি, মালিক?' সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে লোকটাকে।

'কী হয়েছে, বলো তো! কী যেন দেখলাম, মনে হলো!'

'জি, সাহেব,' বলল লোকটা। 'কোনও ধরনের জানোয়ার-টানোয়ার হবে। ভালো মতো বুঝতে পারিনি, স্যর।' ঘাড় ফেরাল লোকটা বেড়ার ও-দিকে।

তক্ষুনি ঘাসের আড়াল ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ছায়াটা।

'ওরে, বাপ, রে!' সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল প্রহরী। 'এ তো দেখছি– বাঘ!'

জঙ্গল লক্ষ্য করে ছুট দিয়েছে ওটা, বুনো বিড়ালটার উদ্দেশে পিস্তলের গুলি পাঠাল কোরিশাণ্ট।

'ধুর ছাই!' খেদ ঝাড়ল পরের মুহূর্তে।

গুলির আওয়াজ একটা মুহূর্তের জন্য থামিয়ে দিল বিড়াল প্রজাতির বিশাল জন্তুটাকে। বিকট এক হিংস্র গর্জন ছাড়ল ওটা ঘাড় ফিরিয়ে। পরের সেকেণ্ডেই অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

'ক্-কী! কী! কী হয়েছে, স্যর?' ডাকাতটাকে সেলারে কয়েদ করে এসেছে সার্জেণ্ট। গোলমাল শুনে এক ছুটে চলে এসেছে টেরাসে।

'বাঘ, সার্জেণ্ট! ব্যাঘ্র! একটা বাঘ দেখলাম বাইরে।'

BanglaBook.org

'বাঘ, স্যর? এইখানে! অসম্ভব!'

'নিজের চোখ দুটোকে অস্বীকার করতে বলছ? তা ছাড়া পাহারাদার লোকটাও দেখেছে ওটাকে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল প্রহরীটি।

'কিন্তু, স্যর,' এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না সার্জেন্ট। 'এলাকার কোথাও বাঘ দেখা যায়নি গত কয় মাস ধরে। আমার তো ধারণা ছিল– হুমকি হতে পারে, খতম করে দেয়া হয়েছে এ-রকম সব ক'টাকেই।'

'কোনও ভাবে হয়তো ফাঁকি দিয়েছে এটা।'

'তা হতে পারে। তা, কি লাগাতে পেরেছেন, স্যর?'

'নাহ। ফসকে গেছে।'

'তা হলে তো মুশকিল হয়ে গেল!' চিন্তিত স্বরে মন্তব্য করল সার্জেন্ট। 'ঝামেলা না হয়ে দাঁড়ায় ওটা...'

'সে-সুযোগ দেয়া যাবে না ওটাকে।'

'তবে কি শিকারে বেরোবেন, স্যর?'

ঘড়ি দেখল ক্যাপটেন।

'রাত বাজে তিনটা। ঠিক আছে... রেডি করতে বলো ভগবতীকে। আধঘণ্টার মধ্যেই বেরোচ্ছি আমরা। যাও, কুইক।'

BanglaBook.org

পাঁচ

ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর

আধঘণ্টা নয়, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হতে-হতে লেগে গেল একটি ঘণ্টা।

ক্যাপটেন কোরিশাণ্ট আর সার্জেণ্ট ভরত যখন রওনা হবার জন্য নেমে এল কোর্ট-ইয়ার্ডে, পুবের আকাশ ততক্ষণে রাঙাতে শুরু করেছে ভোরের আলো।

ভারী ক্যালিবারের কারবাইন, পিস্তল আর দুই দিকে ধারঅলা চওড়া ফলার তলোয়ার নিয়েছে ক্যাপটেন আর সার্জেণ্ট– দু'জনেই।

বাড়তি দুটো কারবাইন আর গোটা কয়েক বর্শা নিয়ে ওদের সঙ্গী হলো এক সেপাই।

মিনিট কয়েক পরে, খামারবাড়ির সীমানা-পাঁচিলের কাছে এসে হাজির হলো তিনজনে।

হাফ ডজন মাহুত পরিবেষ্টিত অবস্থায় ফটকে দাঁড়িয়ে আছে ভগবতী, নিজের ভাষায় ডাক ছাড়ছে সজোরে।

গঙ্গার আশপাশে গায়ে-গতরে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে সুন্দর ঐরাবতগুলোর অন্যতম ভয়ঙ্কর সুন্দর এই দানব প্রাণীটা। উচ্চতায় অতটা না হলেও অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর অবিশ্বাস্য শক্তিমত্তার অধিকারী। খাটো-খাটো গোদা পা; দীর্ঘ, ঢেউ খেলানো শুভ্র এক জোড়া দাঁত আর শক্তিশালী, লম্বা একখানা শুঁড়ের মালকিন।

মোটা রশি আর শেকলের সাহায্যে পিঠে একখানা হাওদা বাঁধা হয়েছে ওটার।

'সব তৈরি তো ঠিকঠাক?' রওনা হবার আগে নিশ্চিত হতে চাইল ক্যাপটেন কোরিশাণ্ট।

'জি-হ্যাঁ, জনাব,' উত্তরে জানাল মাহুতদের সরদার।

'স্কাউটদের কী অবস্থা?'

'কুকুর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ওরা, মালিক... যতটা সম্ভব, রেকি করে আসবে জঙ্গল।'

'গুড।'

নিজেদের কাজে কুশলী ছয় মাহুতের প্রত্যেকেই।

বিশাল ঐরাবতের অ্যায়সা-গর্দানের দুই পাশে দুই পা

BanglaBook.org

ঝুলিয়ে অবস্থান নিল ওদের একজন। একখানা অঙ্কুশ[৪] আর লম্বা কয়েকটা বর্শা নিয়েছে সঙ্গে।

নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো রশিতে বেঁধে হাতির পিঠে তুলে দেয়ার পর হাওদায় চড়ে বসল ক্যাপটেন কোরিশাণ্ট, সার্জেণ্ট আর সঙ্গী সেপাইটি।

পালমিরা তাল গাছের মাথায় সূর্য উঁকি দিলে এগোনোর নির্দেশ দিল ক্যাপটেন।

মাহুতের হাঁকডাকে অস্থিরতা প্রকাশ পেল বিশালকায় ঐরাবতের মধ্যে।

এক রাশ উত্তেজনা নিয়ে যাত্রা হলো শুরু।

ঝোপঝাড় ভেদ করে প্রবল প্রতাপে আগে বাড়ছে ভগবতী। এগিয়ে চলেছে সামনে পড়া শেকড়বাকড় ভারী চার পায়ে দলে, মাড়িয়ে। শুঁড়ের নাগপাশে জড়িয়ে উপড়ে আনছে ছোট, মাঝারি গাছ কিংবা বাঁশের বাধা।

ক্যাপটেন কোরিশাণ্টের হাতে কারবাইন। সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশটা জরিপ করতে-করতে চলেছে হাওদার সামনের দিকে বসে। পথের যে-কোনওখানেই ওত পেতে থাকতে পারে ব্যাঘ্র মশাই।

সিকি ঘণ্টা পর জঙ্গলের যেখানটায় এসে উপস্থিত হলো, সেখান থেকে কাঁটাঝোপ আর বাঁশ ঝাড়ের দঙ্গল বিস্তার পেয়েছে শিকারি-দলটার সামনে।

রাইফেল, কুঠার, লম্বা লাঠি আর ছোটখাটো এক পাল শিকারি কুকুর সহ জনা ছয়েক সেপাই অপেক্ষা করছিল ক্যাপটেনদের জন্য। এরাই পালন করছে স্কাউটের দায়িত্ব।

'রিপোর্ট করার মতো আছে কোনও খবর?' হাওদার এক

---

[৪] হাতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খাটো ধরনের সুচালো দণ্ড, যার এক প্রান্তে চোখা ফলা, সঙ্গে হুকের মতো থাকে।

BanglaBook.org

পাশে ঝুঁকে জানতে চাইল ক্যাপটেন।

'জি, স্যর,' চটপট জবাব দিল স্কাউটদের নেতা। 'বাঘটার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছি আমরা।'

'গ্রেট। ...চিহ্নগুলো কি তাজা?'

'একদম, স্যর। মিনিট বিশেক আগে এ-দিক দিয়েই গেছে জানোয়ারটা, এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ আমরা।'

'ঠিক আছে। এগোই তা হলে আমরা। বাঁধন ছেড়ে দাও কুত্তাগুলোর।'

শার্দুলের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে ছুটে বাঁশের ভিড়ে হারিয়ে গেল শিকারি জন্তুগুলো। ঘেউ-ঘেউ করছে হিংস্র স্বরে।

ঘাড় উঁচু করে বাতাস শুঁকল ভগবতী। তারপর ওটাও অনুসরণ করল কুকুরের পদাঙ্ক। কিংবা বাঘের। পাহাড়-প্রমাণ হাতির গায়ের জোর আর পায়ের দাপটে কাঁপছে ধরণী। ভেঙেচুরে এগোচ্ছে ওটা গাছপালার প্রতিবন্ধকতা।

'অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে তোমাদের?' পিছনের উদ্দেশে ঘাড় ঘুরিয়ে জানতে চাইল ক্যাপটেন।

'না, স্যর,' জবাব দিল সেপাইটি।

'তুমি?' সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল অফিসার।

'না, স্যর।'

'চোখ-কান খোলা রেখো।'

'আপনি কিছু দেখেছেন নাকি, স্যর?' জানতে চাইল সার্জেন্ট।

'না।' একটু বিরতি নিয়ে বলল ক্যাপটেন: '...নিজের পদচিহ্ন ধরে ফিরে আসতে পারে বাঘটা। ঘাপটি মেরে থাকতে পারে বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে। খুবই চালাক এই জানোয়ারগুলো। অসম্ভব সাহসী। ঠেকায় পড়লে হাতিকেও আক্রমণ করতে পিছপা হয় না।'

'সেটা বোধ হয়, স্যর, সাধারণ হাতির বেলায়,' বলল

সার্জেন্ট। 'ওগুলোর মতো সহজ চিজ তো না আমাদের ভগবতী। ও-রকম কয়েকটা বাঘের দফা রফা করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে এটা।'

'তা বটে।'

কিছুক্ষণ পর।

'তুমি তো শুনেছি দেখেছ বাঘটাকে?' অন্য সেপাইটিকে উদ্দেশ্য করে বলল ক্যাপটেন।

'জি, স্যর।'

'কেমন দেখতে ওটা, বলো তো!'

'বিরাট, স্যর। শেষ কবে ওটার মতো বিশাল আর ক্ষিপ্র কোনওটা দেখেছি, বলতে পারব না।'

'ওহ!' প্রমাদ গুনল সার্জেন্ট।

'কী হলো আবার তোমার?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ক্যাপটেনের চোখে।

'আকারে যদি বিশাল হয়, স্যর, একটা সমস্যা আছে তা হলে...'

'কী রকম?'

'লাফ দিয়ে হাওদায় উঠে পড়াটা কঠিন হবে না ওটার জন্য।'

'তা ঠিক।' চিন্তিত হলো ক্যাপটেন। 'অবশ্য তার জন্য যথেষ্ট কাছাকাছি আসতে হবে ওটার।'

নীরবে চলল ওরা কিছুক্ষণ।

'শুনলেন, স্যর?' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সার্জেন্ট।

থেমে গিয়েছিল, আবারও গলা ফাটিয়ে ডাকতে আরম্ভ করেছে কুকুরগুলো।

বাঘের গর্জন ভেসে এল ও-দিক থেকে।

মরণ-চিৎকার ছাড়ল যেন *হারাধনের* একটি কুকুর।

শিউরে উঠল প্রত্যেকে। ঢিপঢিপ করছে বুকের ভিতরটা।

জঙ্গল মাথায় তুলেছে কুকুরগুলো। পাগল হয়ে গেছে যেন

BanglaBook.org

সব ক'টা জানোয়ার।

'কুত্তাগুলো মনে হয় খুঁজে পেয়েছে ওটাকে,' আন্দাজে বলল সার্জেন্ট।

'আওয়াজ শুনে কিন্তু মনে হচ্ছে না, সুবিধা করতে পারছে খুব একটা।' কারবাইনের গায়ে শক্ত হয়ে সেঁটে আছে ক্যাপটেনের আঙুলগুলো।

ওদের থেকে পাঁচ শ' মিটার দূরে তারস্বরে চিৎকার করতে-করতে উড়াল দিল ময়ূরের একটা ঝাঁক। ভয় পেয়েছে কোনও কিছুতে।

'উজাকা!' হাঁক পাড়ল ক্যাপটেন।

এগিয়ে গিয়েছিল, নিজের নাম শুনে ফিরে এল হেড-স্কাউট। এসেই বলল, 'হুঁশিয়ার, স্যর!'

'কী বুঝছ?'

'কঠিন অবস্থা। আক্রমণের মেজাজে রয়েছে বাঘটা।'

'পিছিয়ে আসার সঙ্কেত দাও!' নির্দেশ দিল অফিসার।

মাথা ঝাঁকিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে নাকে বংশী ধরল হেড-স্কাউট।

বংশী হচ্ছে এক প্রকার বাঁশি।

তীক্ষ্ণ সুর উঠল বাদ্যে।

ওই আওয়াজ কানে যেতে ফিরে এল সব ক'জন অগ্রদূত।

সমান-সমান করে পজিশন নিল ওরা ভগবতীর দুই পাশে।

'হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!' বাজখাঁই গলায় *পাগলাঘণ্টি* বাজিয়ে দিল প্রধান স্কাউট।

'সাবধানে এগোতে হবে আমাদের।' উত্তেজনা প্রশমিত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে ক্যাপটেন কোরিশান্ট। 'সার্জেন্ট, বাঁ দিকটা খেয়াল রেখো তুমি। আমি দেখছি ডান দিকটা। আর তুমি...' তাকাল অন্য জনের দিকে। 'নজর রাখবে পিছন দিকটা। বাকিরা খেয়াল রাখবে সামনে। বলা যায় না...

BanglaBook.org

একাধিক জন্তুর মোকাবেলা করতে হতে পারে।'

চরমে উঠেছে ও-দিকে কুকুরের হাঁকডাক। রীতিমতো নরক হয়ে আছে সকালের শান্ত পরিবেশ।

এদের মধ্যে ভগবতীই অনেকটা নির্বিকার। বিশাল দেহ নিয়ে অগ্রসর হলো নিঃশঙ্ক চিত্তে।

কুকুরের ঘেউ-ঘেউ লক্ষ্য করে শ' খানেক মিটার অতিক্রম করতেই নারকীয় দৃশ্য।

দুর্ভাগা এক সারমেয় পড়ে আছে মাটিতে।

মৃত।

ছিন্নভিন্ন শরীর থেকে বেরিয়ে পড়েছে নাড়িভুঁড়ি।

থমকে দাঁড়াল ভগবতী। প্রচণ্ড অস্বস্তি নিয়ে এ-পাশ ও-পাশ দোলাতে লাগল শুঁড়টা।

'মাহুত!' ক্যাপটেনের স্বরে উদ্বেগ।

'জি, মালিক?'

'উলটো ঘুরে পালাবে না তো আবার ভগবতী?'

'আমরা না চাইলে পালাবে না।'

'খেয়াল রেখো কিন্তু...'

'ও-দিকটা আমার উপরে ছেড়ে দিন, মালিক,' পরিপূর্ণ আশ্বাস মাহুতের কণ্ঠস্বরে।

বজ্রের গর্জন ভেসে এল গাছপালার আড়াল থেকে।

'ঠিক আছে, মাহুত। আগে বাড়ো!'

কারবাইনের ট্রিগারে সাদা হয়ে রয়েছে ক্যাপটেনের উত্তেজিত তর্জনি।

ভগবতীর গায়ে লাথি লাগাল ওটার চালক।

খোঁত-খোঁত করে উঠল হাতি। বিরক্ত হয়েছে যেন। শুঁড় উঁচিয়ে বাগিয়ে ধরল তলোয়ারের মতো ধারাল দন্ত জোড়া।

কিন্তু এগোতে পারল দশ কি বারো কদম মাত্র।

বজ্রনিনাদ ছেড়ে আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে

BanglaBook.org

এসেছে কাঙ্ক্ষিত বাঘটা।

দেরি না করে ফায়ার করল ক্যাপটেন।

পরক্ষণে ওগড়াল ভীষণ বিরক্তি।

গুলির আঘাত এড়িয়ে গেছে বাঘটা, যা কি না প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার!

এতটা ক্ষিপ্রতা আশা করেননি ক্যাপটেন কোরিশাণ্ট।

দ্বিতীয় বার আর অফিসারকে গুলি করার সুযোগ দিল না জানোয়ারটা। দুই লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।

তৎপরতা দেখা গেল সার্জেন্ট ভরতের মধ্যে। যে-দিক দিয়ে পালিয়েছে বাঘটা, গুলি পাঠাল ও-দিকটায়।

কিন্তু বাঘের বদলে আহত এক কুকুরের গায়ে বিদ্ধ হলো বুলেটটা।

'মন্ত্রপূত বাঘ নাকি?' হতাশা ঝাড়ল অফিসার। 'দু'-দু'বার মিস করলাম ওটাকে!'

একটু সুস্থির হয়ে পুনরায় চলতে আরম্ভ করল ভগবতী। একবার গুটিয়ে নিচ্ছে; অন্ধ মানুষের হাতড়ানোর মতো সাবধানে আবার সামনে বাড়াচ্ছে শুঁড়টা। অস্বস্তিতে রয়েছে বেচারা।

আরও এক শ' মিটার এগোল দলটা। পালিয়ে যাওয়া বাঘটার ট্র্যাক খুঁজছে বাকি কুকুরগুলো। ওগুলোকে অনুসরণ করে চলেছে ঐরাবত।

একটা পর্যায়ে আবারও থামতে হলো ওটাকে।

এগোবার জন্য সঙ্কেত দিল মাহুত।

কিন্তু ভগবতীর পাগুলো যেন দৃঢ় ভাবে গেঁথে আছে মাটিতে।

কাঁপুনি উঠেছে বিশালদেহী হাতির শরীরে। শ্বাস ফেলছে শব্দ করে।

ওদের সামনে, মিটার কুড়ি দূর থেকে শুরু হয়েছে

BanglaBook.org

ইক্ষুবীথির সীমানা।

বুনো, বোটকা গন্ধে ভারী; এক ঝলক হাওয়া এসে ধাক্কা মারল বাঘের পশ্চাদ্ধাবন করা প্রাণীগুলোর নাকে।

'দেখো! দেখো! তাকিয়ে দেখো!' ক্যাপটেন কোরিশান্টের গলা ফুঁড়ে বেরোল চিৎকার।

দেখবার মতোই দৃশ্য বটে।

আখের জঙ্গল ভেদ করে ওদের দিকেই ছুটে আসছে বাঘটা। এতটাই ক্ষিপ্র যে, ঝাপসা দেখাচ্ছে ওটাকে। বিজলির একটা ঝিলিক যেন।

তলোয়ার-দাঁত বাগিয়ে ধরে রুখে দাঁড়াল ঐরাবত।

নিপুণ ভঙ্গিমায় কারবাইনের আগুন এড়াল ভয়াল বাঘিনী। কাছিয়ে এসে সোজা লাফিয়ে উঠল ভগবতীর কপাল লক্ষ্য করে।

মাহুত-সরদারের প্রতিক্রিয়া হলো স্বাভাবিক। বসা অবস্থাতেই পিছন দিকে হেলে গেল লোকটা প্রচণ্ড ভয় খেয়ে।

বাঘটারও বোধ হয় ইচ্ছা ছিল আতঙ্কিত হস্তিচালককে পেড়ে ফেলার। এ ক্ষেত্রে প্রায় সফলই হয়েছিল, বলা চলে, জানোয়ারটা। মাহুত-সরদারের কণ্ঠনালি থেকে কয়েক চুল দূরে মাত্র ওটার বাড়ানো থাবা, পিলে চমকানো আওয়াজে আচমকা বেজে উঠল রামশিঙা।

দূরে কোথাও থেকে ভেসে এসেছে বাজনার আওয়াজটা।

চমকে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো আক্রমণোদ্যত বাঘিনী। ঝুপ করে পতন ঘটল ওটার মাটিতে।

পড়েই পাঁয়তারা করল পালানোর। ছুট লাগাল সবচাইতে কাছের ঝোপটা লক্ষ্য করে।

'ফায়ার!'

হ্যারি কোরিশান্টের হুঙ্কারে আশপাশের গাছ থেকে উড়ে গেল গোটা কতক পাখপাখালি।

নির্দেশ দিয়েই নিজের কারবাইন থেকে গুলি ছুঁড়ল

BanglaBook.org

ক্যাপটেন কোরিশাণ্ট।

আকাশ কাঁপানো গর্জন শোনা গেল আধা-অদৃশ্য বাঘিনীটার। ভারী কোনও বস্তা পড়ার মতো 'ধুপ' করে একটা আওয়াজ।

ছয়

ধূর্ত শ্বাপদ

'না, স্যর, নড়ছে না!'

সতর্ক পায়ে ঝোপটার দিকে খানিকটা এগিয়ে গেছে স্কাউটদের কয়েক জন। ওদেরই একজন বলল কথাটা।

'চমৎকার!' কারবাইন নামিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করল ক্যাপটেন কোরিশাণ্ট। 'মই নামাও।'

পালিত হলো নির্দেশ।

পা জোড়া ভূমি স্পর্শ করতেই ছোরা হাতে নিল ক্যাপটেন। নির্দিষ্ট ঝোপটা লক্ষ্য করে এগোতে লাগল সাবধানী পদক্ষেপে।

হ্যাঁ... সত্যিই নড়ছে না বাঘটা।

কিন্তু ওটার দেহে রক্তের কোনও ছোপছাপ না দেখে যার-পর-নাই বিস্মিত হলো কোরিশাণ্ট।

একটা বিষয় খেয়াল হলো তখন অফিসারের। শিকারিকে ধোঁকা দেয়ার জন্য অনেক সময়ই মরার ভান করে পড়ে থাকে ধূর্ত এই শ্বাপদ।

কথাটা মনে পড়তেই পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিল ক্যাপটেন।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক।

BanglaBook.org

বেজে উঠল রামশিঙা।

চার পায়ের উপরে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল *অভিনেত্রী*।

ঝাঁপিয়ে পড়ল অফিসারের উপরে।

হুড়মুড় করে ক্যাপটেনকে নিয়ে মাটিতে পড়ল বাঘটা। বিকট ব্যাদান হয়ে আছে শক্তিশালী চোয়াল। নাজুক দোপেয়েটাকে ছিঁড়ে ফেলাটা এখন সময়ের ব্যাপার।

ভীষণ আতঙ্কে নড়তে ভুলে গেছে ক্যাপটেন কোরিশান্ট মরিয়া চেষ্টায় ছাড়ল চিৎকার।

'বাঁচাও!'

'হো-ও-ও-ও-ও-ও-ও-ও!'

আরেক ঝোপ থেকে ছিটকে বেরোল কণ্ঠের মালিক অচেনা এক পুরুষ।

পরিণতির তোয়াক্কা না করে খপ করে বাঘটার লেজ ধরে ফেলল আগন্তুক। টান দিল হেঁচকা।

ভয়াবহ হিংস্র গর্জনে কেঁপে উঠল যেন স্বর্গ-মর্ত্য।

য়া আপদটার উপরে চড়াও হতে গিয়েও কী-জানি-কেন মন বদল করল ক্রোধান্ধ জানোয়ার। মুখ ফিরিয়েই দুরন্ত গতিতে হারিয়ে গেল অরণ্যের গভীরে।

প্রচণ্ড কাঁপুনি উঠে গেছে ক্যাপটেন কোরিশান্টের ভিতরে-বাইরে। তবু স্বস্তি: পুরোপুরি অক্ষত রয়েছে গায়ের চামড়া।

সৈনিক বলেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে সক্ষম হলো নিজের পায়ে খাড়া হতে। তবে রং এখনও ফেরেনি মুখে।

স্থবির হয়ে গিয়েছিল, সংবিৎ ফিরতেই উদ্বিগ্ন মুখে উপরঅলার কাছে ছুটে এসেছে সার্জেন্ট সহ অন্যরা।

'ঠিক আছেন তো, স্যর?' হড়বড় করে উদ্বেগ জানাল সকলে।

'একটুও আঁচড় লাগেনি বোধ হয়!' হাঁপ ছাড়ল

BanglaBook.org

ক্যাপটেন। নার্ভাস হাসি চেহারায়। 'কিন্তু ওই মানুষটা না থাকলে...'

সবাই তাকাল অকুতোভয় লোকটার দিকে।

পাঁচ কদম দূরে বীরের মতো দাঁড়িয়ে ক্যাপটেন কোরিশান্টের উদ্ধারকারী।

স্থানীয় নয় লোকটা। পরনে হলুদ সিল্কের দাগবাব আর রুপোলি এমব্রয়ডারি করা ছোট আকারের পাগড়ি একখানা। কাশ্মিরী রীতিতে এক ফালি কাপড় জড়িয়ে রেখেছে কোমরে।

সুদর্শন লোকটা। সুগঠিত চওড়া কাঁধ।

লোকটার সাহসের নমুনা অবাক করল কোরিশান্টকে। অভূতপূর্ব একটা ঘটনা। খালি হাতেই ভাগিয়ে দিয়েছে এ-রকম একটা জানোয়ারকে!

বুকের উপরে দুটো হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বীর-পুরুষ। বেপরোয়া চাউনি। কৌতূহল মেশানো দৃষ্টিতে জরিপ করছে ক্যাপটেন কোরিশান্ট ও তার বাহিনীকে।

'সারাটা জীবনের জন্য ঋণী করে ফেললে আমাকে!' ধরা গলায় বলল কোরিশান্ট। 'এতক্ষণে বোধ হয় পৌঁছে যেতাম ও-পারে!'

হাসল ওর রক্ষাকর্তাটি। ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখিয়ে বলল, 'সবই উপরঅলার কৃপা।'

'তোমার মতো সাহসী আর দেখিনি! ধন্য হব হাত মেলাতে পারলে।'

বলতে-বলতে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে ক্যাপটেন কোরিশান্ট। কাঁপছে তখনও।

কাছে এসে উষ্ণ করমর্দন করল দুঃসাহসী।

'নামটা, স্যর?' সমীহের সঙ্গে জানতে চাইল অফিসার।

'সারাঙ্গুই।'

'খুশি হলাম পরিচিত হয়ে। ক্যাপটেন হ্যারি ম্যাকফারসন আমি। ...বলো, কী চাও তুমি বিরাট এই উপকারের

BanglaBook.org

বিনিময়ে?'

'কিছু চাই না, জনাব,' হেসে প্রত্যাখ্যান করল সারাঙ্গুই।

পয়সা-ভর্তি পেটমোটা একখানা থলে বের করল ক্যাপটেন উর্দির উপরে চাপানো জ্যাকেটের ভিতরের পকেট থেকে। পুরো থলেটাই বাড়িয়ে ধরল পুরুষমানুষটির উদ্দেশে।

'কী এটা, জনাব?' জানতে চাইল সারাঙ্গুই।

'টাকা।'

প্রবল ভাবে মাথা নাড়ল সারাঙ্গুই। 'টাকা দিয়ে কী করব, জনাব!'

এ কথায় আমোদ পেল কোরিশান্ট। 'কেন? অঢেল পয়সা বুঝি তোমার?'

'তা নয়, জনাব। তবে যা কামাই, চলে যায় মোটামুটি।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে থলেটা আবার ঢুকিয়ে রাখল অফিসার। 'কী কাজ করো তুমি?'

'শিকার।'

'কী শিকার করো?'

'বাঘ-টাগ।'

'থাকো কোথায়?'

'সুন্দরবন।'

'কোনও দরকারে এসেছ এ-দিকটায়?'

'তেমন কিছু না, জনাব। হাওয়া-বদল বলতে পারেন।'

'যাবে কোথায়?'

'ঠিক নেই কোনও। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি আপাতত। কোথাও যদি মন টানে, ইচ্ছা আছে থেকে যাবার।'

'হুম...' কী যেন ভাবছে ক্যাপটেন। বলল, 'কাজ করবে আমার সাথে?'

প্রস্তাবটা শুনে ঝিলিক দিয়ে উঠল সারাঙ্গুই-এর চোখ জোড়া।

BanglaBook.org

'কী ধরনের কাজ করতে হবে, জনাব?'

'সে দেখা যাবে 'খন।'

'রাজি আমি।'

'এসো তা হলে আমার গরিবখানায়। ভালোই লাগবে, আশা করি।'

হাতির পিঠে ওঠার জন্য পা বাড়াতে যাচ্ছিল ক্যাপটেন, বাঘটার কথা খেয়াল হলো এমন সময়।

'জানোয়ারটা তো পালিয়ে গেল। কী করা যায়, বলো তো!' শিকারির কাছেই রাখল প্রশ্নটা।

'আমার ধারণা, এতক্ষণে বহু দূরে চলে গেছে ওটা,' বলল লোকটা।

'ধরা যাবে না?'

'ঘোরতর সন্দেহ আছে আমার। তবে চিন্তা করবেন না। চাইলেই মারা যাবে ওটাকে। আমিই করতে পারি কাজটা।'

'খুবই ভালো হয় তা হলে।' খুশি হলো কোরিশাণ্ট। 'চলো, বন্ধু... ফিরব আমরা।'

পৌঁছে গেল ওরা বাংলোয়।

ক'জন সেপাই ফটকে দাঁড়িয়ে ছিল দলটার ফেরার অপেক্ষায়।

ওদেরকে দেখে কপালটা কুঁচকে উঠল সারাঙ্গুই-এর। অস্বস্তির একটা প্রলেপ পড়তে যাচ্ছিল চেহারায়, ধামাচাপা দিল কোনও রকমে।

'সারাঙ্গুই,' বাংলোর নতুন সদস্যটির উদ্দেশে বলল অফিসার। 'মনে করো, তোমারই বাড়ি এটা। যখনই খিদে পাবে, চলে যাবে রান্নাঘরে। ওটা কোথায়, জানতে পারবে একটু পরেই।'

মাথা নেড়ে কৃতজ্ঞতা জানাল সারাঙ্গুই।

'বেশ কিছু খালি ঘর আছে ব্যারাকে। পছন্দমতো বেছে

BanglaBook.org

নাও যে-কোনওটা। কোনও কিছুর দরকার লাগলেই জানাবে।'

'শুকরিয়া, জনাব।'

বাংলো-বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল পরিশ্রান্ত ক্যাপটেন।

অন্যরা ব্যারাকের দিকে নিয়ে চলল নতুন অতিথিকে।

পরে, আশপাশটা সম্বন্ধে পরিষ্কার একটা ধারণা পেতে খামারবাড়ির এলাকাটা ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল সারাঙ্গুই।

মুখটা গম্ভীর ওর। বিচিত্র দ্যুতি খেলা করছে চোখ দুটোতে।

ভিতরে-ভিতরে অস্থির হয়ে আছে লোকটা। অনেকটাই বিক্ষুব্ধ।

'কে জানে,' নিজের সঙ্গে কথা বলছে মনে-মনে। 'কী নিয়তি অপেক্ষা করছে সামনে!'

হাঁটতে-হাঁটতে অন্য একটা ভাবনা এল মাথায়।

'...ব্যাপারটা বিস্ময়কর!' নিজেকে বলল সারাঙ্গুই। 'কার কথা মনে হচ্ছে লোকটাকে দেখে? কার মতো যেন ক্যাপটেনের গলার স্বর... চেহারা! ...নাহ... ভুলও তো হতে পারে আমার।'

উঁচু এক কাঠের বেড়ার পাশ দিয়ে যেতে-যেতে ও-পাশ থেকে কথাবার্তার আওয়াজ এল লোকটার কানে।

থেমে দাঁড়াল সারাঙ্গুই।

চট করে দেখে নিল আশপাশটা।

না, নেই কেউ কাছেপিঠে।

আস্তে করে কান পাতল ও বেড়াটার গায়ে।

'...দেখো তুমি,' বলল একটা কণ্ঠ। 'হারামি লোকটাকে ঠিকই কথা বলাবে ক্যাপটেন।'

'অতখানি নিশ্চিত হয়ো না, রাম কুমার,' বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। 'মরণের বিন্দু মাত্র ভয় নেই এদের। সিনা

BanglaBook.org

টান করে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে যেতে দেখেছি আমি ওদেরকে।'

'সেটা অবশ্য মিথ্যা না। কিন্তু আমাদের ক্যাপটেনও অন্য ধাতুতে গড়া। ওর সামনে দাঁড়ানোর সাধ্য নেই কারও।'

'যাক গে... কোথায় রাখা হয়েছে হারামজাদাকে?'

'সেলারে।'

'পালানোর চেষ্টা করবে, দেখো...'

'উঁহুঁ, পারবে না। কড়া পাহারা রয়েছে।'

'একার চেষ্টায় পালাবে, ভাবছ নাকি?'

'তো?'

'সাহায্য আসবে বাইরে থেকে।'

'তোমার কি ধারণা, ঠগিরা চোখ রাখছে আমাদের উপরে?'

'তা তো রাখছেই।'

'সেটা কী-ভাবে সম্ভব?'

'হয়তো আমাদের মধ্যেই মিশে আছে ওরা।'

'দূর! ডর লাগিয়ে দিচ্ছ আমাকে!'

'ভয়েরই কথা। আমিও চাই, ক্যাপটেনের কাছে মুখ খুলুক নাগাপটনন। ওদের প্রধান ঘাঁটির খোঁজ পাওয়া গেলেই ঠগিদের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে ক্যাপটেন ম্যাকফারসন।'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল সারাঙ্গুই-এর। তাকিয়ে আছে বাংলো-বাড়িটার দিকে।

পাতালঘরে বন্দি তা হলে নাগাপটনন!

BanglaBook.org

সাত

ছিন্ন-মস্তার অভিশাপ

নেমে এল রাত।

সে-দিন আর সারা দিনে দেখা মেলেনি ক্যাপটেন কোরিশান্টের।

উল্লেখ করবার মতো ঘটেওনি কিছু বাংলোয়।

চারপাশটা জরিপ করে নিয়ে খিল লেগে যাওয়া হাত-পা খেলাল সারাঙ্গুই।

ঘন এক ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে সে। সজাগ রেখেছে সমস্ত ইন্দ্রিয়।

চক্ষু-কর্ণ খোলা রেখেছে সে বাকিটা দিন। না শুনবার, না দেখবার ভান করে দেখেছে, শুনেছে সবই।

সন্ধ্যার আগেই আলগোছে বেরিয়ে পড়েছে ব্যারাক ছেড়ে।

মেইন হাউস থেকে পঞ্চাশ কদম দূরে রয়েছে ও এ মুহূর্তে। ঝোপের পিছনে অপেক্ষা করতে-করতে প্রয়াস পাচ্ছে ঘুম তাড়ানোর।

খানিক পর-পর সন্তর্পণে মাথা তুলে দেখে নিতে হচ্ছে চারিটা পাশ।

লোকটার ভাবসাব দেখে মনে হতে পারে: কারও আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছে যেন।

একটি ঘণ্টা পূর্ণ হলো প্রতীক্ষার।

দিগন্তের উপরে উদয় হলো চাঁদ। মরা আলো বিলাতে

BanglaBook.org

লাগল অরণ্য আর নদীর উপরে।

মৃদু কল্লোল কানে আসছে সারাঙ্গুই-এর। পাড়ে আছড়ে পড়ার সময় ওই আওয়াজ করছে নদীর পানি।

শেয়ালের আকস্মিক হাহাকার চিরে দিল রাতের নীরবতা।

সটান দাঁড়িয়ে গেল সারাঙ্গুই। কীসের যেন উপস্থিতি টের পেয়েছে। চাইতে লাগল এ-দিক ও-দিক।

'এলি শেষ পর্যন্ত,' বিড়বিড় করে বলে উঠল আপন মনে।

প্রায় এক শ' কদম দূরে, ঝোপঝাড়ের কালচে পটভূমিতে ফুটে উঠেছে উজ্জ্বল এক জোড়া সবুজ বিন্দু।

ঠোঁটের ফাঁকে আঙুল পুরল সারাঙ্গুই। হালকা শব্দে বাজাল রাতচরা কোনও পাখির ডাক।

ডাকটা কানে যেতে এগিয়ে আসতে লাগল সবুজ বিন্দু দুটো।

অপেক্ষা করছে সারাঙ্গুই।

চাপা গরগরানির আওয়াজ ক্রমশ ভরিয়ে তুলছে বাতাস।

'দরমা!' নিচু স্বরে সবুজ চোখের মালকিনকে ডাকল সারাঙ্গুই।

মাথাটা নিচু করল বাঘিনী। থেমে গেছে গরগরানি। এগিয়ে আসছে এখন গুড়ি মেরে।

থামল এসে সারাঙ্গুই-এর সামনে। শ্বাস ফেলছে সন্তর্পণে।

'চোট-টোট লাগেনি তো, বেটি?' কোমল গলায় জানতে চাইল বাঘের মালিক। সকালের দৃশ্যগুলো ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। বাঘের কবল থেকে ক্যাপটেন কোরিশাণ্টকে বাঁচানোর দৃশ্য...

মুখ হাঁ করল দরমা। আদুরে ভঙ্গিতে চেটে দিতে লাগল সারাঙ্গুই-এর হাতমুখ।

BanglaBook.org

'আহা, বেচারি!' মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করছে সারাঙ্গুই। 'বিরাট একটা ঝুঁকি নিতে হয়েছে তোকে! জীবন সংশয় হতে পারত!'

আদর করতে-করতে বাঘিনীর ঘাড়ের নিচে হাত নিয়ে গেল লোকটা। একটু হাতড়াতেই পেয়ে গেল, যা আশা করছিল।

ছোট একখানা গোটানো কাগজ হাতে উঠে এল সারাঙ্গুই-এর। পাতলা, রেশমি সুতো দিয়ে বাঘিনীর গলায় বেঁধে দেয়া হয়েছিল লাল রঙের কাগজের টুকরোটা।

কাঁপছে হাত দুটো। দেরি না করে কাগজটা খুলে মেলে ধরল সারাঙ্গুই।

দুটো মাত্র বাক্য লেখা ওতে সংস্কৃত ভাষায়। বাক্যটার বাংলা করলে দাঁড়ায়:

দেখা করো শিগগির।
অপেক্ষায় রয়েছে বার্তা বাহক।

BanglaBook.org

ততক্ষণে ভুরুর উপরে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে সারাঙ্গুই-এর।

'আয়, দরমা,' ডাকল ও পোষা বাঘটাকে।

রওনা হবার আগে শেষ বারের মতো নজর বুলিয়ে নিল বাংলো-বাড়িটার উপরে।

জঙ্গলের উদ্দেশে তিন কি চার শ' মিটার এগোল লোকটা মাথা নিচু করে। পিছন-পিছন অনুসরণ করল পোষা বাঘিনী দরমা।

জঙ্গলে ঢোকার পর গাছপালার ভিতর দিয়ে সরু এক গুপ্ত পথ ধরে দ্রুত হেঁটে চলল সারাঙ্গুই।

হাঁটছে... হাঁটছে...

থমকে দাঁড়াল বিশ মিনিট বাদে।

দরমাও দাঁড়িয়ে গেছে পিছনে।

পাশে আসবার আহ্বান করল ওটাকে সারাঙ্গুই।

ওদের সামনে, বিশ কদম দূরের এক ঝোপের ও-পাশ থেকে ঝট করে উঁচু হলো একটা মাথা।

একটা মানুষ।

হাতের রাইফেলটা তাক করে রয়েছে সারাঙ্গুই-এর বুক বরাবর।

'কে যায়?' জবাব চাইল নিষ্কম্প গলায়।

'কালী,' সঙ্কেত বলল সারাঙ্গুই।

নীরবতা। তারপর...

'ঠিক আছে। আগে বাড়ো।'

সারাঙ্গুই যখন এগিয়ে আসছে, সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীখ করতে লাগল ওকে জঙ্গলের প্রহরী।

মুখোমুখি হলো দু'জনে।

'হ্যাঁ... বলো এ-বার, কী জন্য এসেছ?' জানতে চাইল প্রহরীটি।

'বার্তা পেয়েছি। দেখা করতে হবে বার্তা বাহকের সাথে।'

'...এসো আমার সাথে।'

রাইফেলটা কাঁধে ঝোলাল হুকুমদার।

লোকটাকে অনুগমন করতে লাগল সারাঙ্গুই। ওর পিছনে আসছে দরমা।

'পেলে দেখা ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের?' মিনিট তিনেক বাদেই চলার উপরে জিজ্ঞেস করল গাইড।

'পেয়েছি।'

'কী বুঝলে অবস্থা?'

'ঠিক নিশ্চিত নই এখনও। আরও খানিকটা সময় লাগবে যাচাই করে উঠতে।'

'কিছু জানা গেছে নাকি সরদার নাগাপটননের ব্যাপারে?'

BanglaBook.org

'হুম... ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের বন্দি ও এই মুহূর্তে।'

'জানোয়ার!' অফিসারের উদ্দেশে দাঁত কিড়মিড় করল পথ প্রদর্শক।

ক্ষণিকের নীরবতা।

'জানতে পেরেছ,' আবার জিজ্ঞেস করল জঙ্গল-প্রহরী। 'কোথায় রাখা হয়েছে সরদারকে?'

'হ্যাঁ, বাংলো-বাড়ির সেলারে।'

চুপচাপ হাঁটতে লাগল ওরা।

'বড় বেশি সাবধানী লোক এই ক্যাপটেন,' মন্তব্য করল প্রহরী।

'সাবধান না হয়ে উপায় কী?' পালটা মন্তব্য সারাঙ্গুই-এর।

'সরদারকে বের করে আনার উপায় করতে হবে তোমাকে।'

কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলো সারাঙ্গুই।

'কে হুকুম করছে?' না বলে পারল না ও।

আর কিছু বলল না প্রহরীটি। হাঁটতে লাগল মুখ বুজে।

জঙ্গল এখন পাতলা। কুঞ্জবন বলা যায় জায়গাটাকে।

এক পর্যায়ে এসে থেমে দাঁড়াল প্রহরী লোকটা। ইতিউতি তাকিয়ে জরিপ করে নিল আশপাশটা। ভঙ্গিটা যেন: ঠিক পথে চলেছে কি না, নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে।

রওনা করল পুনরায়।

থামল আবার কয়েক কদম এগিয়ে।

আবারও পরখ করে নিল পথের দু'পাশে থাকা তাল গাছগুলো।

'কিছু খুঁজছ নাকি?' জানতে চাইল যার-পর-নাই বিস্মিত সারাঙ্গুই। জঙ্গলের প্রহরী জঙ্গল চেনে না, অবিশ্বাস্য ব্যাপার এটা।

'হ্যাঁ... দেখে নিচ্ছি, পথ ভুল হচ্ছে কি না।'

BanglaBook.org

'ভুল হবে কেন?'

'নতুন জায়গা তো!'

'মানে?'

'আস্তানা পালটেছে কুগলি।'

'হঠাৎ?'

'উপায় ছিল না। আগের আস্তানার খোঁজ পেয়ে গেছে সৈন্যরা।'

'এত তাড়াতাড়ি!'

'সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য।'

'কিন্তু কী-ভাবে?'

'কুকুর।'

'কুকুর?'

'হ্যাঁ, কুকুর। তুখোড় কয়েকটা ডালকুত্তা রয়েছে ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের।'

'ও। হ্যাঁ, দেখেছি আমিও।'

'আগের চাইতেও হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের। নইলে কখন আবার ঘাড়ে এসে পড়ে ওগুলো!'

মনে হলো, পথ শেষ হয়েছে। আর এগোচ্ছে না গাইড।

ঠোঁটের কাছে হাত নিয়ে এসে ডেকে উঠল শেয়ালের ডাক।

পেরিয়ে গেল ক'টি মুহূর্ত।

তারপর শেয়ালের ডাকেই ভেসে এল প্রত্যুত্তর।

'রাস্তা পরিষ্কার,' বলল প্রহরী। 'আর এগোচ্ছি না আমি। এ পথ ধরে সোজা হেঁটে গেলে পৌঁছে যাবে কুগলির আস্তানায়। খুব বেশি দূরে নয় ওটা। এখানেই অপেক্ষা করছি আমি তোমার জন্য।'

প্রহরীর নির্দেশমতো দরমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল সারাঙ্গুই।

একাধিক লোকের অস্তিত্ব টের পেল ও এগোতে-

BanglaBook.org

এগোতে। ঘাপটি মেরে আছে গাছপালার ফাঁকে-ফোকরে। সারাঙ্গুই-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারল না ওদের দু'-চারজন।

পরনে ধুতি ওদের। হাতে রাইফেল।

'বেশ কড়া পাহারা বসানো হয়েছে, দেখা যাচ্ছে,' বিড়বিড়িয়ে স্বগতোক্তি করল সারাঙ্গুই। 'একটা মাছি ঢোকারও জো নেই নজর এড়িয়ে।'

ঠিকই বলেছিল প্রহরী। অল্পক্ষণেই বড়সড় এক কুঁড়ের সামনে এসে উপস্থিত হলো সারাঙ্গুই।

শুকনো ল্যাটানি পাতার ছাত কুঁড়ের উপরে। ছাতের উপরে অমানিশার মূর্তি।

কুঁড়ের দেয়ালে বেশ কয়েকটা ফোকর চোখে পড়ল সারাঙ্গুই-এর। রাইফেলের নল ঢুকিয়ে গুলি করার জন্য করা হয়েছে ও-সব ফোকর, অনুমান করল।

'কে যায়?' একই প্রশ্ন দ্বিতীয় বার। এ-বারের জন কুঁড়ে পাহারায় নিয়োজিত এক প্রহরী। রাইফেল, ছোরা আর ফাঁস নিয়ে সম্পূর্ণ তৈরি লড়াইয়ের জন্য।

'কালী,' সেই একই জবাব দিল সারাঙ্গুই।

'কী চাও?'

'বার্তা পেয়েছি কুগলির কাছ থেকে। দেখা করতে বলেছে ওর সাথে।'

'প্রমাণ?'

'এই যে...' লাল কাগজটা দেখাল সারাঙ্গুই।

'দেখি?'

দিল ওটা শিকারি।

'ঠিক আছে,' সারাঙ্গুই-এর বক্তব্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে বলল প্রহরীটি। 'যাও তবে।'

এক বুক দম নিয়ে কুঁড়ের ভিতরে প্রবেশ করল সারাঙ্গুই।

একটা মশাল জ্বলছে ভিতরে। উজ্জ্বল, ধোঁয়াচ্ছন্ন আলোয়

BanglaBook.org

ভরিয়ে তুলেছে কামরাটা।

দীর্ঘদেহী কুগলিকে দেখতে পেল সারাঙ্গুই। বসে রয়েছে মেঝেতে পাতা মাদুরের উপরে।

অমানিশার উল্কি শোভা পাচ্ছে বার্তা বাহকের প্রশস্ত, গর্বোদ্ধত বুকটায়। পাথরের মতো কঠিন লোকটার তামাটে চেহারাটা। ঘন, কালো দাড়িতে নিষ্ঠুর দেখাচ্ছে আরও। অশুভ দ্যুতি নিয়ে জ্বলজ্বল করছে বড়-বড় আধবোজা চোখ দুটো।

'এসেছি আমি,' নিজের উপস্থিতি জাহির করল সারাঙ্গুই। কেমন এক বিষাদের ছায়া ওর গলায়।

'আহ, তুমি!'

প্রস্ফুটিত হলো অর্ধ-নিমীলিত চোখ জোড়া। হেসে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল ঠগিদের দূত।

'দেখতে পাচ্ছি, একটুও দেরি করোনি তুমি,' আন্তরিক প্রশংসার ছোঁয়া লোকটার কণ্ঠস্বরে।

'চিরকুটটা পাওয়া মাত্রই রওনা দিয়েছি,' জানাল সারাঙ্গুই।

'খুব ভালো করেছ। ...তা, ঠিকঠাক চলছে তো সব পরিকল্পনা মাফিক?'

'যে-ভাবে এগোচ্ছে, এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না। নিজের ভূমিকাটুকু সুন্দর ভাবেই পালন করেছে দরমা। ওর জন্যই আমি এখন ওখানে।'

'চালাক-চতুর এক বাঘিনীর মালিক তুমি, বৎস। অভিনন্দন নাও আমার।'

'শুকরিয়া।' প্রাণ নেই সারাঙ্গুই-এর কণ্ঠে।

'তো, এখন ক্যাপটেনের দলে ঢুকে পড়েছ তুমি?'

'কোনও রকম সন্দেহ না জাগিয়ে।'

'কীসের যোগ্যতায়?'

'এখনও জানি না সেটা। বাঘের হাত থেকে ক্যাপটেন

BanglaBook.org

ম্যাকফারসনকে বাঁচানোর জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বাংলোয় থাকতে দিয়েছে আমাকে লোকটা। পরে আলাপ করবে কাজের ব্যাপারে।'

'ভালোই তো মনে হচ্ছে,' মন্তব্য করল কুগলি। '...কী মনে হয়? কোনও রকম সন্দেহ ঢোকেনি তো লোকটার মনে?'

'না, মনে হয়।'

'ওরা কি জানে, এ মুহূর্তে জঙ্গলে রয়েছ তুমি?'

'জানার কথা না। ওদের চোখ এড়িয়েই এখানে এসেছি আমি।'

'যদি ধরা পড়ে যাও? কোথায় গিয়েছিলে– কী কৈফিয়ত দেবে?'

'বুদ্ধি খাটিয়ে বলা যাবে 'খন একটা কিছু। যখন-যেখানে-খুশি-যাওয়ার অনুমতি অবশ্য দিয়ে দিয়েছে আমাকে ম্যাকফারসন।'

'তার পরও... হুঁশিয়ার থেকো সর্বক্ষণ। হাজারও চোখ-কান আছে লোকটার।'

'সেটা তো আমাদেরও আছে।'

'ঠিক আছে... সরদার নাগাপটননের ব্যাপারে বলো এ-বার।'

'বাংলোয় নিয়ে আসা হয়েছে ওকে গত রাতে।'

'তা জানি। ক্যাপটেনের প্রত্যেকটা গতিবিধি নখদর্পণে আমাদের। ...কোথায় রেখেছে?'

'সেলারে।'

'নিজের চোখে দেখেছ?'

'সুযোগ হয়নি এখনও। তবে শিগগিরই দেখা পাওয়ার আশা করছি।'

'পাহারা কেমন?'

'কড়া।'

BanglaBook.org

'কী-ভাবে কী করবে তা হলে?'

'দেখা যাক।'

'হ্যাঁ। আশা করি, উপায় বেরিয়ে যাবে কিছু একটা। যাক সে-কথা... প্রত্যাশার চাইতেও ভালো কাজ দেখিয়েছ তুমি। অভিনন্দন! এতটা আশা করিনি তোমার কাছ থেকে। যেমনটা ভেবেছিলাম, তার চাইতেও চালাক প্রমাণ করেছ নিজেকে।'

'আমার সাধ্যমতো আমি করেছি।'

'আচ্ছা... চোখ-কান তো খোলা রেখেছ নিশ্চয়ই... কোনও তথ্য ফাঁস করেছে কি না নাগাপটনন, জানো সেটা?' একটু উদ্বিগ্ন দেখাল কুগলিকে।

'উম... জানা মতে, না।'

'বললে কিন্তু মহা বিপদ! বুঝতেই পারছ!'

'তার মানে, নাগাপটনন মুখ খুলতে পারে– এই ভয়ও আছে তোমার?' শ্লেষের আভাস সারাঙ্গুই-এর স্বরে।

'যোগ্য নেতা নাগাপটনন,' সরাসরি জবাব দিল না কুগলি। 'নেমকহারামি করবে– এই ভয় করি না। কিন্তু... যে-সব কথা শুনেছি ক্যাপটেনের ব্যাপারে... কাউকে নির্যাতন করার ব্যাপারে রীতিমতো "সুখ্যাতি" রয়েছে লোকটার।'

'হুম।'

'বাদ দেয়া যাক ও-সব কথা। কাজের কথায় আসা যাক বরং।'

'বলো, শুনছি।'

'বসো এখানে।'

মাদুরে বসল ওরা।

'তুমি কি জানো,' প্রশ্ন রাখল কুগলি। 'কেন তোমাকে ডেকে আনা হয়েছে এখানে?'

'নতুন কোনও কাজের ভার দেয়ার জন্য?'

'ঠিক তা-ই। আডা কোরিশান্টের মুক্তির ব্যাপারটা জড়িত এর সাথে।'

BanglaBook.org

নামটা কানে যাওয়া মাত্র গোমড়া ভাবটা অদৃশ্য হলো সারাঙ্গুই-এর চেহারা থেকে। জ্বলজ্বল করে উঠল অবসন্ন চোখ জোড়া। ঠোঁট দুটোর ফাঁক গলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন ভারী এক দীর্ঘশ্বাস।

'আডা!' ভোঁতা স্বরে ফিসফিস করল সারাঙ্গুই। 'কেমন আছে আমার আডা?' পরের কথাটা বলল স্বাভাবিক গলায়।

'যদ্দূর জানি– ভালো।'

'বহুত ভোগাচ্ছ তোমরা আমাদেরকে!' অনুযোগ ফুটল সারাঙ্গুই-এর স্বরে।

'তোমরাও কিন্তু কম ভোগাওনি আমাদের।'

বিক্ষিপ্ত চেহারায় কুগলির দিকে তাকিয়ে রইল সারাঙ্গুই।

হঠাৎ অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল বার্তা বাহক।

'নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও, ত্রিমাল-নায়েক,' হাসি থামিয়ে বলল লোকটা রসিয়ে-রসিয়ে। 'সুড়ঙ্গ থেকে ধরে আনার পর সর্বসম্মতিক্রমে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল তোমাদের। ফাঁসি হয়ে যেত তোমার আর কামমামুরির। চিতায় পুড়ে ছাই হতো দেহ দুটো। কিন্তু অধিকারবলে মহান সূর্যধন[৫] স্থগিত করেছেন দণ্ডটা। আমাদের কাজে লাগবে তুমি, এই শর্তে আপাতত জামিন পেয়েছ তুমি।

'আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছ বলে, আমরাও কথা দিয়েছি, কোনও রকম ক্ষতি হবে না মেয়েটার। এখন শুধু একটা কাজ করলেই...'

'কী করতে হবে?' সত্যিকারের আগ্রহ দেখা গেল সারাঙ্গুই ওরফে ত্রিমাল-নায়েকের মধ্যে। 'দুনিয়া ছারখার করে ফেলব দরকার হলে।'

'না, তার দরকার হবে না। কাজটা খুব সহজ... আবার

---

[৫] ঠগিদের প্রধান সরদার। মিস্ট্রিজ অভ দ্য ডার্ক জাঙ্গল দ্রষ্টব্য।

কঠিনও।'

'আরে, এত ঘোরাচ্ছ কেন? বলে ফেলো না, কী করতে হবে!'

'খুন।'

'খুন!'

'ঠিকই শুনছ। নাগাপটননকে মুক্ত করার পর করতে হবে কাজটা।'

'কাকে খুন করতে হবে?' বলল নায়েক রুদ্ধ স্বরে।

'ক্যাপটেন ম্যাকফারসনকে।'

'ক্যাপটেন...'

'ম্যাকফারসন। মাথা কেটে আনতে হবে লোকটার। এটাই সূর্যধনের ইচ্ছা।'

'উফ!'

'কাজটা করলেই তোমার হয়ে যাবে আড্ডা...'

'কিন্তু দামটা ধরেছ বিশাল!'

'জানে যে মারছি না তোমাদের, সেটা দেখবে না?'

চুপ হয়ে গেল নায়েক।

তারপর বলল: 'যদি প্রত্যাখ্যান করি?'

'জিন্দেগিতেও আর দেখতে পাবে না মেয়েটাকে। কে জানে, ওকে হয়তো উৎসর্গ করা হবে দেবীর কাছে। বাঁচবে না তুমি আর কামমামুরিও। বলো এ-বার, কোন্‌টা ভালো হবে।'

ত্রিমাল-নায়েক যখন ফিরে এল বাংলোয়, রাত পেরিয়ে তখন নতুন দিনের সূচনা হয়েছে মাত্র। আকাশের তারাগুলো শুরু করেছে নিষ্প্রভ হতে।

কুগলির সঙ্গে সাক্ষাতের রেশ মোছেনি এখনও যুবকের মন থেকে। সূর্যধনের দাবির কথা চিন্তা করে শরীরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে এখনও।

BanglaBook.org

সকাল-সকাল উঠে পড়েছিল সার্জেন্ট। ফটকের বাইরে এসে সকালের তাজা বাতাস লাগাচ্ছিল গায়ে। মন্থর পায়ে ফিরতে দেখল ত্রিমাল-নায়েককে।

'এই যে, সারাঙ্গুই!' খানিকটা গলা চড়িয়ে ডাকল সৈনিকটি।

আপন ভাবনায় বিভোর ছিল নায়েক, খেয়াল করেনি সার্জেন্টকে। লোকটার কথায় ছিন্ন হলো যুবকের চিন্তার জাল।

পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হলো ও মুহূর্তে। মনের ভিতর থেকে কে যেন বলল ওকে: 'সাবধান, নায়েক... সাবধান!'

ঝট করে ঘাড় ঘোরাল পিছনে। দরমা কি চলে এসেছে পিছন-পিছন? খেয়াল রাখতে পারেনি অন্যমনা থাকায়।

না।

জঙ্গল শেষ হয়েছে যেখানে, সেখান থেকেই ফিরে গেছে বুঝদার বাঘটা। হারিয়ে গেছে অরণ্যের অজানা গভীরে।

পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেল দু'জনে।

কাছাকাছি হতে হাই তুলল সার্জেন্ট।

'হ্যাঁ, বন্ধু...' জড়ানো, ভারী গলায় মুখ খুলল আবার। 'ছিলে কোথায়, বলো তো!'

'জঙ্গলে।' কোনও রকমে সামলে নিয়েছে নিজেকে ত্রিমাল-নায়েক।

'রাত্তির বেলায়! একা!' বিস্ময় ফুটল সার্জেন্টের চোখে-মুখে।

'হ্যাঁ...'

' হঠাৎ কী প্রয়োজন পড়ল, বলো তো!'

'বাঘটা...'

'কোন্ বাঘ?'

'ওই যে... পালিয়ে গেল যেটা...'

'খোঁজ পেয়েছ?'

BanglaBook.org

'নাহ। বেরিয়েছিলাম অবশ্য ওটার খোঁজেই। না বেরিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।'

'তাই বলে রাতে? তা-ও আবার একা-একা!'

'কেন, ভাই? আমি তো কোনও সমস্যা দেখি না।'

'বুঝলাম, বাঘের ভয় নেই তোমার। শিকারি মানুষ, না থাকারই কথা। অন্য কিছুর ভয় নেই?'

'কী রকম?'

'এই ধরো... সাপখোপ?'

'ও আবার একটা জিনিস হলো নাকি?' এক কথায় উড়িয়ে দিল ত্রিমাল-নায়েক।

'মানলাম, সাহসী লোক তুমি।' তা-ও অননুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে সার্জেন্ট। 'তার পরও একা বেরোনো উচিত হয়নি তোমার।'

অকপট হাসিতে ভরে উঠল ত্রিমাল-নায়েকের মুখটা। 'ধন্যবাদ আমায় নিয়ে চিন্তা করছেন বলে। কিন্তু... ভয়টা আসলে কীসের?'

ইতস্তত করতে লাগল সার্জেন্ট। তারপর বলল: 'মানুষ।'

'মানুষ!' ত্রিমাল-নায়েকের দৃষ্টিতে বিস্ময়চিহ্ন। যদিও পরিষ্কার বুঝতে পারছে ও, কীসের ইঙ্গিত করছে ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের ডান হাত।

'হ্যাঁ, মানুষ,' পুনরাবৃত্তি করল সার্জেন্ট।

'বুঝতে পারছি না... মানুষে এত ভয় কেন আপনাদের? তা-ও আবার জঙ্গলে! রাত-বিরেতে জঙ্গলে ঘোরাফেরা করবে কোন্ পাগলে?'

'তুমি নিজেও তো সেই পাগলদের একজন,' কৌতুক করল সার্জেন্ট।

'আমার কথা আলাদা।' কৌতুকটা স্পর্শ করেনি নায়েককে। 'কার এত ঠেকা পড়েছে, রাতের জঙ্গলে ভয়ের

BanglaBook.org

কারণ হবে অন্যদের?'

'...কারণ,' নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য বিরতি নিল সার্জেন্ট। 'ওরা হচ্ছে অমানুষ।'

'মানুষ... অমানুষ...' বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে নায়েককে। 'বোধ হয় বুঝতে পারছি। বলতে চাইছেন, খারাপ কিছু লোক আস্তানা গেড়েছে ওই জঙ্গলে?'

'ঠিকই ধরেছ।'

'কই, আমি তো কাউকে দেখলাম না!'

'দেখোনি যে, সেটা তোমার সাত জনমের ভাগ্য। ওদের কারও সাথে মোলাকাত হয়ে গেলে সম্ভবত এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে না আমার সাথে।'

চুপ করে থেকে কথাটার মর্মার্থ অনুধাবনের অভিনয় করছে ত্রিমাল-নায়েক।

'কৌতূহলে মরে যাচ্ছি,' বলল ও শেষমেশ। 'কারা ওই অমানুষ?'

'ঠ্যাঙাড়েদের নাম শুনেছ?'

আঁতকে উঠল ত্রিমাল-নায়েক। একদম নিখুঁত হলো অভিনয়টা।

'ঠ্যাঙাড়ে! মানে, ফাঁসুড়েদের কথা বলছেন?'

মাথা উপর-নিচ করল সার্জেন্ট।

'বলেন কী! ওদের আনাগোনা রয়েছে নাকি এ-দিককার জঙ্গলে?'

'হুম...'

'সর্বনাশ! বড় বাঁচা বেঁচে গেছি তা হলে!'

'সে-জন্যই তো বলছি...'

'ভুল হয়ে গেছে! আসলে, এ-দিকটায় নতুন তো আমি...'

'সে আমি বুঝতে পারছি। যাক... যা হবার হয়েছে। এখন বলো, কিছু আছে রিপোর্ট করার মতো?'

BanglaBook.org

'বলার মতন কিছু না।'

'ঠিক আছে। তুমি তো বোধ হয় ঘুমাবে খানিকক্ষণ? ব্যারাকে ফিরে যাও তা হলে।'

'যাব। কিন্তু দুয়েকটা প্রশ্নের জবাব না পেলে তো ঘুমই হবে না।'

হাসল সার্জেন্ট এক গাল। 'বলো।'

'ওই লোকগুলো... বলছেন, জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছে ওরা... কেন? আমি তো শুনেছি–'

'কারণ আছে,' ওকে শেষ করতে না দিয়ে বলল সার্জেন্ট। 'ঠগিদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছেন ক্যাপটেন ম্যাকফারসন। এই মুহূর্তে ওদের সবচেয়ে বড় দুশমন তিনি। বিন্দু মাত্র মায়াদয়া নেই ওঁর বদমাসগুলোর ব্যাপারে। বলতে পারো, ক্যাপটেনের হাত থেকে বাঁচতেই পাড়াগাঁর বদলে জঙ্গলকেই নিরাপদ আশ্রয় মনে করছে ওরা।'

'হুম... বুঝলাম।'

'মুশকিল হচ্ছে, অত বড় জঙ্গল ঘেরাও দেয়া সম্ভব নয়। সে-কারণে আজ পর্যন্ত খুব একটা সফল হইনি আমরা ওদের বিরুদ্ধে। আমরা এক দিক দিয়ে জঙ্গলে ঢুকলেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সরে যায় অন্যত্র।'

'মুশকিলই বটে।'

'তবে আজ হোক, কাল হোক, সমূলে ওদের ধ্বংস আমরা করবই। কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছেন এ ব্যাপারে ক্যাপটেন ম্যাকফারসন।'

'আমিও আছি আপনাদের সাথে। আমিও ঘেন্না করি ওই নরাধমগুলোকে। ওদের নিষ্ঠুরতার এত সব গল্প শুনেছি গা শিউরানো...'

কয়েক ঘণ্টা পর।

'...জঙ্গলে টহল দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারো

BanglaBook.org

আমাদের...'

'সানন্দে।'

কাজের ব্যাপারে আলাপ করছে সার্জেন্ট আর ত্রিমাল-নায়েক।

'...বন্দি এক ফাঁসুড়ের পাহারাতেও নিয়োগ দেয়া যেতে পারে তোমাকে...'

'ফাঁসুড়ে! এখানে আছে!' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না যেন ত্রিমাল-নায়েক।

'আমি তো বলিনি, এখানে আছে!'

থতমত খেয়ে গেছে নায়েক। 'না... মানে, মনে হলো আর কী!'

'হ্যাঁ, এখানেই আছে। সরদার পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ একজন।'

'চমৎকার!' হাতের তালুতে কিল দিল ত্রিমাল-নায়েক।

'নাগাপটনন নামটা কি শোনা আছে তোমার?'

'নাগাপটনন?'

'লোকটার নাম...'

'নাঁহ... শুনিনি আগে ওই নাম।'

'ভয়ঙ্কর লোক।'

'চান যে, ওকে পাহারা দিই আমি?'

'তোমার যে সাহস... আর শরীরে যে তাকত রয়েছে, তাতে অনেক উপকার হবে আমাদের। দেখি, ক্যাপটেন কী বলেন।'

'চব্বিশ ঘণ্টা চোখে-চোখে রাখব আমি ওকে,' অতি-আত্মবিশ্বাসের ভাব দেখাল নায়েক। 'তেড়িবেড়ি দেখলেই নাকের-জল-চোখের-জল এক করে দেব বদমাসটার।'

'সে তুমি পারবে, আমি জানি,' ফুরফুরে মেজাজে বলল সার্জেন্ট। 'এসো, বাহাদুর। জেরা করব আমরা নাগাপটননকে। তুমিও হয়তো সাহায্য করতে পারবে।'

BanglaBook.org

'জেরা করার ব্যাপারে?'

'না। আঙুল বাঁকা করার ব্যাপারে।'

'মানে... আড়ং-ধোলাই?'

'যদি দরকার পড়ে। কী, পারবে না কাজটা?'

'পারব না মানে? নাকের-জল–'

'হয়েছে-হয়েছে!' হেসে ফেলল সার্জেন্ট। 'এসো আমার সাথে।'

টেরাসে চলে এল সার্জেন্ট ত্রিমাল-নায়েককে নিয়ে।

হ্যামকে গা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল ক্যাপটেন কোরিশাণ্ট। চুরুট টানছিল নিবিষ্ট মনে। ওদের উপস্থিতিতে পা নামাল ঝুলন্ত বিছানা থেকে।

'হ্যাঁ, সার্জেন্ট, বলো। খবর আছে কোনও?...কেমন আছ, সারাঙ্গুই?'

'জি, জনাব, ভালো,' প্রত্যুত্তরে বলল ত্রিমাল-নায়েক।

'স্যর,' অফিসারের মনোযোগ আকর্ষণ করল সার্জেন্ট। 'একটা কথা মাথায় এসেছে...'

'কী সেটা?'

তাকাল সার্জেন্ট ত্রিমাল-নায়েকের দিকে। 'ওকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে। ঠ্যাঙাড়ে ব্যাটাকে পাহারা দেয়ার কাজে সাহায্য করতে পারে সারাঙ্গুই। লোকটাকে জেরা করার ব্যাপারেও।'

'ও কী বলে?' সারাঙ্গুই-এর উদ্দেশে ভুরু নাচাল অফিসার।

'ও তো এক পায়ে খাড়া।'

'হ্যাঁ, জনাব,' সম্মতি জানাল ত্রিমাল-নায়েক। 'যোগ্য মনে করছেন... অত্যন্ত সম্মানের সাথে করব আমি কাজটা।'

'বেশ-বেশ, এই তো চাই,' উৎসাহ দিল ক্যাপটেন। 'খুশি হলাম তোমার কথা শুনে।'

BanglaBook.org

সার্জেন্টের দিকে ফিরল অফিসার। 'গত রাতটা কী-ভাবে কাটল নাগাপটননের?'

'এমন মড়ার ঘুম ঘুমিয়েছে, কোনও রকম চিন্তা নেই যেন! ইস্পাতের মতো মনের জোর, স্যর, শয়তানটার!'

'থাকবে না।' নিজের উপরে অগাধ বিশ্বাস ক্যাপটেন কোরিশান্টের। 'গুঁড়িয়ে দেয়া হবে ওর এই আত্মবিশ্বাস। ...নিয়ে এসো তো ব্যাটাকে!'

চলে গেল সার্জেন্ট।

ফিরল কিছুক্ষণ পর। সঙ্গে এসেছে ফাঁসুড়ে-সরদার।

শৃঙ্খলাবদ্ধ নাগাপটননকে দেখে মনে হচ্ছে না, কোনও রকম ভাবনাচিন্তা রয়েছে লোকটার মধ্যে। প্রচ্ছন্ন এক টুকরো হাসি লেপটে রয়েছে বরঞ্চ চেহারাতে। পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখল ক্যাপটেনের পিছনে দাঁড়ানো ত্রিমাল-নায়েককে।

'হেই, দোস্ত,' সকৌতুকে বলল ক্যাপটেন। 'ভালো ঘুম হয়েছিল তো রাতে?'

'আর বলতে!' রগড় করল ফাঁসুড়েও। 'কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়েছি।'

'পুরো একটা দিন খাবার-পানি ছাড়া থাকার পরেও?'

বাঁকা হাসল নাগাপটনন। 'ও-সবে অভ্যাস আছে আমার। যে ধরনের দীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে হয় আমাদের, সে-সব কল্পনারও সাধ্য নেই তোমাদের।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে তারিফের ভাব ফুটিয়ে তুলল ক্যাপটেন। দোলাচ্ছে মাথাটা। 'ভালো কথা। ঘুমিয়ে তা হলে মাথাটা পরিষ্কার হয়েছে, আশা করি? কী ঠিক করলে? সাহায্য করবে আমাদের?'

'না... অতটা পাগল হইনি এখনও...'

'তা-ই তো দেখছি।' চিবুক ডলছে অফিসার। 'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না, বলছ?'

'বাঁকা আঙুলেও পারবে না ওঠাতে।'

BanglaBook.org

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ক্যাপটেন। 'চিন্তায়ই ফেললে, দেখছি।' অন্যমনস্ক ভাবে হাতটা চলে যাচ্ছিল বাঁকা ফলার ভারী তলোয়ারটার দিকে, সচেতন হয়ে সরিয়ে আনল হাত।

'চিন্তার কিছু নেই তো, ক্যাপটেন।' মজায় রয়েছে নাগাপটনন। 'জানোই যখন, সব ক'জনই এ-রকম আমরা!'

'হুম...'

'কাজেই...'

'কাজেই?'

'বেহুদা চেষ্টা বাদ দাও না কেন? ছেড়ে দাও, ঘরের ছেলে ফিরে যাই ঘরে।'

'এহ... মামাবাড়ির আবদার!'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল নাগাপটনন। 'ঠিক আছে... যা ভালো বোঝো, করো।'

'করব... ভালো মতোই করব।'

'দেখো... কাজ হয় কি না...' পরিহাস করল নাগাপটনন।

'আবারও বলছি... ভেবে দেখো। নইলে একটা সময় আসবে, গোয়ার্তুমির জন্য আফসোস করবে তুমি।'

'সময়টা কখন আসে, অপেক্ষা করছি আমি।'

'...হাত জোড় করে নিজের মরণ চাইবে তখন...'

'অতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার কী? এখনই চাইছি সেটা।'

'না... এত সহজে মরণ হচ্ছে না তোমার। সীমাহীন যন্ত্রণার স্বাদ পেতে হবে তার আগে...'

'কথা বেশি বলছ,' ধৈর্যচ্যুতির আভাস নাগাপটননের কণ্ঠস্বরে। 'শুরু করে দাও না এক্ষুণি!'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল ক্যাপটেন কোরিশান্টের।

বিজয়ীর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে একগুঁয়ে দস্যু-সরদার।

BanglaBook.org

'সার্জেন্ট!' চাবুকের মতো সপাং করে উঠল হ্যারি কোরিশান্টের গলার স্বর।

'জি, স্যর?'

'ভরো ওকে সেলারে। দেখি, ক্ষুধা-তেষ্টা সহ্য করতে পারে কতক্ষণ!'

মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশটা বুঝে নিল সার্জেন্ট।

'আর হ্যাঁ... ঘুমাতেও দেবে না জানোয়ারের বাচ্চাকে। ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করলেই জাগিয়ে দেবে, যে-ভাবেই হোক। কী-ভাবে কী করতে হবে, জানো তুমি। ...তিন দিনেও যদি না মচকায়, পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে চাবুকের। তাতেও কাজ না হলে– গরম তেলের ফর্মুলা।'

'সব রকম ওষুধই প্রয়োগ করা হবে, ক্যাপটেন,' বলল সার্জেন্ট কঠোর গলায়। 'সারাঙ্গুই!'

'জি, স্যর?'

'সাহায্য করো আমাকে।'

অবাধ্য ফাঁসুড়েকে সরিয়ে নিল ওরা ক্যাপটেনের সামনে থেকে।

অফিসারের নির্দেশগুলো শুনেও বিন্দু মাত্র বিকার নেই লোকটার মধ্যে।

BanglaBook.org

দীর্ঘ এক সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা বিরাট এক খিলানঅলা-ছাতের পাতালঘরে।

মোটা-মোটা লোহার গরাদে দেয়া ছোট এক জানালা দিয়ে যৎসামান্য আলো আসছে সেখানে।

কামরাটার মাঝ বরাবর রয়েছে মোটা এক খুঁটি। মেঝে ফুঁড়ে বেরিয়ে ভেদ করেছে সেলারের সিলিং।

ওটার সঙ্গে ফাঁসুড়েটিকে ভালো মতো বাঁধা হলে পরে, লম্বা চারটে সুচ বের করল সার্জেন্ট। রাখল ওগুলো মেঝেতে।

'পাহারা দিচ্ছে কে?' জিজ্ঞেস করল ত্রিমাল-নায়েক।

'তুমিই থাকো আপাতত,' উপরোধের সুরে বলল সার্জেন্ট। 'সন্ধ্যায় আরেক জন এসে জায়গা নেবে তোমার।'

'ঠিক আছে। সমস্যা নেই কোনও।'

'কী করতে হবে, বুঝতে পারছ তো?' সুঁইগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল সার্জেন্ট। 'চোখ দুটো বন্ধ হতে দেখলেই ঘুম ছুটিয়ে দেবে ব্যাটার। একদম ভালো মতো, যাকে বলে।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি,' বলল নায়েক মাথা দুলিয়ে।

ফিরে চলল সার্জেন্ট উঁচু-উঁচু সিঁড়ির ধাপ ভেঙে।

বাঁকের আড়ালে লোকটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল ত্রিমাল-নায়েক।

দাঁড়িয়ে রইল ও কান পেতে। সব কিছু যখন নীরব হয়ে গেল, ফাঁসুড়ের সামনে, মাটিতে বসল ছদ্মপরিচয়ে থাকা নায়েক।

অপার কৌতূহলে দেখছে ওকে নাগাপটনম।

'শুনুন...' বলল নায়েক গলা নামিয়ে।

সম্বোধন শুনে ভুরু কুঁচকে গেল নাগাপটননের।

'কী বলতে চাও?' মোটেই আগ্রহ নেই দস্যুনেতার কণ্ঠে। 'একই প্যাঁচাল পাড়বে মূর্খগুলোর মতন?'

'কুগলিকে নিশ্চয়ই চেনেন আপনি?' জবাব না দিয়ে সরাসরি জানতে চাইল নায়েক।

চিনবার লক্ষণ দেখা গেল না ফাঁসুড়ের চেহারায়।

'কুগলি!' বলল লোকটা বিস্মিত গলায়। 'কখনও শুনিনি এ নাম।'

সমঝদারের মতো মাথা দোলাল ত্রিমাল-নায়েক। 'হুম... সতর্ক থাকা ভালো। ...এটা নিশ্চয়ই বলবেন না যে, সূর্যধনকেও চেনেন না?'

'কে তুমি?' সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল নাগাপটনন। চেয়ে আছে তেরছা দৃষ্টিতে।

BanglaBook.org

'বন্ধু।'

'কার বন্ধু?'

'আপনার।'

'বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই ক্যাপটেনের কোনও চাল এটা।'

'না। যা বললাম, সত্যি।'

'প্রমাণ কই?'

'যা বলেছি, যথেষ্ট নয়?'

'না।'

কী ভাবল নায়েক। 'ঠিক আছে। আরেকটা প্রমাণ দিচ্ছি।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নাগাপটনন।

'রাজমঙ্গল।' বদ্ধ ঘরে বোমা ফাটাল নায়েক।

উদ্‌গত চিৎকারটা কোনও রকমে দমন করল ফাঁসুড়ে। সঙ্কেতটা কেউ শুনে ফেলল কি না, এই আশঙ্কায় চকিতে তাকাল সিঁড়ির দিকে।

'তার মানে... তার মানে...'

'জি।'

'সত্যিই তা হলে আমাদের একজন তুমি?' আশার আলো জ্বলে উঠেছে ডাকাত-সরদারের চোখের তারায়।

'এখনও সন্দেহ আছে?'

'কেন এসেছ এখানে?'

'সহজ উত্তর। পালাতে সাহায্য করব আপনাকে।'

'সম্ভব সেটা?'

'কেন নয়? বিশেষ করে, আমিই যখন পাহারায়!'

দাঁতের দোকান খুলে গেল নাগাপটননের। পরক্ষণে আবার তেজ কমে গেল হাসির।

'ধরা পড়ে গেলে?'

'পড়ব না,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল ত্রিমাল-নায়েক।

BanglaBook.org

'ওই চিন্তা ছেড়ে দিন আমার উপরে। আজ রাতেই মুক্ত হয়ে যাবেন আপনি।'

'আজই?'

'হ্যাঁ, আজ।'

'তোমার তো ডিউটি সন্ধ্যা পর্যন্ত। তার মানে, ভাগতে হলে দিনের মধ্যেই ভাগতে হবে। বুঝতে পারছি না, কী-ভাবে কী করবে! কারও চোখে না পড়ে কী-ভাবে সম্ভব সেটা?'

'বললাম না, ও নিয়ে চিন্তা করবেন না? সময় হলেই জানতে পারবেন সব কিছু।'

'বেশ, ভরসা রাখলাম তোমার উপরে। ...তা হলে, একসঙ্গে পালাচ্ছি দু'জনে?'

'না... শুধু আপনি।'

'আর তুমি?'

'না... পালানো চলবে না আমার।'

'কী কারণে?'

'...ক'টা কাজ বাকি আছে এখনও... না করলেই নয়।'

'তা-ও ভেবে দেখো, বন্ধু। আমি পালিয়ে যাওয়ার পর এমনিতেও তোমার উপরে পড়বে সব সন্দেহ।'

'যাতে না পড়ে, সেই ব্যবস্থা হবে।'

'ঠিক করে রেখেছ নাকি সব কিছু?'

'হ্যাঁ।' হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল নায়েক। 'ব্যস, আর কোনও কথা নয়। কেউ এসে পড়লে ভজকট পাকিয়ে যেতে পারে সব কিছু।'

'ঠিক বলেছ।'

'অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

'তার মানে, এখনই কিছু করছ না?'

'না।'

BanglaBook.org

সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে বসল নায়েক। ধৈর্য ধরল সাঁঝ নামবার।

কোনও রকম ঘটনা ছাড়াই কেটে গেল দিনটা।

নিজের চিরন্তন গতিতে আকাশের বাকিটা অংশ পাড়ি দিল সূর্য।

দিগন্তের ওপারে অগ্নিগোলকটা অদৃশ্য হতে শুরু করতেই আঁধার নামতে আরম্ভ করল ভূগর্ভস্থ কামরায়।

উঠে দাঁড়াল ত্রিমাল-নায়েক। এসে উপস্থিত হয়েছে মাহেন্দ্রক্ষণ। এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে হাজির হয়ে যাবে দ্বিতীয় পালার পাহারাদার।

'কাজের সময় হলো,' এতক্ষণ পর কথা বলল নায়েক।

নিজের মনটাকে প্রস্তুত করে নিল নাগাপটনন।

ইস্পাতের এক জোড়া উখা[৬] বের করল নায়েক কাপড়ের ভিতর থেকে। দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ডাকাত-সরদারের।

'কী করতে যাচ্ছ?' বিস্ময় চাপা থাকল না লোকটার।

'সহজ। গরাদে কেটে বেরিয়ে যাব।'

ঘরের এক মাত্র জানালা কিংবা ভেন্টিলেটরটার দিকে তাকাল নাগাপটনন। আশাবাদী মনে হলো না তাকে।

পুরোপুরি মাটির নিচে নয় সেলারটা। ছাতের কিছু অংশ রয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে। আর সেখানেই রয়েছে ঘুলঘুলিটা।

ওটা যদি খোলাও যায়, বেরোতে হবে কষ্টেসৃষ্টে।

তা না হয় গেল। কিন্তু সবার অগোচরে কী-ভাবে সম্ভব কাজটা? সন্দেহ ভর করল নাগাপটননের মনে।

দড়ির বাঁধন খুলে বন্দিকে মুক্ত করল নায়েক। উখা

---

[৬] কাঠ, লোহা কিংবা এ-জাতীয় কঠিন বস্তু মসৃণ করা বা কাটার ধারাল যন্ত্র।

চালিয়ে কেটে ফেলল শেকল।

একটা উখা দিল ও নাগাপটননকে।

একটা বেঞ্চি টেনে এনে ওটার উপর দাঁড়িয়ে ধারাল অস্ত্রটা ব্যবহারে মনোযোগী হলো দু'জনে। শক্ত হয়ে আছে চোখমুখ। যত কম আওয়াজ করা যায়, সেই চেষ্টায় নিবিষ্ট।

এক মিনিট, দুই মিনিট করে পেরিয়ে যেতে লাগল রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তগুলো।

একটা গেল...

কাটা হয়ে গেল তিনটে গরাদের দুটো। ইচ্ছা করলে বেরোনো যায় এখন। তবে তার জন্য সময় দরকার কিছুটা। বাকিটা কাটতে পারলে...

কপাল খারাপ। পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সিঁড়িতে...

আট

পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

'কম্ম সারা!' প্রমাদ গুনল নাগাপটনন।

'পাহারাদার...'

'বোধ হয়...'

মুহূর্তের মধ্যে ইতিকর্তব্য ঠিক করে ফেলল নায়েক।

একখানা রুমাল বেরোল ওর দাগবাবের ভিতর থেকে। নাগাপটননের হাতে তুলে দিল ও রুমালটা।

'সিঁড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ান,' উচ্চারণ করল দৃপ্ত গলায়। হাতে উঠে এসেছে খঞ্জরটা। 'যে-ই আসুক, খতম করে দেবেন।'

BanglaBook.org

অভ্যস্ত হাতে ফাঁস তৈরি করল নাগাপটনন।

সিঁড়ির দু'পাশে অবস্থান নিল দু'জনে।

জোরাল হচ্ছে পায়ের শব্দ...

আবছা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল সিঁড়িপথ।

ত্রিমাল-নায়েক দেখল, ঝড়ের মেঘ ঘনিয়েছে ফাঁসুড়ের চেহারায়। সরু হয়ে আসা চোখ দুটো থেকে ঠিকরে পড়ছে অশুভ দ্যুতি। বিজাতীয় হাসির ভঙ্গিতে ফাঁক হয়ে আছে ওষ্ঠাধর।

লণ্ঠন হাতে সিঁড়ির গোড়ায় এসে থামল সেপাইটি। অন্য হাতখানা আলগোছে ফেলে রেখেছে তলোয়ারের বাঁটের উপরে।

'সারাঙ্গুই!' নিজের নাম শুনতে পেল নায়েক।

'আছি।'

'কোথায় তুমি? দেখতে পাচ্ছি না তোমাকে।'

'নিচে নেমে এসো।'

'আসি...'

কিছু মাত্র সন্দেহ না করে মদ রাখার সেলারে পা দিল পাহারাদার।

প্রস্তুত ছিল নাগাপটনন। প্রহরীর গলায় শক্ত হয়ে এঁটে বসল ফাঁস।

টুঁ-শব্দটি না করে ঢলে পড়ল বেচারি। বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।

'কী করব?' জানতে চাইল নাগাপটনন। 'ব্যাটা তো অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

'একে বাঁচিয়ে রাখলে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না আমার,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল ত্রিমাল-নায়েক।

'তার মানে, জান কবজ?'

'জান কবজ।'

রুমালের ফাঁস আরও আঁটো করল নাগাপটনন।

BanglaBook.org

সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞান ফিরে এল সেপাইটির। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ দুটো। হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে জিভটা। চেহারাটা রক্তশূন্য।

অমানিশার নিষ্ঠুর উপাসকের বলি হলো হতভাগ্য সিপাহি। থরথর করে কাঁপতে-কাঁপতে সহসা নিথর হয়ে পড়ল লোকটা।

'আর কেউ এসে পড়ার আগেই ভাগতে হবে আপনাকে,' তাড়া লাগাল ত্রিমাল-নায়েক।

জানালায় ফিরে গেল দু'জনে।

শেষ গরাদেটা কাটা হয়ে গেলে বেঞ্চ থেকে নামল ত্রিমাল-নায়েক।

'ঠিক আছে। বাঁধুন এ-বার আমাকে।'

'অ্যাঁ!' নিজেও নেমেছে নাগাপটনন। স্বভাবতই বিস্ময় ওর চোখ জোড়ায়।

'...তাতে করে আমার উপরে সন্দেহ জাগবে না কারও,' বুঝিয়ে বলল নায়েক।

তারিফের সঙ্গে যুবকের কাঁধ চাপড়ে দিল নাগাপটনন।

দ্রুত হাত চালিয়ে শেষ করল কাজ। বাঁধার পর নায়েকের মুখে গুঁজে দেয়া হলো রুমালটা।

'চললাম,' যুবকের প্রতি মমতা নিয়ে বলল নাগাপটনন। 'নিজের খেয়াল রেখো।'

মৃত সেপাইয়ের পিস্তলটা বের করে নিল ফাঁসুড়ে। সিধে হয়েই এক ছুটে চলে গেল বেঞ্চটার কাছে।

ঘুলঘুলি দিয়ে লোকটাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল ত্রিমাল-নায়েক। হাঁপ ছাড়ল ও।

কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী হলো স্বস্তিটা।

গর্জে উঠেছে একটা রাইফেল!

গুলির আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই শোনা গেল:

'হুঁশিয়ার! পালিয়ে যাচ্ছে হারামিটা!!'

BanglaBook.org

নয়

সাজানো নাটক

দ্বিতীয় আরেকটা গুলির আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে।

তারপর আরেকটা।

চতুর্থটা শোনা গেল এরপর।

সেই সঙ্গে তুমুল হট্টগোল।

'ওই যে... ওই দিকে!'

'গুলি করো... গুলি করো!'

'তৈরি করো ভগবতীকে!'

'জ্যান্ত না হোক, লাশ চাই ব্যাটার!'

ঘোড়ার শ্রুতিকটু হ্রেষাধ্বনি আর ছুটন্ত পায়ের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রণভেরীর চড়া সুর।

ঘেমে উঠেছে ত্রিমাল-নায়েকের কপালটা। শ্বাস চেপে রেখে অপেক্ষা করল ও, কখন থামবে ট্রামপেটের পীড়াদায়ক আওয়াজ।

'পালাও, নাগাপটনন!' বলল ও অস্ফুটে। 'একবার যদি ধরা পড়ো তো; তুমি, আমি– দু'জনেই শেষ হয়ে যাব।'

সিঁড়ির দিকে কান পাতল নায়েক।

পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না?

হ্যাঁ। দুদ্দাড় নেমে আসছে নিচে।

'হয়তো পালাতে পেরেছে নাগাপটনন,' বলল ও মনে-মনে। 'রওনা হয়ে গেছে কুগলির ডেরার উদ্দেশে। কিংবা কে জানে...'

BanglaBook.org

মোচড়া-মুচড়ি শুরু করল নায়েক। বাঁধনমুক্ত হবার চেষ্টা করছে যেন। চাপা গোঙানির আওয়াজে ভরিয়ে তুলল ভূ-অভ্যন্তর।

সময়মতো কাজটা শুরু করেছিল বলে রক্ষা। সেকেণ্ড তিনেকের মধ্যে দেখা গেল সার্জেন্টকে। তিনটা করে ধাপ পেরোচ্ছে এক-একবারে। গগনবিদারী হাহাকার ছাড়ল শেষ ধাপটা পেরোনো মাত্রই।

'পালিয়ে গেছে? পালিয়ে গেছে!' পাগলের মতো প্রলাপ বকছে যেন লোকটা। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ঘরে। আচমকা স্থির হলো ঘুলঘুলির উপরে গিয়ে। তারপর দৃষ্টি নেমে এল নিচে পাতা বেঞ্চটায়।

এক লহমায় সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল সার্জেন্টের কাছে।

'হারামজাদা!' লোকটার কম্পিত ঠোঁট দুটো থেকে উদ্‌গীরিত হলো চিৎকার।

এবং এতক্ষণে দেখতে পেল যেন *অসহায় পড়ে থাকা* ত্রিমাল-নায়েককে।

ছুটে গিয়ে খুলে দিল সে ত্রিমাল-নায়েকের মুখের গোঁজ।

'বেঁচে আছ!' বলল সার্জেন্ট স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে।

'কোথায়!' ঘড়ঘড়ে গলায় রাগ ওগড়াল নায়েক। 'কোথায় ওই কুত্তাটা? কলজে ছিঁড়ে আনব হারামজাদার!'

'কী হয়েছিল?' চিৎকার করে ব্যাখ্যা চাইল সার্জেন্ট। রাগে উন্মাদ-দশা লোকটার। 'পালাল কী করে নাগাপটনন? বাঁধল কী করে তোমাকে?'

'হা, ভগবান!' বুক চিরে আফসোস বেরিয়ে এল ত্রিমাল-নায়েকের। 'আহাম্মকের মতো ধুরন্ধরটার ফাঁদে পা দিয়েছি আমি!'

'আরে... হয়েছিলটা কী, বলবে তো!' বিরক্ত স্বরে ধমকে উঠল সার্জেন্ট। 'কী ধরনের কারসাজি খাটিয়েছে দস্যু ব্যাটা?

BanglaBook.org

শিক কাটল কে জানালার?'

'ওরা।'

'ওরা! কারা ওরা?'

'ওর দলের লোক!'

'অসম্ভব!'

'...পালাতে সাহায্য করেছে ওরা নাগাপটননকে!'

'অসম্ভব!' আবারও নাকচ করে দিল সার্জেন্ট। 'বাঘের ডেরায় ঢুকে বন্দিকে ছিনিয়ে নেয়ার মতো বোকামি করবে না ওদের মতো সাহসীরাও!'

'কিন্তু করেছে,' নিজ বক্তব্যে অটল রইল ত্রিমাল-নায়েক। 'অসম্ভবকে সম্ভব করেছে ওরা। ভগবানের অশেষ কৃপা যে, বেচারি সেপাইটার মতো মেরে রেখে যায়নি আমাকে!'

'কীই! কাকে খুন করেছে!'

'আমার পরে যার পাহারা দেয়ার কথা ছিল...'

'ক্-ক্-কোথায়?'

'ওই তো... সিঁড়ির পাশে।'

আবছা অন্ধকারে লাশটা দেখতে পায়নি এতক্ষণ সার্জেন্ট। ধপ করে বসে পড়ল ও মেঝেতে।

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল একটু পরে। নিস্তেজ হাতে খুলে দিল ত্রিমাল-নায়েকের বাঁধন।

'দুঃখিত...' নিজের উপরে দোষ টানল নায়েক। 'কিছুই করতে পারলাম না ওর জন্য!'

'প্রথম থেকে খুলে বলো সব কিছু।' ভীষণ শান্ত হয়ে গেছে সার্জেন্ট।

ঢোক গিলল নায়েক।

'সূর্য ডুবে গেছে তখন...' শুরু করল বলতে। 'ঝাড়া তিনটি ঘণ্টা বসে ছিলাম আমি লোকটার সামনে। একটি বারের জন্যও দৃষ্টির আড়াল করিনি নাগাপটননকে। এক সময় অনুভব করলাম, চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে আমার...'

BanglaBook.org

'ঘুমিয়ে পড়েছিলে?' বিদ্রূপ ফুটল সার্জেন্টের কণ্ঠে।

'না, জনাব... মানে, হ্যাঁ...'

'কী বলতে চাও, পরিষ্কার করে বলো!' তীব্র স্বরে বলল সার্জেন্ট।

'বলছি, স্যর। ...টের পাচ্ছি, ঘোলা হয়ে আসছে মাথার ভিতরটা। যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম ঝিমুনি-ভাবটা কাটিয়ে উঠতে। কাজ হলো না কিছুতেই। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হলাম ঘুমিয়ে পড়তে।'

'তারপর জেগে দেখলে, পাখি পালিয়েছে?' রুদ্ধ গলায় বলল সার্জেন্ট।

'না, স্যর...'

'তবে?'

'জ্ঞান ফিরতেই দেখি, বেঁধে ফেলেছে ওরা আমাকে। মাটিতে লুটাচ্ছে জানালার শিকগুলো। পালাচ্ছে যাচ্ছিল, এই সময় পাহারা দিতে নামল সেপাইটা। উপায়ান্তর না দেখে...'

আরও গম্ভীর হলো সার্জেন্ট।

'জোরাজুরি করলাম বাঁধন খোলার জন্য,' সাফাই গাইছে নায়েক। 'চিৎকারও যে করব, সে-উপায়ও রাখেনি ওরা!'

'ক'জন এসেছিল?'

'দু'জন, স্যর।'

'চেহারা দেখেছ?'

'না, স্যর। কেন?'

'আমাদেরই কোনও লোক জড়িত কি না, বুঝতে চাইছি।'

'ভাবছেন, বিশ্বাসঘাতক আছে বাংলোয়?'

'উড়িয়ে দেয়া যায় না আশঙ্কাটা।'

অন্তরে কেঁপে উঠল নায়েক।

'না, স্যর। কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল চেহারা।'

'হুম... কিন্তু কেমন করে ঘুমিয়ে পড়লে তুমি?'

BanglaBook.org

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না, জনাব!'

'সম্মোহন করেনি তো নাগাপটনন?'

এক সেকেণ্ড ভাবল ত্রিমাল-নায়েক।

'মনে হয় না, স্যর। খুব কমই তাকিয়েছি আমি লোকটার চোখের দিকে।'

'কিছু কি ফেলা হয়েছিল জানালা দিয়ে?'

'টের পাইনি, জনাব।'

'গন্ধ-টন্ধ?'

'ন্-না...'

'কোনও ধরনের ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করেছে, যদ্দূর বুঝতে পারছি...'

'কী করবেন, স্যর, এখন?'

'পালাতে দেয়া যাবে না নাগাপটননকে। যে করেই হোক, পাকড়াও করতে হবে পালের গোদাটাকে।'

'আমাকেও সাথে নিন, স্যর। ট্র্যাক করতে পারব লোকটার চিহ্ন।'

'তা নেয়া যায়। বোধ হয় সুবিধাই হবে তাতে।'

BanglaBook.org

দশ

নগ্ন সত্য

'কোন্ দিক দিয়ে পালিয়েছে লোকটা?' জানতে চাইল ত্রিমাল-নায়েক। হাতে একটা রাইফেল ওর।

'ও-দিক দিয়ে,' জানাল প্রহরীদের একজন।

সার্জেণ্টের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল নায়েক।

পালটা মাথা নাড়ল সার্জেন্ট ভরতও।

নষ্ট করার মতো সময় নেই হাতে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বহু দূর চলে গেছে নাগাপটনন।

স্ট্র্যাপ গলিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল নায়েক আগ্নেয়াস্ত্রটা। দুলকি চালে ছুট লাগাল নির্দেশিত দিকে।

গাছগাছালির ভিড়ে হারিয়ে যেতে দেখল ওকে সার্জেন্ট।

স্বস্তি পাচ্ছে না কেন জানি। ভ্রুকুটি জেগে আছে কপালে। সারাঙ্গুই-এর বক্তব্যে কোথায় জানি অসঙ্গতি।

ঘুরে দাঁড়াল ও সেলারের জানালার দিকে। এগিয়ে গেল কয়েক কদম।

'নাইসা...'

জানালার কাছে জমিন পরীক্ষা করছিল একজন, উঠে দাঁড়াল নিজের নাম কানে যেতে।

'জি, স্যর?' তাকিয়ে আছে জিজ্ঞাসু নেত্রে।

'কী বুঝলে?'

'পরীক্ষা শেষ হয়েছে, স্যর।'

'এবং? ক'জন বেরিয়েছে সেলার থেকে?'

'একজন, স্যর।'

'মাত্র একজন! ঠিক তো? ভুল হয়নি তো তোমার?'

'এক শ' ভাগ নিশ্চিত, স্যর।'

ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেল সার্জেন্ট। সারাঙ্গুই-এর গল্পটা কি তা হলে মিথ্যে?

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জঙ্গলের দিকে, যে-দিক দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে নায়েক।

নাইসার দিকে ফিরল সার্জেন্ট।

'সারাঙ্গুই... চেনো লোকটাকে?'

'জি, স্যর, পরিচয় হয়েছে।'

'এই মাত্র ও-দিকে গেল লোকটা, নাগাপটননের তালাশ করতে।'

BanglaBook.org

একবার মাথা ঝাঁকাল নাইসা।

'পিছু নাও ওর। জানতে চাই, কোথায় চলেছে লোকটা?'

'এক্ষুণি যাচ্ছি, স্যর।'

'খবরদার, চোখে পড়া চলবে না সারাঙ্গুই-এর। বিপদ দেখলেই ফিরে আসবে।'

আদেশ পালন করল ট্র্যাকার। জঙ্গল গিলে নিল ওকেও।

টেরাসে এসে দেখতে পেল সার্জেন্ট, পায়চারি করছে উত্তেজিত ক্যাপটেন। স্বাভাবিক ভাবেই ভয়ানক বিচলিত দেখাচ্ছে লোকটাকে। অনর্গল নড়ছে ঠোঁটগুলো। কাকে জানি অভিসম্পাত দিচ্ছে নীরবে।

'কিছু পেলে, সার্জেন্ট?' তির্যক দৃষ্টি হানল কোরিশান্ট।

'জি, স্যর। বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে আমাদের সাথে।'

'বিশ্বাসঘাতকতা!' খুব একটা অবাক হয়নি ক্যাপটেন। 'কার কাজ এটা?'

'সারাঙ্গুই।'

'সারাঙ্গুই! কী বলছ তুমি!'

'ঠিকই বলছি, স্যর।'

'বিশ্বাস করি না। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে লোকটা!'

বাচ্চারা অবুঝের মতো কথা বললে বড়রা যে-ভাবে মাথা নাড়ে, সে-ভাবে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে সার্জেন্ট। 'বুঝতে পারছেন না, স্যর, সবটাই চাল ওই ব্যাটার। ছক কষেছিল এখানে ঢোকার জন্য।'

'প্রমাণ দেখাতে পারবে?'

'পারব, স্যর।'

অল্প কথায় ত্রিমাল-নায়েকের গল্পটা আর গল্পের ফাঁকগুলো তুলে ধরল সার্জেন্ট।

এ-বার বাস্তবিকই চোয়াল ঝুলে পড়ল কোরিশান্টের।

BanglaBook.org

'সারাঙ্গুই!' উচ্চারণ করল চিবিয়ে-চিবিয়ে। 'তোকে বিশ্বাস করেছিলাম আমি!'

'হ্যাঁ, স্যর। বোকা বনেছি আমরা সবাই।'

'...কিন্তু নাগাপটননের সাথে পালিয়ে গেল না কেন লোকটা?'

'শিগগিরই জানতে পারব সেটা। নাইসাকে নির্দেশ দিয়েছি ব্যাটার উপরে চোখ রাখতে। হয়তো দারুণ কোথাও নিয়ে যাবে আমাদের নেমকহারামটা।'

রাগ পড়ছে না ক্যাপটেনের। 'গুলি করে মারব আমি মিথ্যুক শয়তানটাকে!'

'তা আমি করতে দিচ্ছি না আপনাকে...'

'হুহ!'

'কথা বলাতে হবে না লোকটাকে দিয়ে? নাগাপটনন যদি ফসকে যায়, সে-ই তো তখন অন্ধের যষ্টি আমাদের।'

যুক্তি আছে সার্জেন্টের কথায়। জঙ্গলের দিকে চেয়ে নীরব হয়ে পড়ল ক্যাপটেন।

এক ঘণ্টা পেরোল।

দ্বিতীয় ঘণ্টা।

তিন ঘণ্টা পরও যখন খবর এল না কোনও, ধৈর্য হারিয়ে টেরাস ছাড়বার উপক্রম করল ক্যাপটেন। ভাবছে, এর চাইতে নিজে ও সারাঙ্গুই-এর পিছু নিলে ভালো হতো বোধ হয়।

কিন্তু যাওয়া আর হলো না। সার্জেন্টের চাপা স্বরে মনোযোগ দিতে হলো লোকটার দিকে।

'স্যর!'

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল ব্যগ্র ক্যাপটেন।

'ওই দেখুন...' অন্ধকারে আঙুল তাক করল সার্জেন্ট।

'নাইসা না?'

BanglaBook.org

'জি, স্যর।'

'কে জানে, কী আবিষ্কার করেছে লোকটা!'

'হুম।'

দৌড়ে আসছে লোকটা বাংলো লক্ষ্য করে। পিছনে চাইল একবার কাঁধের উপর দিয়ে।

'এই যে... এ-দিকে!' চেঁচিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করল সার্জেন্ট।

কয়েক সেকেণ্ডেই টেরাসে এসে হাজির হলো প্রহরীটি। হাঁপাচ্ছে দস্তুরমতো। কিন্তু চোখ দুটোয় ঝিলিক দিচ্ছে উল্লাস।

'বলো, নাইসা!' তর আর সইছে না কারও।

'হ্যাঁ, স্যর... যা আশঙ্কা করছিলেন– সত্যি! নাগাপটননেরই লোক ওই সারাঙ্গুই!'

মুঠো পাকাল ক্যাপটেন।

'এখান থেকে রওনা দেয়ার পর কী-কী ঘটল, বলো সব কিছু।'

'জি, স্যর, বলছি।' দম নিল নাইসা। 'চলছিলাম সারাঙ্গুই-এর ট্র্যাক অনুসরণ করে। এক পর্যায়ে হারিয়ে ফেললাম চিহ্ন। খুঁজে পেতেও সময় লাগল না অবশ্য। যেখানটায় হারিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে এক শ' মিটার দূরেই পাওয়া গেল আবার।

'চলার গতি বাড়িয়ে দিলাম তখন। অল্পক্ষণেই ধরে ফেললাম লোকটাকে। দ্রুত হাঁটছিল সারাঙ্গুই, তবে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে। বার-বার থেমে পিছনে তাকাচ্ছিল, কান পাতছিল মাটিতে। গাছের আড়ালে-আড়ালে লুকাতে হচ্ছিল তখন আমাকে।

'বিশ মিনিট পর চমকে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। ঝোপের আড়াল থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কে একজন!

BanglaBook.org

'লোকটা ছিল একজন ঠ্যাঙাড়ে! উল্কি দেখেছি আমি ওর বুকে। রুমাল জড়ানো ছিল কোমরে। ওদের আলাপ শুনতে পাইনি আমি। কিন্তু যখন আলাদা হবে, চেঁচিয়ে বলল সারাঙ্গুই: "কুগলিকে বোলো, বাংলোয় ফিরে যাচ্ছি আমি। কিছু দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে মাথা।"

'এ পর্যন্ত শুনেই দাঁড়াইনি আমি আর। এক ছুটে চলে এসেছি এখানে।'

'তা হলে ফিরে আসছে সারাঙ্গুই!'

'জি, স্যর।'

'কতক্ষণ লাগতে পারে আনুমানিক?'

'বেশি হলে পনেরো-বিশ মিনিট।'

'কী বলেছিলাম, স্যর, আপনাকে?' সুর করে বলল সার্জেন্ট।

জবাব জোগাল না ক্যাপটেনের মুখে। বুকের উপরে দু'হাত বেঁধে ডুবে গেল গভীর ভাবনায়। পাথরের কাঠিন্য চেহারায়।

'কে এই কুগলি?' এক মিনিট পর বলে উঠল আপন মনে।

'আমার কোনও ধারণা নেই, স্যর,' জবাব দিল নাইসা নামের প্রহরীটি।

'নেতা-টেতা গোছের কেউ হতে পারে,' অনুমান সার্জেন্টের।

'কীসের মাথার কথা বলছে ব্যাটা সারাঙ্গুই?'

'ঈশ্বর জানেন।'

'বলো এখন, কী করা উচিত বদমাসটাকে নিয়ে।'

'প্রথম কাজ: কথা বলাতে হবে।'

'কাজ হবে, মনে করো?'

'আগুনের সামনে নত হয় না, স্যর, আছে নাকি এ-রকম কিছু?'

BanglaBook.org

'সমস্যা হচ্ছে, খচ্চরের চাইতেও কাঠগোঁয়ার এই ঠ্যাঙাড়েরা।'

'আপনারা কি ওকে নির্যাতন করার কথা ভাবছেন?' কথা বলল নাইসা। 'আরেকটা কাজ কিন্তু করা যায়, স্যর। কাজ হবে এতে।'

'কোন্ কাজ?' জানতে চাইল অফিসার।

'কথা বলানোর দাওয়াই গেলাতে পারি আমরা সারাঙ্গুইকে।'

'কথা বলানোর দাওয়াই! কী বলছ এ-সব! কোথায় পাব ওই জিনিস?'

'বানাতে পারব আমি। যেটা দরকার, তা হচ্ছে– খানিকটা লেমোনেড।'

'লেমোনেড!' মনে হলো, পাগলের প্রলাপ শুনছে ক্যাপটেন। 'পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

'না, স্যর!' প্রহরীর হয়ে উত্তর দিল সার্জেন্ট। 'একদম ঠিক কথা বলছে নাইসা। কীসের কথা বলছে ও, বুঝতে পারছি আমি পরিষ্কার।'

'যে-কোনও লোককে কথা বলাতে সক্ষম ওই দাওয়াইটা,' ব্যাখ্যা করে বলল নাইসা। 'বানানোও খুব সহজ। সামান্য পরিমাণ আফিম আর যুমা গাছের রস মেশাতে হবে লেমোনেডের সাথে। সব জিনিসই মজুত আছে এখানে।'

BanglaBook.org

এগারো

অব্যর্থ দাওয়াই

'যাও তা হলে, বানিয়ে ফেলো জিনিসটা।' উৎসাহী হয়ে উঠেছে ক্যাপটেন। 'সত্যি-সত্যি যদি কাজ করে ওটা, খুশি করে দেব তোমাকে।'

হাতে সময় কম। কাজেই, আর দাঁড়াল না নাইসা।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল লোকটা। চায়নিজ পোরসেলিনের ট্রেতে করে নিয়ে এসেছে বড়সড় তিনটে ক্রিসটালের গেলাস। ওগুলোর একটায় রয়েছে বিশেষ ওই মিশ্রণ।

সে-ও ফিরল, ত্রিমাল-নায়েককেও দেখা গেল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে। ও-দিকটায় নজর রাখছিল সার্জেন্ট।

'খুব খেয়াল রাখতে হবে আমাদের,' সতর্ক করল ক্যাপটেন। 'চাই না যে, রাসকেলটা সন্দেহ করুক কিছু। ...ঠিক আছে, নাইসা, ধন্যবাদ। এ-বার যেতে পারো তুমি। সেলারের শিকগুলো মেরামত করতে লাগিয়ে দাও কাউকে। নতুন অতিথি আসছে ওখানে নির্ঘাত।'

বিদায় নিল নাইসা।

বাংলোর ফটকের কাছে আসতেই চেঁচিয়ে ত্রিমাল-নায়েকের মনোযোগ আকর্ষণ করল সার্জেন্ট।

তাকাল সে-দিকে নায়েক।

'কী অবস্থা, বন্ধু?' হেঁকে জানতে চাইল সার্জেন্ট।

নেতিবাচক ভাবে হাত নাড়ল জবাবে ত্রিমাল-নায়েক।

BanglaBook.org

'এ-দিকে এসো। এখানে এসে রিপোর্ট দাও।'

একটুও সন্দেহ করল না ত্রিমাল-নায়েক। দু'জনের সামনে এসে দাখিল হলো একটু পরে।

ছোট এক টেবিলের পাশে পাতা একখানা কেদারায় বসে আছে ক্যাপটেন কোরিশান্ট। টেবিলের উপরে রাখা হয়েছে লেমোনেডের ট্রেখানা।

'বলো,' রিপোর্ট চাইল সার্জেন্ট।

'কপাল খারাপ, জনাব,' বেজার মুখে বলল ত্রিমাল-নায়েক। 'হারিয়ে ফেলেছি হতচ্ছাড়াটাকে।'

'দেখা পেয়েছিলে ওর?'

'নাহ। ট্র্যাকই গায়েব হয়ে গেছে কিছু দূর গিয়ে।'

'তো, তখন ফিরে এলে তুমি?'

'না, স্যর। আশপাশটা অনেক দূর পর্যন্ত ভালো মতন খোঁজাখুঁজি করে, তারপরে।'

'কী মনে হয়, গায়েব হয়ে গেল কী ভাবে নাগাপটনন? ভূত নাকি লোকটা?'

ব্যঙ্গের সুরটা ধরতে পারল না নায়েক।

'আমার ধারণা, গাছ থেকে গাছ বেয়ে পেরিয়ে গেছে জঙ্গলটা।'

'যুক্তি আছে তোমার কথায়। তার মানে– গেল?'

মুখ আরও গোমড়া করল নায়েক। 'দুঃখিত, স্যর।'

'দুঃখ পাবার কিছু নেই। বুদ্ধির খেলায় কাউকে-না-কাউকে হারতেই হয়।'

'কদ্দূর গিয়েছিলে?' প্রথম প্রশ্ন করল অফিসার।

'তিন ভাগের এক ভাগ দেখে এসেছি জঙ্গলের।'

'বিস্তর খাটনি গেছে নিশ্চয়ই!' ট্রে থেকে তুলে নির্দিষ্ট গেলাসটা বাড়িয়ে ধরল ক্যাপটেন। 'নাও, লেমোনেড খাও।'

এক চুমুকে গেলাসটা খালি করে ফেলল নায়েক।

'সারাঙ্গুই...' কথা বলানোর দাওয়াইয়ের প্রতিক্রিয়া

BanglaBook.org

দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব কোরিশান্ট।

'জি, স্যর?'

'কারও সাথে দেখা হয়েছে তোমার?'

'কোথায়, স্যর, জঙ্গলে?'

'হ্যাঁ?'

'না তো, স্যর!'

'মিথ্যে বলছ কেন?' স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অফিসার। 'একজনকে পাঠিয়েছিলাম তোমার পিছনে। সে-লোক বলেছে, কার সাথে নাকি কথা বলতে দেখেছে তোমাকে।'

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো নায়েকের। অন্ধকার হয়ে আসছে চেহারা। জবাব দিতে পারল না কোনও।

'কিছু বলার আছে তোমার?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল ক্যাপটেন।

'আছে,' পাথর-মুখে জবাব দিল নায়েক।

'বলো।'

'কারও সাথে দেখা করিনি আমি। বরং ওই লোকই উদয় হয়েছে আমার সামনে।'

'এটা অবশ্য ঠিকই বলছে লোকটা,' ভাবল সার্জেন্ট।

'কে ওই লোক?'

নিশ্চুপ রইল নায়েক।

'কথা বলছ না কেন? জবাব দাও!'

আচমকা নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে কাঁপতে আরম্ভ করল ত্রিমাল-নায়েকের হাত দুটো।

বুঝল সার্জেন্ট, কাজ শুরু করেছে অব্যর্থ দাওয়াই।

ঠিকই। হেসে উঠল নায়েক হো-হো করে।

অবাক হয়ে সার্জেন্টের মুখের দিকে তাকাল ক্যাপটেন কোরিশান্ট।

'ঠগি!' জোরাল গলায় স্বীকার করল নায়েক। 'ঠ্যাঙাড়ে

BanglaBook.org

একটা!'

অফিসারের দিকে তাকাল সার্জেন্ট। দৃষ্টি বলছে: *কী, বলেছিলাম না?*

'কী ভেবেছিলেন আপনারা?' কথায় পেয়েছে নায়েককে। 'পিছু নিয়েছি নাগাপটননের? কী জন্য নেব? আরে, আমিই তো ওকে সাহায্য করেছি পালাতে!'

বিকারগ্রস্ত মানুষের পাগলাটে হাসিতে ভেঙে পড়ল নায়েক। কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না নিজেকে। হাসতে-হাসতে পানি এসে গেল যুবকের চোখে।

'এ তো দেখি– ভয়াবহ অবস্থা!' ক্যাপটেনের মন্তব্য।

'বেশিক্ষণ থাকবে না এ-রকম,' বলল সার্জেন্ট। 'আসুন, স্যর, পেটের কথা সব বের করি নিই লোকটার।'

'সে-ই।' নায়েকের দিকে ফিরল ক্যাপটেন। 'সারাঙ্গুই–'

'কে সারাঙ্গুই!' থামিয়ে দিয়ে বলল ত্রিমাল-নায়েক। এখনও হাসছে হা-হা করে। 'নায়েক আমি... ত্রিমাল-নায়েক! বেকুব... বেকুব আপনারা!'

'বেকুবই আসলে,' পাগলকে ভুল দিল ক্যাপটেন। 'কেন বদলালে নামটা?'

'ইচ্ছা হয়েছে, তাই।'

'নাগাপটননকে মুক্ত করতেই এসেছ তা হলে?'

'আরেকটা কাজ বাকি আছে...'

'কী সেটা?'

'মাথা... মাথা নিয়ে যেতে হবে একজনের! ...হা-হা! কী হয়েছে আমার! বেকুবের মতো হাসিই আসছে খালি!'

'কার মাথা?' আলাপের খেই ধরে রাখল ক্যাপটেন।

'আপনার... হা-হা!'

'আমার!'

'হি-হি!'

'কে দাবি করছে মাথাটা?'

BanglaBook.org

'সূর্যধন!'

'কে?'

'আয়-হায়... নাম শোনেননি লোকটার? ঠগিদের ধর্মগুরু এই সূর্যধন... ওদের সর্বাধিনায়ক... সরদারদের সরদার!'

'লোকটার ডেরা কোথায়, জানো?'

'জানব না কেন?'

'কোথায়?'

'সত্যি জানতে চান?'

'চাই... খুব করে চাই!' উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেল ক্যাপটেন। 'বলো আমাকে, কোথায় রয়েছে সূর্যধন!'

'রাজমঙ্গল!'

'কোথায়!'

'রাজ– রাজমঙ্গল!'

'ইয়াহু!' ঘুসি ছুঁড়ল ক্যাপটেন শূন্যে। 'সার্জেন্ট! পেরেছি আমরা... পেরেছি!'

'ইয়াহু আবার কী!' হেসেই চলেছে নায়েক। 'হো-হো! হা-হা-হা!'

BanglaBook.org

বারো

কথোপকথন

ধীরে-ধীরে চেতনা ফিরে পেল ত্রিমাল-নায়েক।

খুঁটির সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধা ওর কবজি দুটো।

ঘুলঘুলিটা মেরামত করা হয়েছে সেলারের। লোহার মোটা গরাদের ফাঁক গলে চুইয়ে ঢুকছে আলো।

প্রথমটায় ওর মনে হলো, খারাপ কোনও স্বপ্ন দেখছে আসলে। শিগগিরই উপলব্ধি করল নিজের বন্দি অবস্থা। আবছা ভাবে মনে পড়ল নাগাপটনন... লোকটার পালিয়ে যাওয়া... লেবুর শরবত... তার পরই সব অন্ধকার... ধোঁয়াশা।

বিষধর সাপ হয়ে ভয় যেন ছোবল দিল অন্তরে। কাঁপতে লাগল ত্রিমাল-নায়েক।

স্খলিত চরণে চেষ্টা করল ও উঠে দাঁড়ানোর। পারল না। ভারসাম্য হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল ফের মেঝেতে।

এ সময় দরজা খোলার আওয়াজ ভেসে এল সিঁড়ির উপর থেকে।

'কে?' প্রশ্ন ছুঁড়ল ও আশায় উদ্বেল হয়ে।

'সার্জেন্ট,' পদশব্দের সঙ্গে শোনা গেল উত্তর।

নেমে এল সার্জেন্ট ভরত।

'আহ, ভাই!' স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল নায়েক। 'এলেন শেষ তক। ...এ-ভাবে কয়েদ করে রেখেছেন কেন আমাকে?'

'কারণ, তুমি একজন ঠ্যাঙাড়ে,' কোনও রকম ভান-ভণিতা না করে জবাব দিল সার্জেন্ট।

'আমি– কী?' নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপরে ভরসা রাখতে পারছে না ত্রিমাল-নায়েক।

'ঠগি। ঠ্যাঙাড়ে।'

'কী বলছেন এ-সব?'

'আমি বলছি না। তুমি বলেছ।'

'আমি বলেছি!' এ-সব কী শুনছে নায়েক? 'কবে? কখন?'

'গত কাল রাতে। নিজ মুখেই স্বীকার করেছ নিজের পরিচয়।'

'পাগল হয়ে গেলেন নাকি, স্যর?' হাসার চেষ্টা করল ত্রিমাল-নায়েক। 'মজা করছেন, না? নিশ্চয়ই মজা করছেন

BanglaBook.org

আমার সাথে!'

'না, সারাঙ্গুই। ওহ, তোমার নাম তো আবার সারাঙ্গুই নয়...'

'কী বলছেন, স্যর! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'আর অভিনয় করতে হবে না, ত্রিমাল-নায়েক। তোমার জারিজুরি খতম!'

ধক করে উঠল ত্রিমাল-নায়েকের অন্তর। আতঙ্কে বিস্ফারিত হলো কালো চোখ জোড়া। কে বিশ্বাসঘাতকতা করল তার সাথে?

'মিথ্যে! সব মিথ্যে!' মরিয়ার মতো আত্মপক্ষ সমর্থন করল ও।

'মিথ্যে? নিজের বক্তব্যকে অস্বীকার করতে চাও?'

'কিন্তু আমি কখন বললাম এ-সব কথা! আমি তো–'

'মনে পড়ছে না, তা-ই তো? সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক।'

'দোহাই, স্যর। অন্ধকারে রাখবেন না আমাকে...'

'শরবত।'

'শরবত! কীসের শরবত?'

'অজ্ঞান হবার আগে কী খেয়েছিলে, মনে পড়ে?'

ভুরু জোড়া কুঁচকে গেল নায়েকের।

'লেবুর... তার মানে, নিছক শরবত ছিল না সেটা?'

'এই তো... বুঝতে পেরেছ। ওই শরবতই সর্বনাশ করেছে তোমার।'

'ক্-কী ছিল ওতে?'

'আফিম আর যুমা পাতার রস। তাতে হয়ে উঠেছে সত্য-কথনের মারাত্মক দাওয়াই। ওই তরল পান করেই গড়গড় করে উগরে দিয়েছ সব কিছু। কাজেই, অভিনয় করে আর লাভ হবে না।'

চুপসে গেল নায়েক। শক্তি হারিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে হাত-পা... সমগ্র সত্তা। মুখ খুলতে গিয়ে টের পেল, ভাষা ফুটছে

BanglaBook.org

না কণ্ঠস্বরে।

'কী, নায়েক?' সংক্ষিপ্ত নীরবতার পর মুখ খুলল সার্জেন্ট। 'রক্ষা করতে চাও না নিজেকে?'

বোবা চোখে চেয়ে রইল ত্রিমাল-নায়েক।

'আমাদের একটা প্রস্তাব আছে...'

'কী প্রস্তাব?' ফাঁপা গলায় উচ্চারণ করল নায়েক। নিজের গলাই চিনতে পারল না ও।

'রাজসাক্ষী হও। সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দাও আমাদের। তোমার ব্যাপারে তা হলে বিশেষ বিবেচনা করে দেখবেন ক্যাপটেন ম্যাকফারসন।'

'পারব না... পারব না আমি!' ভেঙে আসতে চাইছে ত্রিমাল-নায়েকের গলাটা।

'কেন?'

'ওরা যে তা হলে খুন করবে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটাকে!' অসহায় আর্তি ফুটল ত্রিমাল-নায়েকের কণ্ঠে।

'কী যা-তা বলছ! তুমি তো ওদেরই একজন।'

'সব কথা জানেন না আপনি, সার্জেন্ট...'

'জানতেই তো চাই। জানব কী-ভাবে না বললে?'

'কোনও লাভ নেই শুনে। আমার কোনও উপকার হচ্ছে না তাতে।'

'দেখো, সারাঙ্গুই,' ধৈর্যচ্যুতি ঘটল সার্জেন্টের। 'আমরা এখন জানি, রাজমঙ্গল দ্বীপে রয়েছে তোমাদের প্রধান ঘাঁটি। কিন্তু বিশাল ওই দ্বীপের ঠিক কোন্ জায়গায় সেটা, জানা নেই আমাদের। এ-ও জানি না, কত জন লোক আছে ওখানে... টক্কর দিতে হবে কত জনের সঙ্গে। তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করো আমাদের; কথা দিচ্ছি, আমাদের তরফ থেকেও সব রকম সাহায্য পাবে তুমি।'

'ওদের নিয়ে কী পরিকল্পনা আপনাদের?' জানতে চাইল ত্রিমাল-নায়েক।

BanglaBook.org

'বিনাশ করব সমূলে।'

'সবাইকেই?'

'সবাইকে।'

'এমন কী ওদের মেয়েদেরকেও?'

'অবশ্যই। অপরাধীর কোনও নারী-পুরুষ হয় না।'

প্রশস্ত বুকটা ফুলে উঠল ত্রিমাল-নায়েকের।

'বলতে আমি পারি, যদি ওয়াদা করেন, কোনও রকম ক্ষতি না করে ছেড়ে দেয়া হবে মেয়েগুলোকে।'

'সে-রকম কোনও কথা দেয়া সম্ভব নয়।'

'সে-ক্ষেত্রে কিছুই বলব না আপনাদের।'

'বেশ,' আর জোর করল না সার্জেন্ট। 'যেমন তোমার ইচ্ছা। শিগগিরই কোলকাতা পাঠানো হবে তোমাকে।'

তেরো

শুকনো ফুল, রঙিন ফুল

'আজ রাতেই পালাতে হবে এখান থেকে,' বিড়বিড় করে নিজেকে শোনাল নায়েক। 'নয় তো আর কোনও আশা থাকবে না।'

কিন্তু পালাবেটা কী-ভাবে?

ঘটনাবিহীন ভাবে গড়িয়ে চলল দিনটা। খাওয়ার সময় ছাড়া গোটা দিনে আর কারও দেখা পেল না ত্রিমাল-নায়েক।

জঙ্গলের পিছনে যখন উধাও হলো সূর্যটা, অন্ধকার ঘন হলো পাতালঘরে, স্বস্তি পেল ও অনেকটাই। তবে ভয়ও আছে: চলে আসবে কেউ যে-কোনও মুহূর্তে। এ মুহূর্তে যেটা

BanglaBook.org

কাম্য নয় ত্রিমাল-নায়েকের।

না। অটুট নীরবতা ওকে নিশ্চিত করল, কারও আসার সম্ভাবনা নেই আপাতত।

সারা দিন লাগিয়ে ধৈর্য সহকারে বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে নায়েক। সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে প্রায়।

গিঁট দেয়া এবং খোলায় অসাধারণ দক্ষতা ভারতীয়দের। নিয়মিত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এই কুশলতা অর্জন করে তারা। আর, ত্রিমাল-নায়েকের মতো পোক্ত দাঁত আর তাকতঅলা শরীরের কেউ হলে তো কথাই নেই।

শেষ চেষ্টা হিসাবে প্রচণ্ড ঝটকা দিয়ে দড়ির বাঁধন আলগা করে ফেলল নায়েক।

রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করবার জন্য কয়েক মিনিট সময় দিল ও হাত-পাগুলোকে। তারপর নিঃশব্দে চলে গেল জানালাটার নিচে।

সৌভাগ্যক্রমে, সরিয়ে নেয়নি ওরা বেঞ্চটা।

ওতে উঠে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল ও বাইরে।

চাঁদ ওঠেনি আজ। কিন্তু তারায় ছেয়ে আছে আকাশটা।

হরেক ফুলের মিলিত সুবাস বয়ে আনল এক ঝলক তাজা হাওয়া।

নিশ্চুপ সব কিছু।

কাউকে চোখে পড়ল না নায়েকের।

একটা শিক ধরে টানল ও সর্বশক্তিতে।

চুল পরিমাণ বাঁকা হলো না গরাদে।

পালানো অসম্ভব এ-দিক দিয়ে। এখন তো উখা নেই ওর সঙ্গে।

বেঞ্চ থেকে নেমে মুশকিল আসানের উপায় খুঁজল ও শশব্যস্তে।

নাহ, সে-রকম কিছুই নেই মাটির নিচের কামরাটায়।

তা হলে কি বেরোতে পারবে না এখান থেকে?

BanglaBook.org

সিঁড়ির দিকে এগোল ও। কিন্তু থেমে যেতে হলো মাঝপথেই।

না। পায়ের আওয়াজ নয়।

চাপা একটা গরগরানি।

আসছে বাইরে থেকে।

ঘুলঘুলির দিকে ঘাড় ঘুরে গেল নায়েকের। ভালো করেই চেনা ওর আওয়াজটা!

না, ভুল হয়নি। গরাদের ফাঁকে জ্বলজ্বল করছে এক জোড়া সবুজ আগুন।

'দরমা!'

সাড়া দিল বাঘটা চাপা স্বরে।

ঘুলঘুলির দিকে এগিয়ে গেল ত্রিমাল-নায়েক। পৌঁছে গেল জানোয়ারটার থাবার নাগালে।

'কাজের কাজ করেছিস, দরমা,' আনন্দের আতিশয্যে বলল বাঘটার মনিব। 'জানতাম, দেখতে আসবি তুই আমাকে! জানতাম, বেরোনোর সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি এখনও।'

কামরার এক কোনায় ধেয়ে গেল নায়েক। এক টুকরো কাগজ দেখেছিল ওখানে।

চলটা ছুটিয়ে আনল কাঠের খুঁটিটা থেকে। ওটা দিয়ে চিরল একটা আঙুল।

আঙুলটা রক্তাক্ত হতেই ক'টা লাইন লিখে ফেলল চট করে।

চালাকি করা হয়েছে আমার সাথে।
এখন বন্দি হয়ে আছি পাতালঘরে।
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সাহায্য পাঠান। নয় তো
আর কোনও আশা থাকবে না।

BanglaBook.org

কাগজটা গুটিয়ে নিয়ে জানালায় ফিরে গেল বন্দি। হাতড়ে খুঁজল বাঘের গলায় জড়ানো সুতোটা।

আছে!

ওটার সঙ্গে আটকে দেয়া গেল রক্তে লেখা চিরকুটটা।

'তাড়াতাড়ি করিস, দরমা!' এমন ভাবে কথা বলছে নায়েক, জানোয়ারটা যেন বুঝতে পারছে মানুষের ভাষা। 'বিরাট বিপদে রয়েছে তোর বন্ধু।'

মাথা ঝাঁকাল বিড়াল প্রজাতির বিশাল জানোয়ার। সাঁত করে সরে গেল জানালা থেকে।

যতক্ষণ দেখা গেল, তাকিয়ে রইল ত্রিমাল-নায়েক।

অতিবাহিত হলো দীর্ঘ একটি ঘণ্টা।

ঘুলঘুলির শিক আঁকড়ে ধরে বাঘটার জন্য অপেক্ষা করছে ত্রিমাল-নায়েক।

মনটা ওর বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। হাজারও আশঙ্কায় ভরে রয়েছে অন্তর।

অপেক্ষার অবসান হলো সহসা।

বাংলো-বাড়ি ঘেরাও করা প্রাঙ্গণের কিনারায় দেখা গেল দরমাকে।

'কেউ না দেখে ফেলে ওকে!' উসখুস করে উঠল নায়েক।

আশঙ্কাটা অমূলক ওর। কারও চোখে ধরা না পড়েই মনিবের কাছে পৌঁছে গেল দরমা।

বড় একটা পোঁটলা নিয়ে এসেছে গলায় করে।

গরাদের ফাঁক দিয়ে ওটাকে ভিতরে টেনে আনতে রীতিমতো কসরত করতে হলো ত্রিমাল-নায়েককে।

খুলল ও পোঁটলাটা।

অনেক কিছু রয়েছে ওর মধ্যে।

BanglaBook.org

একটা চিঠি।

একখানা খঞ্জর।

গুলি ভরা একটা রিভলবার।

ফাঁস দেয়ার জন্য রেশমি কাপড়ের টুকরো।

কিছু অ্যামিউনিশন।

আর, স্ফটিকের দুটো পাত্র। বেশ কিছু শুকনো ফুল সিল করে রাখা হয়েছে ওর মধ্যে।

দেখে যার-পর-নাই বিস্মিত হলো নায়েক।

'আশ্চর্য! ফুল দিয়ে কী করব!'

খুলল ও চিঠিটা। তারার আলোয় মেলে ধরল ওটা।

সেপাইদের একাধিক ব্যাটালিয়ন ঘিরে রেখেছে আমাদেরকে। তার পরও পাঠাচ্ছি একজনকে। সাহায্য করবে সে তোমাকে। লোকটার নাম নাগর। সঙ্কেত দেবে সে তোমার ওখানে পৌঁছে।

যে করেই হোক, পালাতে তোমাকে হবেই। ভীষণ বিপদে রয়েছি আমরা।

মুখ আটকানো দুটো পাত্রে করে ফুল পাঠালাম কিছু। সাদা ফুলগুলো ডেকে আনবে নিদ্রা, আর লালগুলোর প্রভাবে কেটে যাবে ঘুমঘোর। যেটা দরকার, কাজে লাগিয়ে নাও।

বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেলে প্রথম সুযোগেই চলে যাবে ক্যাপটেনের কাছে। নামিয়ে দেবে লোকটার মাথা।

BanglaBook.org

দেরি যেন না হয়।

– কুগলি

এক তাল জঞ্জালের আড়ালে অস্ত্র আর অ্যামিউনিশনগুলো লুকিয়ে রেখে ঘুলঘুলির কাছে ফিরে এল নায়েক।

'চলে যা তুই, দরমা,' আদেশ করল বাঘটাকে। 'আর ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।'

কমলা একটা ঝিলিকের মতো জানালা থেকে সরে গেল শার্দুল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য গোপন রইল না ওটার উপস্থিতি। বিশ কদমও যায়নি, বারান্দা থেকে পাহারাদারের ভয়ার্ত চিৎকার ঢুকল বাঘিনীর সংবেদনশীল শ্রবণেন্দ্রিয়ে।

'বাঘ! বাঘ!! কে কোথায় আছ!'

ধুড়ুম করে গর্জে উঠল একটা আগ্নেয়াস্ত্র।

পর-পরই দ্বিতীয় আরেকটা হুঙ্কার রাইফেলের। কেঁপে উঠল রাতের বাতাস।

লাগাতে পারেনি। চার পায়ে বিজলির গতি তুলে পলকে হারিয়ে গেল ক্ষিপ্র জানোয়ার।

'কই বাঘ!' সার্জেন্ট ভরতের উত্তেজিত স্বর চিনতে পারল নায়েক। 'কোথায় গেল ওটা?'

'পালিয়ে গেছে!' জবাব এল কানে।

শুনে এক বুক স্বস্তি জাগল মনে।

'কোথায় দেখেছ ওটাকে?'

'ওই তো... ওই দিকে।'

'বাজি ধরে বলতে পারি, স্যর,' শোনা গেল আরেকটা গলা। 'সারাঙ্গুই-এর দোসর ওটা...'

লোকটার কথায় প্রভাবিত হয়েছে সার্জেন্ট। শোনা গেল নির্দেশ: জলদি দু'জন লোক পাঠাও সেলারে... পালাতে না

BanglaBook.org

পারে যেন বদমাসটা!'

এ-ই সুযোগ– ভাবল নায়েক।

বাড়ি মেরে ভাঙল ও সাদা ফুল রাখা কাচপাত্রটা। সিঁড়ির দু'দিকে ছড়িয়ে দিল পাপড়িগুলো। নিজে যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে, সে-জন্য অন্য পাত্রটা ভেঙে লাল ফুলগুলো গুঁজে রাখল বুকের কাছে।

এ-বার মোক্ষম সময়ের অপেক্ষা।

খুঁটির কাছে ফিরে গেল ও। যতটা সম্ভব, আগের মতো করে হাতে-পায়ে পেঁচাল দড়িগুলো। আশা করছে, অন্ধকারে কেউ ঠাহর করবে না হয়তো অসঙ্গতিটা।

ওরও শেষ হলো কাজ, সশস্ত্র দুই সিপাহিও প্রবেশ করল পাতালঘরে। একজনের হাতে মশাল।

'আহ!' না বলে পারল না মশাল বাহক। 'কী ব্যাপার, সারাঙ্গুই? পালাতে পারোনি এখনও?'

'দূর হয়ে যাও এখান থেকে!' ফালতু রসিকতায় ত্যক্ত হওয়ার ভান করছে নায়েক। 'শান্তিমতো ঘুমাতে দাও আমাকে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আরাম করে ঘুমাও,' বলে উঠল অপর জন। 'কেউ যাতে বিরক্ত না করে, সেটা নিশ্চিত করতেই তো এলাম আমরা।'

দেয়ালের কুলুঙ্গিতে আলোটা আটকে নিয়ে মেঝের উপরে বসে পড়ল সেপাই দু'জন। হাঁটুর উপরে রেখেছে নিজেদের অস্ত্রগুলো।

মটকা মেরে দাঁড়িয়ে রইল নায়েক।

ক' মিনিট যেতেই তীব্র একটা মিষ্টি গন্ধ প্রবেশ করল যুবকের নাসারন্ধ্রে। কাপড়ের মধ্যে লুকানো লাল ফুলের অদৃশ্য ব্যূহ থাকা সত্ত্বেও ঝিমঝিম করে উঠল মাথাটা। তাকিয়ে দেখল, হাই তুলতে শুরু করেছে প্রহরী দু'জন।

'টের পাচ্ছ কিছু?' কিছুক্ষণ পর বলে উঠল একজন।

BanglaBook.org

'হুম!'

'অদ্ভুত না?'

'হুম! মনে হচ্ছে... মনে হচ্ছে...'

'মাতাল হয়ে গেছি!'

'ঠিক বলেছ!'

'চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে আমার...' বলল লোকটা জড়ানো গলায়।

'কী ব্যাপার, বলো তো!'

'বুঝতে পারছি না।'

'ম্যানজানিলার কারণে নাকি? ফুল ফুটেছে?'

'বাগানে এগুলো দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

আলাপটা থেমে গেল ওখানেই।

ঢুলতে আরম্ভ করেছে লোকগুলো। সজাগ থাকার চেষ্টা করছে প্রাণপণে।

কিন্তু না। ব্যর্থ হলো ওদের প্রচেষ্টা।

গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল পাহারা দিতে আসা সেপাই দু'জন।

তখুনি তৎপর হলো না নায়েক। অপেক্ষা করল আরও কিছুক্ষণ। প্রহরীদের নাক ডাকতে শুরু করতেই ধরে নিল, পরিস্থিতি অনুকূলে এখন।

দড়ির প্যাঁচ খুলে বাঁধল ও ঘুমন্ত সিপাহিদের। গুলি ভরা রিভলবারটা হাতে নিয়ে ছুটল সিঁড়ির দিকে।

BanglaBook.org

চোদ্দ

উন্মোচন

প্রাঙ্গণটা ফাঁকা। একজন গার্ডও দেখা যাচ্ছে না কাছেপিঠে কোথাও।

কেন? এ-রকম সময়ে ঢিলেমি দেয়ার কারণ কী?

চিন্তাটা নিয়ে মাথাও ঘামাল না অবশ্য নায়েক। লক্ষ প্রজাপতি উড়ছে ওর পেটের মধ্যে।

সিঁড়ি ভেঙে নিঃশব্দে উঠে এসেছে ও পাতালঘর থেকে। এ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার এক ফাঁকা কামরার সামনে।

দাঁড়িয়ে শুনল কোনও আওয়াজ শোনা যায় কি না।

না।

আস্তে করে ঠেলা দিল দরজায়।

সামান্য ফাঁক হলো পাল্লাটা।

সন্তর্পণে উঁকি দিল ত্রিমাল-নায়েক।

'কেউ নেই!' বলল ও নিজেকে।

দ্বিতীয় আরেকটা দরজা খুলল নায়েক। বেরিয়ে এল দীর্ঘ, আঁধার এক হলওয়েতে।

ওখান দিয়ে যেতে-যেতে প্রবেশ করল তিন নম্বর কামরাটায়।

বিরাট কামরা।

একটা মাত্র লণ্ঠন জ্বলছে দূরের প্রান্তে। মিটমিটে আলো ছড়াচ্ছে ডজন খানেক বিছানার উপরে। বেঘোরে ঘুমাচ্ছে বিছানার দখল নেয়া লোকগুলো।

BanglaBook.org

সেপাই ওরা।

ঘুমন্ত ক'টা মুখ পরখ করে দেখল নায়েক।

আপাতত বিপদের সম্ভাবনা নেই এ-দিক থেকে।

বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে, এ সময় পায়ের আওয়াজ ভেসে এল বাইরের করিডোর থেকে।

দারুণ চমকে গেল নায়েক। মনে হলো, কলজেতে হাত দিয়েছে কেউ।

যন্ত্রচালিতের মতো ঝট করে সামনের দিকে চলে এল হাত দুটো। লোলুপ দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল পিস্তলের নল।

কেউ একজন হেঁটে যাচ্ছে করিডোর দিয়ে।

কে?

প্রতি পদক্ষেপে শব্দ উঠছে– ঝুনঝুন!

বুঝতে পারল নায়েক, আওয়াজটা জুতোয় লাগানো স্পারের কারণে হচ্ছে।

ক্ষণিকের জন্য বিঘ্নিত হলো ধাতব ছন্দটা।

বোধ হয় থেমে দাঁড়িয়েছে পায়ের মালিক।

ঢোক গিলল নায়েক। এ কামরায় আসবে না তো?

না। দূরে সরে যাচ্ছে স্পারের ঝুনঝুন।

একটু অপেক্ষা করে করিডোরে বেরিয়ে এল নায়েক।

আবছা ছায়া দেখতে পাচ্ছে প্যাসেজওয়ের দূর-প্রান্তে। অন্ধকার ভেদ করে কানে আসছে লণ্ঠন আর স্পারের মিলিত ঝঙ্কার।

স্পারঅলাকে অনুসরণ করবার সিদ্ধান্ত নিল নায়েক।

শিকারির নিঃশব্দ পদক্ষেপে পৌঁছাল এসে আরেকটা করিডোরে।

আবার থেমে গেছে ঝুনঝুন।

তালায় চাবি ঢোকার আওয়াজ পেল নায়েক।

খুলে গেল দরজাটা।

BanglaBook.org

করিডোরের বাঁকের ও-পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখতে পেল নায়েক, দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল স্পারঅলা লোকটা।

সতর্কতার মাত্রা বাড়ল নায়েকের। চোরের মতো পা টিপে-টিপে থামল এসে ভেজানো দরজাটার সামনে।

চিলতে ফাঁকটা দিয়ে নজর চালল ও ভিতরে।

বেশি কিছু দেখতে পেল না।

একখানা লণ্ঠন মরা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে কামরাটায়।

ছোট এক টেবিলের সামনে দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে– ঝুনঝুনঅলাই বোধ হয়, যদি না আর কেউ থেকে থাকে কামরাটায়।

ক্যাপটেন ম্যাকফারসন নাকি?

বুঝতে পারছে না নায়েক। কীসের জানি ছায়া পড়েছে লোকটার উপরে।

কেউ যেন মুচড়ে ধরল নায়েকের পেটের ভিতর দিককার মাংস।

খুবই আস্তে ঠেলা দিল কবাটে।

আশঙ্কা করছিল, এই বুঝি কঁকিয়ে উঠবে দরজাটা।

সত্যি হলো না আশঙ্কাটা। নিঃশব্দে উন্মুক্ত হলো পাল্লা।

এক কদম এগিয়ে কামরার মধ্যে পা রাখল ত্রিমাল-নায়েক।

সামান্যতম আওয়াজ করেনি, জানে নায়েক, তা-ও কী করে যেন ফাঁস হয়ে গেল ওর উপস্থিতি।

তিড়িং করে চেয়ার ছাড়ল স্পারের-ঝুনঝুন। মুখোমুখি হয়েই দেখল, বুক বরাবর চেয়ে আছে রিভলবারের কালো নল।

হাত দুটো উপরে উঠে গেল সার্জেন্টের।

'ত্রিমাল-নায়েক!'

'চোউপ!'

BanglaBook.org

দু'জোড়া চোখ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল নির্নিমেষ।

'খবরদার, সার্জেন্ট!' হিসিয়ে উঠল নায়েক। 'একটা আওয়াজও যাতে না হয়! নইলে কিন্তু বিন্দু মাত্র হাত কাঁপবে না আমার।'

অসহায় দৃষ্টিতে চাইল সার্জেন্ট টেবিলে রাখা পিস্তলটার দিকে।

'উঁহুঁ!' সতর্ক করল নায়েক। 'একটুও নড়াচড়া নয়!'

ফাঁদে পড়া জন্তুর দৃষ্টিতে চাইল লোকটা নায়েকের চোখে। কী-ভাবে ছাড়া পেল বন্দি, কূল পাচ্ছে না ভেবে। গ্রহণযোগ্য জবাব একটাই: কাবু করেছে পাহারাদারদের।

ঘৃণায় বেঁকে গেল সার্জেন্টের ঠোঁটের কোনা। নিজের উপরেই রাগ উঠে যাচ্ছে বার-বার এ-ভাবে পর্যুদস্ত হয়ে।

'ত্রিমাল-নায়েক!' আবার বলল নিষেধাজ্ঞা ভুলে।

এ-বার আর সাবধান করল না নায়েক।

'কেমন করে এলে এখানে?' জানতে চাইল সার্জেন্ট।

'জানার কোনও দরকার নেই তোমার।'

'কেন এসেছ? কী চাও?'

'রক্ত...'

'খুন করতে এসেছ আমাকে!' আতঙ্ক নেই সার্জেন্টের দৃষ্টিতে।

'হুম...'

'তা-ই তো করবে!' দাঁতে দাঁত পিষছে সার্জেন্ট। 'স্রেফ খুনখারাবি ছাড়া আর কী পারো তোমরা?'

'তেমন ভাবলে তা-ই,' নির্বিকার মুখে বলল ত্রিমাল-নায়েক।

কেটে গেল নিথর ক'টি মুহূর্ত।

'কী, রক্ষা করতে চাও না নিজেকে?' ঘণ্টা কয়েক আগে ওকে বলা সার্জেন্টের কথাটা ফিরিয়ে দিল নায়েক।

শাণিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সার্জেন্ট।

BanglaBook.org

'তার জন্য কী করতে হবে আমাকে?' বলল অবশেষে।

'সবার আগে বসতে হবে চেয়ারে,' স্বভাববিরুদ্ধ রসিকতায় মাতল ত্রিমাল-নায়েক।

চেয়ারটা ঘুরিয়ে দিল যুবক।

ওর চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি বসল ওতে সার্জেন্ট।

'বলো এ-বার।'

'ক'টা প্রশ্নের জবাব চাই আমার।'

টেবিলের উপর থেকে সার্জেন্টের অস্ত্রটা তুলে নিয়েছে নায়েক। পিছিয়ে গিয়ে আটকে দিল ও দরজাটা।

'কথা অমান্য করে আওয়াজ করেছ, সে-জন্য মাফ করে দিলাম। কিন্তু সাফ-সাফ বলে দিচ্ছি এ-বার। যা-যা জিজ্ঞেস করব, তার উত্তর দেবে শুধু। একটা চিৎকার কিংবা বেহুদা আওয়াজ যদি করো, নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনবে নিজের জন্য। এত কাছ থেকে ব্যর্থ হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।'

'কথা না বাড়িয়ে কী জানতে চাও, বলো।'

'তার আগে শুনে রাখো, সার্জেন্ট, মারাত্মক এক খেলায় জড়িয়ে গেছি আমি। না চাইতেও খেলতে হচ্ছে খেলাটা। শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই।'

'কিছুই বুঝলাম না, কী বললে।'

'ঠগিদের কাছে ওয়াদা করেছি আমি, হত্যা করব ক্যাপটেন ম্যাকফারসনকে। লোকটার মাথা কেটে নিয়ে যেতে হবে সূর্যধনের কাছে।'

'সেটা তো আগেই বলেছ।'

'কথাটার গুরুত্ব বুঝতে পারোনি তুমি!' ত্যক্ত বোধ করল নায়েক। 'বলছি যে, ক্যাপটেনের মাথা ছাড়া যেতে পারছি না আমি এখান থেকে।'

নায়েকের সাবধানবাণী ভুলে হা-হা করে হাসির বিস্ফোরণ ঘটাল সার্জেন্ট।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ত্রিমাল-নায়েক। এত অবাক

BanglaBook.org

হয়েছে যে, শাসাতেও ভুলে গেছে।

'ওই চিন্তা বাদ দাও, নায়েক...' হাসি থামিয়ে বলল সার্জেন্ট ভরত।

'কেন?'

'আরে, বেকুব... ক্যাপটেন কি আর আছেন এখানে?'

'কেন?' রীতিমতো স্বর্গচ্যুত হলো যেন নায়েক। 'কোথায় গেছে?'

'কী মুশকিল!' বিরক্ত হচ্ছে যেন সার্জেন্ট। 'তোমার কাছ থেকে বিস্ফোরক তথ্যটা পাওয়ার পর দেরি করবেন আর? কম দিন তো অপেক্ষা করছেন না...'

'সে কী!' চোয়াল ঝুলে পড়েছে নায়েকের। 'কখন গেছেন! কোথায়?'

'ভাবছি, তথ্যটা দেয়া নিরাপদ কি না তোমাকে...'

'রাজমঙ্গলে?'

জবাব না দিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল সার্জেন্ট।

'দোহাই, সার্জেন্ট, বোঝার চেষ্টা করুন,' মিনতি ঝরল ত্রিমাল-নায়েকের কণ্ঠে। 'সর্বনাশ হয়ে যাবে ক্যাপটেনকে না পেলে!'

'পেলেও যে সর্বনাশ হয়ে যাবে!'

'কী বলছ!'

'ন্যাকামি কোরো না! খালি নিজের সর্বনাশের কথাই ভাবছ, ও-দিকে ক্যাপটেনকে হাতের কাছে পেলে যে সর্বনাশ করবে তাঁর, তার বেলা?'

'কিন্তু...'

'ব্যস-ব্যস!' হাত তুলে বাধা দিল সার্জেন্ট। 'পাগলের যুক্তি শোনার কোনও খায়েশ নেই আমার।'

'না, সার্জেন্ট। ওয়াদার খেলাপ করতে পারব না আমি। নিজের জন্য নয়। আরেক জনের জন্য। ক্যাপটেনের কাটা মুণ্ডু আমার চাই-ই চাই।'

BanglaBook.org

'এহ... যেন ছেলের হাতের মোয়া!'

'...ঠগিদের মন রক্ষা আমাকে করতেই হবে!' সার্জেন্টের কথায় কান না দিয়ে বলে চলেছে নায়েক। 'হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত খুঁজব ক্যাপটেনকে দরকার হলে...'

'যেমন তোমার ইচ্ছা।'

কথা বলতে-বলতে নামিয়ে নিয়েছিল রিভলবারটা, সার্জেন্টের কপাল বরাবর তুলল আবার ওটা ত্রিমাল-নায়েক।

'আবার বলছি, সার্জেন্ট! বলো আমাকে। নইলে কিন্তু...'

'আমি একজন সৈনিক,' নিঃশঙ্ক চিত্তে জবাব দিল সার্জেন্ট। 'সদা প্রস্তুত মৃত্যুর জন্য। তোমার হাত যদি নিশপিশ করে তো, খুন করো আমাকে। কিন্তু নেমকহারামি করতে পারব না উপরঅলার সাথে।'

'আবারও বলছি, ভেবে দেখো... মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে আসার কোনও রাস্তা নেই কিন্তু!'

'কে-ই বা চেয়েছে ফিরে আসতে!'

'তা হলে এ-ই তোমার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।'

দু'কদম আগে বাড়ল নায়েক।

অবিচল সৈনিকের কপালের মাঝখানটায় ঠেকল রিভলবারের নল।

ট্রিগারে শক্ত হলো ত্রিমাল-নায়েকের আঙুল।

সত্যি-সত্যিই গুলি করে বসত হয়তো, কিন্তু সার্জেন্টকে বাঁচিয়ে দিল বাইরে থেকে ভেসে আসা একটা আওয়াজ।

BanglaBook.org

পনেরো

জিম্মি

চমকে গেল লোকটা।

চমকে গেছে নায়েকও।

শিস দিচ্ছে কে? অভিজ্ঞতা থেকে চিনতে পারছে ঠগিদের বিশেষ এই সঙ্কেত।

পরক্ষণে খেয়াল হলো নাগরের কথা। বেমালুম ভুলে গিয়েছিল, লোকটা যে আসবে।

পর-পর তিন বার হলো শিসটা।

ওটা যে ঠগিদের সঙ্কেত, বুঝতে পেরেছে সার্জেন্টও।

পিস্তলটা কোমরে গুঁজল নায়েক। বাহু ধরে হিঁচড়ে তুলে দাঁড় করাল সার্জেন্টকে। ধাক্কা মেরে লোকটাকে ফেলে দিল মেঝেতে।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল সার্জেন্ট।

'খবরদার, মাথা তুলবে না মেঝে থেকে!' শাসিয়ে দিল নায়েক।

এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে এক গাছি দড়ি চোখে পড়ল ওর।

শক্ত করে বাঁধল ও সার্জেন্টকে। বাঁধা পড়ল মুখও।

লোকটার ব্যাপারে চিন্তামুক্ত হয়ে জানালার কাছে ছুটে গেল নায়েক। খড়খড়ি তুলে পালটা শিস দিল পর-পর তিন বার।

দেখতে পেল, একটা ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়িয়েছে অন্ধকার

BanglaBook.org

এক ঝোপের ও-পাশ থেকে।

বাংলো লক্ষ্য করে এগোতে লাগল ওটা হামাগুড়ি দিয়ে।

থেমে গেল জানালাটার নিচে এসে। চাইল মাথা তুলে।

'নাগর!' ফিসফিস করল নায়েক। রাতের নীরবতায় জোরালই শোনাল কথাটা।

'কে বলল?' সাবধানী গলায় জানতে চাইল ত্রিমাল-নায়েকের দোসর।

'ত্রিমাল-নায়েক আমি।'

'ওহ, নায়েক,' ফিসফিসাল কণ্ঠটা। 'কী অবস্থা? ভিতরে আসতে হবে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে অসহায় সার্জেন্টকে দেখে নিল নায়েক। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, এসো। সাহায্য লাগবে তোমার।'

চকিতে আশপাশটা দেখে নিল আগন্তুক।

নেই কেউ।

ত্রিমাল-নায়েকের কাছেও রহস্যজনক লাগছে বিষয়টা।

সম্ভবত ক্যাপটেন নেই বলেই ঢিল পড়েছে বাংলোর নিরাপত্তা-ব্যবস্থায়।

...না, কোনও শব্দও নেই কারও উপস্থিতির।

ভিত থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে জানালাটা। নাগাল পাওয়া মুশকিল।

নিজের রুমালটা খুলে নিয়ে ফাঁস তৈরি করল ফাঁসুড়ে। তারপর ছুঁড়ে দিল ওটা জানালার ফ্রেম থেকে বেরিয়ে থাকা একটা হুক সই করে।

সামান্য পরেই জানালার গোবরাটে উঠে এল সাহায্যকারী।

বিশের আশপাশে হবে লোকটার বয়স। লোক না বলে ছেলে বলাই ভালো।

লম্বা। একহারা।

নমনীয় শরীরটায় অসাধারণ ক্ষিপ্রতা।

BanglaBook.org

ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে– অদম্য সাহসী।

সাদামাটা একটা ধুতি পরেছে। কোমর থেকে ঝুলছে বাঁকা ফলার খঞ্জর।

নারকেলের তেল মাখা চকচকে চামড়া। বুকের বাঁ দিকে অঙ্কিত নীল সর্পিনী।

'আপনাকে সাহায্য করতে পাঠানো হয়েছে আমাকে,' বলল তরুণটি।

'জানি। শুকরিয়া।'

'সেপাইদের কী অবস্থা?'

'বেশির ভাগই ঘুমাচ্ছে বোধ হয়।'

'আর, পালের গোদাটা?'

'ম্যাকফারসন?'

'হ্যাঁ?'

'নেই সে এখানে।'

'নেই মানে?'

'বাংলোয় নেই আপাতত।'

'কোথায় গেছে?'

'বলতে পারছি না। জিজ্ঞেস করেছিলাম ব্যাটাকে।' চোখের ইঙ্গিতে পড়ে থাকা সার্জেন্টকে দেখাল নায়েক। 'স্বীকার করল না।'

'চিন্তার বিষয়।' মুহূর্তের জন্য ভাবনায় হারাল নাগর। 'কিছু সন্দেহ করেনি তো লোকটা? না হলে বলবে না কেন?'

শ্রাগ করল নায়েক।

'কথা বলাতে হবে হারামজাদাকে...' বলল ফাঁসুড়ে।

'এই মুহূর্তে কোনও উপায় দেখছি না আমি। পিস্তল পর্যন্ত ধরেছিলাম মাথায়। কাজ হয়নি।'

'এতই শক্ত?'

'খুবই।'

'তা হলে আর কী। পালাই, চলুন।'

BanglaBook.org

হঠাৎ যেন আলোর দেখা পেল ত্রিমাল-নায়েক।

'একটা উপায় অবশ্য আছে...'

'কী সেটা?'

'সত্য বলানোর ওষুধ...'

'সে আবার কী!'

'ওরা একটা দাওয়াইয়ের কথা বলছিল... যেটা খেলে নাকি পেটের কথা বেরিয়ে আসে গড়গড় করে...' নিজে খেয়েছে, সে-কথা আর বলল না ত্রিমাল-নায়েক।

'ও, আচ্ছা... কোনও ধরনের শরবত নাকি?'

'জানো তুমি? হ্যাঁ, লেবুর শরবত।'

'শুধু শরবতে তো হয় না ওই জিনিস...'

'না, হয় না। আফিম আর কী একটা গাছের রসের কথা বলছিল...'

'যুমা...'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওটাই!'

'আছে এখানে?'

'বানাতে পারবে? তা হলে হয়তো কথা বলানো যেতে পারে ব্যাটা সার্জেন্টকে...'

'কী করে বানাতে হয়, জানি,' বলল তরুণটি। 'তেমন কঠিন কিছু না। কথা হচ্ছে– জিনিসগুলো আছে কি না হাতের কাছে...'

'খুঁজে দেখা যাক।'

বেকায়দা ভাবে পড়ে থেকে সবই শুনল সার্জেন্ট, আর অভিশাপ দিল নিজের ভাগ্যকে।

কারণটা বোঝা গেল খানিক বাদেই।

কাকতালীয় ভাবে বিশেষ ওই দাওয়াই বানানোর উপাদানগুলো পাওয়া গেল খোদ সার্জেন্টের কামরাতেই।

সঙ্গে-সঙ্গে মিশ্রণটা বানাতে বসে গেল নাগর।

একেই বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

BanglaBook.org

বানানো শেষ হলে জিম্মির মুখের গোজ খুলে দিল নায়েক।

'খাও এটা,' ওষুধের গেলাসটা সার্জেন্টের ঠোঁটের কাছে ধরে হুকুম করল নাগর।

'কক্ষনো না!' মুখ সরিয়ে নিল বন্দি।

খপ করে লোকটার নাক চেপে ধরল ফাঁসুড়ে। রুদ্ধ করে দিল শ্বাস নেয়ার পথ।

উপায়ান্তর না পেয়ে হাঁ করতে বাধ্য হলো সার্জেন্ট।

সঙ্গে-সঙ্গে বন্দির মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে গলায় গেলাস থেকে পানীয় ঢালল নাগর। তখনও চেপে ধরে রয়েছে নাকটা।

গবগব করে গিলতে বাধ্য হলো সার্জেন্ট।

'বেশিক্ষণ লাগার কথা নয়, জানি...' বলল ফাঁসুড়ে।

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল নায়েক। 'কেউ এখন এসে না পড়লেই বাঁচি।'

'ঘুমাচ্ছে বললেন না?'

'কেউ-না-কেউ তো আছেই জেগে। ...এক কাজ করো। দরজায় পাহারা দাও তুমি। কাউকে আসতে দেখলেই গুলি করবে বাছবিচার না করে। আমি দেখছি সার্জেন্টকে।'

সার্জেন্টের পিস্তলটা দিল ও ফাঁসুড়েকে।

পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিল নাগর, লোড করা রয়েছে অস্ত্রটা। ওষুধে ধরতে শুরু করেছে, কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল তরুণ দস্যু।

অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসতে লেগেছে সার্জেন্ট। অসংলগ্ন প্রলাপ বকছে কোনও রকম বিরতি না দিয়ে।

বিস্মিত নায়েক শুনতে লাগল হড়বড় করে বলা কথাগুলো।

কাজের কথা নয় একটাও। তার পরও বাধা দিল না

BanglaBook.org

সার্জেন্টকে।

লোকটা ম্যাকফারসনের নাম উচ্চারণ করতেই তৎপর হওয়ার তাগিদ অনুভব করল।

'চমৎকার, সার্জেন্ট,' বলল ও উৎসাহ দেয়ার ঢঙে। 'কোথায় রয়েছে বললেন?'

বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সার্জেন্ট।

'কে? কার কথা বলছ?'

'ক্যাপটেন... ম্যাকফারসন। কোথায় রয়েছেন তিনি?'

'বলেছি নাকি?'

জাতে মাতাল, তালে ঠিক– ভাবল নায়েক।

'হ্যাঁ... বললেন না?'

'বললে বলেছি... হা-হা-হা!'

সার্জেন্টকে বাগে আনতে না পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল নায়েক। যা করার, করতে হবে তাড়াতাড়ি। কতক্ষণ থাকবে ওষুধের ক্রিয়া, কে জানে।

জনান্তিকে আবারও প্রলাপ বকতে লেগেছে সার্জেন্ট। কথাগুলোয় খেয়াল দিল নায়েক।

'...ফাঁসুড়ের দল!' বলছে লোকটা। 'তোদের নোংরা খেলা ফুরিয়ে এল বলে! শুধু শুধু তো আর ওয়াদা করেননি ক্যাপটেন ম্যাকফারসন! এক কথার মানুষ উনি... মহান এক ব্যক্তিত্ব... থোড়াই কেয়ার করেন তোদের! ...আসছি আমরা... হামলা চালাব তোদের গোপন আস্তানায়... নিকেশ করব সব ক'টাকে... হা-হা-হা... হা-হা-হা-হা!'

'আমি কি শামিল হতে পারি আপনাদের সাথে?' আগ্রহের ভান করে কথাটা ধরল নায়েক।

ফাঁদে পা দিল এ-বার সার্জেন্ট।

'হ্যাঁ... কেন নয়? সবাই মিলে যাব আমরা... হা-হা-হা! দারুণ একটা অভিযান হবে... কী বলো?'

'নিশ্চয়ই। ...কিন্তু কোথায় ওদের আস্তানা? জানতে

BanglaBook.org

পেরেছেন কিছু?'

'আলবত জেনেছি! সারাং– থুড়ি... ফাঁস করে দিয়েছে ত্রিমাল-নায়েক।' ওষুধের ঘোরে এই বোধটুকু পর্যন্ত নেই যে সার্জেন্টের– যার কথা বলছে, সে-লোক রয়েছে ওর সামনেই।

সুযোগটা লুফে নিল ত্রিমাল-নায়েক।

'আহ, এই বার পেয়েছি বদমাসগুলোকে!' বলল ও হাতের তালুতে ঘুসি মেরে।

'কায়দা করে লেমোনেড খাইয়ে দিয়েছি গর্দভটাকে... গড়গড় করে বেরিয়ে এসেছে সব কিছু...'

গালিটা হজম করে নিল নায়েক। সার্জেন্ট লোকটার বিন্দু মাত্র ধারণাও থাকত যদি, নিজেই সে এখন একই পরিস্থিতির শিকার! হাসল ও মনে-মনে।

'লেমোনেড খেয়েই!'

'খালি-খালি লেমোনেড ছিল না ওটা। কিছুটা আফিম আর–'

'জেরা করার সময় কি উপস্থিত ছিলেন ক্যাপটেন?' সাবধানে করল নায়েক প্রশ্নটা।

'ছিলেন তো! তথ্য পাওয়ার পর-পরই বেরিয়ে গেছেন বাংলো থেকে...'

শ্বাস চাপল নায়েক।

'কোথায়?' কেঁপে গেল গলাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে। 'ঠগিদের গোপন ডেরার উদ্দেশে?'

'আরে, নাহ!' ফুর্তিবাজের গলায় বলল সার্জেন্ট।

'তা হলে?'

'লোক আনতে গেছেন। ...সংখ্যায় কি কম হবে ঠ্যাঙাড়েরা? প্রচুর লোকলস্কর দরকার ওদেরকে দমন করতে হলে।'

'তা হলে কি কোলকাতা?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁহ... কোলকাতা। (*এতক্ষণে অরিন্দম...* ভাবছে ত্রিমাল-নায়েক) কোলকাতার কোথায় গেছে, বলো তো?'

'বলতে পারলাম না...'

'ফোর্ট উইলিয়ামে!'

বিজয়ের উত্তেজনায় গলাটা বুজে এল ত্রিমাল-নায়েকের। খর দৃষ্টিতে চাইল সে এ-বার সার্জেন্টের দিকে।

'জাহাজ বোঝাই করে অস্ত্র আনছেন ক্যাপটেন,' আপন মনে বকে চলেছে লোকটা। 'বিশাল এক সেনাবাহিনী... বিস্তর গোলা-বারুদ... কামান... হা-হা-হা! কী একটা অভিজ্ঞতা হবে!'

এবং আচমকাই খেই হারাল সার্জেন্ট। চুপ হয়ে গেছে আর কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে।

ত্রিমাল-নায়েক দেখল, ভারী হয়ে এসেছে লোকটার চোখের পাতা। গুঙিয়ে উঠল গলার ভিতরে।

সজাগ থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সার্জেন্ট, কিন্তু...

আত্মসমর্পণ করতে হলো ঘুমের দেবতার কাছে।

'কোনও ভাবেই রাজমঙ্গল পৌঁছানো হবে না ক্যাপটেনের,' প্রতিজ্ঞা করল ত্রিমাল-নায়েক।

BanglaBook.org

ষোলো

অবরোধ

জোরাল এক আওয়াজে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো নায়েকের।

গুলি করছে!

পরিস্থিতির গুরুত্বটা বুঝে গেল ও মুহূর্তে। ধরা পড়ে গেল

না তো নাগর!

পর-পর দু'বার হলো গুলির শব্দ।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেল জোরাল এক চিৎকার।

ছিটকে দরজা খুলে বেরোল ত্রিমাল-নায়েক।

'নাগর! নাগর!' বলে ডাক দিল ও।

কোনও সাড়া এল না ওর ডাকের।

কিছুক্ষণ আগেও দরজা পাহারায় ছিল যে-লোকটা, উধাও হয়ে গেছে বেমালুম!

গেল কোথায়?

হয়েছেটা কী আসলে?

সর্বোচ্চ সতর্কতায় এগোল ও করিডোর ধরে।

কিছু দূর এগোতেই করিডোরে পড়ে থাকতে দেখতে পেল এক সেপাইকে।

জীবনের শেষ সময় এসে উপস্থিত লোকটার। মৃত্যুযন্ত্রণায় মোচড়াচ্ছে শরীর। শ্বাস নেয়ার শব্দ হচ্ছে– ঘড়ঘড়।

রক্তের বন্যা বইছে হতভাগা সৈনিকটির বিদীর্ণ বুক থেকে। কালচে রক্তের মন্থর ঘন স্রোত ছড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে।

'নাগর!' ডাকল আবার নায়েক।

তিনজন লোক আচমকা উদয় হলো করিডোরের দূর-প্রান্তে।

বাঁ দিকে বাঁক নেয়া প্যাসেজ লক্ষ্য করে ছুটে গেল লোকগুলো।

কয়েক মুহূর্ত পরে নাগরের গলার আওয়াজ পেল ত্রিমাল-নায়েক। বাঁ দিক থেকেই আসছে বলে মনে হলো ওর।

অনর্গল গালিবর্ষণ করছে ফাঁসুড়ে।

পায়ে যেন পাখনা গজাল ত্রিমাল-নায়েকের। উড়ে চলল ও আওয়াজটার উদ্দেশে।

BanglaBook.org

ওই তো... সেপাই তিনজন!

ভয় দেখানোর জন্য রিভলবারের ফাঁকা আওয়াজ করল নায়েক।

উধাও হলো ওই তিনজন।

'নাগর! নাগর!' এক দরজার কাছে পৌঁছে গলা চড়াল নায়েক। 'ভিতরে আছ তুমি?'

'কে, ত্রিমাল-নায়েক?' বন্ধ পাল্লার ও-পাশ থেকে শোনা গেল ভোঁতা প্রত্যুত্তর।

'বেরিয়ে এসো! পালিয়েছে লোকগুলো।'

'সম্ভব না বোধ হয়। আটকে ফেলেছে ওরা আমাকে! দরজায় কি কোনও তালা দেখতে পাচ্ছ?'

তা দেখতে পাচ্ছে না নায়েক। কিন্তু বোধ হয় চাবি দিয়ে দেয়া হয়েছে দরজার নবে।

এক গুলিতে উড়িয়ে দিল ও দরজার বাধা।

ছিটকে বেরিয়ে বন্দিদশা থেকে নিজেকে মুক্ত করল ফাঁসুড়ে।

'হয়েছিল কী, বলো তো!' কপালে ভাঁজ ফেলে জানতে চাইল নায়েক।

'বলব। আগে বেরোতে হবে এখান থেকে!' হড়বড় করে উদ্বেগ প্রকাশ করল নাগর। 'এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুরো সজাগ হয়ে গেছে সেপাইয়ের গুষ্টি!'

উলটো দিকে দৌড় লাগাল দু'জনে। ফিরে এল সার্জেন্ট ভরতের কামরাটায়। ছিটকিনি লাগিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা।

তিন বার রাইফেল-শটের আওয়াজ হলো প্যাসেজওয়েতে।

'জলদি করুন! জলদি!' বলল ফাঁসুড়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে। 'বেরিয়ে যেতে হবে জানালা দিয়ে!'

জানালার গোবরাটের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ল ত্রিমাল-নায়েক।

BanglaBook.org

'দেরি হয়ে গেছে অনেক!' বলল ও রায় ঘোষণার সুরে।

বাংলো-বাড়িটা থেকে দু' শ' মিটারমতো দূরত্বে পজিশন নিয়ে বসে পড়েছে জনা দুই সিপাহি।

নায়েককে দেখতে পেয়ে নিশানা করল ওরা রাইফেলের। গুলি করল কালবিলম্ব না করে।

কিন্তু না। কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য খুঁজে নিতে ব্যর্থ হলো বুলেট। নিশানা ঠিক রাখতে পারেনি সেপাইরা। নারকেলের জটলায় গিয়ে হারিয়ে গেল গুলিগুলো।

'বাইরের ওরা দেখে ফেলেছে আমাদের!' হাহাকার করে উঠল ত্রিমাল-নায়েক।

'কী হবে এখন!'

দরজার দিকে তাকাল ত্রিমাল-নায়েক।

'ব্যারিকেড তৈরি করতে হবে দরজায়! কেউ যাতে ঢুকতে না পারে ও-দিক দিয়ে!'

এমনিতে অবশ্য যথেষ্ট পুরু রয়েছে দরজাটা। হুড়কোগুলোও মজবুত।

স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ভারী-ভারী ক'টা আসবাব টেনে এনে দরজার সামনে জড়ো করল দু'জনে মিলে।

'লোড করে রাখো পিস্তলগুলো!' খেয়াল করিয়ে দিল ত্রিমাল-নায়েক। 'বিপদে পড়বে প্রয়োজনের সময় গুলি ফুরিয়ে গেলে।'

নিজেও একই কাজ করল নায়েক।

'এখনও হামলা আসছে না কেন, বুঝতে পারছি না!' বলল ও দরজাটার দিকে তাকিয়ে।

'হ্যাঁ... আমিও তা-ই ভাবছি...'

'বোধ হয় নিশ্চিত হতে চাইছে, সব মিলিয়ে ক'জন আছি আমরা,' অনুমান করল নায়েক। 'কিন্তু হলো কী, বলো তো! গজব নাজিল হলো কেন, কথা-নেই-বার্তা-নেই?'

'পাহারা দিচ্ছিলাম আপনার নির্দেশমতো,' ব্যাখ্যা আরম্ভ

BanglaBook.org

করল ফাঁসুড়ে। 'এই সময় দু'জন সৈন্য উদয় হলো করিডোরে। ...বোধ হয় আসছিল সার্জেন্টের কাছে। আমাকে দেখতে পেয়েই জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল ওরা। আমি আর কী করব... গুলি করে ফেলে দিলাম একজনকে। আরেক জন গুলি থেকে গা বাঁচাল কাছের ওই কামরাটার মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে। ছিটকিনি দেয়ার আগেই ঢুকে পড়লাম ঘরটায়। কিন্তু কপাল খারাপ থাকলে যা হয়... হুমড়ি খেলাম কীসে জানি পা দিয়ে। তাল সামলাতে-সামলাতে বাউলি কেটে বেরিয়ে গেছে সেপাইটা, বাইরে থেকে আটকে দিয়েছে দরজা।'

'একদম উচিত হয়নি গুলি করা!' মানতে পারছে না নায়েক। মাথা নাড়ছে রুষ্ট চেহারায়।

'আর কী উপায় ছিল, বলুন!'

'কিন্তু দেখো, কী রকম ফাঁদে পড়ে গেলাম!'

'কিছুক্ষণের জন্য তো অন্তত ঠেকিয়ে রাখতে পারছি ওদের,' দরজার বাধাটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল নাগর।

'ততক্ষণে হয়তো পতন ঘটবে রাজমঙ্গলের।'

'কী! কী বলছেন এ-সব?'

'বিরাট বিপদ ঘনিয়ে এসেছে রাজমঙ্গলের জন্য!'

'কে বলেছে আপনাকে?'

'সার্জেন্ট।'

'কী বলেছে?'

'বলেছে, রাজমঙ্গলে আঘাত হানতে চলেছে ক্যাপটেন ম্যাকফারসন।'

'অসম্ভব! অসম্ভব!!'

'না, এটাই সত্যি। তোমাদের মূল ঘাঁটির খোঁজ পেয়ে গেছে ব্রিটিশরা।'

'ওই লোক বলেছে এটা?' অচেতন সার্জেন্টকে ইঙ্গিত করে বলল ফাঁসুড়ে।

মাথা ঝাঁকাল ত্রিমাল-নায়েক।

BanglaBook.org

'এটা যদি কোনও চাল হয়?'

'তা হলে বলল কী-ভাবে রাজমঙ্গলের কথা?'

'কিন্তু... কী-ভাবে...'

'তা জানি না,' মিথ্যে বলল নায়েক। 'আমি শুধু জানি, ফোর্ট উইলিয়ামের পথে রওনা হয়ে গেছে ক্যাপটেন ম্যাকফারসন।'

'ওখানে কেন?'

'আক্রমণ পরিচালনার জন্য লোকবল জোগাড় করতে। মিথ্যা বলার কথা নয় সার্জেন্টের। কারণ, সত্য বলার আরও গিলিয়েছি ওকে।'

চিন্তার সাগরে ডুবে গেল ফাঁসুড়ে।

'এখন আপনার উচিত,' মুখ খুলল কয়েক সেকেণ্ড পরে। 'ওই ক্যাপটেন হারামজাদাটাকে পাকড়াও করা। জানে খতম করতে হবে অভিশপ্ত সৃষ্টিটাকে!' ঘৃণায় বিকৃত হলো তরুণ ফাঁসুড়ের চেহারা।

'ভালো করেই বুঝতে পারছি সেটা।'

'কী-ভাবে কী করবেন তার জন্য?'

'আগে তো বেরোতে হবে এখান থেকে। এরপর সোজা ফোর্ট উইলিয়াম। পরের চিন্তা পরে।'

'কিন্তু বেরোব যে কী-ভাবে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না!'

'সেটা একটা সমস্যা। কিন্তু বেরোতে আমাদের হবেই। আর সেটা আজ রাতের মধ্যেই।'

'সব মিলিয়ে ক'জন লোক রয়েছে বাংলোতে?' কাজের আলাপে এল ফাঁসুড়ে।

'ষোলো-সতেরো... সম্ভবত আঠারো জন। তবে...' দরজার দিকে উৎকর্ণ হলো নায়েক। 'শুনতে পেয়েছ?'

'আসছে বোধ হয় ওরা!'

'হ্যাঁ...'

BanglaBook.org

'এ-বারে বোধ হয় হামলা হবে...'

বাইরে, ককিয়ে উঠল করিডোরের কাঠের মেঝে।

পদশব্দ শুনে সেপাইদের সংখ্যা অনুমানের চেষ্টা করছে নায়েক।

কই? –অবাক হলো মনে-মনে। শুনে তো মনে হচ্ছে, মাত্র একজন এসে দাঁড়িয়েছে দরজার ও-পাশে।

সন্দেহজনক!

টোকা পড়ল কবাটে।

'কে?' প্রশ্ন ছুঁড়ল ত্রিমাল-নায়েক।

'বন্ধু,' উত্তর এল ও-পাশ থেকে।

'মানে?'

'তোমাদেরই লোক আমি... ফাঁসুড়ে।'

'চাল দিচ্ছে,' নাগরের উদ্দেশে ফিসফিস করল নায়েক।

'দরজা খোলো,' ভেসে এল অনুরোধ।

'কেন?'

'আমিও পালাতে চাই তোমাদের সাথে।'

'তার আগে বলো, মালিক কে তোমাদের?' ফাঁদ পাতল নায়েক।

'মালকিন।'

'নাম বলো।'

'...অমানিশা।'

'আমাদের লোক নও তুমি,' রায় শোনাল নায়েক। 'ইংরেজদের পা চাটা কুত্তা... যে কি না দেবী আর সরদারের পার্থক্য করতে অক্ষম। ফিরে যাও। নইলে পড়ে থাকবে লাশ হয়ে।'

আবারও কাতরে উঠল করিডোরের মেঝে। এ-বারের আওয়াজ আগের চাইতে জোরাল। ছুটন্ত পদশব্দ দরজার সামনে থেকে মিলিয়ে গেল ক্রমশ।

'যাক,' আশাবাদী হলো নায়েক। 'কিছুটা ভয় অন্তত

BanglaBook.org

পাওয়ানো গেছে ওদের। আরও অন্তত কিছুক্ষণের জন্য নতুন কোনও চেষ্টা নিচ্ছে না, ধরে নেয়া যায়... কী বলো, নাগর?'

'তার পরও আটক আমরা এখানে।' খুব একটা স্বস্তির কিছু দেখতে পাচ্ছে না ফাঁসুড়ে। বরঞ্চ একটা-একটা করে মিনিট পেরোনোর সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র হচ্ছে শঙ্কা।

আবারও রাইফেলের গর্জন ভেসে এল বাইরে থেকে।

'বাঘ! বাঘ!' শোনা গেল ভয়ার্ত চিৎকার।

জ্যা-মুক্ত তীরের মতো জানালার কাছে চলে গেল ত্রিমাল-নায়েক।

দেখা গেল, একটু আগে দেখা সৈন্য দু'জন দাঁড়িয়ে গেছে পায়ের উপরে। রাইফেল হাতে ঠকঠক করে কাঁপছে আতঙ্কে।

লুকোচুরির ধার ধারল না নায়েক।

'দরমা!' ডাক দিল গলা ছেড়ে। দেখতে পাচ্ছে পোষা জানোয়ারটাকে।

ঝটকা দিয়ে আগে বাড়ল বাঘিনী। অস্ত্র-থাকা-সত্ত্বেও-কর্তব্যবিমূঢ়-হয়ে-যাওয়া সৈনিকদের হুমকি দিল যেন।

'দরমা!' আবার চেঁচাল ত্রিমাল-নায়েক। 'পালিয়ে যা এখান থেকে!' কারণ, দেখতে পাচ্ছে, আরও সৈন্য আসছে বিপন্ন সহকর্মীদের সাহায্য করতে।

দ্বিধায় ভুগল শিকারি শ্বাপদ। কারণ, সে নিজে না; বুঝতে পারছে, কঠিন বিপদে রয়েছে ওর মনিবও। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখল, পালানোটাই পরিস্থিতির বিচারে সবচাইতে সঠিক সিদ্ধান্ত।

বিদ্যুদ্‌বেগে হারিয়ে গেল ওটা চোখের আড়ালে।

ব্যারিকেডের কাছে ফিরে এল নায়েক।

প্রস্তুত রইল নতুন বিপদের মোকাবেলা করার জন্য।

সাহস করে বেশ ক' বারই দরজার ও-পাশে এল সেপাইরা। প্রয়াস পেল হামলা চালানোর। প্রত্যেক বারই

BanglaBook.org

রিভলবারের একটা মাত্র ধমক যথেষ্ট ছিল *সাহসী* লোকগুলোকে ভাগিয়ে দিতে।

কিছুক্ষণ পর-পরই জানালার কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখে নিচ্ছে নায়েক। কাউকে সে-ভাবে চোখে না পড়লেও ভালো করেই জানে ও, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আছে সুযোগসন্ধানী সেপাইরা।

'কী, সম্ভব পালানো?' এক পর্যায়ে চূড়ান্ত অস্থির হয়ে উঠল ফাঁসুড়ে।

'হুম?'

'পারব পালাতে?'

'হুম।' বুদ্ধি একটা বের করে ফেলেছে নায়েক।

'কেমন করে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল নাগর।

'জানালা দিয়ে... আবার কী! মাত্র চার মিটার উপরে রয়েছি আমরা মাটি থেকে। নামা যাবে লাফ দিয়ে। মাটিও নরম রয়েছে।'

'আরে, ধুর!' রীতিমতো বিরক্ত হলো ফাঁসুড়ে। 'আমি বলছি, কী-ভাবে! সেপাইরা আছে না জামাই-আদর করার জন্য? কী-করে এড়াবেন ওদেরকে? মাটিতে পা পড়ার আগেই তো ঝাঁঝরা হয়ে যাব গুলি খেয়ে।'

'চিন্তা কোরো না,' শান্ত স্বরে বলল নায়েক। 'তার আগেই খালি করিয়ে নেব ব্যাটাদের অস্ত্রগুলো।'

'আরে, ভাই, খুলে বলুন না!' স্নায়ুচাপে দিশাহারা অবস্থা নাগরের।

'দেখবে... এক্ষুণি দেখতে পাবে।'

মেঝেতে পাতা কারপেটটা তুলে ফেলল নায়েক। বিছানা, বালিশ, কাপড়চোপড়– যা কিছু পেল, জড়ো করল একসঙ্গে। তারপর ওগুলো নিয়ে বসল মানুষের আকৃতিতে ডামি বানাতে।

বেশিক্ষণ লাগল না।

BanglaBook.org

'তৈরি তুমি?' হাতের কাজ শেষ হলে নাগরের দিকে চাইল ত্রিমাল-নায়েক।

'হ্যাঁ, তৈরি।' নায়েক কী করতে চায়, বুঝে ফেলেছে ফাঁসুড়ে। 'সার্জেন্টের ব্যাপারে কী ভাবলেন?'

'ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক। ওর দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা নেই আপাতত। আমাদের চিন্তা বাইরের ওই সেপাইগুলো।'

মাথা ঝাঁকাল ফাঁসুড়ে।

'কায়দা করে জানালা দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছি ডামিটাকে,' পরিকল্পনাটা ব্যাখ্যা করল নায়েক। 'দূর থেকে এটাকে আমাদের একজন ভেবে ভুল করবে সেপাইরা। এতটাই উত্তেজিত হয়ে আছে ওরা, বন্দুক-পিস্তল খালি না হওয়া পর্যন্ত একযোগে চালিয়ে যাবে গোলাগুলি।'

'মারহাবা!'

'এরপর ওরা যখন রিলোড করতে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে লাফ দেব আমরা জানালা দিয়ে। ওরা আবার প্রস্তুত হতে-হতেই পগার পার। ...বুঝতে পেরেছ?'

'অসাধারণ!' মুগ্ধ হয়ে গেছে নাগর। 'আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সত্যিকারে আমাদের লোক নন আপনি। হলে অনেক কাজে আসতেন আমাদের।'

'হয়েছে।' প্রশংসায় পাত্তা দিল না নায়েক। 'যে-কোনও সেকেণ্ডে লাফ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হও এখন।'

নকল মানুষটার গায়ে ফাঁস পেঁচাল ও। মানুষের কায়দায় জানালা দিয়ে নামিয়ে দিল ওটাকে। খুব বেশি যাতে না দোলে, খেয়াল রেখেছে সে-দিকে।

ফলটা হলো জবর।

ভাবাবেগের ঠেলায় চিৎকার ছাড়তে-ছাড়তে ফায়ার করতে আরম্ভ করল ঝোপের আড়াল নেয়া সেপাইগুলো।

আওয়াজ শুনে অনুমান করল নায়েক, বেশি হলে চার থেকে পাঁচজন পাহারা দিচ্ছে জানালা লক্ষ্য করে।

BanglaBook.org

বুলেট-বৃষ্টি থেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও আর নাগর। অস্ত্রগুলো নীরব হতেই লাফিয়ে নামল জানালা থেকে।

মাটি স্পর্শ করেই নিচু হয়ে গড়ান খেল দু'জনে। তারপর মাথা নিচু করে ছুট লাগাল, যত জোরে পারে।

পাগলাঘণ্টি বাজিয়ে দিয়েছে সেন্ট্রিরা।

একাধিক রাইফেলের ধুমধাড়াক্কায় ভরে উঠল রাতের পরিবেশ। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও গন্তব্য খুঁজে নিতে ব্যর্থ হলো বুলেটগুলো।

আস্তাবলে ঢুকে পড়ল নায়েকরা।

মাটিতে গা এলিয়ে বসে থাকা একটা ঘোড়ার গায়ে ধাঁই করে লাথি হাঁকিয়ে দাঁড় করাল ওটাকে ত্রিমাল-নায়েক। কেশর আঁকড়ে ধরে টেনে তুলল নিজেকে জানোয়ারটার পিঠে।

'ওঠো এটায়!' নাগরকে বলল নায়েক।

ওর পিছে উঠে পড়ল ফাঁসুড়ে।

জঙ্গুলে সমতলের দিকে ঘোড়া ছোটাল ত্রিমাল-নায়েক।

'কোথায় চলেছি আমরা?' চিৎকার করে প্রশ্ন করল নাগর।

'কুগলির আস্তানায়,' জবাব দিল নায়েক। কেশর টেনে চালনা করছে ঘোড়াটাকে।

'সেপাইরা এখন পিছু না নিলেই হয়!'

কালো রঙের অপূর্ব সুন্দর একটা বাহন জানোয়ারটা। দ্রুত পেরিয়ে গেল জংলা অঞ্চলটা। পিঠের উপরে দ্বিগুণ ভার থাকা সত্ত্বেও লাফিয়ে পেরিয়ে এসেছে পরিখা আর ঝোপঝাড়গুলো।

ইতোমধ্যে দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে গেছে বাংলো। ক্রমে কাছিয়ে আসছে অরণ্য।

অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ এক চিৎকার চিরে দিল রাত্রি।

BanglaBook.org

'রোখো!'

সবচেয়ে বেশি চমকাল ঘোড়াটা। অচেনা হুকুমদারের উদ্দেশে ঘুরে যেতে চাইল ওটা।

তারার আলোয় দেখতে পেল নায়েকরা– শুয়ে, বসে সামনে অবস্থান নিয়েছে জনা দশেক সৈন্য। হাতের অস্ত্রগুলো নিশানা করা ওদের দিকে।

রিভলবার ছুঁড়ে জবাব দিল ত্রিমাল-নায়েক আর নাগর।

সৈন্যরাও ছাড়ল না প্রত্যুত্তর দিতে। আলোর ঝলকে ক্ষণিকের জন্য রাত হয়ে গেল দিন।

তীক্ষ্ণ হ্রেষা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ত্রিমাল-নায়েকের বাহন। মাটি স্পর্শ করেই পড়ে গেল হুড়মুড় করে।

ছিটকে পড়ল কালো ঘোড়ার আরোহীরা।

যার-যার জায়গা থেকে ছুটে আসছে সৈন্যরা।

কিন্তু আচমকাই আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ওদের মধ্যে।

ঝাঁপিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে করালদর্শন এক ছায়া। ছাড়ল রাগত, ভয়াবহ গর্জন।

দলটার আগে-আগে ছিল সেপাইদের কমাণ্ডার। সাঁই করে থাবা চালিয়ে লোকটাকে ভূপাতিত করল ছায়াটা।

'দরমা!'

চট করে উঠে দাঁড়িয়েছে নায়েক। আনন্দের বান ডেকেছে ওর বুকে।

'বাঘ! বাঘ!' চিৎকারে তল্লাট খালি মুহূর্তে।

যে যে-দিকে পারে, ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছে সেপাইগুলো।

BanglaBook.org

সতেরো

ঠিকানা: কোলকাতা

জঙ্গলের পথ ধরে ছুটে চলেছে তিনটি প্রাণী। নাগর, ত্রিমাল-নায়েক আর দরমা।

যে-কোনও মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত মানুষ দু'জন। জানোয়ারটা অবশ্য নির্বিকার। বিপদ কাকে বলে, জানেই না ওটা।

আধঘণ্টা একটানা ছুটে কুগলির আস্তানায় এসে পৌঁছাল ওরা।

নাগর আর দরমাকে বাইরে রেখে সোজা বার্তা বাহকের কুঁড়েতে গিয়ে সেঁধোল নায়েক। বাধা পেল না কারও কাছ থেকে।

আগের মতোই মেঝেতে বসে ছিল কুগলি। সংস্কৃত ভাষায় লেখা একখানা চিঠির পাঠোদ্ধারে মগ্ন। নায়েককে দেখেই তড়াক করে সিধে হয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই ক্ষান্ত হলো না, ছুটে এল ওর দিকে।

'পেরেছ তা হলে পালাতে!' ফাঁসুড়ের বুক থেকে বেরিয়ে এল উচ্ছ্বাস। কোনও চেষ্টাই করছে না আবেগ আর বিস্ময়ের মিলিত অনুভূতি চাপা দেয়ার।

'আপনারা সাহায্য না করলে হয়তো সম্ভব হতো না সেটা,' কোনও রকম রাখঢাক না করে বলল ত্রিমাল-নায়েক। 'শুকরিয়া... অশেষ শুকরিয়া।'

'নাগর কোথায়?'

BanglaBook.org

'আছে... বাইরেই আছে।'

'যাক... সব কিছু ভালোয়-ভালোয় হয়েছে তা হলে। ...মাথাটা দাও।'

'মানে?'

'বুঝতে না পারার কী আছে? ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের মাথা... দাও ওটা আমাকে।'

ঢোক গিলল নায়েক। রিপোর্টটা কী-ভাবে নেবে কুগলি, বুঝতে পারছে না। তার পরও, বলতে তো হবেই।

'দুঃখিত, কুগলি... ক্যাপটেন ম্যাকফারসন এখনও জীবিত।'

ধাক্কাটা হজম করা সহজ হলো না বার্তা বাহকের জন্য। পিছিয়ে গেল ও এক কদম।

'বলছ কী তুমি! এখনও জীবিত!'

'হ্যাঁ... ওকে মারতে পারিনি আমি।'

'কেন পারোনি?' সরাসরি ব্যাখ্যা চাইল কুগলি।

'তার কারণ, আমি যখন বন্দি ছিলাম পাতালঘরে, ততক্ষণে বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে ক্যাপটেন।'

শুনে মুষড়ে পড়ল ফাঁসুড়ে।

'কোথায় গেছে?' জিজ্ঞেস করল কিছু মুহূর্তের নীরবতার পর।

'কোলকাতায়।'

'কেন... কোলকাতায় কেন?'

জবাব দিতে গিয়েও থেমে যেতে হলো নায়েককে। ভাবছে, পরবর্তী ধাক্কাটা কী-ভাবে সামাল দেবে কুগলি।

'কী হলো?' তাগাদা দিল ফাঁসুড়ে। 'চুপ মেরে গেলে কেন?'

'...ওখানে গেছে সামরিক অভিযানের জোগাড়যন্ত্র করতে।'

'অভিযান! কীসের অভিযান?'

BanglaBook.org

'আপনাদের বিরুদ্ধে...'

'আমাদের বিরুদ্ধে?' চোখ ছানাবড়া কুগলির। 'কিন্তু ও কী-ভাবে...'

'জি। আপনাদের আসল আস্তানার কথা জেনে গেছে লোকটা।'

'হা, অমানিশা! বলতে চাইছ– রাজমঙ্গল?'

'হ্যাঁ।'

'হা, অমানিশা!' আবার বলল লোকটা।

বার্তা বাহক ফাঁসুড়ের দুই চোখে নিখাদ আতঙ্ক। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ত্রিমাল-নায়েকের দিকে তাকিয়ে।

'না, নায়েক!' বলল লোকটা ফাঁপা গলায়। 'আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা! এটা... এটা অসম্ভব!'

'মিথ্যা বলছি না, কুগলি। আসলেই রাজমঙ্গলের কথা জেনে গেছে ক্যাপটেন ম্যাকফারসন।'

শ্মশানখানার নীরবতা ভর করল বার্তা বাহকের মধ্যে। কিছু হিসাব-নিকাশ মেলানোর চেষ্টা করল লোকটা মনে-মনে। আপনা-আপনিই নড়ছে যেন মাথাটা।

শেষমেশ চোখ তুলে চাইল ত্রিমাল-নায়েকের দিকে।

'এর মানে কী, বুঝতে পারছ, নায়েক?' সুদূর থেকে ভেসে আসছে যেন কুগলির কণ্ঠটা।

'কী? কীসের কথা বলছেন?'

'কেউ একজন নেমকহারামি করেছে আমাদের সাথে!' নিজের মতামত জানিয়ে চুপ করল লোকটা যুবকের প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য।

বহু কষ্টে চেহারা স্বাভাবিক রেখেছে নায়েক।

'...প্রশ্ন হচ্ছেঃ কে?' ফাঁসুড়ের শেষ কথাটা হিংস্র শোনাল।

তোলপাড় চলছে ত্রিমাল-নায়েকের মধ্যে। শেষে, সত্যি কথাটা স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিল ও। যা থাকে কপালে।

BanglaBook.org

'আমি,' বলল ও সিনা টান করে। কেন জানি কাঁপল না কণ্ঠটা।

সুদূর কল্পনাতেও এমন জবাব আশা করেনি কুগলি। লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে, অবিশ্বাসের অভিব্যক্তিটা স্থায়ী ভাবে বসে গেছে চেহারায়।

'তুত-তুত-তুমি!' তুতলে উচ্চারণ করল কোনও রকমে।

বলেই এক টানে ছোরা বের করল কোমরের খাপ থেকে। কিছু মাত্র চিন্তা না করে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো ত্রিমাল-নায়েকের উপরে।

কিন্তু বিজলির চাইতেও ক্ষিপ্র ত্রিমাল-নায়েক। খপ করে ধরে ফেলল ও ছোরা ধরা কবজিটা। চোখের পলকে হাতটা মুচড়ে নিয়ে গেল কুগলির পিছনে।

চাপা আর্তনাদ করে ধারাল অস্ত্রটা ফেলে দিতে বাধ্য হলো ফাঁসুড়ে।

'দোহাই আপনার!' অনুরোধের স্বরে সাবধান করল নায়েক। 'এমন কিছু করবেন না, যাতে পরে পস্তাতে হয়।' তিল পরিমাণ রাগ প্রকাশ পেল না ওর কথায়। ধাক্কা দিয়ে দূরে ঠেলে দিল ও কুগলিকে।

গজরাতে-গজরাতে টলমল পায়ে পিছু হটল ফাঁসুড়ে। পলক না ফেলে শত্রুভাবাপন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও নায়েকের চোখে।

'কেন?!' রাগ সামান্য থিতিয়ে এলে দাঁতে দাঁত ঘষল কুগলি। 'কেন এত বড় সর্বনাশ করলে আমাদের? ...বলো, নায়েক! জবাব দাও!'

ত্রিমাল-নায়েক নিশ্চুপ।

'তোমার এই বদমায়েসির খবর যদি পৌঁছে যায় মহান সূর্যধনের কাছে, কী হবে, জানো?'

জানে... ভালো করেই জানে নায়েক।

'...চিতার আগুনে পুড়বে তোমার প্রেয়সী,' নিজেই

BanglaBook.org

উত্তরটা দিয়ে দিল কুগলি।

'জানি... জানি!' এ-বারে রেগে উঠল নায়েক। কুগলির উপরে নয়, এ রাগ নিজের অসহায়ত্বের জন্য। এ-রকম ফাঁদে পড়া অবস্থা জীবনে কখনও আসেনি ওর।

'জানোই যদি, বেইমানি করার সময় ভাবলে না একটি বারও?'

'আমার কোনও উপায় ছিল না, কুগলি!' অসহায়ত্ব ঝরে পড়ল ত্রিমাল-নায়েকের কণ্ঠে।

'এ কথা বিশ্বাস করতে বলো আমাকে!'

'বলছি... তার কারণ, এটাই সত্যি। ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বীকার করতে হয়েছে আমাকে।'

'ওহ...' সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে যেন কুগলির কাছে। 'ভুলেই গিয়েছিলাম, আমাদের মতো ফাঁসুড়ে নও তুমি। প্রতিজ্ঞায় কী-ভাবে অটল থাকতে হয়, সেই দীক্ষা তোমার নেই...'

'আমি যে অবস্থা পড়েছি, হাজারও শিক্ষা-দীক্ষাও কোনও কাজে আসত না...'

'কিছুই জানো না তুমি। আমরা—'

'সত্য বলার আরক খাইয়েছে ওরা আমাকে,' নাটকীয়তার অবসান ঘটাল নায়েক।

'কী খাইয়েছে!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল কুগলি।

'যুমা গাছের রস।'

'যুমা!'

'হুম।'

'আফিমের সাথে মিশিয়ে?'

'আফিম আর লেবুর রস।'

'ওটা খেয়ে বলে দিলে তুমি?' ভর্ৎসনা করল ফাঁসুড়ে। 'কেন খেয়েছ?'

'যুমার প্রভাব ঠেকানোর উপায় আছে কোনও, আপনিই

BanglaBook.org

বলুন!' খোদ বার্তা বাহককে সাক্ষী মানল নায়েক। 'আর ইচ্ছা করে খেয়েছি নাকি? বললাম না, বাধ্য করা হয়েছে?'

'কী ঘটেছে, খুলে বলো আমাকে।'

একে-একে বলে চলল নায়েক।

শুনে অনেকটাই শান্ত হলো যেন কুগলি।

'একটা মাত্র গলদ ছাড়া ভালোই কাজ দেখিয়েছ, বলতে হবে,' স্বীকার করতে হলো লোকটাকে। 'তাই বলে ভেবে বোসো না আবার, দায়িত্ব শেষ হয়েছে তোমার। যে করেই হোক, ওই মাথা আমাদের চাই-ই চাই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া কী-ই বা করার আছে নায়েকের।

'কী হলো? ও-রকম করে শ্বাস ফেলছ কেন?' ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি কুগলির।

'কেন? কেন? জিজ্ঞেস করছেন– কেন?' তড়পে উঠল নায়েক। 'কেন বুঝতে পারছেন না, খুনি নই আমি? সেখানে মাথা কেটে নিয়ে আসার কথা! ভাবলেই তো হাত-পা সেঁধিয়ে যেতে চায় পেটের মধ্যে। ...ভয়ানক একটা কাজ করতে বলছেন আপনারা! রীতিমতো বীভৎস!'

নিরুপায় এবং কিছুই যায়-আসে-না একটা ভঙ্গি করল কুগলি।

'তুমিও বুঝতে পারছ না কাজটার সত্যিকারের গুরুত্ব,' পালটা বলল ফাঁসুড়ে। 'এত বছরের মধ্যে এই প্রথম একটা লোক অস্তিত্ব ধরে টান দিয়েছে আমাদের। ভাবতেও পারবে না, কী পরিমাণ ঘৃণা করি আমরা সাদা চামড়ার ওই শয়তানটাকে!'

'আপনিও কল্পনা করতে পারবেন না, কতটা ঘৃণা করি আমি আপনাদের!' কথাটা ফিরিয়ে দিল নায়েক। 'ফাঁদে ফেলে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন আমাকে দিয়ে। কিন্তু যে-দিন সুযোগ পাব...' অশুভ শোনাল নায়েকের কণ্ঠস্বর।

'সাবধান, ত্রিমাল-নায়েক!' যুবকের অবস্থান মনে করিয়ে

BanglaBook.org

দেয়ার প্রয়াস পেল কুগলি। 'তোমার হৃদয়ের ধন কিন্তু আমাদের হাতের মুঠোয় এখনও।'

সেটা জানে বলেই অসুখী দেখাল ত্রিমাল-নায়েককে। আপনা-আপনি নিচু হয়ে এল ওর মাথাটা।

'কী করা উচিত তোমার, বুঝতে পারছ?' কাজের প্রসঙ্গ তুলল কুগলি।

'হ্যাঁ...'

'যেমন করে হোক, দেখতে হবে, রাজমঙ্গল অবধি পৌঁছোতে না পারে যাতে ম্যাকফারসন। ও যদি ওই দ্বীপে পা রাখে, মরবে তোমার আডা।'

'আডার মৃত্যুর কথা মুখেও আনবেন না আপনি!' কঠিন স্বরে শাসাল ত্রিমাল-নায়েক।

কঠোর হাসি ফুটে উঠল ফাঁসুড়ের ঠোঁটে।

'তুমিও তা হলে নিজের অবস্থান সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ো না। ম্যাকফারসন যদি একবার রাজমঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারে, শেষ হয়ে যাব আমরা।'

'আমিও তা-ই চাই,' মনে-মনে বলল নায়েক।

মুখে বলল: 'আমার তো তা হলে এখন কোলকাতা রওনা হতে হয়...'

মাথা দোলাল কুগলি।

'ঠিক আছে... গেলাম। কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছোব কী করে লোকটার? ওই দুর্গে...'

চিন্তা করে দেখল কুগলি।

'উপায় অবশ্য আছে,' অল্পক্ষণ ভেবেই বলে উঠল।

'কী সেটা?'

'ম্যাকফারসন সম্ভবত জাহাজের ব্যবস্থা করবে, তা-ই না? জাহাজ নিয়ে রওনা হবে রাজমঙ্গলের উদ্দেশে...'

'সেটাই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।'

'কোলকাতায় আমাদের চর রয়েছে সেনাবাহিনীর মধ্যে।

BanglaBook.org

এদের কেউ-কেউ আছে ফোর্ট উইলিয়ামের রক্ষীবাহিনীতে। বাকিরা নিয়োজিত ব্রিটিশদের যুদ্ধজাহাজগুলোয়। কেউ-কেউ তো এমন কী অফিসার হয়েও জাঁকিয়ে বসেছে ওখানে।'

'কী করতে বলেন আমাকে?'

'ফোর্ট উইলিয়ামে নজর রাখবে তুমি। আমার লোকেরা যোগাযোগ করবে তোমার সাথে। ওদের সাহায্য নিয়ে ম্যাকফারসনের জাহাজে উঠতে সক্ষম হবে তুমি।'

'জাহাজে?'

'কেন, ভয় পাচ্ছ নাকি?'

'ভয়ের কারণে না। আপনার কি মনে হচ্ছে না, লোকটা চিনে ফেলবে আমাকে?'

হাসি খেলে গেল কুগলির চেহারায়।

'তারও ব্যবস্থা আছে। ছদ্মবেশ।'

'ছদ্মবেশ?'

'হ্যাঁ। সামান্য ছদ্মবেশ নিলেই মালয়ী কিংবা বার্মিজ বলে চালিয়ে দেয়া যায় আমাদের ভারতীয়দের...'

'বুঝতে পেরেছি। কখন রওনা হচ্ছি তা হলে?'

'এখনই। যে দুঃসংবাদ শোনালে, তাতে তো নষ্ট করার মতো সময় নেই একদম।'

মুখে আঙুল পুরে শিস তুলল কুগলি।

তা শুনে দাখিল হলো এক ফাঁসুড়ে।

'ডিঙিটা আছে এখনও কাছেপিঠে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ,' জবাব পেল।

'তৈরি হতে বলো আমাদের সাতজনকে। কোলকাতা যেতে হবে এক্ষুণি।'

আঙুল থেকে সোনার একটা আংটি খুলে নিল কুগলি। নায়েকের হাতে তুলে দিল আংটিটা।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল ওটা ত্রিমাল-নায়েক।

সর্পমানবীর ছবি খোদাই করা আংটির গায়ে। অমানিশার

BanglaBook.org

উপাসকদের প্রতীক।

'আমাদের লোককে আংটিটা দেখালে তোমার পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকবে না তার,' ব্যাখ্যা করল কুগলি।

'আর কিছু?' আঙুলে আংটি গলিয়ে জানতে চাইল নায়েক।

'না। যাও তবে।'

কোনও রকম বিদায়-সম্ভাষণ জানাল না নায়েক।

আঠারো

হুঁশিয়ার!

নামে ডিঙি হলেও একখানা মাস্তুল রয়েছে নৌকাটায়। তাতে রয়েছে ছোট একখানা পাল টানাবার ব্যবস্থা।

'যত জোরে পারো, বাও!' নৌকায় ওঠার পর থেকেই অস্থির হয়ে আছে নায়েক। পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করছে বার-বার। 'অভিযান শুরু হওয়ার আগেই পৌঁছাতে হবে ফোর্ট উইলিয়ামে। দেরি হয়ে গেলে ধ্বংস হয়ে যাবে রাজমঙ্গল।'

'আমার উপরে ছেড়ে দিন চিন্তাটা,' আশ্বস্ত করল সাতজনের একজন। 'সময়মতোই পৌঁছে যাব, দেখবেন।'

লোকটা বয়স্ক। পালন করছে দাঁড়িদের নির্দেশদাতার ভূমিকা।

'ঠিক কতটা দূরে রয়েছি আমরা দুর্গ থেকে?' জানতে চাইল ত্রিমাল-নায়েক।

'দশ লিগেরও কম,' হিসাব কষে বলল বয়স্ক ফাঁসুড়ে।

BanglaBook.org

'কতটা সময় আছে হাতে?'

'নিশ্চিত ভাবে জোয়ার আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ম্যাকফারসনদের জাহাজ,' জানাল প্রৌঢ়। 'আধঘণ্টা কিংবা আরও কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়তে আরম্ভ করবে পানি। আর একবার পানি বাড়তে শুরু করলে বাষ্পীয় যানের চাইতেও দ্রুত ছুটতে পারব আমরা।'

দলনেতার নির্দেশ অনুসরণ করে দাঁড় বাইতে লাগল শক্তপোক্ত শরীরের ছয় ফাঁসুড়ে।

কঠোর পরিশ্রম করে অভ্যস্ত ওরা। জানপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে বইঠা বাওয়ার কাজে।

দেখতে চমৎকার ডিঙি নৌকাটা। কুশলী হাতে বানানো একটা জলযান। ঠ্যাঙাড়ে-নেতার বক্তব্য অনুযায়ী শিগগিরই উড়ে চলল জলের উপর দিয়ে।

রাতটা শান্ত।

মৃদুমন্দ বাতাস বইছে নদীটার মুখের দিক থেকে।

চাঁদ দেখা যায়নি গত রাতে। কিন্তু আজ বিরাট এক পূর্ণ চন্দ্র নদীর ধারের জঙ্গলের উপর দিয়ে পাড়ি দিচ্ছে আকাশটা। রুপালি আলো ঢালছে পাড় ঘেঁষে বেড়ে ওঠা তাল আর আম গাছগুলোর উপরে।

মন মাতানো প্রাকৃতিক দৃশ্য নদীর দু'কূল জুড়ে।

স্বাভাবিক ভাবেই জঙ্গল বাগ মেনেছে নদীর কাছাকাছি এসে। বাঁশের বিস্তীর্ণ ঝাড় জায়গা ছেড়ে দিয়েছে এখানে সরষে খেতকে। ফকফকে জ্যোৎস্নায় জ্বলজ্বল করছে রাশি-রাশি হলদে ফুল।

প্রথম চাষের এলাকা আবির্ভূত হলো শিগগিরই।

নীল, জাফরান আর তিলের সম্মিলিত মিষ্টি সুরভি বাতাসে।

সময়ে-সময়ে ছোট-ছোট গ্রাম চোখে পড়ল গাছপালার ভিড়ে। উঁচু কাঠের বেড়া কিংবা নদীর তীর বরাবর জন্মানো

BanglaBook.org

ধান গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে ইংরেজদের বাংলো-বাড়িগুলো।

কালো সারস আর বাদামি বক হয়তো ঝাঁক বেঁধে নিশ্চিন্তে ঝিমোচ্ছে বাংলোগুলোর ঢালু ছাতের উপরে।

আধঘণ্টা পর।

এতক্ষণ নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলেছে নৌকা। এ-বার একটা হাঁক শোনা গেল নদীর ভিতরের দিকের তীর থেকে।

'হল্ট!'

অযাচিত চ্যালেঞ্জের সুর কণ্ঠটায়।

সটান নৌকার উপরে দাঁড়িয়ে গেল ত্রিমাল-নায়েক।

'কে হুকুম করে!'

নদীর তীর ধরে এ-পাশ ও-পাশ ঝাঁট দিচ্ছে যুবকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি। চোখে পড়ল না কাউকে।

'ও-দিকটায় দেখুন,' বলল এক দাঁড় বাইক।

তাকাল নায়েক।

'ওটা তো... আমরা কি...'

'জি-হ্যাঁ, ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের বাংলোর পাশ দিয়ে যাচ্ছি আমরা।'

'ওরা কি দেখে ফেলেছে আমাদের?' উদ্বিগ্ন হলো ত্রিমাল-নায়েক।

'মনে তো হচ্ছে তেমনটাই। নির্ঘাত চোখ রাখা হচ্ছে নদীর দিকে।'

বাংলো-বাড়িটার উপরে মনোযোগ নিবদ্ধ করল ত্রিমাল-নায়েক।

চোখ সরু করে এক দল লোককে দেখতে পেল ও টেরাসে। চাঁদের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে রাইফেলের ব্যারেলগুলো।

'হল্ট!' বাতাসে ভেসে আবারও এল হুঁশিয়ারি।

BanglaBook.org

'চালিয়ে যাও তোমরা!' প্রৌঢ় নয়, নির্দেশ দিল ত্রিমাল-নায়েক। 'কান দিয়ো না ওদের কথায়। থামব না আমরা। যদি চায়, ওদেরকেই আসতে হবে আমাদের কাছে।'

হুঁশিয়ারির কারণে কমে গিয়েছিল গতি, আবার যখন আগের অবস্থায় ফিরতে চাচ্ছে নৌকাটা, কঠিন জবাব এল ও-দিক থেকে।

তীব্র একটা আলো ঝলসে উঠল অন্ধকারের পটভূমিতে।

গুলি করছে ওরা টেরাস থেকে!

এ-বারে শোনা গেল একাধিক উচ্চ কণ্ঠের আওয়াজ।

'গোল্লায় যাক! ফায়ার!'

'ওটাই! ওটাই ওরা!!'

'গুলি করো! গুলি করো!!'

প্রায় একই সঙ্গে বুলেট ওগরাল চারখানা রাইফেল। গুলজার হলো নরক।

প্রতিক্রিয়ায় মাথা নিচু করল নৌকার আরোহীরা।

প্রাণঘাতী বুলেটগুলো তীক্ষ্ণ শিস কেটে হারিয়ে গেল আরোহীদের মাথার উপর দিয়ে।

'জানোয়ার!' মুঠো পাকাল ত্রিমাল-নায়েক। পাটাতন থেকে তুলে নিল ও নিজের কারবাইনটা।

'হুঁশিয়ার!' গলা ছেড়ে সতর্ক করল এক দাঁড়ি। 'আসছে ওরা এ-দিকে।'

'আসা বের করছি ওদের!' বন্য সঙ্কল্প ত্রিমাল-নায়েকের কণ্ঠে। 'কিন্তু ওটা তো...'

কাকতালীয় ঘটনা।

যে মুহূর্তে টেরাস থেকে ধরা পড়ে গেছে ত্রিমাল-নায়েকরা, একই সময়ে ইংরেজদের একটা নৌকা এসে ভিড়েছে বাংলোর ঘাটে। গড়বড় বুঝে ওটাই এগিয়ে আসছে ত্রিমাল-নায়েকদের উদ্দেশে।

'নৌকা ঘোরাও তো ওটার দিকে!' দাঁড়িদের বলল

BanglaBook.org

নায়েক।

'নৌকা ঘোরাব! পাগল নাকি?'

কথাটা কে বলল, খেয়াল করল না নায়েক।

'যা বলছি, করো!' ধমকে উঠল ও। 'ওটা যদি কোলকাতা থেকে এসে থাকে, আশা করছি, কিছু-না-কিছু খবর পাব ক্যাপটেনের ব্যাপারে।'

'ত্রিমাল-নায়েক, দেখুন!' চিৎকার করে দৃষ্টি আকর্ষণ করল প্রৌঢ়।

বাংলোর ধারে, প্রৌঢ়ের নির্দেশিত রাস্তাটার দিকে সরে গেল নায়েকের দৃষ্টি।

পাঁচ-ছ'জন সেপাই আর ডজন খানেক দাঁড়ি নিয়ে নৌকা দেখতে পেল ও একখানা। এই মাত্র নামানো হয়েছে পানিতে।

'কী বলেন, ঘুরব?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল দাঁড়িদের একজন।

'না!' সিদ্ধান্ত বদল করল নায়েক। 'নদীর দিকে বাও!' বলল ও কারবাইন লোড করতে-করতে।

দু'পক্ষের মাঝে দূরত্ব যদিও অনেক, যদিও ক্রমশ গতি বাড়ছে ত্রিমাল-নায়েকদের ডিঙিটার, তার পরও ওস্তাদ ক্রু-বোঝাই ব্রিটিশদের দ্বিতীয় নৌকাটা ওদের ধরে ফেলল বলে!

দ্রুত এগিয়ে আসছে ওটা আগের নৌকাটাকে টপকে!

টপসেইলের আড়ালে ওত পেতে আছে সেপাইদের কয়েক জন। রাইফেল তাক করে প্রস্তুত।

'থামো বলছি!' আবার ভেসে এল কঠোর কণ্ঠের হুঁশিয়ারি।

'বেয়ে যাও!' আগের নির্দেশ জারি রাখল ত্রিমাল-নায়েক।

ওদের দিক থেকে কোনও ধরনের হামলা হতে না দেখে সাহস করে মাথা জাগাল এক সৈন্য।

BanglaBook.org

হয়তো ভেবেছিল– এক মুহূর্তের জন্য উঁকি দিয়েই ঘাপটি মারবে আবার।

কিন্তু ওই এক মুহূর্তই কাল হলো লোকটার জন্য।

কড়া নজর রেখেছিল, সুযোগটা কাজে লাগাতে ভুল করল না ত্রিমাল-নায়েক। নিশানা করেই গুলি করল ও।

তীব্র একটা আর্তনাদের সঙ্গে প্রথমে বাতাস, তারপর নিজের বুক খামচে ধরল সৈন্যটি। পরক্ষণে হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে।

'কে যেতে চাও এরপর?' চিৎকার করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল ত্রিমাল-নায়েক। লোড করার ঝামেলায় না গিয়ে তুলে নিয়েছে আরেকটা কারবাইন।

একটা সেকেণ্ডও দেরি হলো না জবাব আসতে। কিন্তু মুখের কথায় নয়, প্রত্যুত্তরে এল এক ঝাঁক অগ্নিবৃষ্টি।

আগুনে ঝাঁপ দেয়া পতঙ্গের মতো ডিঙির গায়ে এসে বিঁধল বুলেটগুলো।

এ সময় বুকে সাহস ভর করল আরেক সেপাইয়ের।

এ-বারও মাথাটা জাগাতেই মাশুল হিসাবে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল বোকাটা দৃশ্যপট থেকে।

ত্রিমাল-নায়েকের আগ্নেয়াস্ত্র ক্ষমা করেনি ওকে।

প্রতিপক্ষের হাতের টিপ দেখে চোখ কপালে উঠেছে বাকিদের।

পালে বাতাস পেয়ে তরতর করে আসছিল এগিয়ে, এ-বারে রণে ভঙ্গ দিল। নিজেদের নৌকার মুখ ঘোরাল উলটো দিকে। নামিয়ে ফেলেছে পাল। ফিরে যাচ্ছে এখন।

ও-দিকে বাতাস পেয়ে দূর থেকে দূরে সরে যেতে লাগল ত্রিমাল-নায়েকদের ডিঙি।

BanglaBook.org

উনিশ

রণতরী

'...তার পরও চোখ-কান খোলা রাখতে হবে,' বলল প্রৌঢ় ঠগি। 'ও-দিকের পাড়েও বিদেশিদের-বাংলো রয়েছে বেশ কয়েকটা।'

'তা ছাড়া পিছনের ওরাও সঙ্ঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করবে আবার,' কথা জোগাল আরেক জন। 'পিছু হটেছে বলেই যে পিছু নেবে না আবার, হলফ করে বলা যায় না এটা।'

'সেই সুযোগ আর দেয়া যাবে না ওদের।' তার কারণ– ভাবছে নায়েক– বার-বার হয়তো ভাগ্য সহায়তা করবে না ওদের।

'ওই যে একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে...' দেখাল ও আঙুল দিয়ে। 'চলো তো ওটার দিকে।'

কাছে নয় জাহাজটা। আধ মাইল দূরে হবে ওদের থেকে। তবে দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে জাহাজটার নির্মাণশৈলী।

হ্যাঁ, ভারতীয় জাহাজ ওটা।

চমৎকার চোখা বো চোখে পড়ল কাছে আসতে। অপরূপ সুন্দর দেবদেবী আর হাতির ছবি খোদাই করা বো জুড়ে।

সব ক'টা পাল তুলে দেয়া হয়েছে জাহাজটার। উত্তর থেকে আসা শীতল বাতাসের কারণে দোল খাচ্ছে মাস্তুল তিনটে।

পনেরো মিনিটের মাথায় জাহাজটার স্টারবোর্ড অংশে

BanglaBook.org

পৌঁছে গেল ডিঙি।

আগন্তুকদের পরিচয় জানতে উৎসুক সারেং ঝুঁকে এল রেলিং-এর উপর দিয়ে। দূরে থাকতেই লক্ষ করেছে আগুয়ান ডিঙিটাকে।

'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?' প্রথম প্রশ্নটা ত্রিমাল-নায়েকই করল।

'কোলকাতা,' জবাবে জানাল জাহাজের বয়স্ক ক্যাপটেন।

'কতক্ষণ আগে পেরিয়ে এসেছেন ফোর্ট উইলিয়াম?'

'এই তো... ঘণ্টা পাঁচেক আগে।'

'পথে কোনও জাহাজ-টাহাজ চোখে পড়েছে?'

'কী রকম জাহাজ?'

'এই... রণতরী গোছের?'

'হ্যাঁ... দেখেছি একটা।'

যেন হাত দিল কেউ ত্রিমাল-নায়েকের কলজেতে।

'কী নাম জাহাজটার?'

'কর্নওয়াল।'

'রসদ নিয়ে যাচ্ছে নাকি?'

'নাহ। স্রেফ ক'জন সৈন্য।'

'নিশ্চয়ই ক্যাপটেন প্যাকফারসনের জাহাজ ওটা,' ফিসফিস করে পাশের জনকে বলল এক দাঁড়ি।

'জানেন কি, কোথায় চলেছে জাহাজটা?' জিজ্ঞেস করল নায়েক।

'নাহ,' জবাব এল। 'জিজ্ঞেস করিনি।'

'ইঞ্জিনে চলছে নাকি?'

'হুম।'

'ঠিক আছে, সারেং। অনেক ধন্যবাদ।'

জাহাজটার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল ডিঙি।

'শুনলে?' নিজের নৌকার যাত্রীদের দিকে তাকাল ত্রিমাল-নায়েক।

BanglaBook.org

ফাঁসুড়েদের মুখচোখ গম্ভীর।

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, কোলকাতা গিয়ে পৌঁছাতে হবে আমাদের। নয় তো নাটাই হাতছাড়া হয়ে যাবে হাত থেকে। ...দেরি কোরো না! মারো বইঠা!'

এই সময় আচমকা সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল এক ফাঁসুড়ে।

'ওই শুনুন!' বাতাসে কান পেতেছে লোকটা।

অন্যরাও একই কাজ করল। অজান্তেই রুদ্ধ হয়ে এসেছে প্রত্যেকের নিঃশ্বাস।

দূরাগত বজ্রধ্বনির মতো চাপা একটা গর্জন ধরা পড়ল ওদের কানে। ধীরে-ধীরে জোরাল হচ্ছে আওয়াজটা।

'জোয়ার!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল একজন।

বিশাল এক তরঙ্গ ছুটে এল দক্ষিণ থেকে। ছুটন্ত অশ্বের গতিতে কাছিয়ে আসছে ওটা ডিঙি নৌকাটার আরোহীদের দিকে।

বজ্রনির্ঘোষে ধাক্কা দিল ঢেউটা ছোট্ট জলযানটাকে। এক টানে তুলে নিয়ে এল ওটাকে ভাসমান ঘাস আর ডালপালার জট থেকে।

ব্যস, আর কোনও সমস্যা নেই।

ঢেউয়ের মাথায় চেপে ভেসে চলল ওরা কোলকাতার উদ্দেশে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই সর্বোচ্চ গতিতে পৌঁছে গেল ডিঙি নৌকা।

'এক ঘণ্টার মধ্যে দুর্গে পৌঁছাব আমরা,' ঘোষণা করল প্রধান দাঁড়ি।

BanglaBook.org

বিশ

প্রাসাদনগরী

রাতের আঁধার সরিয়ে এক সময় দেখা দিল ঊষা। উষ্ণ, গোলাপি আলোয় সিক্ত হলো পুবাকাশ।

ফিকে হতে শুরু করেছে তারাগুলো।

নীরবতা ঘন হচ্ছে চরাচরে।

কোলকাতার দিকে যতই কাছিয়ে যাচ্ছে নৌকাটা, বদলে যেতে শুরু করেছে বিশাল নদীর পাড়ের দৃশ্যাবলি।

বাঘ, বুনো মোষ, শেয়াল আর সরীসৃপে ভরা মহারণ্য জায়গা ছেড়ে দিতে শুরু করেছে লোকালয় আর খেতখামারকে।

শিগগিরই উধাও হয়ে গেল বিস্তীর্ণ বাঁশ ঝাড়। সেটার জায়গা নিল তুলো, নীল আর দারচিনি।

হরেক ফলগাছের সমাহার আলিশান বসতবাটি আর গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে থাকা উদ্যানগুলোতে।

গাছগাছালির পাতার ফাঁকে-ফাঁকে দেখা মিলছে বানর-বাহিনীর। এক ডাল থেকে দোল খাচ্ছে আরেক ডালে।

নদীর পাড় ঘেঁষে জলে নামা রাশভারী মহিষের দল আলস্য ভরে নিবারণ করছে তৃষ্ণা।

একবার একটা হরিণ চোখে পড়ল নৌকার সওয়ারিদের।

ছোট্ট যানটা জরিপ করল সুন্দর প্রাণীটা। তারপর সহসাই সোনালি ঝিলিক তুলে হারিয়ে গেল ঝোপজঙ্গলের মধ্যে।

কুঁড়েগুলোর ছাতের আড়ায় রাত যাপন করা বাজার্ড আর

BanglaBook.org

হাড়গিলে পাখিগুলো আস্তে-ধীরে জেগে উঠছে সুখনিদ্রা থেকে।

গরান গাছের ডালপালার ফাঁকফোকর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে চিল আর কোমোর‍্যাণ্ট পক্ষীকুল।

নদীর উপরে চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে পানকৌড়ি, বক, ব্রাহ্মণ হাঁসেরা। তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঝালাপালা করছে শান্ত হাওয়ার কান।

'কোলকাতার কাছাকাছি চলে এসেছি,' নদীর উপকূল জরিপ করতে-করতে বলল দাঁড়িদের একজন।

গোটা যাত্রাটায় খুব কমই নিজের ধৈর্যহীনতা লুকাতে পেরেছে ত্রিমাল-নায়েক, লোকটার বক্তব্য শুনে দাঁড়িয়ে গেল নৌকার পাটাতনে। ব্যগ্র দৃষ্টি বিছিয়ে দিল নদীর উত্তরে।

'দেখা যাচ্ছে এখান থেকে?' স্বরেও ফুটে উঠল ব্যগ্রতা।

'এখনও না। তবে খুব বেশি দেরি নেই আর।'

'তো, বসে আছ কেন? বাও না!'

ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে ডিঙি।

ঠগিদেরও আগ্রহ কম নয় কোলকাতার ব্যাপারে।

আটটা নাগাদ বিকট আওয়াজ শোনা গেল নদীর উৎসমুখের কাছে।

বসা থেকে লাফিয়ে উঠল আবার ত্রিমাল-নায়েক।

'ক্-কীসের আওয়াজ ওটা?' জানতে চাইল কপালে শত ভাঁজ ফেলে।

'খিদিরপুর থেকে আর বেশি দূরে নই আমরা। সম্ভবত নোঙর তুলেছে কোনও রণতরী। সঙ্কেত দিচ্ছে রওনা করার।

'ও।'

বসে পড়ল আবার নায়েক।

নানান ধরনের নৌকা-জাহাজের উপস্থিতি এখন ওদের চারপাশে। হরেক আকার, হরেক আকৃতির। এক-মাস্তুল, দুই-মাস্তুল, স্কুনার আর স্টিমারের ভিড় লেগে গেছে

BanglaBook.org

রীতিমতো।

লঙ্কা কাঠে তৈরি জাহাজ, ঢাকার বুড়িগঙ্গা থেকে আসা চার-কোনা-পাল-টানা নৌকাও কম নয়।

সমতল ছাতঅলা, আভিজাত্যে মোড়া বজরাগুলো জল কাটছে এঁকেবেঁকে। কোনও-কোনওটা নোঙর করে আছে তীরের কাছে।

হালের গায়ে হাত আটকে নিপুণ কৌশলে নদীর বুক জুড়ে বিছিয়ে থাকা নৌকা-জাহাজের গোলকধাঁধার মাঝ দিয়ে ডিঙি নৌকার পথ করে চলল ত্রিমাল-নায়েক।

গন্তব্যের কাছাকাছি এসে উৎসাহ বেড়ে গেছে দাঁড়িদের। এক মুহূর্তের জন্যও বিরাম নিচ্ছে না ওদের টান-টান হয়ে থাকা পেশিগুলো।

ন'টার দিকে খিদিরপুর পিছনে ফেলল নৌকা।

বিশাল এক গ্রাম ওটা আদতে।

এর পরই দৃশ্যমান হলো সাধের কোলকাতা।

...*বাংলার রানি* বলা হয় যাকে।

...ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী করা হয়েছে যে নগরীকে।

আলিশান সব প্রাসাদ, মন্দির, গম্বুজঅলা অট্টালিকা আর অজস্র মিনার মাথা উঁচিয়ে রেখেছে নীল আকাশের পটভূমিতে।

ওগুলোর পিছনে, প্রশস্ত এক চত্বরের ও-পাশে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে ফোর্ট উইলিয়াম।

উপমহাদেশের সবচাইতে বড় দুর্গ।

দশ হাজারেরও বেশি সৈন্যের দুর্জয় ঘাঁটি।

চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে গেল ত্রিমাল-নায়েকের। অভূতপূর্ব এ-সব দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে গেছে বিস্ময়ে।

'কী প্রাচুর্যময়!' উচ্চারণ করল আপন মনে। 'স্বপ্নেও ভাবিনি, এমন গৌরবময় চেহারা কোলকাতার!'

প্রৌঢ়ের দিকে ফিরে চাইল নায়েক। 'এ শহরের পথঘাট

BanglaBook.org

চেনা আছে তোমার?'

'আছে।'

'কোনও ধারণা আছে, কী করে নাগাল পাব ক্যাপটেনের?'

'এখনও জানি না সেটা। তবে ঠিকই একটা-না-একটা উপায় বেরিয়ে যাবে। সব জায়গায় চর রয়েছে আমাদের।'

'তোমার কি মনে হয় না, ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে লোকটা?'

'কই, হুগলির দিকে যাত্রা করা কোনও যুদ্ধজাহাজ তো চোখে পড়েনি আমাদের, পড়েছে?' যুক্তি দেখাল প্রৌঢ়। 'কাজেই, আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি আমরা।'

মাথা দুলিয়ে সহমত প্রকাশ করল ত্রিমাল-নায়েক।

'আচ্ছা, কোলকাতায় কি বাড়ি-টাড়ি আছে ক্যাপটেনের?' জানতে চাইল ও।

'আছে একটা।'

'তো, কোথায় সেটা? নিশ্চয়ই ওখানে গিয়েই উঠবে।'

'ফোর্ট উইলিয়ামের কাছেই।'

'আগে দেখেছ নাকি বাড়িটা?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'কী মনে হয়? ওই বাড়িতে কি নাগাল পাওয়া যাবে ক্যাপটেনের?'

'শিগগিরই জানা যাবে সেটা। যেমনটা বললাম... সবখানেই গুপ্তচর রয়েছে আমাদের। কাজেই...'

সন্তুষ্ট দেখাল ত্রিমাল-নায়েককে। রওনা হওয়ার পর এই প্রথম।

'দুর্গটার কাছে নোঙর করা ওই গানবোটটা দেখতে পাচ্ছেন?' নায়েককে জিজ্ঞেস করল প্রৌঢ়।

ঘাড় ঘুরিয়ে ছোটখাটো এক বাষ্পীয় জাহাজ চোখে পড়ল নায়েকের।

BanglaBook.org

নিচু কাঠামো ওটার। সব মিলিয়ে তিন কি চার শ' টন হবে হয়তো ওজনে। গঙ্গার সঙ্কীর্ণ শাখা দিয়ে চলাচল করার পক্ষে যথেষ্ট হালকা।

একটা মাত্র মাস্তুল খাড়া হয়ে আছে বো-এর উপরে।

ভীতিকর চেহারার বিরাট একখানা কামান গলা বাড়িয়ে রয়েছে জাহাজটার সামনের দিকটায়।

রেলিং-এর নিচে, সোনালি ধাতব পাত খোদাই করে জলযানটার নাম লেখা:

ডেভনশায়ার

জাহাজটা দেখাল কেন ওকে, ভাবল নায়েক।

'তোমাদের কেউ কি আছে ওখানে?' অনুমান করল।

'ঠিক তা-ই,' উজ্জ্বল দেখাল প্রৌঢ়কে।

'কে লোকটা?'

'কোয়ার্টারমাস্টার।'

'আচ্ছা! কী নাম ওর?'

'হায়দার।'

'যোগাযোগ করা দরকার ওর সাথে।'

'উঁহুঁ, এখনই না... অন্তত এই মুহূর্তে না। সতর্ক পা ফেলতে হবে আমাদের!'

'সমস্যা কী? কেউ তো আর জানে না, এখানে এসেছি আমরা।'

'সেটা কি কেউ বলতে পারে নিশ্চিত করে? কাজেই, ভুল করা চলবে না কোনও রকম।'

'হুম... বুঝতে পারছি।'

'চিন্তা করবেন না। পরিস্থিতি অনুকূল বুঝলে আমিই ওর কাছে নিয়ে যাব আপনাকে। ভরসা রাখতে পারেন আমার উপরে। আগে বহু বার এসেছি এখানে।'

'তা হলে তো ভালো হয় খুব। তোমার হাতেই তা হলে

BanglaBook.org

সঁপে দিচ্ছি নিজেকে।'

একটা মিনিটের জন্য নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল ফাঁসুড়ে। সতর্ক নজরে নিরীখ করছে গানবোটের ব্রিজ।

ব্যস্তসমস্ত ভাবে ক'জন মাল্লা ঘোরাফেরা করছে ওখানে। কারও ব্যস্ততা ঝাড়ামোছা নিয়ে, কেউ-বা ব্যস্ত ডেকের উপরে গাদা হয়ে থাকা দড়িদড়া আর যন্ত্রপাতির হেফাজতে।

কোয়ার্টারমাস্টারকে ওদের মাঝে দেখতে পেল প্রৌঢ়। কথা বলছে তরুণ এক নাবিকের সঙ্গে।

'ও-ই আমাদের লোক,' ত্রিমাল-নায়েকের দিকে ঘুরে বলল ফাঁসুড়ে। 'পরিস্থিতি নিরাপদ মনে হচ্ছে। ...ডাকছি আমি ওকে।'

মুখের চারপাশে হাত জড়ো করে তিন বার তীক্ষ্ণ শিস দিল লোকটা।

আওয়াজটা কানে যেতেই নদীর দিকে ঘুরে গেল কোয়ার্টারমাস্টারের দৃষ্টি। কিন্তু বিস্ময়ের কোনও অভিব্যক্তি নেই চেহারায়।

আলগোছে সরে এল ও তরুণ নাবিকের কাছ থেকে।

নাবিক ছেলেটা চলে গেল আরেক দিকে।

তার কিছুক্ষণ বাদেই যে-দিক থেকে শিসের আওয়াজ পেয়েছে, সে-দিককার রেলিং-এর উপর দিয়ে জলের দিকে ঝুঁকে পড়ল হায়দার।

ত্রিমাল-নায়েকদের ডিঙিটা ততক্ষণে চলে এসেছে গানবোটের গা ঘেঁষে।

প্রৌঢ় ফাঁসুড়ের সঙ্গে চোখাচোখি হলো ছদ্মপরিচয়ে থাকা কোয়ার্টারমাস্টারের।

পরক্ষণেই অবশ্য সরিয়ে নিল দৃষ্টি। ভান করছে, চিনতেই পারেনি যেন। এ মুহূর্তে জাহাজির কপট মনোযোগ পাল পুরো তুলে খোলা নদীতে রওনা হওয়া এক জাহাজের দিকে।

'শিগগিরই দেখা করবে ও আমাদের সাথে,' ত্রিমাল-

BanglaBook.org

নায়েকের দিকে চেয়ে বলল ফাঁসুড়ে।

'কী-ভাবে বুঝলে?'

'আমার সঙ্কেত পেয়ে গেছে ও।'

'ও, আচ্ছা। তা, কোথায় হচ্ছে মোলাকাতটা?'

'সরাইখানায়।'

'কী করে বুঝবে, কোন্ সরাইখানা?'

'জানা আছে ওর। আসলে, আমাদেরই এক লোক চালায় ওটা।'

'দারুণ ব্যাপার তো!'

'হ্যাঁ। বেশি দূরে নয় ওটা এখান থেকে।'

'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু ও কি জানে, কখন ওর অপেক্ষায় থাকব আমরা ওখানে?'

'ওর যা-যা জানা দরকার, সব কিছুই জেনে গেছে সঙ্কেত থেকে।'

'বাপ, রে! কঠিন ব্যাপার-স্যাপার।'

'যাই, চলুন।'

তীরের কাছাকাছি থেকে কোর্স ধরে এগিয়ে চলল ডিঙি নৌকা। কোলকাতার কেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য ওটার।

সামনে ওদের বেড়েই চলল জাহাজ আর নৌকার ভিড়। গোটা নদী জুড়েই ভেসে রয়েছে ওগুলো। প্রত্যেকটা দেশের একটা করে অন্তত নৌযান ভিড়েছে যেন জাহাজঘাটায়।

ঘোরগ্রস্ত জ্বরাক্রান্তের মতো কাজ করে চলেছে খালাসির দল। ভারী মাল টানছে গতর খাটিয়ে। জেটি থেকে জাহাজ, জাহাজ থেকে জেটি– চলছে অবিরাম।

সার দেয়া পুরুষ, মহিলা, শিশুদের মেলা বসে গেছে যেন ঘাটে। চলছে সকাল-সকাল গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান সেরে নেয়ার তোড়জোড়।

কোলকাতার দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা শুরু হলো সবে।

যতক্ষণ না তপ্ত হচ্ছে সূর্য, স্নানার্থীদের ভিড় কমবে না

BanglaBook.org

নদীর ঘাটে। উদীয়মান সূর্যের দিকে দৃষ্টি রেখে নামতে থাকবে ওরা ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ি ভেঙে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোমর স্পর্শ করছে গঙ্গাজল।

গা জুড়ানো শীতল তরঙ্গের নিচে ডুব দিয়ে স্নান সারবে কেউ-কেউ। অন্যরা পিতলের ছোট ঘটি ভরে জল ঢালবে মাথায়।

আঁজলা ভরা জল নিবেদন করবে সকলে সূর্যদেবতার উদ্দেশে।

প্রার্থনা শেষে কেচে নেবে কাপড়চোপড়।

সব শেষে শুকনো কাপড় গায়ে চাপিয়ে রওনা দেবে বাড়ির দিকে। এক কলস জল অন্তত সঙ্গে থাকবে সারা দিনে চলার মতো।

জলযান আর স্নানার্থীদের বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে এঁকেবেঁকে আগে বাড়ল ত্রিমাল-নায়েকদের নৌকা। সুন্দর-সুন্দর অসংখ্য বাড়িঘর, মন্দির আর বাগান পেরিয়ে থামল এসে প্রশস্ত এক জনশূন্য ঘাটে।

ইশারায় দাঁড়িদের নৌকার পাহারায় থাকার নির্দেশ দিল প্রৌঢ়। ত্রিমাল-নায়েকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসুন আমার সাথে।'

ঘাটের পাকা সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল দু'জনে। পাশ কাটাল ক'জন পান বিক্রেতাকে।

রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে চলল ওরা ঘাট-সংলগ্ন বিশাল এক চত্বরের দিকে।

সদ্য জেগে উঠেছে বটে সূর্যদেবতা, কিন্তু ইতোমধ্যেই কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে বন্দরনগরী। চত্বর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে জনস্রোত।

সব জাতের লোক রয়েছে এদের মধ্যে। মালাবার অঞ্চলের লোক। মাড়োয়ারি। ব্রাহ্মণ। ইউরোপীয়। বার্মিজ। চিন-দেশি। আর, বাঙালি তো রয়েছেই।

BanglaBook.org

বেরিয়ে পড়েছে যে-যার কাজে।

মালামালে বোঝাই, বলদে টানা গাড়িগুলো এগিয়ে চলেছে প্রশস্ত রাস্তা ধরে।

পাশাপাশি চলেছে পশমি-নীল পরদাঘেরা, সোনালি প্রলেপ দেয়া পালকি।

দ্রুত পা চালিয়ে চত্বরটা পেরিয়ে এল প্রৌঢ়। চোখ ধাঁধানো বাড়িঘর পেরিয়ে এগিয়ে চলল বস্তি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে।

আশ্চর্য বৈপরীত্য এখানে। পরিচ্ছন্ন ঘরবাড়ির বদলে জীর্ণ, নোংরা পর্ণকুটির।

অপ্রশস্ত এক রাস্তায় পড়ল ওরা চলতে-চলতে।

মিনিট পনেরো পর নোংরা এক পুরানো চালাঘরের সামনে থামল এসে প্রৌঢ় ফাঁস্তড়ে।

'এই সেই জায়গা!' ঘোষণা করল নাটকীয় স্বরে। 'এখানেই দেখা করবে হায়দার।'

BanglaBook.org

একুশ

সরাইখানা

সক্কাল বেলাতেও সরাইখানার ভিতরটা অন্ধকার।

বাঁশের তৈরি অল্প কয়েকটা চেয়ার-টেবিল রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

বসার জন্য কোনার দিকের একটা জায়গা বেছে নিল প্রৌঢ়। ওখান থেকে নজর রাখা যাবে দরজার দিকে।

বলতে হলো না। আধ্যাত্মিক ফকিরদের মতো বেশভূষার

হাড়-টিংটিঙে এক লোক তাড়ির পাত্র এনে হাজির করল ওদের টেবিলে। লোকটার মুখমণ্ডল ভীতিকর ভাবে খুবলে খেয়েছে গুটিবসন্ত।

একটু পরে কাদামাটির বাটিতে করে এল ভাত আর তরকারি।

ডেভনশায়ারের কোয়ার্টারমাস্টার যখন সরাইখানায় প্রবেশ করল, দু'জনের খাওয়া শেষ প্রায়।

দীর্ঘ দেহের ভারতীয় লোক হায়দার। গতরখানা পোক্ত।

চল্লিশের আশপাশে হবে লোকটার দেহঘড়ির কাঁটা।

ক্ষুরের মতো ধারাল এক জোড়া চোখের মালিক। ঘন, কালো দাড়ি মুখে।

তামাক ভরা একখানা পাইপ আটকে আছে হায়দারের ঠোঁটের ফাঁকে।

এগিয়ে এল বুড়োকে দেখে। হাত বাড়িয়ে দিল কাছে এসে।

'আবার দেখা হয়ে ভালো লাগল, মোহন,' এক গাল হেসে বলল দাড়িঅলা। মাথা নাড়ল ত্রিমাল-নায়েককে ইঙ্গিত করে। নীরবে জানতে চাইল: কে এ? চোখে সন্দেহ।

'চিন্তার কিছু নেই, হায়দার,' আশ্বস্ত করল ওকে প্রৌঢ়। 'আমাদের হয়ে কাজ করছে ও।'

'প্রমাণ?' অত্যন্ত সাবধানী লোক কোয়ার্টারমাস্টার।

'আংটিটা দেখান, নায়েক,' যুবককে বলল প্রৌঢ়।

দেখল হায়দার। বাউ করল সন্তুষ্ট হয়ে।

'বলুন, কী সাহায্য করতে পারে অমানিশার এ অধম অনুসারী!'

'বসুন,' অনুরোধ করল ত্রিমাল-নায়েক।

আরেকটা চেয়ার দখল করল কোয়ার্টারমাস্টার।

'ক্যাপটেন ম্যাকফারসনকে চেনেন আপনি?' প্রথমেই জিজ্ঞেস করল নায়েক।

BanglaBook.org

মাথা দোলাল হায়দার।

'ভালো করেই চিনি।'

'ওই লোককে দরকার আমাদের।'

'সে কি ওর বাংলোতে নেই?' প্রৌঢ়ের দিকে তাকাল কোয়ার্টারমাস্টার।

'না,' বলল মোহন।

'কখন ছাড়ল বাংলো?'

'এই তো... দিন দুই আগে।'

'আচ্ছা। তা, কোলকাতায় কাজ কী লোকটার?'

'অভিযানের জোগাড়যন্ত্র করতে এসেছে,' জবাব দিল ত্রিমাল-নায়েক।

'কীসের অভিযান!'

'হামলা করতে চলেছে রাজমঙ্গলে।'

খবরটা এতটাই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কোয়ার্টারমাস্টার। ঠোঁট ফাঁক হয়ে যাওয়ায় খসে পড়ল ধূমপানের পাইপটা। ঠং-ঠনাত শব্দ তুলল পাথুরে মেঝেতে।

'রাজমঙ্গলে হামলা!'

'জি, মিথ্যে নয় কথাটা।'

'সন্দেহটা মিথ্যে নয় তা হলে!'

মুখ তাকাতাকি করল মোহন আর নায়েক।

'কীসের সন্দেহ?' জিজ্ঞেস করল যুবক।

'খেয়াল করেছি, আসা মাত্রই অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করা হচ্ছে কর্নওয়াল-এ।'

'যুদ্ধজাহাজটা? চেনেন ওটা?'

'চিনব না কেন? পুরানো এক রণতরী। ওটায় করেই তো এসেছে ক্যাপটেন ম্যাকফারসন।'

'বলতে পারবেন, কোথায় এখন জাহাজটা?'

'নোঙর ফেলেছে অস্ত্রাগারের কাছে।'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, অস্ত্র নেয়ার কথা কী যেন বলছিলেন?'

'হ্যাঁ, প্রচুর পরিমাণে রসদ আর অ্যামিউনিশন তোলা হচ্ছে জাহাজে। এ ছাড়া নেয়া হচ্ছে বিস্তর হ্যামকও। এ থেকেই বোঝা যায়, ফেরার পথে প্রচুর লোক উঠবে জাহাজে।'

'ক্রুদের মধ্যে লোক যাচ্ছে না আমাদের?' জানতে চাইল প্রৌঢ়।

'হ্যাঁ, দু'জন। পালোয়ান আর বিন্দুর।'

'চিনি ওদেরকে। কী-ভাবে জানলেন যে, ওরাই যাচ্ছে?'

'গত রাতেই কথা হয়েছে ওদের সাথে। জানিয়েছে– কর্নওয়াল এখানে এসে পৌঁছানোর আগেই ক্যাপটেনের কাছ থেকে তার গেছে ফোর্ট উইলিয়ামে। ক্রু বদলানোর কথা বলা হয়েছে ওই বার্তায়। সে-জন্য আগেভাগেই ঠিক করে রাখা হয়েছে, পালোয়ান আর বিন্দুরও থাকবে অন্যান্য ক্রুদের সাথে।'

'ক্যাপটেনের অভিসন্ধি কী, জানে ওরা?'

'মনে হয় না। জানলে বলত না? লোকমুখে যাতে না ছড়ায়, সে-জন্য সযতনে গোপন রাখা হয়েছে তথ্যটা।'

'যত জলদি পারা যায়, যোগাযোগ করতে হবে ওদের সাথে!'

'ঠেকাতে হবে কর্নওয়ালের রাজমঙ্গল অভিযান!' বলতে-বলতে উত্তেজিত হয়ে পড়ল নায়েক।

'কিন্তু কে ঠেকাবে? কী-ভাবে?'

'আমি!'

'আপনি? কী-ভাবে?' আবার প্রশ্ন করল হায়দার।

'নোঙর তোলার আগেই খতম করব ক্যাপটেনকে।'

'উঁহুঁ...' মাথা নাড়ছে হায়দার। 'মোটেই সহজ হবে না কাজটা। কঠোর নিরাপত্তা-বেষ্টনীতে জড়ানো ওই জাহাজ।'

'পারতে আমাকে হবেই। ...শুনলাম, এখানে এক বাড়ি

BanglaBook.org

আছে ম্যাকফারসনের?'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'ওখানে কি চর আছে আমাদের?'

'না।'

'কাউকে পাঠিয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে, ওই বাড়িতেই উঠেছে লোকটা?'

'চেষ্টা করতে হবে,' বলল হায়দার। 'তোমার কোনও পরিকল্পনা আছে, মোহন?'

'একজনের কথা ভাবছি...'

'কে সে?'

'নিমপোর।'

'মানে, সেই সন্ন্যাসী?'

'হুম। দেখা করতে হবে তাঁর সাথে।'

বাইশ

সন্ন্যাসী

ছোট্ট টেবিলটায় একখানা রুপি ছুঁড়ে দিয়ে নিরানন্দ সরাইখানাটা থেকে বেরিয়ে এল তিনজনের দলটা।

'কোথায় পাওয়া যাবে তোমাদের?' প্রৌঢ়ের কাছে জানতে চাইল হায়দার। 'জাহাজে ফিরতে হবে আমাকে।'

'কোলকাতায় যদ্দিন আছি, থাকছি বিন্ধ্য সাধুর ওখানে,' বলল ফাঁসুড়ে। 'কখন আবার দেখা হচ্ছে তা হলে?'

'আগামী কাল দুপুরে একবার দেখা করার চেষ্টা করব।

BanglaBook.org

জাহাজ বোঝাই করার ঝক্কি তো কম না। এন্তার কাজ। কিছু দিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ছি তো!'

'কোথায় চললেন এ-বার?'

'সিলন। ...কালকের আগপর্যন্ত বিদায় তা হলে।'

ফিরে চলল হায়দার।

ব্যস্ত চত্বর ধরে পথ করে চলতে লাগল প্রৌঢ় আর ত্রিমাল-নায়েক।

কিছুক্ষণের মধ্যে গঙ্গার ধারে এসে উপস্থিত হলো আবার। চড়ে ওঠা দিনের তাপমাত্রা এড়াতে নদীর ধারে গজিয়ে ওঠা গাছপালার নিচে দিয়ে চলল পা চালিয়ে।

উত্তর দিক লক্ষ্য করে চলেছে। নদীর উৎসমুখের কাছে।

হাঁটতে-হাঁটতে পিছনে পড়ল নগরীর কেন্দ্রস্থল।

ভারতীয়দের একটা কলোনি ওদের গন্তব্য।

প্রাসাদবাড়ি, পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত রাস্তা, ধনী লোকেদের পালকি– শিগগিরই অদৃশ্য হলো এ-সব জীবন্ত ক্যানভাস থেকে। সেগুলোর বদলে চোখে পড়তে লাগল চালাঘর, কুঁড়ে, জীর্ণ বহির্বাটির বিশৃঙ্খলা, ইত্যাদি।

জনাকীর্ণ রাস্তাগুলো কর্দমাক্ত। আর খুবই সঙ্কীর্ণ। বাঁক নিচ্ছে একটু পর-পর।

জনমানুষের ভিড়েই পোষা প্রাণীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে বড় আকারের হাড়গিলে পাখি। ভয়ডর নেই। খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে ধুলো-ময়লার মধ্যে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় জোগান অপ্রতুল।

পতিত এলাকার ভুলভুলাইয়ার ভিতর দিয়ে পথ চিনে-চিনে বিশাল এক মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হলো প্রৌঢ় আর ত্রিমাল-নায়েক।

আবর্জনাময় ঘিঞ্জি এ এলাকায় এক মাত্র মন্দিরটাই দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে।

চারপাশটা একবার তাকিয়ে দেখে নিল প্রৌঢ়। সন্তুষ্ট হয়ে

BanglaBook.org

চওড়া সিঁড়ি বাইতে আরম্ভ করল মন্দিরের।

এক সময় উঠে এল উপাসনালয়টার প্রবেশমুখের কাছে।

এখানে, দরজাটার পাশে বসে রয়েছে এক সন্ন্যাসী।

'এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি,' ফিসফিসে স্বরে ঘোষণা করল মোহন।

কেঁপে উঠল নায়েক লোকটাকে দেখে।

জীবন্ত কঙ্কাল বললে ভুল হবে না সন্ন্যাসীকে। কুঞ্চিত মুখটায় লাল আর কালোয় আঁকা উল্কি। পুরু করে ছাই মেখেছে ভুরু জোড়ায়।

লম্বা, ঘন দাড়ি নেমে এসেছে লোকটার কোমর অবধি। মাথার ময়লা চুলগুলোও লম্বা। চিরুনি কিংবা ক্ষুরের ছোঁয়া লাগেনি বোধ হয় জিন্দেগিতে।

কোমর অবধি আদুল সন্ন্যাসী। স্রেফ চার আঙুল প্রস্থের চিলতে এক কৌপীন দিয়ে ঢাকা লোকটার লজ্জাস্থান।

কিন্তু এ-সব নয়, ত্রিমাল-নায়েককে আকৃষ্ট করল সন্ন্যাসীর বাঁ হাতটা।

ভাঁজ করা অবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে এক ভাবে রেখে দেয়ার কারণে চামড়া-মাংস শুকিয়ে আক্ষরিক অর্থেই বেরিয়ে পড়েছে হাতটার ভিতরের হাড়।

চামড়ার ফিতের সাহায্যে শরীরের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে হাতটা। বেরিয়ে পড়া হাড়ের ফাঁকগুলো পূরণ করা হয়েছে ধুলো-মাটি দিয়ে! পবিত্র হিসাবে বিবেচ্য এক জাতের চির-হরিৎ গুল্মের চাষ করা হচ্ছে সেখানে! সুন্দর গন্ধের সাদা-সাদা ফুল ধরেছে ওই উদ্ভিদে।

সবচাইতে ভয়ের বিষয় হলো বাঁ হাতের নখগুলো।

হাতটা মুঠো করে রয়েছে সন্ন্যাসী। কবে থেকে, কে জানে! শিকারি পাখির মতো বাঁকানো, কালো নখগুলো বিদ্ধ করেছে তালু! উলটো পিঠ ফুঁড়ে বেড়ে উঠেছে অবলীলায়! কিন্তু লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে, খুবই স্বাভাবিক যেন

BanglaBook.org

এটা।

হরেক রকমের সাধু রয়েছে ভারতবর্ষ জুড়ে। অঘোরী। দণ্ডী। আকাশমুখী। নাগা। পরমহংস...

যার-যার স্বতন্ত্র আচার মেনে চলে এরা।

সাধারণ চোখে, আনুষ্ঠানিক ভাবে জাগতিক মোহ ত্যাগ করে পথে-ঘাটে একাকী ঘুরে বেড়ায় যারা, তারাই সন্ন্যাসী।

কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে দেখলে, খুঁজে পাওয়া যাবে বৈচিত্র্য।

যেমন...

অঘোরীদের বসবাস শ্মশানে-শ্মশানে। মৃতদের নিয়ে কারবার তাদের।

দণ্ডীদের বৈশিষ্ট্য তাদের নামের মাঝেই নিহিত। সব সময়ই সাথে একটা লাঠি বহন করে তারা। এমন কী ঘুমানোর সময়েও কাছছাড়া করে না লাঠিটা।

দীক্ষার অংশ হিসাবে আকাশমুখীরা মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে, যদ্দিন পর্যন্ত না অমনীয় হয়ে পড়ে ঘাড়ের পেশি। সাধনায় সিদ্ধি লাভ শেষে এমন অবস্থা হয় যে, তখন আর ঘাড় নামাতে পারে না আকাশমুখীরা, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে মাথাটা।

পরিধানের সমস্ত বস্ত্র ত্যাগ করে নিজেদের নামের সার্থকতা প্রমাণ করে নাগারা। সম্পূর্ণ নাঙ্গা শরীরে ছাই মেখে স্রেফ একটা তলোয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়ায় যত্রতত্র।

যে-সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ত্রিমাল-নায়েকরা, সে একজন পরমহংস।

সন্ন্যাসীকুলের মধ্যে *সবচাইতে পবিত্র* হিসাবে শ্রদ্ধা করা হয় এদের।

বলা হয়ে থাকে, খাবার কিংবা পানীয় ছাড়াই হাজার বছর বেঁচে থাকতে পারে পরমহংসরা।

শীত বা গ্রীষ্ম কোনও ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে না এদের উপরে।

BanglaBook.org

আনন্দ কিংবা বেদনাও না।

'নিমপোর,' শ্রদ্ধা ভরে সম্বোধন করল প্রৌঢ়। মাথাটা নত ওর নিশ্চল সন্ন্যাসীর সামনে। 'দেবী অমানিশার প্রয়োজন আপনাকে।'

'আমার জীবনটাই তো উৎসর্গ করেছি দেবীর তরে,' মোহনের দিকে না তাকিয়েই বলল পরমহংস। 'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'মহান সূর্যধন।'

'গঙ্গার পবিত্র জলের অধিকারী সূর্যধন?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। বলো, কী সাহায্য লাগবে।'

'বিপজ্জনক এক লোককে খুঁজছি আমরা। ওকে সরিয়ে দেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে...'

'তার মানে– খতম?'

'জি-হ্যাঁ।'

'লোকটার অপরাধ?'

'ঘোঁট পাকাচ্ছে আমাদের প্রধান ঘাঁটি আক্রমণের উদ্দেশ্যে।'

সন্ন্যাসীর ঠোঁট দুটোতে আক্ষেপের চিহ্ন ফুটল কি ফুটল না।

'রাজমঙ্গল!'

'জি।'

'এত বড় সাহস? কে এই নরাধম?'

'ক্যাপটেন ম্যাকফারসন।'

'পুরো নাম...'

'হ্যারি ম্যাকফারসন,' বলল ত্রিমাল-নায়েক।

'তো, সে লোক এখন কোথায়?'

'এখানেই,' বলল প্রৌঢ়। 'এই কোলকাতায়। আজই ফিরেছে নিজের বাংলো থেকে।'

BanglaBook.org

'হুম। তা, ঠিক কী চাও তোমরা আমার কাছে? খুন করি– তা নিশ্চয়ই না?'

'তা তো নয়ই?'

'তা হলে?'

'আমাদের আসলে জানা দরকার, ঠিক কোথায় রয়েছে লোকটা...'

সামান্য অবাক মনে হলো পরমহংসকে।

'এই না বললে– এখানে!'

'তা বলেছি। আসলে, জানতে চাইছি, কোলকাতার ঠিক কোথায়...'

'আচ্ছা, বুঝলাম।' একটু যেন চিন্তা করল পরমহংস। 'কোথায়-কোথায় থাকতে পারে, ধারণা আছে কোনও?'

'হ্যাঁ। একটা ভিলা আছে ওর এখানে...'

'খোঁজ নাওনি?'

'না। সেটা বিপজ্জনক হতো।'

'তা হতো। তা হলে জানতে চাও তোমরা, নিজের ভিলায় রয়েছে কি না লোকটা?'

'আপাতত তা-ই।'

'কত তাড়াতাড়ি প্রয়োজন খবরটা?'

'আজ রাতের মধ্যে হলেই ভালো হয়।'

'আচ্ছা। খোঁজ লাগাচ্ছি আমি।'

'শুকরিয়া!' ভক্তিতে গদগদ কণ্ঠে বলল মোহন। 'পারা যাবে তো?'

'আমার উপরে ছেড়ে দাও সেটা। সাপঅলাদের ডেকে পাঠাচ্ছি এ কাজের জন্য।'

'সাপুড়ে! ওরা কী সাহায্যে আসবে?'

'সময়মতোই দেখতে পাবে সব কিছু। ...যাও এখন। প্রার্থনার জন্য আহ্বান করছেন বিষ্ণু।'

চোখ দুটো নিচের দিকে রেখে অতি ধীরে উঠে দাঁড়াল

BanglaBook.org

নিমপোর। কোনও রকম সম্ভাষণ না জানিয়ে ঢুকে পড়ল মন্দিরের মধ্যে।

তেইশ

বিন্ধ্য

ব্রিটিশ অধ্যুষিত এলাকার উদ্দেশে ফিরে চলল প্রৌঢ় আর ত্রিমাল-নায়েক।

গঙ্গার পাড় অনুসরণ করে শিগগিরই ফিরে এল নিজেদের ডিঙিটার কাছে।

'বিন্ধ্যর ওখানে,' নির্দেশ দিল প্রৌঢ়।

নৌকার সামনের দিকে জায়গা নিল মোহন।

ছোট্ট জলযানটা বেরিয়ে পড়ল আবার খোলা নদীতে।

হালের দায়িত্ব নিয়েছে প্রৌঢ়।

ঘাট আর গাছপালার দিকে নজর রাখছে ত্রিমাল-নায়েক।

এই মুহূর্তে আগুন জ্বলছে ঘাটগুলোর গোড়ার কাছে। ফুলকি আর ধোঁয়ার মেঘ আলস্য ভরে ভেসে যাচ্ছে নদীর উপর দিয়ে।

খানিক পর-পরই তারের[৭] বাজনা কানে আসছে ওদের। করুণ সেই ধ্বনি ঘোষণা করছে, শবদাহ শুরু হয়েছে কারও।

চিতায় শোয়ানো মৃত দেহ ঘিরে ভিড় করা লোকেদের চোখে পড়ছে নদী থেকে।

---

[৭] তারে: পিতলের ট্রামপেট।

BanglaBook.org

মৃত্যুদেবতা যমের উদ্দেশে প্রার্থনামন্ত্র পড়ে চলেছে মৃতের আপন জন আর আত্মার আত্মীয়রা।

চিতার আগুন নিভলে পরে লাশ-পোড়া ছাই সংগ্রহ করবে মৃতের পরিবারের লোকজন। পবিত্র নদীর বুকে ছিটিয়ে দেয়া হবে ভস্ম।

বিশ্বাস করা হয়, স্বর্গের সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে গঙ্গার। জলময় এ পথ ধরেই নাকি ও-পারে পৌঁছায় বিদেহী আত্মা।

চিতার আয়োজন ছাড়াও বেশ কয়েক বারই মরণাপন্ন কাউকে দেখতে পেল ত্রিমাল-নায়েক। আত্মীয় পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে মৃত্যুপ্রতীক্ষায়।

বেশির ভাগ ভারতীয় যখন বুঝতে পারে যে, মৃত্যু ওর আসন্ন, তৎক্ষণাৎ ঠাঁই নেয় গিয়ে গঙ্গার ধারে। প্রস্তুত হতে থাকে ব্রহ্মার কৈলাসে প্রবেশ করার জন্য।

নদীর নিকটবর্তী কোনও একটা গাছের নিচে বসে পড়ে লোকটা এক খণ্ড ঘাসের চাপড়া খুঁজে নিয়ে। নীরবে অপেক্ষা করতে থাকে অমোঘ নিয়তির।

শেষ সময় যখন কাছিয়ে আসতে থাকে, নিজের শেষ-চাওয়ার কথা জানিয়ে যায় মৃত্যুপথের যাত্রী।

আত্মীয় পরিজনরা তখন সারা গায়ে কাদা মাখিয়ে দেয় লোকটার। নদী থেকে আনা পবিত্র জল ছিটায় মৃত্যুপথযাত্রীর মুখে।

অন্যরা যখন চিতা প্রস্তুত করছে, পুরোহিত ব্রাহ্মণ তখন বিশেষ এক পাতা গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দেয় মরণাপন্নের শরীরে।

মন্দির, বসতি আর ভারতীয় কলোনির বাজার-এলাকার গোলকধাঁধা পেরিয়ে আরও মাইল দুই এগোল ত্রিমাল-নায়েকদের ডিঙি। ল্যাটানি আর নারকেলে ছাওয়া উঁচু এক

BanglaBook.org

পাড়ে এসে ঠেকল।

জনমানব নেই ওখানটায়।

নৌকাটাকে পাড়ে তোলার নির্দেশ দিয়ে লাফিয়ে ডাঙায় নামল প্রৌঢ়।

'বিন্ধ্যর বাড়িতে গিয়ে খুঁজো আমাকে দরকার হলে,' বলল ও দাঁড়িদের।

ত্রিমাল-নায়েককে ইশারা করল ওকে অনুসরণ করতে।

এগিয়ে চলল ওরা সুবিশাল এক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ লক্ষ্য করে।

ওই ধ্বংসস্তূপ আসলে লক্ষ্য নয় ওদের; চলেছে ওটার আশপাশে গজিয়ে ওঠা কিছু কুঁড়ের উদ্দেশে।

কর্দমাক্ত একাধিক সড়ক পেরোল ওরা।

এগিয়ে চলল অযত্ন-অবহেলার কারণে ইচ্ছে মাফিক বেড়ে ওঠা বাগ-বাগিচার ভিতর দিয়ে।

শেষ পর্যন্ত থামল এসে পাথরের তৈরি জীর্ণ এক বহির্বাটির সামনে।

নারকেল পাতায় ছাওয়া বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে শান্ত এক বিলের ধারে।

কুঞ্চিত চেহারার এক বুড়ো মানুষ বসে রয়েছে পাথরের কুটিরটির দাওয়ায়।

শুকনো এক গাছি পাতা দেখা যাচ্ছে লোকটার হাতে। হাতে আর বাহুতে ছাই লেপা। এই বৈশিষ্ট্য বলে দিচ্ছেঃ বৃদ্ধ একজন রামানন্দী।

রামানন্দীরাও সন্ন্যাসী। দশাবতারের অন্যতম, মহান দেবতা রামচন্দ্রের অনুসারী এরা।

শুকিয়ে ওঠা লাল কাদা লেপটে রয়েছে রামানন্দীর লম্বা, ধূসর চুলগুলোয়। মাথার উপরে পাগড়ির মতো চুড়ো হয়ে রয়েছে চুলের বোঝা।

পরিষ্কার কামানো মুখ লোকটার। তবে পাতলা এক

BanglaBook.org

জোড়া জুলফি মুখের দু'পাশ থেকে নেমে এসেছে একেবারে চিবুক ছাড়িয়ে। এতটাই দীর্ঘ হয়েছে যে, প্রায় স্পর্শ করছে মাটি। বাহু জোড়া, বুক আর কপালে মাটি আর গোবরের মিশ্রণ দিয়ে তিনটে করে দাগ টানা।

হাঁটুর উপরে একখানা রুমাল বিছিয়ে রেখেছে বুড়ো রামানন্দী।

প্রৌঢ় মোহন এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। মাথা নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি, সাধুবাবা।'

মোহনের দিকে চোখ তুলে চাইল রামানন্দী।

'অমানিশার ইচ্ছাই আদেশ আমার জন্য,' জবাব দিল লোকটা। 'কী চাও, বলো।'

'থাকার জায়গা দরকার আমাদের আপাতত।'

'এ আর কী সমস্যা। আমার এই গরিবখানা তো তোমাদেরই জন্য।'

'...এরপর লাগবে আপনার পরামর্শ।'

'অমানিশার সেবকদের সেবাই আমার সন্তুষ্টি,' মারফতি কণ্ঠে আওড়াল রামানন্দী। 'এসো, ভিতরে এসো।'

বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল রামানন্দী। হাত থেকে পাতাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রবেশ করল কুঁড়ের মধ্যে।

সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করে ছোট এক কামরায় এসে ঢুকল মোহন আর ত্রিমাল-নায়েক।

নারকেল পাতার মাদুরের নিচে ঢাকা পড়েছে কামরার মেঝে।

দেয়ালগুলোতে কলা পাতা ঝোলানো, ঠাণ্ডা আর সতেজ রাখছে ঘরের ভিতরটা।

রয়েছে অল্প কিছু আসবাব। বড় এক পোড়া মাটির পাত্র, যেটায় খাবার রাখে সাধু। শেকড়বাকড় রাখার জন্য খড়ের একখানা বাক্স। আর কোনার দিকে গুটিয়ে রাখা কয়েকখানা

BanglaBook.org

মাদুর। বিছানার কাজ চালায় এগুলো দিয়ে।

ইশারায় ত্রিমাল-নায়েককে আরাম করতে বলল প্রৌঢ়। তারপর বুড়োকে নিয়ে চলে গেল এক কোনায়।

মিনিট কয়েক কী জানি গুজুর-গুজুর-ফুসুর-ফুসুর করল দু'জনে মিলে।

কথা শেষ হলে ফিরে এসে ত্রিমাল-নায়েকের সামনে আসনপিঁড়ি হলো মোহন।

'সূর্যধনের বিশেষ বার্তা বাহক উনি,' জানাল নায়েককে। 'অনুগত ও বিশ্বস্ত সেবক ওঁর,' বলল ভক্তি ভরে।

মাথা দোলাল নায়েক।

'আমাদের কাজের ব্যাপারে জানিয়েছি সব সাধুবাবাকে,' বলে চলল মোহন। 'সর্বত্র চোখ-কান রয়েছে ওঁর। আর নানান বিষয়ে জ্ঞান রাখেন প্রচুর। মূল্যবান পরামর্শ দেবেন তিনি আমাদের কাজের ব্যাপারে।'

'খুব ভালো,' হাই চেপে বলল ত্রিমাল-নায়েক।

দরজাটা বন্ধ করে দিল রামানন্দী।

তিনটে কাপ আর সোনালি এক বোতল বের করল বুড়ো বড়সড় এক পাত্রের ভিতর থেকে। আরক পানের আহ্বান জানাল মেহমানদের।

বিশেষ এক গাছের বাকল দিয়ে বানানো হয়েছে গুণে-মানে অনন্য এই তরল।

'নির্দ্বিধায় আলাপ করতে পারো এখানে,' মোহনকে আশ্বস্ত করল রামানন্দী।

'আপনি জানলেন, কেন আমরা এখানে। ...কী মনে হয় আপনার, ক্যাপটেনের সন্ধান দিতে পারবেন পরমহংস?'

'পারবে।' একদম নিশ্চিত যেন রামানন্দী। 'সবখানেই লোক রয়েছে ওর। কোনও কিছুই ফাঁকি দিতে পারবে না ওর গুপ্তচর বাহিনীকে।'

'লোকটাকে খুঁজে বের করাই শুধু যথেষ্ট নয়,' বলে উঠল

BanglaBook.org

ত্রিমাল-নায়েক। 'খুন করতে হবে ওকে। সে-জন্য কাছাকাছি যেতে হবে লোকটার।'

'সেটাও পেরে যাবে।'

'কী-ভাবে? নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়েছে নিশ্চয়ই ক্যাপটেন ম্যাকফারসন। চমকে দেয়া সহজ হবে না ওকে।'

'না। অন্য পথ ধরব।'

'কী সেটা?'

'ফাঁদ। টোপ ফেলতে হবে লোকটার সামনে।'

'উঁহুঁ।' মাথা নাড়ছে ত্রিমাল-নায়েক। 'খুবই সতর্ক লোক এই ম্যাকফারসন। ও-সব টোপ-ফোপে কাজ হবে না।'

মৃদু হাসি ফুটল রামানন্দীর ঠোঁটে।

'হয় কি না-হয়, সময় হলেই দেখতে পাবে সেটা। খবর কিংবা তথ্যের জন্য মরিয়া হয়ে আছে লোকটা। লোভনীয় কোনও টোপ যদি ফেলা যায় ব্যাটার নাকের সামনে, গেলার জন্য এগিয়ে আসবে ঠিকই।'

'কী বলতে চাইছেন আপনি?'

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।'

'বলুন আমাদেরকে।'

'বলব। আগে জানাটা জরুরি, কোথায় রয়েছে আমাদের ক্যাপটেন।'

'তারপর লোভ দেখিয়ে ব্যাটাকে ফাঁদে ফেলার ইচ্ছা?'

'হুম।'

'কিন্তু... এত সহজে কি ভুলবে?'

'ভুলবে, ভুলবে,' বলল রামানন্দী দৃঢ়তার সঙ্গে। 'লোকটা হয়তো জানে, রাজমঙ্গলে আস্তানা রয়েছে আমাদের। কিন্তু কী করে ঢুকতে হবে ওই আড্ডাখানায়, তা তো আর জানা নেই ওর। সে-কারণেই, অভিযানের সফলতা নিশ্চিত করবার নিয়তে যে-কোনও কিছুতে রাজি হয়ে যাবে লোকটা।'

'তা অবশ্য ঠিক,' স্বীকার করতে বাধ্য হলো নায়েক।

BanglaBook.org

'হ্যাঁ।' একমত হয়ে মাথা নাড়ল প্রৌঢ়ও। 'সঠিক তথ্যটা না পেলে মুশকিল হয়ে যাবে ম্যাকফারসনের জন্য। মাসের পর মাস চিরুনি-খোঁজা খুঁজলেও আস্তানার খোঁজ পাবে না ও আমাদের।'

'সে-জন্যই বলছি,' হাসি খেলা করছে রামানন্দীর চেহারায়। 'টোপ ওকে গিলতে হবেই। আসতেই হবে ওকে এখানে।'

'এখানে!' বিস্ময় প্রকাশ করল ত্রিমাল-নায়েক। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ও রামানন্দীর দিকে।

'হুম, এখানে।'

'কে ওকে নিয়ে আসবে এখানে?'

'আমিই আনব।'

'কী করে আনবেন?'

'ওই যে বললাম... খবর দেয়ার লোভ দেখাব।'

'একা কিন্তু আসবে না লোকটা,' খেয়াল করিয়ে দিল নায়েক।

'তাতে কী-বা যায়-আসে?'

'বড়সড় একটা দল নিয়ে আসবে,' ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝাবার প্রয়াস পেল নায়েক।

'চাইলে দুই রেজিমেন্ট সেপাই নিয়ে আসতে পারে লোকটা। কিচ্ছু যায়-আসে না তাতে,' বলে রহস্যময় হাসল রামানন্দী। 'একটা চোরা পথ আছে আমার এই বাড়ি থেকে পুরানো মন্দির পর্যন্ত। ওরা যদি আমাদের উপর হামলা করতে চায়, আগেই চুপিসারে কেটে পড়ব আমরা।'

বুকের উপরে হাত দুটো জড়ো করল বিন্ধ্য।

'দেবী অমানিশার জয় হোক। খড়্গ হানুন তিনি দুশমনদের উপরে। ক্যাপটেন ম্যাকফারসন ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা করছে তো আমাদের! পা-ই রাখতে পারবে না লোকটা রাজমঙ্গলে।'

BanglaBook.org

চব্বিশ

সাপুড়ের দল

পরে, ত্রিমাল-নায়েক আর প্রৌঢ় মোহন যখন রামানন্দীর কুটির থেকে বেরিয়ে এল, ততক্ষণে অস্তাচলে গেছে সূর্যটা। পবিত্র নদীর উপরে খুব দ্রুত নেমে আসতে শুরু করেছে অন্ধকার।

অল্প দূরত্ব রেখে ওদের পিছন-পিছন এল ছয় দাঁড়ি। পিস্তল আর ছোরা বের করে রেখেছে ওরা সতর্কতার অংশ হিসাবে।

গঙ্গার ধারে এসে পৌঁছানোর পর নৌকা নামিয়ে ওতে চড়ে বসল আটজনের দলটা।

শুরু হলো যাত্রা।

রাতটা বড় মায়াবি।

তারায়-তারায় ছেয়ে রয়েছে আকাশ। তারই মাঝ দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে চাঁদ। অকৃপণ ভাবে আলো বিলাচ্ছে ভারতীয় কলোনির অসংখ্য মন্দিরের উপর। রুপালি হয়ে আছে মন্দিরের গম্বুজ, মোচাকৃতি চূড়া আর ঘণ্টাঘরগুলো।

দূরে, অগণন লণ্ঠনের আলোয় অবগাহন করছে রুপালি নগরী।

আরও দূরের দক্ষিণে সারি-সারি উজ্জ্বল বিন্দু। রাতের অবসরে নোঙর ফেলা জাহাজ আর নৌকা ওগুলো।

ঝুঁকে বসে যন্ত্রের মতো হাত চালাচ্ছে দাঁড় বাহকরা।

BanglaBook.org

এঁকেবেঁকে নানান ধরনের জলযানকে পাশ কাটিয়ে শরবেগে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে নদীর। নির্দিষ্ট একটা তীর ওদের লক্ষ্য।

ছোট এক ভগ্ন ঘাটে এসে ভিড়ল ওদের নৌকা, যেটা চলে গেছে পুরানো এক মন্দির অভিমুখে।

ঘাটে বাঁধা হলো নৌকা।

'এসো আমার পিছনে,' সবার উদ্দেশে বলল প্রৌঢ়।

নামল দাঁড়িরা ডিঙি থেকে। ভাঙতে লাগল চওড়া সিঁড়িগুলোর ধাপ।

ক্ষয়া হাতের সাধুটিকে দেখতে পেল ওরা মন্দিরের কাছাকাছি এসে।

একেবারে উঁচু ধাপটায় বসে অপেক্ষায় রয়েছে লোকটা। গাঢ় রঙের ঢিলেঢালা একখানা দাগবাব চড়িয়েছে গায়ে।

'শুভ সন্ধ্যা, নিমপোর,' সম্ভাষণ জানাল প্রৌঢ়। 'জানতাম, এখানেই পাওয়া যাবে আপনাকে।'

'হ্যাঁ... তোমাদের অপেক্ষাতেই ছিলাম।'

এখনও নিচের দিকে সেঁটে রয়েছে পরমহংসের চোখ দুটো।

'তা, জানতে পারলেন কিছু?'

'সত্যি বলতে, নির্দিষ্ট করে জানতে পারিনি কিছু। তবে... ক্যাপটেন ম্যাকফারসন যে তার ভিলাতেই রয়েছে, নিশ্চিত হবার কারণ খুঁজে পেয়েছি আমি।'

'আপনি দেখেননি ওকে?'

'না, দেখিনি।'

'তা হলে নিশ্চিত হলেন কী-ভাবে?'

'ওই শোনো!'

কান পাতল ওরা বাতাসে।

দূরে কোথাও থেকে ভেসে এল ঢাক, খোল আর

BanglaBook.org

ঢোলকের সম্মিলিত আওয়াজ।

এক তালে হয়ে চলেছে বাজনাটা। মুহূর্তে-মুহূর্তে বাড়ছে সেই আওয়াজ।

'কারা ওই যন্ত্রী?' জানতে চাইল প্রৌঢ়।

'সাপঅলা,' স্মিত হেসে জবাব দিল পরমহংস। 'বলেছিলাম না তোমাদেরকে?'

'তার মানে, আপনার পরিকল্পনার অংশ ওরা?'

'জানতে পারবে শিগগিরই।'

উঁচু ধাপটায়, পরমহংসের পাশে এসে উঠল প্রৌঢ় আর ত্রিমাল-নায়েক। দেখতে পেল, অগণিত মশাল জ্বলছে গঙ্গার ধার ঘেঁষে। এগিয়ে আসছে ওগুলো মন্দিরের দিকে।

'ধরতে পেরেছি মনে হয় পরিকল্পনাটা,' হেসে বলল প্রৌঢ়।

'ভিলার সামনে গিয়ে অপেক্ষা করো আমাদের জন্য,' নির্দেশ দিল নিমপোর।

'আসুন, নায়েক,' ডাকল মোহন।

আরেক সারি সিঁড়িপথ ধরে মন্দিরের পিছন দিক দিয়ে নেমে চলল দু'জনে।

কতক নারকেল আর কলা গাছ জন্মানো ছোট এক ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে এসে থেমে দাঁড়াল সাদা পাথরে গড়া ক্যাপটেনের বাংলো-বাড়ির সামনে।

উঁচু, ঢালু ছাত বাড়িটার। নীল রং করা কাঠের বড়-বড় থামবিশিষ্ট বিরাট এক বারান্দা।

উঁচু-উঁচু পালমিরা তাল গাছগুলো আগলে রেখেছে যেন বাড়িটাকে।

জানালা-খোলা বাংলো-বাড়ির কামরাগুলো যদিও অন্ধকার, তবে একজন অন্তত সশস্ত্র প্রহরী নিশ্চয়ই থাকবে দরজায়।

'ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের বাংলো এটা?' জানতে চাইল

BanglaBook.org

ত্রিমাল-নায়েক। অল্প কাঁপছে ওর কণ্ঠ।

'হুম,' জবাব মোহনের।

'ওখানেই পাওয়া যাবে লোকটাকে?'

'সেটা জানার জন্যই তো এলাম।'

'জানা যাবে, একবার যদি ভিতরে ঢুকতে পারি।'

'তা যাবে। কিন্তু চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিন মাথা থেকে। ঢোকার চেষ্টা করতে গেলে ধরা পড়ে যাবেন সঙ্গে-সঙ্গে। সাবধানী লোক এই ম্যাকফারসন। একাধিক সেপাই পাহারায় থাকার সম্ভাবনা বাংলোতে। দেহরক্ষীর সংখ্যাও নিতান্ত কম হবার কথা নয় লোকটার।'

'কী করা উচিত এখন আমাদের?' সংশয়াকুল কণ্ঠে প্রশ্ন রাখল ত্রিমাল-নায়েক।

'নিমপোরের উপরেই ছেড়ে দিন ওটা। আসুন, এই গাছটার নিচে বসে অপেক্ষা করি সাপুড়েদের জন্য।'

মশালধারীরা যত এগিয়ে এল, রাতের বাতাস ততই ভরে উঠতে লাগল গোলমালের আওয়াজে।

উজ্জ্বল আলোয় অল্প পরেই নেয়ে উঠল মন্দিরের পিছন দিককার সিঁড়িপথ। কম্পমান শিখার দীপ্তিতে সোনালি আভা বিলাতে লাগল খোদাই করা প্রাচীন স্তম্ভগুলো।

ফাঁকা জায়গাটায় এসে থেমে গেল ভিড়টা।

পিছন ফিরে অধোমুখে সম্মান জানাল তারা মন্দিরের উদ্দেশে। এরপর চলল বাংলো-বাড়িটা লক্ষ্য করে। ক্রমে উচ্চকণ্ঠ হচ্ছে এগোনোর সঙ্গে-সঙ্গে।

সাপুড়ে ছাড়াও আরও প্রায় দু' শ' লোক চলে এসেছে নিমপোরের ডাকে। সাপের খেলা দেখবার কথা বলা হয়েছে ওদের।

পথ দেখিয়ে সাপুড়েদের বাংলোর দিকে নিয়ে চলল পরমহংস।

BanglaBook.org

অতি সাধারণ চেহারার লেঙট এই সাপঅলাদের পরনে, সামান্যই ঢাকতে পারছে নিতম্ব।

একটা করে পেটমোটা বাঁশি রয়েছে প্রত্যেকের হাতে। লাউয়ের খোল আর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বানানো হয়েছে বিশেষ এই বাদ্য।

এক দল বাহক চলেছে বাদকদের পিছন-পিছন।

সাপে ভরা গোলাকার ঝুড়ি বইছে কেউ।

অন্যরা নিয়ে আসছে দুধ ভরা বিরাট ভাণ্ড। বিপজ্জনক সরীসৃপগুলোকে তুষ্ট করতে ভোগের এই আয়োজন।

জনা কুড়ি যন্ত্রী আসছে বাহকদের পিছনে বাজাতে-বাজাতে।

খোল, ঢোলক আর তবলা বাদক যেমন রয়েছে এদের মধ্যে; তেমনি রয়েছে বংশী বাদকেরা। বাঁশরি আর নাকের-বাঁশি বাজাচ্ছে ওরা।

এমন কী বেহালার মতো চেহারার সারিন্দাও বাজিয়ে চলেছে কেউ-কেউ।

দলের একদম শেষে রয়েছে ছয় থেকে আট ডজন সন্ন্যাসী। দণ্ডী, নাগা, আকাশমুখী– প্রায় সবাই রয়েছে দলটায়।

মশাল আর নৈবেদ্যে ভরা কাদামাটির পাত্র বইছে সন্ন্যাসীরা।

ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের বাংলো-বাড়ির সামনে এসে থামল ভিড়টা।

বড় এক চক্র তৈরি করে জমায়েতটা ছড়িয়ে পড়তেই হট্টগোলের আওয়াজ বেড়ে গেল দ্বিগুণ। বাংলোর সামনেটা আলোয় ভাসিয়ে দিল লণ্ঠন আর মশালগুলো।

এখন জানালা কিংবা বারান্দায় যদি কেউ এসে দাঁড়ায়, দেখা যাবে পরিষ্কার।

সাপুড়েরা সকলেই দীর্ঘদেহী। মুখে লম্বা দাড়ি আর দড়ির

BanglaBook.org

মতো পাকানো পেশি গতরে।

যন্ত্রশিল্পীরা না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল লোকগুলো। তারপর এসে জড়ো হলো ভিড়ের তৈরি চক্রের মাঝখানটায়।

সাপ ভর্তি ঝুড়িগুলো মাটিতে নামিয়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হলো বাহকদের।

সাপুড়ের দল যখন প্রস্তুতি নিচ্ছে, সাধু-সন্ন্যাসীদের পাশ কাটিয়ে বাংলোর আরেকটু কাছে এগিয়ে চলল সতর্ক পরমহংস।

কলা গাছটার নিচে, যেটার তলায় বসে অপেক্ষা করছিল মোহন আর ত্রিমাল-নায়েক, এসে দাঁড়িয়ে পড়ল নিমপোর।

'জানালাগুলোর দিকে নজর রাখো,' বলল সন্ন্যাসী। 'ক্যাপটেন যদি থেকে থাকে ওখানে, দেখা দেবে আমাদের।'

'হ্যাঁ... চোখ সরাচ্ছি না ও-দিক থেকে,' বলল প্রৌঢ়।

'খেয়াল আমিও রাখছি। হয়তো বয়স হয়ে গেছে আমার, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি এখনও প্রখর। সাপুড়েরা বিদায় নিলে মন্দিরে গিয়ে অপেক্ষা কোরো আমার জন্য।'

নিজেদের বিশেষ বাঁশি হাতে তৎপর হলো সাপুড়েরা।

দর্শকদের চক্রটার ভিতরে ছোট আরেকটা বৃত্ত তৈরি করে সুর তুলতে আরম্ভ করল বাঁশিতে।

মিষ্টি এক ধরনের বিষণ্ন সুর ভরিয়ে তুলল বাতাস।

নড়তে আরম্ভ করেছে ঝুড়িগুলো। ঢাকনাগুলো উঁচু হচ্ছে ধীরে-ধীরে।

কয়েক সেকেণ্ড পর, ফণা তোলা এক গোখরো পেট ঘষটে-ঘষটে চলতে লাগল জমিনের উপর দিয়ে।

লম্বায় দুই মিটারেরও বেশি হবে সাপটা। হলদে-বাদামি আঁশ সারা গায়ে। আর চোখের চারপাশে ঘন কালো চাকতির মতো।

অশুভ হিসহিস শব্দ তুলতে লাগল সরীসৃপ, বেরিয়ে পড়েছে বিষদাঁত।

BanglaBook.org

সভয়ে পিছু হটল জনতা। গোখরোটার ছোবল কত মারাত্মক হতে পারে, জানা আছে ওদের।

কিন্তু কারও উপর আঘাত হানার আগেই খপ করে সাপটার পেটের কাছে ধরে ফেলল সাপঅলা। ছুঁড়ে দিল শূন্যে।

হিসহিসানির আওয়াজ বেড়ে গেল ক্রোধান্বিত সরীসৃপটার। মাটির দিকে নেমে আসতে-আসতে মোচড় খেতে লাগল কিলবিলে দীর্ঘ শরীরটা।

মাটি স্পর্শ করার আগেই সাপটার লেজ ধরে ফেলল সাপুড়ে। আরেক হাতে চেপে ধরল গলা।

চাপ খেয়ে মুখ হাঁ করতে বাধ্য হলো অসহায় জীবটা।

গোখরোর কুপিত হিসহিস অগ্রাহ্য করে একটা চিমটা হাতে নিল সাপুড়ে, বিষদাঁত উপড়ে নিল ওটার সাহায্যে। এরপর দুধের ভাণ্ডের দিকে ছুঁড়ে দেয়া হলো *নির্বিষ* সাপটাকে।

এরই মধ্যে আরও দুটো সরীসৃপ উঁকি দিয়েছে ঝুড়ির ভিতর থেকে। বীণের আওয়াজ একই ভাবে কৌতূহলী করে তুলেছে ওগুলোকে।

দুটোর একটা হচ্ছে বোয়া। চার মিটারের মতো লম্বা, খাসা এক অজগর-জাতীয় সরীসৃপ। নীল-সবুজ চামড়ায় কালো-কালো চাকতি।

অন্য সাপটা ক্ষুদ্রকায়। পনেরো সেন্টিমিটার মাত্র। শরের মতো সরু ওটার কালো শরীর জুড়ে হলদে ফুটকি।

কিন্তু ছোট হলে কী হবে, তিনটের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক এটাই। ছোবল খেলে ছিয়ানব্বই সেকেণ্ডের মধ্যে মৃত্যু ঘটবে মানুষের।

ছোট মরিচে ঝাল বেশি, আর কী।

আগের মতোই, সাপ দুটো মাটি স্পর্শ করেছে-কি-করেনি, দু'জন সাপুড়ে পাকড়াও করল ও-দুটোর লেজ আর

BanglaBook.org

গলা। বিষদাঁত তুলে নিয়ে বেচারাদেরও চালান করে দেয়া হলো আগেই দাঁত খোয়ানো গোক্ষুরটার দিকে।

দুধ পানে ব্যস্ত রয়েছে গোখরো। ধীরে-ধীরে রাগ শান্ত হয়ে আসছে ওটার।

আরও সাপ বেরিয়ে এল যার-যার ঝুড়ি থেকে।

কত ধরনের সরীসৃপই না আছে এগুলোর মধ্যে!

কালনাগিনী।

ডোরা কাটা অজগর।

সারা শরীরে চাকতিঅলা পাতি কালকেউটে।

আর আছে খসখসে আঁশঅলা ভাইপার।

মিনিট কয়েক পর দেখা গেল, বড়-বড় চারটে পাত্র ঘিরে জড়ো হয়েছে সাপগুলো। লোভীর মতো চোঁ-চোঁ করে সেরে নিচ্ছে সন্ধ্যাহার।

এ-ভাবেই শেষ হলো প্রদর্শনী।

নীরব হয়ে গেল সাপুড়েদের বীণ।

ঢাক আর বাঁশির বাজনা শুরু হলো আবারও।

সাপেদের মাঝে গিয়ে নর্তন-কুর্দন আরম্ভ করল দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সাধু-সন্ন্যাসীরা। বাজনার চড়া শব্দের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হলো তাদের উন্মত্ত চিৎকার।

তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেল ত্রিমাল-নায়েক আর প্রৌঢ়।

এই মাত্র আলো জ্বলে উঠেছে বাংলো-বাড়ির জানালায়!

কালো একটা ছায়া উদয় হয়েছে বন্ধ কাচের ও-পারে।

'দেখুন! দেখুন!' চাপা গলায় বলে উঠল প্রৌঢ়।

'দেখেছি,' বলে উঠল নায়েক। 'একটা সেকেণ্ডের জন্যও চোখ সরাইনি আমি জানালা থেকে।'

খুলে গেল জানালাটা।

গোবরাটের উপর দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ল ছায়ামূর্তিটা। তাকিয়ে আছে আলোকিত জটলাটার দিকে।

চাপা একটা গোঙানি বেরিয়ে এল নায়েকের শক্ত হয়ে

BanglaBook.org

আসা ঠোঁট ফাঁক হয়ে।

'ওই যে ও! ও-ই!'

'ক্যাপটেন ম্যাকফারসন!' চাপা উল্লাসে আওড়াল প্রৌঢ়।

'জলদি একটা রাইফেল দাও আমাকে!'

'কী বলছেন আপনি! পাগল হয়ে গেছেন নাকি?'

'একবার যদি হাত ফসকে যায় লোকটা, হারাব আমি আডাকে।'

'ফসকে গেলে খুঁজে বের করা যাবে আবার।'

'হ্যাঁ, যাবে,' পিছন থেকে সায় দিল একটা কণ্ঠ।

ঘুরে দাঁড়াল নায়েক আর প্রৌঢ়।

ক' কদম তফাতেই দাঁড়িয়ে আছে পরমহংস।

'দেখলে তো ক্যাপটেনকে?' জিজ্ঞেস করল সন্ন্যাসী।

'হ্যাঁ, দেখেছি,' একসঙ্গে উত্তর দিল দু'জনেই।

'এখন থেকে লোকটার গতিবিধি সম্বন্ধে জানতে পারব আমরা।'

'চর লাগাবেন নাকি?' জিজ্ঞেস করল ত্রিমাল-নায়েক।

'হ্যাঁ। বিশ্বস্ত দু'জন সন্ন্যাসী সাহায্য করবে এ ক্ষেত্রে। ...বিন্ধ্যর সাথে দেখা হয়েছে?'

'ওর ওখানেই উঠেছি আমরা,' জবাব দিল প্রৌঢ়।

'নৌকা আছে তো তোমাদের, তা-ই না?'

'আছে। ডিঙি একটা।'

'নিয়ে চলো আমাকে ওটার কাছে। কী-ভাবে কী করব এরপর, ঠিক করতে হবে।'

'কিন্তু ওরা?' জটলাটার দিকে ইঙ্গিত করল মোহন।

'নাচা-কোঁদা শেষ হলেই ফিরে যাবে সবাই। ...যাওয়া যাক, চলো।'

সে-ও বলল, নৃত্যও সাঙ্গ হলো সন্ন্যাসীদের।

তার আগেই নিজেদের জিনিসপত্র গোছগাছ শুরু করেছে সাপুড়েরা। ইতোমধ্যে ঝুড়ির মধ্যে পোরা হয়ে গেছে

BanglaBook.org

সাপগুলোকে।

আগে সামনে ছিল, এ-বারে বাজনদারদের পিছু নিয়ে ভারতীয় কলোনির উদ্দেশে স্থান ত্যাগ করল সাপঅলারা।

মিছিলটা বিদায় নেয়ার অপেক্ষা করল তিনজনে। তারপর ওরাও ফিরে চলল মন্দিরের উদ্দেশে।

মন্দিরের চাতালে অপেক্ষা করছিল দু'জন সন্ন্যাসী।

দণ্ডী ওরা। যথারীতি লাঠি রয়েছে দু'জনের হাতে।

লোক দুটোর সামনে এসে দাঁড়াল পরমহংস। বাংলোর দিকে নির্দেশ করে বলল, 'চোখ রেখো ক্যাপটেনের উপরে। কোথায় যাচ্ছে, কী করছে লোকটা, খেয়াল রাখতে হবে সমস্ত কিছু। আগামী কাল সূর্যাস্তের আগে বিন্ধ্যর কুঁড়েতে গিয়ে জানাবে আমাকে।'

মাথা দুলিয়ে নির্দেশ বুঝে নিল দণ্ডীরা।

ছোট্ট দলটা নেমে চলল উলটো দিকের সিঁড়ি ভেঙে।

গঙ্গার ধারে পৌঁছে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ওরা ডিঙিতে।

দেরি না করে নৌকা ভাসিয়ে দেয়া হলো উজানস্রোতে।

মাঝরাত পেরোতে চলেছে।

নদী এখন ফাঁকা।

ভুতুড়ে আলোয় আলোকিত হয়ে আছে দখিন অবধি।

নোঙর করা নৌকা-জাহাজে পুড়ে চলেছে লণ্ঠন।

এক ঘণ্টার কম সময়ে ছোট ওই উঁচু ঘাটের গায়ে এসে ভিড়ল নৌকা।

পুরানো মন্দিরটা চোখে পড়ছে দূর থেকে। ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা উঁচিয়ে রেখেছে নারকেল গাছগুলো ছাড়িয়ে।

ওরা যখন নৌকা থেকে নামার উপক্রম করছে, একটা ছায়ামূর্তিকে বেরিয়ে আসতে দেখল এ সময় মেহেদি ঝাড়ের আড়াল থেকে।

'সাধুবাবা?' প্রশ্ন ছুঁড়ল প্রৌঢ়।

BanglaBook.org

চোখের পলকে ত্রিমাল-নায়েকের হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল।

'হ্যাঁ, আমি,' জবাব এল রামানন্দীর কাছ থেকে। 'অস্ত্রটা নামিয়ে নাও,' বলল ও ত্রিমাল-নায়েককে। 'তা, কেমন জমল নাগ পঞ্চমীর আয়োজন?' প্রশ্ন করল পরমহংসের উদ্দেশে।

'খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে আয়োজনটা,' আগে বেড়ে বলল সন্ন্যাসী।

'কিন্তু আপনি এখানে যে!' বিস্মিত স্বরে জানতে চাইল বিন্ধ্য।

'কথা আছে তোমার সাথে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

'কুঁড়েতে চলো?'

'কেউ তো নেই এখন এখানে। যা বলার, বলতে পারেন নিশ্চিন্তে।'

'ঠিক আছে। যেমন তোমার ইচ্ছা।'

'হদিস পেলেন ক্যাপটেনের?'

'হ্যাঁ, দেখেছি লোকটাকে।'

'বাংলোতে?'

'হুম।'

'তা হলে তো আমাদের মুঠোর মধ্যে রয়েছে লোকটা।'

'তা তুমি বলতে পারো। ...এখন শোনো, যে-জন্য এসেছি...'

'বলুন!'

'পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে নিতে হবে...'

'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে...'

'বলো তো!'

'ওদেরকে ব্যাখ্যা করেছি আমি বিষয়টা...'

ত্রিমাল-নায়েক আর মোহনের দিকে তাকাল পরমহংস।

'শুনি... তোমার মুখ থেকেই শুনি...'

BanglaBook.org

'কোনও ভাবে এখানে নিয়ে আসতে হবে ক্যাপটেনকে।'

'কী করে সম্ভব কাজটা?'

'সম্ভব।'

'কী করে সম্ভব, সেটাই জানতে চাইছি আমি।'

'বলছি। ...ক্যাপটেন লোকটাকে চেনা আছে আমার। সাহসী আর সঙ্কল্পে অটল একজন মানুষ। কী মনে হয়, দরকারি তথ্যের জন্য যে-কোনও বিপদের মোকাবেলা করতে রাজি হবে না লোকটা?'

'হয়তো হবে। কিন্তু কী সেই তথ্য?'

দম নিল রামানন্দী।

'রাজমঙ্গলে আমাদের ঘাঁটির হদিস।'

'কী!'

'জানতাম, চমকে যাবেন। খুলে বললেই বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা।'

এক দৃষ্টে চেয়ে আছে পরমহংস।

'ঠিক আছে, বলো,' বলল অবশেষে।

'মুলো ঝোলানোর পরিকল্পনা করেছি আমি ব্যাটার নাকের সামনে।'

'ব্যাখ্যা করো।'

'আমাদের এক লোককে পাঠাব ম্যাকফারসনের কাছে, যেন নিমকহারামি করছে লোকটা আমাদের সাথে। রাজমঙ্গলে অভিযানের ব্যাপারে জানে বলে দাবি করবে লোকটা; প্রস্তাব দেবে আস্তানায় কী-ভাবে ঢুকতে হবে, সেই তথ্য বিক্রির।'

'...আর বোকার মতো সেই ফাঁদে পা দেবে বলে মনে করো ক্যাপটেন?'

'দেবে। আমি বলছি, দেবে।'

'ঠিক আছে। ধরে নিলাম, দেবে। তারপর?'

'বিরাট এক অঙ্ক দাবি করবে ও ম্যাকফারসনের কাছে।

BanglaBook.org

ঠিকানা দেবে আমার এই কুঁড়ের। বলবে, ক্যাপটেন যদি রাজি থাকে, তা হলে এখানেই মাঝরাত্তিরে হবে লেনদেন।'

'একা আসবে না লোকটা।'

'তাতে কী হয়েছে? বন্দুক হাতে লুকিয়ে থাকবে ত্রিমাল-নায়েক। মাত্র একটা গুলি... ব্যস, খেল খতম। নিশ্চিত থাকতে পারেন; একবার খালি আসুক এখানে, জান নিয়ে ফিরতে পারবে না লোকটা।'

'অন্যরা কি বসে থাকবে তখন হাত-পা গুটিয়ে? হামলা করবে না কুঁড়েতে? জানে খতম করার আগে থামবে না ওরা।'

'পারবে না,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল বিন্ধ্য। 'তার আগেই মন্দিরের নিচের সুড়ঙ্গে লুকিয়ে যাব আমরা। কখনওই খুঁজে পাবে না ওরা আমাদেরকে।'

'কতখানি চেনা তোমার ও-সব সুড়ঙ্গ?'

'গোটাটাই। চোখ বেঁধে দিলেও চলে যেতে পারব।'

কয়েক মিনিট চিন্তা করল পরমহংস।

'তা হলে বোধ হয় অনুমোদন দেয়া যায় ব্যাপারটার। একটা মাত্র বুলেটেই যদি কাজ হাসিল হয়...' ত্রিমাল-নায়েকের দিকে তাকাল পরমহংস। 'বন্দুকে হাত কেমন তোমার?'

'যাকে বলে, অব্যর্থ,' ওর হয়ে জবাব দিল প্রৌঢ়।

'তা হলে তো কথাই নেই। এক শ' জন লোক নিয়ে এলেও দফা রফা করে দেয়া যাবে ক্যাপটেনের। ...তা হলে যাই আমি এ-বার।'

'শেষ একটা প্রশ্ন ছিল,' বলে উঠল ত্রিমাল-নায়েক।

'বলো।'

'ক্যাপটেন খুন হলে কি অভিযান বাতিল হয়ে যাবে বলে মনে হয় আপনাদের?'

'হ্যাঁ। এক মাত্র ওরই গোটা সুন্দরবন জুড়ে সাঁড়াশি-

BanglaBook.org

আক্রমণ চালানোর হিম্মত রয়েছে। ও যদি না থাকে, তা হলে আমরা বিপদমুক্ত।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল প্রৌঢ় আর রামানন্দী।

'শুভ রাত্রি, বন্ধুরা।'

'আগামী কাল আমার সবচেয়ে বিশ্বস্তদের মধ্য থেকে একজন যোগাযোগ করবে ক্যাপটেনের সাথে,' বলল রামানন্দী।

'এগিয়ে দিতে লোক দেব আপনাকে?' প্রস্তাব করল প্রৌঢ়।

'লাগবে না,' মৃদু হেসে বলল পরমহংস। 'একটা হাত অচল হতে পারে আমার। কিন্তু যথেষ্টর চাইতেও ভালো রয়েছে পা দুটো।'

কথাটা অক্ষরে-অক্ষরে প্রমাণ করার জন্যই যেন আঁকাবাঁকা পাড় ধরে পা চালাল নিমপোর। ছায়ায় মিশে অদৃশ্য হয়ে গেল চকিতে।

BanglaBook.org

পঁচিশ

কারসাজি

পরবর্তী সন্ধ্যায়, কুঁড়ে ত্যাগ করে ঘাটের উদ্দেশে এগিয়ে চলল ত্রিমাল-নায়েক, বিন্ধ্য আর মোহন। কেউ কোনও কথা বলছে না।

সতর্কতার অংশ হিসাবে প্রত্যেকেই সঙ্গে নিয়েছে অস্ত্রশস্ত্র।

ত্রিমাল-নায়েকের সঙ্গী হয়েছে ওর কারবাইনটা।

অন্য দিকে কোমরে পেঁচানো রুমালে ছোরা গুঁজেছে দুই ঠগি।

ঘুমন্ত নগরীর উপরে ভর করেছে নৈঃশব্দ্য। পুরোপুরি নিঃশব্দ নয় অবশ্য। নদীর মৃদু কুলুকুলু সঙ্গ দিচ্ছে রাত্রিকে।

গঙ্গার পাড় জুড়ে ভেসে থাকা পদ্ম পাতায় আলতো চাপড় দিচ্ছে পানি। ঝিলিক দিচ্ছে চাঁদের আলোয়।

ভেঙে পড়া এক স্তম্ভের উপর চড়ে বসল বিন্ধ্য। চারপাশটা জরিপ করে নিয়ে বুঝতে চাইল, পাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে কি না কোনও জলযান।

না। একটা ছায়াও চোখে পড়ল না নদীর বুকে।

নিজের অস্থিরতা লুকাতে পারছে না ত্রিমাল-নায়েক। কখন যেন পায়চারি শুরু করেছে ও ভগ্নস্তূপের মাঝে। চক্কর কাটছে মোহিনীর একটা মূর্তিকে ঘিরে।

বিষ্ণুর প্রথম দিককার একটা অবতার হচ্ছে এই মোহিনী।

'নেই কিছু,' কয়েক মিনিট পর নেমে বলল রামানন্দী।

'লোকটা যদি না আসে?' আশঙ্কা করল ত্রিমাল-নায়েক। রাগও হচ্ছে সম্ভাবনাটা চিন্তা করে। রাগ চাপা দেয়ার চেষ্টা করল না ও।

'আসবে,' শান্ত স্বরে বলল সন্ন্যাসী। 'এ-রকম একটা সুযোগ হেলায় হারাবে না ম্যাকফারসন।'

'পরমহংসকেও তো দেখা যাচ্ছে না কোথাও,' অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠল নায়েক। 'ভয় পাচ্ছি, আপনার ফাঁদটা টের পেয়ে গেল না তো ক্যাপটেন? লোকজন কোথায় আমাদের?' বলল ও প্রৌঢ়ের উদ্দেশে।

'নদীর ধারেকাছেই লুকিয়ে আছে,' জানাল ওকে মোহন।

'কে একজন দৌড়ে আসছে এ-দিকে,' বলে উঠল রামানন্দী।

BanglaBook.org

'কে লোকটা!' উত্তেজিত হয়ে পড়ল নায়েক। 'আমাদের কেউ?'

'সম্ভবত।'

লাফ দিয়ে স্তম্ভটার মাথায় উঠে পড়ল নায়েক, যেটায় চড়ে একটু আগে আশপাশটায় চোখ রাখছিল বিন্ধ্য। তীরের দিকে চোখ পড়তে দেখতে পেল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে এক সন্ন্যাসী।

সম্ভবত দণ্ডী লোকটা, যেহেতু এক হাতে লাঠি রয়েছে আগন্তুকের।

গাছপালার ভিতর দিয়ে দৌড়ে আসছে লোকটা। রামানন্দীর কুঁড়েঘর পেরিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল মন্দিরের দিকে।

'পরমহংসের কাছ থেকে আসছে ওই দূত,' নিশ্চিত হয়ে বলল প্রৌঢ়। 'ভালো খবর আনছে, নিশ্চিত আমি।'

দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে রামানন্দীর সামনে এসে থামল দণ্ডধারী বার্তাবাহক।

'আসছে লোকটা!' বলল হুড়বড় করে। হাঁপাচ্ছে দস্তুরমতো।

'কে? কে আসছে?!' প্রায় এক যোগে জিজ্ঞেস করল তিনজনে।

'ক্যাপটেন ম্যাকফারসন।'

'শিবের কসম!' অজান্তেই চেঁচিয়ে উঠল যেন ত্রিমাল-নায়েক। 'লোকটা কিন্তু আমার!'

'একা আসছে?' জিজ্ঞেস করল সন্ন্যাসী।

'না, ছয়জন লোক এনেছে সাথে করে।'

'হাজারটা লোক নিয়ে এলেও খুন করব আমি ব্যাটাকে,' রাগে গরগর করে উঠল ত্রিমাল-নায়েক।

'সেপাই ওরা নিশ্চয়ই?' মন্তব্য করল মোহন।

'হ্যাঁ, ছয়জনই।'

BanglaBook.org

'সশস্ত্র?'

'প্রত্যেকে।'

'লোকটা তা হলে সত্যিই বিশ্বাস করেছে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে আমাদের কাছে!'

'না হলে কি আসত!' মন্তব্য করল রামানন্দী। 'কুঁড়েতে অপেক্ষা করব আমরা ওর জন্য। ভিতরে ঢোকা মাত্রই খতম করে দেব।'

'তার বোধ হয় দরকার নেই,' বলে উঠল ত্রিমাল-নায়েক। 'একাই যেতে চাই আমি। একাই খতম করব নচ্ছারটাকে।'

'একাই যেতে চাও মানে? কোথায় যেতে চাও?'

'এগিয়ে যাই ওদের দিকে...'

'না,' জোর গলায় নাকচ করে দিল সন্ন্যাসী। 'ওদের নৌকাটা নজরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত আমাদের।' পরামর্শের ঢঙে বলল: 'আমার কুঁড়েটা তো কাছেই। চট করে চলে যাব সেখানে। খুব একটা সময় লাগবে না আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে।'

'ওই দেখুন, আসছে!' উত্তেজিত স্বরে বলল দণ্ড বাহক।

কিছুটা এগোল ওরা ঘাটের দিকে। নদীর উপরে সেঁটে রয়েছে চোখগুলো।

গঙ্গার রুপোলি ঝিলিক দেয়া জলসমতলের উপর দিয়ে ভেসে আসছে কালো এক সরু রেখা।

যতই কাছিয়ে আসছে, চোখে পড়ছে ফেনায়িত তরঙ্গ।

রেখাটা যখন পূর্ণ আকার নিল, সেপাইগুলোকে ঠাহর করতে পারল ত্রিমাল-নায়েক।

চাঁদের আলোয় ঝিলিক মারছে লোকগুলোর রাইফেলের ব্যারেল।

'হ্যাঁ, আসছে ওরা,' গভীর, গম্ভীর স্বরে বলল ত্রিমাল-নায়েক। 'হে, ব্রহ্মা! হে, বিষ্ণু! হে, শিব! শেষ এই কাজটা

BanglaBook.org

করার শক্তি দাও আমাকে।'

'কুঁড়েতে চলুন!' তাগাদা প্রকাশ পেল প্রৌঢ়ের কণ্ঠে।

'আর আমাদের লোকেরা?'

'ওরা নিশ্চয়ই ফিরে আসছে এ মুহূর্তে। হাজির হয়ে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে।'

'তো, এই হলো পরিকল্পনা,' উপসংহার টানল বিন্ধ্য। 'মূল্যবান তথ্য দেয়ার ভান করব আমি ক্যাপটেনের সাথে।'

'সে তো জানি। তারপর?' প্রশ্ন ত্রিমাল-নায়েকের।

প্রৌঢ় মোহন আর বার্তা বাহক দণ্ডীর নীরব জিজ্ঞাসাও তা-ই।

'ওই যে ওখানটায়... মাদুরগুলো জড়ো করে রাখা আছে যেখানে... ওগুলোর পিছনে লুকিয়ে থাকবে তোমরা, তৈরি থাকবে আক্রমণের জন্য...'

'ঠিক আছে।'

'কাশি দিয়ে সঙ্কেত দেব তোমাদের। শোনা মাত্রই বেরিয়ে আসবে আড়াল থেকে।'

আর ঠিক তক্ষুণি ছয় দাঁড়ি প্রবেশ করল কুঁড়েতে।

'কী অবস্থা?' জানতে চাইল প্রৌঢ়।

'নৌকা থেকে নামল বলে!' জানাল ওদের একজন।

'চমৎকার,' মন্তব্য করল বিন্ধ্য। 'চলে যাও সবাই জায়গামতো।'

ত্রিমাল-নায়েক, প্রৌঢ় আর দণ্ডী যখন আত্মগোপন করল মাদুরের পিছনে, নির্দেশ দেয়ার জন্য দাঁড়িদের দিকে ঘুরল রামানন্দী।

'জলাটার কাছে চলে যাও তোমরা। লুকাও গিয়ে শরের দঙ্গলে। পিস্তলের আওয়াজ না শোনা পর্যন্ত নড়বে না ওখান থেকে।'

আদেশ পালন করতে চলে গেল লোকগুলো।

BanglaBook.org

'ঠিক আছে, ম্যাকফারসন,' বিড়বিড় করল সন্ন্যাসী। অশুভ আলো খেলা করছে লোকটার দুই চোখে। 'স্বাগতম তোমাকে! এই জাল থেকে বেরোতে পারো যদি, স্বীকার করে নেব, আসলেই এলেমদার লোক তুমি।'

দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল রামানন্দী। দৃষ্টি ফেলল মন্দিরের পানে। শিকার দৃশ্যমান হবার প্রতীক্ষায় রয়েছে। উৎকর্ণ।

একটু পরেই দাঁড়ের আওয়াজ প্রবেশ করল সন্ন্যাসীর তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়ে। তারপর আবছা একটা ধপ করে শব্দ।

ঘাটে ভিড়েছে নৌকাটা।

কয় মিনিট পরেই তেঁতুল সারির দূরপ্রান্তে দৃশ্যমান হলো একটা কায়া।

ক্যাপটেন ম্যাকফারসন।

কেউ যাতে চিনে না ফেলে, সে-জন্য বুদ্ধি করে ভারতীয়দের সনাতন পোশাক গায়ে চড়িয়েছে ব্রিটিশ অফিসার।

কিন্তু পরনের ওই সাদা দাগবার আর মুখের বেশির ভাগটা ঢেকে দেয়া বিরাট ওই পাগড়ি ফাঁকি দিতে পারেনি সন্ন্যাসীর চোখকে।

কুঁড়ের দশ কদমের মধ্যে পৌঁছে থেমে দাঁড়াল লোকটা। কোমরের বেল্ট থেকে হাতে উঠে এল পিস্তল।

রামানন্দীর দিকে আগ্নেয়াস্ত্রটা তাক করে শুধাল অফিসার হিংস্র স্বরে: 'অ্যাই, কে তুমি? পরিচয় কী?'

'যার সাথে দেখা করতে এসেছ, আমিই সেই লোক,' অকম্পিত গলায় জবাব দিল সন্ন্যাসী।

'ও। তার মানে, যে-লোক আমার কাছে গিয়েছিল, ওর মতোই একই ঘাটের মড়া? নাম বলো।'

'বিন্ধ্য।'

'ঠিক আছে। কুঁড়েতে ঢুকছি আমরা।'

BanglaBook.org

'সবাই না। শুধু আপনি। একা আসার কথা ছিল আপনার। দেখতেই পাচ্ছি, কথা কী-ভাবে রাখতে হয়, জানা নেই আপনাদের। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কুঁড়েতে ঢোকার অনুমতি দেব না আমি ওদেরকে।'

পরিস্থিতিটা মনে-মনে যাচাই করে নিল অফিসার। একাই এগোতে মনস্থির করল। তবে বলল: 'ঠিক আছে। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, সন্ন্যাসী! এটা যদি ফাঁদ হয়... দেখতেই পাচ্ছ, একা আসিনি আমি। সাথে আনা অস্ত্রগুলোও নজর এড়ায়নি নিশ্চয়ই?'

'এক কথার মানুষ আমরা,' জবাবে বলল বিন্ধ্য।

'কী করে বুঝব সেটা?'

'ভরসা রাখতে হবে আমাদের উপরে।'

'নিজের দলের সাথে যারা বেইমানি করতে পিছপা হয় না, তাদের উপরে ভরসা?'

'তার মানে, আমাদের বিশ্বাস করছেন না আপনি?'

'উঁহুঁ।'

'উলটো পথ ধরুন তা হলে... ফিরে যান নৌকায়। বলেছি, এক কথার মানুষ আমরা।'

'শিগগিরই প্রমাণ হয়ে যাবে সেটা।'

'টাকা এনেছেন?'

'হ্যাঁ, পাঁচ হাজার... যেমনটা চেয়েছিলে।'

'ঠিক আছে। ভিতরে আসুন।'

তা-ও দোনোমনো করছে অফিসার।

'আসুন। ভয়ের কোনও কারণ নেই।'

এক কদম আগে বাড়ল ম্যাকফারসন। শেষ বারের মতো দেখে নিল আশপাশটা। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে প্রবেশ করল কুঁড়েতে।

ওর অপেক্ষায় না থেকে ইতোমধ্যে ভিতরে সেঁধিয়েছে সন্ন্যাসী। জ্বেলে দিল একটা লণ্ঠন।

BanglaBook.org

শিখাটা যখন আলোয় ভরিয়ে তুলল ভিতরটা, ক্রোধ আর বিস্ময়ের গোঙানি বেরিয়ে এল সন্ন্যাসীর মুখ থেকে।

যাকে ও এতক্ষণ ক্যাপটেন ম্যাকফারসন ভেবেছিল, সে-লোক আসলে সুঠাম দেহের এক ভারতীয়!

লোকটার শক্তিশালী কাঠামো আর কৌতুকে ভরা মুখটা থেকে ফুটে বেরোচ্ছে গর্ব।

ঢিলেঢালা দাগবাবটা গা থেকে খুলে ফেলল ক্যাপটেনের প্রতিনিধি। ভারতীয় সিপাহির লাল-সাদা উর্দি পরা এক সৈনিক দাঁড়িয়ে এখন সন্ন্যাসীর মুখোমুখি।

'চমকে গেছ, তা-ই না?' বলে উঠল লোকটা। উপহাসের হাসি ছড়িয়ে পড়ল ওর চেহারায়। 'বুঝেছ তো, কেন এই ছদ্মবেশ?'

'কেন!' কোনও রকমে উচ্চারণ করতে পারল রামানন্দী। রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে ওর রাগ চাপা দিতে। 'ঠিকই বলেছিলাম আমি। কথা কী-ভাবে রাখতে হয়, জানো না তোমরা। ভেবেছিলাম, ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের সাথে কথা বলছি আমি। ওর কোনও সার্জেন্টের সাথে না।'

শ্রাগ করল সৈনিকটি।

'কেমন করে ভাবলে তুমি, এখানে আসার মতো বোকামি করবেন ক্যাপটেন?'

'ভয় পেয়েছে?'

'জি-না। স্রেফ সতর্কতা।'

'মারাত্মক ভুল করেছে লোকটা... মারাত্মক ভুল...'

'কেন বলছ এ কথা?'

'কারণ, একটা কথাও বলব না আমি তোমাকে। এক মাত্র ক্যাপটেনের কাছেই গোপন তথ্য ফাঁস করব আমি।'

'ভরত আমার নাম। ক্যাপটেনের সবচাইতে বিশ্বাসী লোক আমি। এ-জন্যই ওঁর জায়গায় পাঠিয়েছেন তিনি

BanglaBook.org

আমাকে,' বলল সার্জেন্ট। 'দেখো, বিন্ধ্য, কোনওই তো ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না এতে তোমার। যা চেয়েছিলে, তা-ই তো পাচ্ছ। ক্যাপটেন ছাড়া অন্য কেউ কখনওই জানবে না, কী তথ্য দিয়েছ তুমি আমাদের।'

মুহূর্তের দ্বিধা খেলে গেল রামানন্দীর মনে।

মাদুরের কাছাকাছি বসতে বলল ও ম্যাকফারসনের দূতকে, যেগুলোর পিছনে আত্মগোপন করে আছে ত্রিমাল-নায়েক আর দুই ঠগি।

'বসো। বসে শোনো আমার কথা।'

বসল সার্জেন্ট।

দরজায় গিয়ে বাইরেটা একবার দেখে নিল রামানন্দী। তারপর কবাট লাগিয়ে দিল দরজার। শুধু তা-ই না, তুলে দিল লোহার হুড়কোও।

'করছ কী?' অস্বস্তি নিয়ে জানতে চাইল সার্জেন্ট।

'নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছি,' বলল সন্ন্যাসী শান্ত গলায়।

'হুম। আমিও করছি আমারটা,' বলে নিজের জোড়া পিস্তল হাঁটুর উপরে রাখল সার্জেন্ট।

'আমি কিন্তু নিরস্ত্র,' অনুযোগের সুরে বলল সন্ন্যাসী।

'তাতে কী! নিরস্ত্র লোকও বেইমানি করতে পারে। ...বলো এখন, কী বলতে চাও।'

'সবার আগে একটা প্রশ্ন করতে চাই তোমাকে।'

'করে ফেলো।'

'এটা কি সত্যি যে, রাজমঙ্গলে অভিযান চালাতে যাচ্ছে ক্যাপটেন?'

'পুরোপুরি সত্যি।'

'জাহাজ নিয়ে যাবে?'

মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্ট।

'অভিযানের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে কর্নওয়াল। কামানে

BanglaBook.org

বোঝাই চমৎকার এক রণতরী ওটা। দুই ব্যাটালিয়ন সেপাই ধারণ করতে সক্ষম।'

'...কিন্তু সম্ভবত জানে না লোকটা, ঠিক কোথায় রয়েছে আমাদের গোপন আস্তানা, তা-ই না? বা, জানলেও, ঢুকতে পারবে না ভিতরে। অতি সুরক্ষিত ভিতরে ঢোকার রাস্তাটা।'

'হ্যাঁ... জানলে তো পাঁচ হাজার রুপি নিয়ে আসতাম না আমি এখানে। ক্যাপটেন শুধু জানেন, রাজমঙ্গলের কোথাও রয়েছে তোমাদের আস্তানা।'

'ঠিক আছে। পথ বাতলে দেব আমি তোমাদের ক্যাপটেনকে,' বলল সন্ন্যাসী কঠিন হেসে। 'ওদেরকে ঘেন্না করি আমি। সবচেয়ে বেশি করি শয়তান সূর্যধনকে। বিরাট ক্ষতি করেছে আমার বদমাসগুলো। সে-জন্য আমিও মনেপ্রাণে চাইছি বদলা নিতে।'

'কী করেছে ওরা তোমার?'

'সে-সব বলে কোনও লাভ নেই।'

'তা হলে খামোকা কথা বাড়াচ্ছ কেন? কী বলতে চাও, বলে ফেলো না!'

'হ্যাঁ, বলছি। ...প্রচুর লোকবল দরকার হবে ওর ওদের উপর হামলা চালানোর জন্য।'

'এটা কোনও ব্যাপারই না।'

এক মুহূর্তের জন্য ভ্রুকুটি করল সন্ন্যাসী। চকিতে কোনও একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতেই স্বাভাবিক হয়ে গেল ভুরু জোড়া।

'অনেকগুলো বছর রাজমঙ্গলে ছিলাম আমি,' ফের বলতে আরম্ভ করল রামানন্দী। 'আমার চাইতে ভালো পথপ্রদর্শক আর পাবে না তুমি। ওখানকার গুহা আর সুড়ঙ্গের সুবিশাল গোলকধাঁধা চিনি আমি নিজের হাতের তালুর মতো। ওসব জায়গায় আস্তানা গেড়েছে ওরা। ব্যাটাদেরকে চমকে দিতে কী-ভাবে এগোতে হবে, তা-ও আমি বলে দেব ক্যাপটেনকে। আর...'

BanglaBook.org

সহসা জবান বন্ধ হয়ে গেল সন্ন্যাসীর। অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছে কেন যেন।

জলার দিক থেকে ডেকে উঠেছে একটা শেয়াল।

রামানন্দীর জানা আছে, মানববসতি থেকে সর্বদাই দূরত্ব বজায় রাখে জানোয়ারগুলো। সে-কারণে চমকে উঠেছে ডাকটা শুনে। বুঝতে বাকি নেই, সঙ্কেত দিয়েছে দাঁড়িদের কেউ।

কিন্তু কেন?

রীতিমতো বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতি। কিছু না আবার সন্দেহ করে বসে সার্জেন্ট!

করেনি বোধ হয়। কোনও রকম ভাবান্তর নেই লোকটার চেহারায়। সম্পূর্ণ মনোযোগ ফাঁসুড়ের দিকে।

'কী হলো!' বলে উঠল। 'থেমে গেলে কেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলছি!' তাড়াতাড়ি বলে উঠল বিন্ধ্য। 'ওদেরকে যদি চমকে দেয়ার ইচ্ছে থাকে ক্যাপটেনের, চরম সতর্কতামূলক পন্থা অবলম্বন করতে হবে ওকে। কারও নজরে না পড়ে নামতে হবে ওই দ্বীপে। দিনের মাঝামাঝি সময়ে যদি পা রাখে রাজমঙ্গলে, ওসব গুহার একটাতেও খুঁজে পাবে না কোনও ফাঁসুড়েকে...'

আবার থামতে হলো রামানন্দীকে।

দ্বিতীয় বারের মতো শেয়ালের ডাক ভেসে এসেছে বাইরে থেকে।

প্রথমটার চাইতে স্থায়ী হলো এবারের সঙ্কেতটা।

কোনও সন্দেহ নেই, সঙ্কেতই ওটা।

কী ধরনের সঙ্কেত, তা-ও বুঝতে বাকি নেই রামানন্দীর।

বিপদে রয়েছে লোকগুলো!

ডাকটা খেয়াল করেনি, এমন ভাবে কথা চালিয়ে গেল বিন্ধ্য।

'সবচাইতে ভালো হয়, যদি গোনা-স্কুবা খালে জাহাজ

BanglaBook.org

লুকায় ক্যাপটেন। দ্বীপের অভাব নেই ওখানে। তাঁবু ফেলতে পারে ওগুলোর যে-কোনওটায়। তা হলে...'

কথা শেষ না করেই থামল আবার রামানন্দী।

না, সঙ্কেতের কারণে নয় এ-বারে।

বরঞ্চ গলা খাঁকারি দিল জোরে।

ঘাড়টা সামান্য কাত করতেই মাদুরের ও-পাশে নড়াচড়া ধরা পড়ল রামানন্দীর চোখে।

কামরার ওই কোনার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছে সার্জেন্ট। টেরও পায়নি কিছু। আপন মনে নেড়েচেড়ে দেখছে সন্ন্যাসীর দেয়া তথ্যগুলো।

'...তা হলে,' আগের কথার খেই ধরল সন্ন্যাসী। 'কারও চোখে না পড়েই রাজমঙ্গলের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে তোমরা।'

হঠাৎ, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়– না কী– সতর্ক করে দিল সার্জেন্টকে। হয়তো ক্ষীণ কোনও আওয়াজ ঢুকেছে কানে।

ঝট করে জোড়া পিস্তল তুলে নিয়েই ঘাড় ঘোরাল লোকটা।

দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিছু করার আগেই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে জাপটে ধরল ওকে হামলাকারী।

মুহূর্তের মধ্যে এক জোড়া খঞ্জরের ফলা ঠেকল এসে সার্জেন্টের বুকে, ফেড়ে ফেলার জন্য তৈরি।

'বেইমান!' গর্জে উঠল সার্জেন্ট। আপ্রাণ চেষ্টা করছে বাঘের কবল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য।

সহসাই বিস্মিত চিৎকার বেরিয়ে এল লোকটার মুখ দিয়ে।

'ত্রিমাল-নায়েক!'

'আদি এবং অকৃত্রিম!'

'হতচ্ছাড়া ছিনে জোঁক কোথাকার!'

'এত সহজে হাল ছেড়ে দেব, ভেবেছ নাকি?'

BanglaBook.org

'মর তুই, শালা!'

'চুপ করো!' বাজখাঁই ধমক লাগাল নায়েক। 'আমাদের জিম্মি এখন তুমি। বৃথা শক্তি খরচ হবে ও-সব হম্বিতম্বিতে।'

'চাও তো, মেরে ফেলো আমাকে। কিন্তু মনে রেখো, ক্যাপটেন ম্যাকফারসন ঠিকই প্রতিশোধ নেবেন এর!'

'শিগগিরই হচ্ছে না ওটি,' শ্লেষের সঙ্গে বলল ত্রিমাল-নায়েক। 'ব্যস-ব্যস! অনেক হয়েছে। জানের পরোয়া যদি করো, প্রশ্নের জবাব দাও আমাদের।'

'গাধা আমি!' নিজের উপরে রেগে উঠল সার্জেন্ট। 'এই নিয়ে দু'বার হলো, ফাঁদে পা দিয়েছি বোকার মতো। আর কোনও বোকামি করতে চাই না। মেরো ফেলো... মেরে ফেলো আমাকে!'

'উঁহুঁ, বাছাধন!' মাথা নাড়ল নায়েক। 'মৃত্যু এত সহজ নয়! বন্দি হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তুমি। আচ্ছা, স্রেফ এটা বলো যে, কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ক্যাপটেনকে।'

'যাতে খতম করতে পারো ওঁকে, তা-ই না?' গলায় শ্লেষ ঢেলে বলল সার্জেন্ট।

'তোমার চিন্তা নয় ওটা। বলো, কোথায় রয়েছে ক্যাপটেন ম্যাকফারসন।'

'জানতে হলে দরজাটা খুলতে হবে তোমাকে।' হঠাৎ যেন মনস্থির করেছে সার্জেন্ট।

'কী!' ভীষণ চমকে গেছে নায়েক। 'এখানে! ক্যাপটেন এখানে?'

দুই সন্ন্যাসী আর প্রৌঢ় মোহনের অবস্থাও তথৈবচ।

'ইয়েস!' ইংরেজি ঝাড়ল সার্জেন্ট। 'আমি যদি ব্যর্থ হই ফিরে যেতে, হামলা করার নির্দেশ দেবেন তিনি সেপাইদেরকে।'

'ঠাকুর!'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ত্রিমাল-নায়েকের চেহারা।

BanglaBook.org

'কার চিন্তা হচ্ছে এখন?' হাসছে সার্জেন্ট। 'কী ভেবেছিলে ক্যাপটেনকে? মাথামোটা গর্দভ? হতচ্ছাড়ার দল! তোরা যদি ডালে-ডালে চলিস, তিনি চলেন পাতায়-পাতায়। শিগগিরই ফাঁসিতে ঝুলবি তোরা!'

'ধাপ্পা দিচ্ছ!' চেঁচিয়ে উঠল বিন্ধ্য।

'খুলেই দেখো না দরজাটা!'

সার্জেন্টকে ধরতে বলে দরজার দিকে যেতে উদ্যত হলো ত্রিমাল-নায়েক।

কিন্তু চট করে ধরে ফেলল ওকে রামানন্দী।

'আরে-আরে... করছ কী?' প্রশ্ন করল রাগত স্বরে।

'ক্যাপটেন ম্যাকফারসন বাইরে আছে, বলছে...'

'ক্যাপটেনের কথা বাদ দাও। ওর সাথের লোকগুলোর ব্যাপারে কী করবে?'

'ওদের দেখিনি আমরা, দেখেছি?'

'কী বলতে চাও?'

'বলতে চাইছি, হয়তো নামেইনি ওরা নৌকা থেকে...'

'আমার তা মনে হয় না। শেয়াল ডাকছে, শুনতে পাওনি? আমাদের লোক ওরা। সঙ্কেত দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, বিপদে রয়েছি আমরা।'

'আপনিই বলে দিন তা হলে, কী করব এখন!'

'কিছুই না আপাতত। নিজেদের পক্ষে কোনও সুযোগ আছে কি না, দেখতে হবে আগে। থাকলে...'

'কিন্তু ওরা হয়তো ঘিরে ফেলেছে আমাদের...'

'পরোয়া করি না!' উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গি করল সন্ন্যাসী। 'হাজারও লোক এলেও পালাতে পারব আমরা। অপেক্ষা করো।'

পাশের এক কামরার উদ্দেশে পা বাড়িয়েছে রামানন্দী, জোরাল এক টোকার শব্দে পরিণত হলো পাথরে।

'দরজা খোলো!' বাইরে থেকে গর্জে উঠল একটা কণ্ঠ।

BanglaBook.org

'না হয় আগুন লাগিয়ে দেব সারা ঘরে!'

ছটফট করে উঠল সার্জেন্ট।

'কেউ কোনও জবাব দেবে না!' ফিসফিসাল সন্ন্যাসী। 'হাত-মুখ বেঁধে ফেলো লোকটার, তারপর ওকে নিয়ে অনুসরণ করো আমাকে। কোনও রকম শব্দ-টব্দ যাতে না হয়!'

'কোথায় চলেছি আমরা?' জানতে চাইল ত্রিমাল-নায়েক।

'বেরিয়ে যাব এখান থেকে।'

'ক্যাপটেনের কী হবে? এর চেয়ে ভালো সুযোগ হয়তো পাব না আর...'

'ভুলে যাও ওর কথা,' ধমক দিল সন্ন্যাসী। 'এখন যা করণীয়, তা হলো পালানো। অন্য কোনও গতি নেই এ ছাড়া। যদি বেঁচে থাকি, আবার ওকে খুঁজে বের করব আমরা।'

দ্রুত বেঁধে ফেলা হলো সার্জেন্টকে। মুখের মধ্যে গুঁজে দেয়া হলো রুমালের দলা।

রামানন্দীর ইশারা পেতেই লোকটাকে ধরে তুলল ত্রিমাল-নায়েক। অন্যদের সঙ্গে চলে এল পাশের কামরাটায়।

'দরজা খোলো! খোলো বলছি দরজা!' চেঁচানোর বিরাম নেই বাইরে। 'নয়তো কয়লা হবে জ্যান্ত!'

নারকেলের মাদুরটা মেঝে থেকে গুটিয়ে ফেলল সন্ন্যাসী। তুলে ফেলল ওর তলায় ঢাকা পড়ে থাকা পাথরের একখানা ঢাকনা।

মানুষ ঢোকার মতো প্রশস্ত একখানা ফোকর উন্মুক্ত হতেই দেখা গেল, মইয়ের মতো সঙ্কীর্ণ, খাড়া ধাপ নেমে গেছে নিচের দিকে।

'মশালগুলো নিয়ে নাও,' দণ্ডী আর প্রৌঢ়ের উদ্দেশে বলল রামানন্দী।

লম্বা দুটো দণ্ড তুলে নিল দুই ঠগি। জ্বেলে নিল

BanglaBook.org

চটজলদি।

'চলো এ-বার!'

সবার আগে ভিতরে পা রাখল সন্ন্যাসী।

ছোট এক ভূগর্ভস্থ কামরায় নেমে এল ওরা পাঁচজনে।

দেয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে। এর মানে হচ্ছে, কাছেই রয়েছে জলাটা।

চট করে পাতালঘরটা জরিপ করে নিল রামানন্দী। দণ্ডী লোকটাকে বলল দূরের কোনায় দাঁড়ানো ভাঙা এক পিলার বাইতে।

'দেখতে পাচ্ছ লোহার পাতটা?' লোকটা নির্দেশমতো কাজ করলে জিজ্ঞেস করল সন্ন্যাসী।

দেয়ালের গায়ে টোকা দিল দণ্ডী।

চাপা এক ধরনের ধাতব আওয়াজ অনুরণন তুলল কামরা জুড়ে।

'হ্যাঁ, আছে...'

'মাঝের দিকে খেয়াল করো ওটার... বোতাম পাবে একটা... পেয়েছ?'

'আ... হ্যাঁ...'

'যত জোরে পারো, চাপ দাও।'

তা-ই করল দণ্ডী।

সড়াত করে হড়কে সরে গেল পাতটা, এবং অন্ধকার এক সুড়ঙ্গপথ উন্মুক্ত হলো লোকটার চোখের সামনে।

'শুনতে পাচ্ছ কিছু?' জানতে চাইল বিন্ধ্য।

'কই... না তো!'

'ঠিক আছে তা হলে। ঢুকে পড়ো ওর মধ্যে।' তাকাল বিন্ধ্য অন্যদের দিকে। 'তোমরাও উঠে পড়ো।'

'আর আপনি?' জানতে চাইল প্রৌঢ়। 'আপনার কী হবে?'

'এক মিনিটের মধ্যেই যোগ দিচ্ছি তোমাদের সাথে।'

BanglaBook.org

প্রথমে দণ্ডী, তারপর সার্জেন্টকে সামনে রেখে ত্রিমাল-নায়েক, সব শেষে সুড়ঙ্গের মধ্যে কষ্টেসৃষ্টে ঢুকে পড়ল প্রৌঢ়।

কোনও রকম প্রতিরোধের চেষ্টাই করছে না সার্জেন্ট। জানে, এখন ও নিরুপায়।

সঙ্গীরা অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বিন্ধ্য। তারপর যেখান দিয়ে নেমেছিল, ধাপগুলো ডিঙিয়ে উঠে কান পাতল উপরে।

হ্যাঁ, হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে সেপাইদের। বাড়ি উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে এখন। অপেক্ষা করতে-করতে অধৈর্য হয়ে দরজায় ঘা মারছে রাইফেলের বাঁট দিয়ে।

'ভেঙে ফেল দরজা!' বিকৃত হাসি ফুটে উঠল রামানন্দীর ঠোঁটের কোণে।

সেলারে নেমে তৃতীয় আরেকটা মশাল তুলে নিল লোকটা। বড় একখানা ভারী ছোরা ঝোলাল কোমরে। তারপর দাঁড়াল উন্মুক্ত সুড়ঙ্গটার বিপরীত দিকের দেয়ালের সামনে এসে।

মশালটা উঁচিয়ে ধরে একটা মিনিট পরীক্ষা করল দেয়ালটা বিন্ধ্য। এরপর চাকুর বাঁট দিয়ে সর্বশক্তিতে আঘাত হানল দেয়ালে।

কালের প্রবাহে কালো হয়ে যাওয়া কাচের পুরু শার্সি সইতে পারল না আঘাতের প্রচণ্ডতা। ভেঙে পড়ল ঝনঝন করে।

সঙ্গে-সঙ্গে হুড়মুড় করে পানির প্রচণ্ড স্রোত নামল পাতালঘরে। জলা থেকে আসছে ওই পানি।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ভাঙা পিলারের উপরে উঠে পড়ল লোকটা। তড়িঘড়ি করে ঢুকে পড়ল সুড়ঙ্গের মধ্যে।

দরজা পেটানোর দুমদাম আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে সুড়ঙ্গের ঠিক উপরে।

এক পাশের দেয়াল হাতড়াল বিন্ধ্য। পেয়ে গেল, যা

BanglaBook.org

খুঁজছিল।

একটা স্প্রিং।

চাপ দিল ওতে সজোরে।

জোরাল 'ঠং' আওয়াজের সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল লোহার পাতটা।

ছাব্বিশ

সুড়ঙ্গ

স্যাঁতসেঁতে, আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গপথটা স্রেফ এক সারিতে চলার মতো চওড়া। কয়েক কদম এগোনোর পরই উঠতে শুরু করেছে উপরের দিকে। বাঁকের পর বাঁক নিচ্ছে জলাটার নিচ দিয়ে।

ওদের মশালের আলোয় ভয় পেয়ে লুকাচ্ছে বিছে, মাকড়সা, গিরগিটি। মানুষের আগমন রীতিমতো অপ্রত্যাশিত ওগুলোর কাছে।

পিছন থেকে সার্জেন্টের ইউনিফর্মের কলার ধরে রেখেছে ত্রিমাল-নায়েক।

পাঁচ শ' কদম এগোনোর পর থামতে হলো দলটাকে ছোট এক গুহায় এসে। এতক্ষণে পারল ওরা সার ভেঙে দাঁড়াতে।

থামতে হলো, কারণ, প্রথম দেখায় মনে হচ্ছে, এগোনোর আর পথ নেই যেন।

'আটকা পড়লাম নাকি?' ঢোক গিলল ত্রিমাল-নায়েক।

'অপেক্ষা করি সাধুবাবার জন্য,' না ঘাবড়ে বলল প্রৌঢ়।

BanglaBook.org

'এক মাত্র তিনিই চেনেন এখানকার সমস্ত গলিঘুঁজি।'

'যদ্দূর বুঝতে পারছি... মন্দিরের নিচে আছি আমরা,' অনুমান করল দণ্ডী। 'আরও তো সুড়ঙ্গ থাকার কথা... লুকানো বলে বুঝতে পারছি না...'

'থাকলে তো ভালোই,' ত্রিমাল-নায়েক বলল। 'আমাদের খোঁজ পেতে বেশিক্ষণ লাগবে না সেপাইদের।'

এই সময় দেখা গেল বিন্ধ্যকে। ত্রিমাল-নায়েকের মন্তব্য কানে গেছে ওর।

'নিশ্চিত থাকতে পারো,' বলল। 'আমাদের পিছু নিচ্ছে না কেউ।'

'কেন?'

'প্রথমত, লাগিয়ে দিয়ে এসেছি লোহার দরজাটা।'

'আর, দ্বিতীয়ত?'

'আসলে, দরজাটা লাগিয়েছি পরে। অন্য একটা কাজ করে এসেছি তার আগে।'

'কী সেটা?'

'ভাসিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি মাটির নিচের কামরাটা। জলের শব্দ পেয়েছ না পিছনে?'

'পেয়েছি। কোত্থেকে আসছে ওই পানি?'

'সরাসরি জলা থেকে। কুড়ের দরজা ভেঙে নিচে নামবে ওরা, নিশ্চিত। কিন্তু সুড়ঙ্গের মুখটা আর পেতে হচ্ছে না ওদেরকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জলের নিচে তলিয়ে যাবে কামরাটা।'

'আমরা নিরাপদ তো?'

'সম্পূর্ণ। লোহার পাতের কারণে এ-দিকে আসতে পারবে না জলস্রোত।'

'ভরসা পেলাম শুনে।'

'সুড়ঙ্গ তো শেষ হয়ে গেছে,' বলে উঠল দণ্ডী। 'কোন্ দিকে যাব এখন?'

BanglaBook.org

'রাস্তা আছে আরেকটা,' ভরসা দিয়ে বলল বিন্ধ্য।

হাতের মশালটা যেই না গুহার একদিকের দেয়ালের কাছে নিয়ে এসেছে রামানন্দী, বিস্ফোরণের শব্দ হলো দূরে কোথাও।

ভীতিকর ভাবে কেঁপে উঠল গুহাটা। ছোট-বড় পাথর খসে পড়তে লাগল উপর থেকে। ধুড়ুম-ধাড়ুম আওয়াজে চৌচির হলো।

মাথা বাঁচাতে সবাইকে নিয়ে একদিকের দেয়াল ঘেঁষে এল রামানন্দী।

'কী হলো ওটা?' বিস্ময় নিয়ে বলল ত্রিমাল-নায়েক। 'আওয়াজ শুনে তো মনে হলো, ধস নেমেছে কোনও খনিতে।'

'বোধ হয় উড়িয়ে দিয়েছে আমার বাড়িটা,' করুণ শোনাল রামানন্দীর মন্তব্য। 'এতটা অবশ্য আশা করিনি আমি।'

'সুড়ঙ্গটাও কি ধসিয়ে দিতে পারে?' আশঙ্কা প্রকাশ করল দণ্ডী।

'কিছুই অসম্ভব না ওদের পক্ষে। কিন্তু ও কী! কীসের আওয়াজ ওটা?'

আপনা-আপনি দম আটকে এল সবার।

মাত্রই পেরিয়ে আসা আঁধার সুড়ঙ্গের গভীর থেকে ভেসে আসছে চাপা এক অশুভ গর্জন। জোরাল হচ্ছে প্রতি মুহূর্তেই।

অস্বস্তি নিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করল প্রত্যেকে।

'ও... কীসের আওয়াজ ওটা?' তুতলে বলল ত্রিমাল-নায়েক।

'এমন তো হওয়ার কথা নয়!' দিশাহারা মনে হচ্ছে রামানন্দীকে।

'মনে তো হচ্ছে– ধেয়ে আসছে জলস্রোত!'

BanglaBook.org

'হায়-হায়!' সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল বিন্ধ্য। 'পানির তোড়ে নিশ্চয়ই উড়ে গেছে ধাতব দরজাটা!'

'কিন্তু আপনি না বললেন, নিরাপদ আমরা!'

'বোধ হয় ওই বিস্ফোরণটা... ওটা নিশ্চয়ই ভজকট পাকিয়ে দিয়েছে কিছু!'

'চলুন! চলুন! বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে!' ভয় পেয়ে গেছে প্রৌঢ়। 'না হয় ডুবে মরব সব্বাই!'

'আরেকটা সুড়ঙ্গ আছে– বলছিলেন,' বলে উঠল ত্রিমাল-নায়েক। 'কোথায় সেটা?'

পাথর পড়া থেমে গেছে। গুহার এক কোনায় ছুটে গেল বিন্ধ্য।

দ্বিতীয় আরেকটা ধাতব পাত বা দরজা রয়েছে এখানে।

স্প্রিং রিলিজের বোতামটা কেবল স্পর্শ করেছে, সেই মুহূর্তেই পিছনের সুড়ঙ্গ দিয়ে উদ্‌গীরিত হলো পানির প্রচণ্ড এক ফোয়ারা।

বজ্রের গজরানি তুলে গুহার মধ্যে ঢুকতে লাগল জলার পানি।

স্রোতটা এতই শক্তিশালী ছিল যে, দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে ফেলল ওদের পাঁচজনকে। দুটো মশাল নিভে গেল তৎক্ষণাৎ। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির বশে হাত উঁচু করে ফেলায় নিভে যাওয়ার হাত থেকে নিজের মশালটাকে বাঁচাতে পারল প্রৌঢ়। বলি হলো না অন্ধকারের।

চিৎকার করে ঠাকুর-দেবতার নাম জপছে ত্রিমাল-নায়েক। স্রোতের মুখে ছেড়ে দিতে হয়েছে বন্দিকে। আপন প্রাণ বাঁচানো ফরজ।

'বেরোতে হবে... বেরোতে হবে এখান থেকে,' হাবুডুবু খেতে-খেতে প্রলাপ বকছে যেন প্রৌঢ়।

'সুড়ঙ্গটা কই?' চেঁচিয়ে বলল ত্রিমাল-নায়েক।

'এরই মধ্যে জলের নিচে তলিয়ে গেছে ওটা,' জানাল

BanglaBook.org

রামানন্দী।

'হায়-হায়!'

'স্রোত কি এ-ভাবে আসতেই থাকবে?' জানতে চাইল দণ্ডী।

'আসার কথা না,' বলল রামানন্দী। 'একটা পর্যায়ে শান্ত হয়ে আসবে তরঙ্গ। আর, অন্য সুড়ঙ্গের মুখটা যদি খুলে দেয়া হয়, ও-দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে জল।'

'জল বেরিয়ে যাবার পর সেপাইরা নিশ্চয়ই পিছু নেবে আমাদের?' আশঙ্কা প্রকাশ করল ত্রিমাল-নায়েক।

'উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না সম্ভাবনাটা।'

'তা-ও ভালো। বদ্ধ গুহায় ডুবে মরার চাইতে ঢের ভালো পালাতে গিয়ে পিঠে গুলি খাওয়া।'

'যে সুড়ঙ্গটার কথা বললেন,' বলল আবার দণ্ডী। 'কোথায় নিয়ে যাবে ওটা?'

'বাইরে।'

'সত্যি?' অবিশ্বাসীর গলায় জানতে চাইল ত্রিমাল-নায়েক।

'হ্যাঁ। গঙ্গার কাছাকাছি নিয়ে যাবে ওটা আমাদেরকে।'

'তা হলে তো ও-দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার কথা জলার জল।'

'তা যাবে। সময় লাগবে, আর কী।'

'না, দেরি করা যাবে না একটুও। তার চেয়ে বরং সাঁতরে বেরিয়ে যাব এখান থেকে। দোহাই আপনার, তাড়াতাড়ি করুন! মুখ খুলে দিন সুড়ঙ্গটার। আর মাত্র কয়েকটা মিনিট ভেসে থাকতে পারব আমরা। তার পরই ডুবে যাব পুরোপুরি!'

'মশালটা যেন না নেভে!' সতর্ক করল রামানন্দী। 'নিভলেই আশা নেই আর!'

যদিও অনেকটা থিতিয়ে এসেছে উত্তাল তরঙ্গ, জল

BanglaBook.org

আসার বিরাম নেই তবু। দ্রুত ভরে উঠছে গুহাটা। ইতোমধ্যে বুক পর্যন্ত উঠে এসেছে পানি। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পর্শ করবে চিবুক।

দেয়াল ধরে-ধরে কোনাটার উদ্দেশে রওনা হলো আবার রামানন্দী। বড় করে কয়েক বার দম নিয়ে ডুব দিল পানিতে।

বাতাসের জন্য তিন বার ভেসে উঠতে হলো ওকে। সফল হলো চতুর্থ বারের চেষ্টায়। খুঁজে পেয়েছে বোতামটা।

শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে দাবাল ওটা।

সেকেণ্ডের মধ্যেই ছোট এক জলের ঘূর্ণি সৃষ্টি হলো কোনাটায়।

দেয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা পাথুরে একটা তাক আঁকড়ে ধরে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পড়ল ওটায় বিন্ধ্য। অল্পের জন্য রক্ষা পেল স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া থেকে।

কমতে শুরু করেছে পানি। তবে খুব ধীর গতিতে।

ঝুঁকি নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢোকার চাইতে অপেক্ষা করাই ভালো মনে হচ্ছে এখন।

'বেরোনোর পর কোথায় যাব আমরা?' জানতে চাইল ত্রিমাল-নায়েক।

'সোজা গঙ্গায় গিয়ে পড়ব। সেপাইরা যাতে চিহ্ন খুঁজে না পায় আমাদের, সাঁতরে পালাব সে-জন্য।'

'পারব তো পালাতে?'

'আশা তো করি।'

'এই সার্জেন্ট ব্যাটার কী হবে? ওকেও কি নিয়ে যাচ্ছি সাথে করে? এখন তো রীতিমতো আপদ মনে হচ্ছে ব্যাটাকে।'

'রাজমঙ্গল-অভিযানের খুঁটিনাটি হয়তো জানতে পারব আমরা এর কাছ থেকে,' আশা করছে বিন্ধ্য। 'কাজেই, এখনই ছাড়া যাবে না এটাকে। তা ছাড়া,' যোগ করল রামানন্দী। 'ওকে যদি ছেড়ে রেখে যাই এখানে,

BanglaBook.org

সেপাইদেরকে যে পথ বাতলে দেবে না, তার কী ঠিক?'

'মেরে রেখে যাওয়া যায়,' প্রস্তাব করল প্রৌঢ়। 'মগজে একটা বুলেট– ব্যস।'

'অপ্রয়োজনীয় হত্যাকাণ্ড হয়ে যাবে সেটা,' মোটেই আগ্রহ নেই ত্রিমাল-নায়েকের। 'সে তো আর ক্যাপটেন ম্যাকফারসন নয়।'

'তা হলে আর কী... নিতে হবে ওকে আমাদের সাথে।'

আধঘণ্টার মধ্যে কোমর পর্যন্ত নেমে এল পানি।

রওনা হবার তাগিদ অনুভব করল রামানন্দী। যে-কোনও মুহূর্তে হাজির হয়ে যেতে পারে সেপাইরা।

সেলারের দিকটা একবার দেখে আসবার সিদ্ধান্ত নিল লোকটা। সত্যি-সত্যিই আসছে কি না লোকগুলো। জানা থাকলে ফায়দা হবে অনেক।

মশালটা ত্রিমাল-নায়েকের হাতে তুলে দিতে বলল ও প্রৌঢ়কে। দণ্ডী আর ওকে থাকতে বলল সার্জেন্টের পাহারায়। বলল, ফিরে আসছে একটু পর।

ইশারায় নায়েককে আগে যেতে বলে আগের সুড়ঙ্গটায় ঢুকে পড়ল রামানন্দী।

পানিতে স্রোত এখন নেই বললেই চলে।

ধীর পায়ে, দেয়াল ধরে-ধরে এগোচ্ছে ত্রিমাল-নায়েক আর রামানন্দী।

তিন শ' মিটারের মতো এগোনোর পর দম নেয়ার জন্য থামল কিছুক্ষণ। তারপর আবার আরম্ভ করল চলতে। বিপরীত-স্রোতের মোকাবেলা করতে সাহায্য করছে একে অন্যকে।

এ-ভাবে পঞ্চাশ-ষাট মিটার আরও এগোনোর পর একাধিক মানব কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ভেসে এল সুড়ঙ্গটার মুখ থেকে।

BanglaBook.org

'শুনতে পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল বিন্ধ্য।

'হুম,' ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দিল ত্রিমাল-নায়েক।

'সুড়ঙ্গটা বোধ হয় খুঁজে পেয়েছে ওরা।'

'তা-ই কি?'

'চুপ! শোনো!'

বিজয়োল্লাসের প্রতিধ্বনি ভেসে এল সুড়ঙ্গের আরেক মাথা থেকে।

'কী মনে হয় এ-বার?' জিজ্ঞেস করল রামানন্দী।

'ফিরে যাই চলুন এখান থেকে।'

'একটু দাঁড়াও। সত্যি-সত্যি যদি ওরা ধাতব দরজাটা পেয়ে যায়, এক্ষুণি ওদের মশাল দেখতে পাওয়ার কথা। ওই বাঁকটা পর্যন্ত এগোও তো!'

তা-ই করল ত্রিমাল-নায়েক।

পরবর্তী বাঁক দেড় শ' কদম দূরে।

সে-দিকে তাকাতেই আলোর নিশানা ধরা পড়ল ওদের চোখে।

'চলে এসো!' ফিসফিস করল বিন্ধ্য। 'বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।'

BanglaBook.org

স্রোতের অনুকূলে চলেছে এ-বার। পানির ভিতর দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পা চালানো সম্ভব, এগিয়ে চলেছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল গুহাটায়।

'বেরোতে হবে এখান থেকে,' অপেক্ষমাণ দু'জনের উদ্দেশে বলল রামানন্দী উত্তেজিত কণ্ঠে। 'সুড়ঙ্গটার খোঁজ পেয়ে গেছে সেপাইরা। রওনা দিয়ে দিয়েছে। শিগগিরই এসে পড়বে এ-দিকে।'

অনেকটাই কম এখন পানি।

নতুন সুড়ঙ্গটায় ঢুকে পড়ল পাঁচজনে।

পিছনের লোকগুলোকে দেরি করিয়ে দিতে বন্ধ করে দেয়া হলো ধাতব দরজাটা।

দ্বিতীয় এই টানেলটা অনেক বেশি প্রশস্ত আগেরটার চাইতে। তিন-চারজন হাঁটতে পারবে পাশাপাশি।

মশালটা এখন রামানন্দীর হাতে। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে সন্ন্যাসী।

একটা নয় সুড়ঙ্গ। একাধিক শাখা-সুড়ঙ্গ রয়েছে তার মধ্যে। সবগুলোই চেনা আছে সন্ন্যাসীর। সে-জন্য মোটেই বিচলিত মনে হচ্ছে না লোকটাকে।

আধঘণ্টা ধরে টানা এগিয়ে চলল দলটা।

শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছোল যেখানটায়– চিতার আবর্জনায় ভরা বিশাল এক গুহা ওটা।

প্রাচীন রাজ-রাজড়াদের লাশপোড়া ছাইয়ের স্তূপ এই আবর্জনা, জানাল রামানন্দী।

নানা রকম খোদাই-কাজ উৎকীর্ণ গুহার দেয়ালে। বিষ্ণুর একাধিক অবতার দেখতে পেল ওরা এগুলোর মধ্যে। দেখতে পেল পাথর কুঁদে বানানো বিশাল এক কালো শঙ্খের ভাস্কর্য। মন্দ আত্মাকে দূরে রাখতে শ্রদ্ধা ভরে এ জিনিস ব্যবহার করে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা।

এ মুহূর্তে কর্তব্যবিমূঢ় মনে হচ্ছে বিন্ধ্যকে।

'সমস্যাতেই পড়া গেল, দেখছি।' বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠল লোকটার।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল ত্রিমাল-নায়েক।

'আমরা যে নিচের দিকে নামছি, টের পেয়েছ তোমরা?'

মাথা দোলাল নায়েক সহ অন্য দু'জন।

'সে-জন্যই যে হারে কমার কথা পানি, কমেনি ততটা।'

'সমস্যাটা কোথায়, বুঝতে পারছি না।'

'ওই যে... দেখো।'

তাকাল ওরা।

BanglaBook.org

'দেখতে পাচ্ছ?'

'আরেকটা সুড়ঙ্গ?'

'হ্যাঁ। ও-দিক দিয়ে বেরোতে হবে আমাদের। সেটা ধরে পৌঁছে যাব পরের গুহাটায়। কিন্তু...'

'পুরোপুরি জলমগ্ন হয়ে আছে সুড়ঙ্গটা...'

'হ্যাঁ।'

'কী করব এখন?' অস্থির দেখাল প্রৌঢ়কে। 'পিছু হটব নাকি?'

'পাগল হয়েছ?' তিরস্কার করল রামানন্দী। 'কোনওই সন্দেহ নেই যে, আমাদের খোঁজ করছে ওরা এই মুহূর্তে।'

'আর কোনও পথ নেই বেরোনোর?' জিজ্ঞেস করল ত্রিমাল-নায়েক।

'নাহ,' বলল বিন্ধ্য মেঘমন্দ্র স্বরে।

'কতটুকু লম্বা ওই সুড়ঙ্গ?'

'সত্তুর-পঁচাত্তুর কদম... মোটামুটি।'

'সাঁতরেই পেরোতে পারব আমি।'

'আমিও,' বলে উঠল দণ্ডী।

'আমিও,' বলে উঠল প্রৌঢ়।

'সাঁতার মানে কিন্তু ডুবসাঁতার...' সতর্ক করল রামানন্দী।

'দেখতেই তো পাচ্ছি!' খেয়াল আছে ত্রিমাল-নায়েকের।

'পানির নিচ দিয়েই এগোতে চাও তা হলে?'

'হ্যাঁ।'

'সার্জেন্টের কী হবে?'

'ডুবে যদি মরতে না চায়, আসুক পিছে-পিছে।'

লোকটার মুখের বাঁধন খুলে দিল ত্রিমাল-নায়েক।

'অ্যাই,' বলল ধমকের সুরে। 'সাঁতার জানো?'

'জানি,' ত্বরিত বলল সার্জেন্ট।

'আমাদের অনুসরণ করো তা হলে। খবরদার, কাছাকাছি থাকবে।'

BanglaBook.org

আবারও বিস্ফোরণের শব্দ হলো দূরে। আবারও কেঁপে উঠল ভূ-অভ্যন্তর। আওয়াজটার প্রতিধ্বনি চলল পুরো একটা মিনিট ধরে।

'গ্রেনেড মনে হচ্ছে,' মুখ খুলল বিন্ধ্য। 'দ্বিতীয় পাতটা উড়িয়ে দিল বোধ হয়।'

'দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করছি আমরা!' উসখুস করে উঠল ত্রিমাল-নায়েক।

শুনে টনক নড়ল যেন সবার।

এগিয়ে চলল ওরা গুহাটার দূরপ্রান্তের দিকে।

'আমি আগে ঢুকছি,' বলল রামানন্দী।

বুক ভরে দম নিল সন্ন্যাসী। ডুব দিল।

এরপর এক-এক করে বাকিরা। ত্রিমাল-নায়েক। প্রৌঢ়। দণ্ডী।

সব শেষে সার্জেন্ট ভরত। সঙ্গত কারণেই হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে লোকটার।

দ্রুত সাঁতার কাটছে ওরা।

দু'বার মাথা জাগানোর চেষ্টা করল ত্রিমাল-নায়েক। ভেবেছিল, পৌঁছে গেছে গুহাটায়। দু'বারই সুড়ঙ্গের ছাতে বাড়ি খেল মাথাটা।

অবশেষে বেরিয়ে এল ওরা গুহাটায়।

ফুসফুস দুটো অক্সিজেনে ভরে উঠতেই অন্যদের দিকে মনোযোগ দেয়ার ফুরসত পেল নায়েক।

ফরফরাসের মতো আবছা এক ধরনের আলোই কেবল সঙ্গী এখন ওদের। ওইটুকু আলোয় আশপাশটা ভালো করে ঠাহর করতে পারছে না ত্রিমাল-নায়েক।

'সাধুবাবা, কোথায় আপনি?'

'এই যে... এখানে...' ভাসতে-ভাসতে জবাব দিল রামানন্দী। 'মোহন কই?'

'এখানে...' জানান দিল প্রৌঢ়। 'আরেক জন?'

BanglaBook.org

'এখানে...' জবাব দিল দণ্ডী।

'সার্জেন্ট?' প্রশ্ন ছুঁড়ল ত্রিমাল-নায়েক।

জবাব পেল না।

'সার্জেন্ট?'

জবাব নেই কোনও।

'ডুবে গেছে নাকি?' আন্দাজ করল প্রৌঢ়।

'নাকি পালিয়ে গেছে?' আশঙ্কা করল দণ্ডী।

'ওর কথা ভাববার সময় নেই এখন,' কঠিন স্বরে বলল রামানন্দী। 'বাঁচতে চাইলে এসো আমার সাথে।'

সাতাশ

মৃত্যু-আলিঙ্গন

অন্ধকার আর পানি ভেদ করে এগিয়ে চলেছে ওরা। গতি খুব ধীর।

প্রচুর পানি জমে আছে গুহার অভ্যন্তরে। সাঁতারের ফাঁকে পা রাখার মতো জায়গা খুঁজছে চারজনে।

'কোথায় চলেছি আমরা?' বিভ্রান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল ত্রিমাল-নায়েক। 'ধাঁধার মতন লাগছে সব কিছু।'

'স্রেফ পিছন-পিছন এসো আমার,' সাফ জানাল রামানন্দী। 'আরেকটা সুড়ঙ্গে ঢুকতে যাচ্ছি আমরা।'

'কোথায় ওটা?'

'আছে। একটু দূরে আর কী।'

'এই অন্ধকারে খুঁজে পাবেন তো? মশালটা তো গেছে।'

BanglaBook.org

'উপরঅলা ভরসা।'

'ওটাও নিশ্চয়ই জলের নিচে?'

'না বোধ হয়। এই সুড়ঙ্গটা গুহার জমিন থেকে অনেকটাই উপরে।'

'হলে তো ভালোই। ...পিছনের ওদেরকে নিয়ে ভাবলেন কিছু?'

'সেপাইরা?'

'হুম?'

'আপাতত ভয় করছি না ওদের। পানির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এসেছি আমরা। ওরা এই সাহস করবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'একটা কথা বোধ হয় ভুলে গেছেন আপনি...'

'কোন্‌টা?'

'সার্জেন্ট।'

'সার্জেন্ট? ওর কী ব্যাপার?'

'লোকটার কী হয়েছে, জানি না কিন্তু আমরা। যদি মারা না গিয়ে থাকে...'

'ফিরে গিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে পারে সেপাইদেরকে, তা-ই তো?'

'ভয়ের কথা না?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। ...তবে... আমার বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছে অন্য ব্যাপারে...'

'কী সেটা?'

'কতক্ষণ সাঁতরাতে পারব, সেটা নিয়ে। শক্তি কমে আসছে একটু-একটু করে...'

'ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমিও,' সায় জানিয়ে বলল দণ্ডী। সাঁতারের অভ্যাস নেই। আপ্রাণ চেষ্টা করছে লোকটা ভেসে থাকার জন্য।

'আমাদের জন্য অপেক্ষা না করে এগিয়ে যান আপনি,'

BanglaBook.org

পরামর্শ দিল ত্রিমাল-নায়েক। 'কোন্ দিকে যাচ্ছেন, খেয়াল রাখছি আমরা।'

তা-ই করল রামানন্দী। গুহার দেয়াল হাতড়ে-হাতড়ে এগিয়ে চলল অন্ধের মতো। দিক ঠিক রাখার চেষ্টা করছে স্মরণশক্তি ব্যবহার করে।

সামনের ছল-ছলাত শব্দ অনুসরণ করে আলোক-বিরল জলপথ ধরে এগিয়ে চলেছে ত্রিমাল-নায়েক আর সঙ্গীরা। হারিয়ে যাতে না যায়, সে-জন্য কাছাকাছি রয়েছে পরস্পরের।

নির্ভীক পুরুষ ওরা। তার পরও পুঞ্জীভূত অন্ধকার আর ভুতুড়ে জলকল্লোল চাপ ফেলছে ওদের স্নায়ুর উপরে। আতঙ্কের ক্ষীণ উপস্থিতি অনুভব করছে হাড়ে-মজ্জায়।

এরই মধ্যে দু'-দু'বার গুহাটা চক্কর দিয়ে ফেলেছে রামানন্দী। দু'বারই ব্যর্থ হয়েছে ওর প্রচেষ্টা।

তৃতীয় বারের চেষ্টাতেও ফল না পেয়ে ছেড়েই দিচ্ছিল হাল, এমন সময় তাকের মতো কিছু একটাতে ঠেকল ওর একটা হাত।

আবিষ্কারটা কিছুটা অপ্রত্যাশিত। কারণ, আগের দু'বার হাতে ঠেকেনি তাকটা।

'পাওয়া গেছে!'

সন্ন্যাসীর চাপা উল্লাস শুনতে পেল ওরা।

'সুড়ঙ্গটা?' ব্যগ্র কণ্ঠে ফিসফিসাল ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে যাওয়া দণ্ডী।

'না,' নিরাশ করল ওকে রামানন্দী। 'পা রাখার মতো জায়গা পাওয়া গেছে আপাতত।'

ধুর! চরম হতাশ হয়েছে ত্রিমাল-নায়েক।

'উহ!' কেঁদে ফেলবে যেন দণ্ডী। 'আর যে পারছি না ভেসে থাকতে!'

'চলে এসো এ-দিকে। তাকের উপরে উঠে জিরিয়ে নিতে

BanglaBook.org

পারবে।'

ভালোই হলো– ভাবল ত্রিমাল-নায়েক। সুড়ঙ্গ পায়নি তো, কী হয়েছে; নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। শুনতে পেল, প্রৌঢ় মোহন বলছে: 'জায়গা হবে আমাদের? হাঁপিয়ে গেছি এক্কেবারে!'

প্রশ্নটার জবাব দিল না রামানন্দী। তবে যেটা বলল, বুকের রক্ত ছলাত করে উঠল ত্রিমাল-নায়েকের।

'কাছেই কোথাও আছে সুড়ঙ্গটা। যদ্দূর মনে পড়ছে, তাকটার আশপাশেই থাকার কথা ওটার।'

কাছে পৌঁছে তাকটা আঁকড়ে ধরল দণ্ডী। জলসমতল থেকে উপরে রয়েছে ওটা।

সুড়ঙ্গটাও পাওয়া গেল একটু পরে। পানির পৃষ্ঠ থেকে উপরে রয়েছে ওটাও।

'এসো,' এক-এক করে প্রত্যেকে সুড়ঙ্গে ওঠার পর বলল রামানন্দী নির্ভার গলায়। 'আর বেশি দূরে নয় গঙ্গা।'

'কই... আলো-টালো তো দেখা যাচ্ছে না!' নায়েকের কণ্ঠে দ্বিধা।

'যাওয়ার কথাও নয়,' বলল ওকে বিন্ধ্য। 'এখনও কয়েকটা সুড়ঙ্গ আর গুহা পেরোনো বাকি।'

'শালার কপাল!' বিড়বিড় করে নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিল ত্রিমাল-নায়েক।

হাতড়ে-হাতড়ে এগিয়ে চলেছে বিন্ধ্য।

মাকড়সার জালের মতো অজস্র সুড়ঙ্গে বোঝাই হয়ে আছে পাতালরাজ্য। আগে থেকে চেনা না থাকলে কিছুতেই পারত না ও সঠিক পথটা খুঁজে বের করতে।

এগিয়ে চলেছে... এগিয়ে চলেছে... বাধা পেয়ে থেমে যেতে হলো ওকে একটা পর্যায়ে। আপনা-আপনি অস্ফুট

BanglaBook.org

আওয়াজ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

'কী হলো আবার?' সন্ন্যাসীর পিঠে ধাক্কা খেয়ে বিরক্ত হলো ত্রিমাল-নায়েক।

'পথ মনে হচ্ছে বন্ধ।'

'মানে কী এই কথার?'

ঠাস করে কপাল চাপড়াল সন্ন্যাসী।

'হায়-হায়, রে!'

'কী হয়েছে?' পিছন থেকে জানতে চাইল প্রৌঢ়।

'সুড়ঙ্গ আসলে দুইটা!'

'আরেকটা তা হলে কোথায়?' প্রশ্ন করল ত্রিমাল-নায়েক।

'যে গুহা থেকে এখানে উঠেছি আমরা...'

'কীই! তার মানে, ভুল হয়েছে আপনার?'

'ভুলই হয়েছে,' নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলল রামানন্দী।

কবরের স্তব্ধতা নেমে এল সুড়ঙ্গের মধ্যে।

'এত বড় ভুল করলেন কী-ভাবে?' রাগ দেখিয়ে বলল ত্রিমাল-নায়েক। 'আপনার উপরে ভরসা করেছি সবাই!'

'আরে, এত উত্তেজনায় ঠিক থাকে নাকি মাথার?' পালটা রাগ দেখাল রামানন্দী।

'তা হলে কি এখন ফিরে যেতে হবে গুহাতে?' সাবধানে জানতে চাইল দণ্ডী। আরেক বার পানিতে নামার কথা ভাবতে পারছে না লোকটা।

জবাবে লম্বা শ্বাস ফেলল সন্ন্যাসী।

উত্তরটা হচ্ছে– হ্যাঁ।

'তার আগে বলুন,' বিকল্প উপায় খুঁজছে ত্রিমাল-নায়েক। 'কীসে বাধা দিচ্ছে এগোতে?'

'দেয়াল।'

'সরুন তো, দেখি!'

দেখতে দিল রামানন্দী।

'এটা তো মনে হচ্ছে– দরজা!'

BanglaBook.org

কোমরে গোঁজা পিস্তল হাতে নিয়ে উলটো করে ধরল ও বাঁটটা। জোরে-জোরে বাড়ি দিতে আরম্ভ করল প্রতিবন্ধকটার গায়ে। ফাঁপা আওয়াজ শোনার প্রত্যাশা করছে।

নিরাশ হলো।

নিরেট পাথুরে দরজা।

'দরজা হলে তো কোনও-না-কোনও ব্যবস্থা থাকবে খোলার,' মিনমিন করে বলল রামানন্দী। 'হয়তো কোনও বোতাম-টোতাম...'

কথাটা মনে ধরল ত্রিমাল-নায়েকের। দ্রুত দেয়ালটার দুই পাশে হাতড়ে দেখল নায়েক।

উপরে দেখল।

নিচে।

আবারও ওকে হতাশ করল ওর পোড়া কপাল।

'ধুরো!' মুষড়ে পড়ল নায়েক।

আরেকটা কাজ অবশ্য করা যায়।

ক্লান্ত শরীরে শক্তি জড়ো করল ত্রিমাল-নায়েক। কাঁধের ধাক্কা দিল প্রাচীরের গায়ে।

তা-ও ফল হলো না কোনও। দরজাটা যেন নড়বে না বলে পণ করেছে।

'এটার বারোটা বাজাতে হলে কামান দরকার,' রাগ ঝাড়ল নায়েক। হাঁপাচ্ছে।

'পথটা কি ইদানীং কালে বন্ধ করা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল প্রৌঢ় রামানন্দীকে।

'সম্ভাবনা কম। হলে বহু আগেই বন্ধ করা হয়েছে।'

'আচ্ছা, ঠিক কোথায় আছি আমরা?' জানতে চাইল ত্রিমাল-নায়েক।

'মন্দিরের নিচে।'

'তা হলে কি ধরে নিতে পারি, মন্দিরের সাথে সংযোগ রয়েছে এটার?'

BanglaBook.org

'খুব সম্ভব।'

'সত্যিই তা হলে গঙ্গায় যায়নি এই সুড়ঙ্গ!'

'নাহ।' মলিন কণ্ঠে বলল রামানন্দী। 'ভুল হয়েছে আমার।'

'গুহায় ফেরা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ই নেই তা হলে?'

'নাহ। ওটাই এক মাত্র উপায়। আরেকটা সুড়ঙ্গ আছে ওখানে। নিশ্চিত ভাবেই গঙ্গার দিকে বেরিয়েছে ওটা। সুড়ঙ্গটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'ওটাও কি পানির উপরে, নাকি নিচে?'

'উপরে।'

'আপনি নিশ্চিত?'

জবাব দেয়ার মুখ নেই রামানন্দীর।

'চলুন, খুঁজে বের করি ওটা,' নরম গলায় বলল ত্রিমাল-নায়েক। ভুল হতেই পারে মানুষের।

'হুম, চলো।'

'ভাবছি, সেপাইদের সাথে মোলাকাত না হলেই হয়!'

'হুম।'

কোনও ঝামেলা ছাড়াই ফিরে এল ওরা গুহাটায়।

এক-এক করে নামল সবাই পানিতে।

শেষ লোকটা নামতেই হাজির হয়ে গেল মূর্তিমান বিপদ।

জলমগ্ন সুড়ঙ্গটা পেরিয়ে এসেছে ম্যাকফারসনের লোকেরা!

পানি নিরোধক বুলেট রয়েছে ওদের কাছে।

দেখেই গুলি করল নায়েকদের।

অবশ্য লাগাতে পারল না কারও গায়ে। তাড়াহুড়োয় ঠিক রাখতে পারেনি নিশানা।

উজ্জ্বল আলো ঝলসে উঠেছে আওয়াজটার সঙ্গে। এক মুহূর্তের জন্য আলোকিত করে দিল ভিতরটা।

BanglaBook.org

আরেক বার আগুন ওগরাল রাইফেল।

এ-বারেও মিস।

বদ্ধ গুহায় কানে তালা লাগার অবস্থা প্রচণ্ড আওয়াজে।

প্রতিক্রিয়া হিসাবে কয়েকটা পাথর খসে পড়ল ছাত থেকে।

ভয়ই পেয়ে গেল এতে সেপাইরা। ছাতটা না ধসে পড়ে আবার!

কিন্তু বিন্ধ্য... ভয়ের বদলে চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে।

দ্বিতীয় ঝলকানিটার কারণে অন্য সুড়ঙ্গটা আবিষ্কার করে ফেলেছে ওর চোখ জোড়া।

'ওদিকটায়!' হেঁকে বলল সন্ন্যাসী।

নব উদ্যমে সাঁতরে চলল ও সুড়ঙ্গটার উদ্দেশে। সঙ্গীরা অনুসরণ করছে কি না, তাকিয়েও দেখল না।

সব ক'জনই নিরাপদে ঢুকতে পারল দ্বিতীয় সুড়ঙ্গে।

ছাত ধসে পড়ার ভয়ে গুলি ছোঁড়ার বোকামি করল না সেপাইগুলো।

'সুড়ঙ্গটায় ঢুকতে হবে আমাদের!' বলল ওদের একজন।

পিছনের কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারল ওরা। পেয়ে রাগে ফুটতে লাগল ত্রিমাল-নায়েক।

সার্জেন্ট ভরত!

চোয়াল দৃঢ় হলো নায়েকের।

'ফের যদি ধরতে পারি বদমাসটাকে,' প্রতিজ্ঞা করল রামানন্দী। 'শিক্ষা দেব জনমের তরে!'

'ওই যে ওরা!' চিৎকার ছাড়ল এক সিপাহি।

সুড়ঙ্গটায় ঢুকে পড়েছে ওরা।

একটা বাঁক পেরিয়ে ত্রিমাল-নায়েকদের দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছে সৈন্যটি।

কথাটা কানে যেতেই দেরি করল না সেপাইরা।

BanglaBook.org

চিৎকারটা শুনে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল দণ্ডী, চালনির মতো ফুটো হয়ে গেল লোকটার শরীর।

'দণ্ডী!' হাহাকার করে উঠল রামানন্দী।

হতভাগ্য সন্ন্যাসী লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

'থামবেন না! এগোন!' চিৎকার করে হুকুম করল ত্রিমাল-নায়েক।

'কিন্তু দণ্ডী–'

'মারা গেছে লোকটা!'

সত্যটা হৃদয়ঙ্গম হতেই অন্ধকারে ছুট লাগাল রামানন্দী।

প্রৌঢ় আর ত্রিমাল-নায়েক পিছু নিল ওর।

ও-দিকে পিছন-পিছন আসছে সেপাইরা।

দু' শ' মিটার এগোনোর পর আচমকা থমকে দাঁড়াল সন্ন্যাসী।

বিশাল এক ধাতব দরজা দাঁড়িয়ে ওদের সামনে!

কিন্তু এই প্রথম ওরা খোলা পেল কোনও দরজা।

'এটা ওদেরকে আটকে রাখবে কিছুক্ষণ,' সঙ্গীরা দরজা পেরোলে ব্যস্ত গলায় বলল বিন্ধ্য।

কান ফাটানো ধড়াম আওয়াজে লাগিয়ে দিল ও লোহার দরজাটা।

'আর কত দূর?' আর ধৈর্য রাখতে পারছে না ত্রিমাল-নায়েক। 'পথ তো আর শেষই হয় না!'

'চলেই এসেছি... প্রায় চলে এসেছি।'

পাশের দেয়াল স্পর্শ করে দৌড়ে চলল ওরা পাগলের মতো।

সত্যি, বেশিক্ষণ লাগল না, সুড়ঙ্গের দূরে দেখতে পেল রুপালি আলো।

এবং শিগগিরই চাপা মর্মরধ্বনি এল কানে।

'কীসের আওয়াজ?' কান পাতল ত্রিমাল-নায়েক।

'গঙ্গা!' বলল সন্ন্যাসী গমগমে গলায়।

BanglaBook.org

তৃতীয়, বড় আরেকটা গুহায় এসে পৌঁছাল ওরা সুড়ঙ্গটা শেষ হতেই।

অপ্রশস্ত এক খোলা মুখ দিয়ে গুহাটা উন্মুক্ত হয়েছে বাইরে। আলোটা আসছে ও-দিক দিয়েই।

ওদের এই অকস্মাৎ অনাহূত আগমনকে অভ্যর্থনা জানাল উপর থেকে আসা পীড়াদায়ক তীক্ষ্ণ চিৎকার।

চকিতে উপরে তাকাল ত্রিমাল-নায়েক।

অনেক উপরে ছাত চোখে পড়ে-কি-পড়ে-না।

থতমত খেয়ে গেছে প্রৌঢ়। দৌড় থামিয়ে চাইল ও ছাতের দিকে।

উপরের দেয়াল আর ছাত ঢাকা পড়ে আছে বড়-বড় কালো বিন্দুতে।

বিচিত্র গুঞ্জনে ভরে উঠতে শুরু করেছে বাতাস।

অঙ্গ সঞ্চালন শুরু করেছে বড়সড় ডানা আর হলদে ডোরার পশমে আবৃত বিশেষ এক জাতের বাদুড়। অনধিকার প্রবেশে বিরক্ত।

দেয়াল আর ছাত ছেড়ে বিশাল এক গোলকের আকৃতিতে শূন্যে জড়ো হলো প্রাণীগুলো।

সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে আছে ত্রিমাল-নায়েক আর প্রৌঢ়।

আচমকা বৃত্ত ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল ওগুলো সবখানে।

মাথা বাঁচাতে নিচু হলো ওরা তিনজনে।

একের পর এক বিশাল ডানার ঝাপটা এসে লাগছে অনুপ্রবেশকারীদের গায়ে, মাথায়।

এলোপাতাড়ি হামলা থেকে বাঁচতে দ্রুত ছুটল ওরা গুহার খোলা মুখটা লক্ষ্য করে।

বেরিয়ে এল ওরা বাইরে।

অদূরেই নদীটা।

BanglaBook.org

আগের পরিকল্পনামতো নামল পানিতে।

কিন্তু কোমর পর্যন্ত নামতেই থমকে দাঁড়াতে হলো রামানন্দীকে।

উলটো ঘুরল সে ফিরে যাওয়ার জন্য।

'কী হলো আবার?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল ত্রিমাল-নায়েক।

'সেপাই!'

আটাশ

ডুব

না, ভুল হয়নি সন্ন্যাসীর।

সাত সকালের আবছা আলোয় টহল দিতে বেরিয়েছে সৈন্য-বোঝাই তিনটি লঞ্চ।

নাকি ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে লোকগুলো?

সেটাই হবে। এত সকালে টহল দিতে বেরোনোর কথা না কারও।

সুখের কথা হলো: ওদের বোধ হয় জানা নেই গুহামুখের অবস্থান। অন্যথায় এগিয়ে আসত নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে।

কোণঠাসা জানোয়ারের মতো দেখাচ্ছে ত্রিমাল-নায়েককে।

লঞ্চগুলোর উপরে চোখ রেখে পিছিয়ে এল ওরা সন্তর্পণে।

'এমন কি হতে পারে যে, ওরা আসলে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাদের?'

BanglaBook.org

'মনে হয়।'

'কী-ভাবে বুঝল এ-দিক দিয়ে বেরোব আমরা?'

'সার্জেন্ট,' একটুও দেরি না করে বলল রামানন্দী।

'সার্জেন্ট!'

'অসম্ভব মনে হচ্ছে? আমাদের আলাপ তো সবটাই শুনেছে লোকটা। গঙ্গায় বেরোনোর সুড়ঙ্গ সম্বন্ধে বলতে শুনেছে আমাকে। তারপর যখন পালিয়ে গেল, বুদ্ধিমানের মতো নিজের অন্তত একজন লোককে নির্দেশ দিয়েছে বাইরের সৈন্যদের জানিয়ে দিতে: গঙ্গার পাড় বরাবর নজর রাখার জন্য। বাকিদের নিয়ে আমাদের পিছু নিয়েছে সার্জেন্ট। ...এখন কি সম্ভব বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' দু'মুহূর্ত ভেবে নিয়ে মাথা দোলাল ত্রিমাল-নায়েক। 'এখন আমার বিশ্বাস, ঠিক তা-ই হয়েছে।'

'তা হলে?' ফাঁদে পড়া চেহারা হয়েছে প্রৌঢ়ের। 'সামনে-পিছনে– দু'দিকেই শত্রু! কোন্ দিকে যাব আমরা? করণীয় কী?'

'হুম...' চিন্তার সাগরে ডুবে গেছে রামানন্দী। 'পিঠ একদম ঠেকে গেছে দেয়ালে। এখন আর কী-হবে আর কী-হতে-পারে, চিন্তা করার সময় নেই। অন্ধ পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপ দেয়ার সময় এখন...'

'কিন্তু করবটা কী, সেটাই বলুন না!' এ-সব উপমা-টুপমা অসহ্য লাগছে প্রৌঢ়ের কাছে।

'প্রথম কাজ তো ওটাই– সরে যেতে হবে এখান থেকে। নয় তো একটু পরেই ধরা পড়ে যাব কারও-না-কারও চোখে।'

'পিছনের দরজাটা তো বন্ধ...'

'তা বন্ধ। কিন্তু উড়িয়ে দিতে কতক্ষণ?'

'বিস্তর গুলি-বারুদ এনেছে বোধ হয় সঙ্গে করে...'

'এবং সেটা জল নিরোধক।'

BanglaBook.org

'...আপনার মাথায় কোনও বুদ্ধি খেলছে?' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটাই করল ত্রিমাল-নায়েক।

'এই মাত্র একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়...'

'কী সেটা? তাড়াতাড়ি বলুন!'

'বলছি।' প্রস্তুত হলো রামানন্দী। '...ভালো সাঁতার জানি আমরা প্রত্যেকে। কাজেই, ডুবসাঁতার দিয়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করব নিরাপদ জায়গায়।'

'কিন্তু কতটুকু যেতে পারব এক ডুব দিয়ে?' পরিকল্পনার ফাঁকটা দেখিয়ে দিল ত্রিমাল-নায়েক। 'দেখতে পেলে গুলি শুরু করবে ওরা! মায়া-দয়া করবে না একটুও।'

'ভালো করেই জানি সেটা। তার পরও ঝুঁকিটা নিতেই হবে আমাদের। অবশ্য ভাগ্য একেবারে প্রতিকূল নয় আমাদের...'

'কী রকম?'

'চোখে যাতে না পড়ি, সেই ব্যবস্থা আছে।'

'খুলে বলুন।'

'হ্যাঁ। ...প্রায় সব সময় কিছু-না-কিছু লাশ ভাসেই নদীতে। আমরা যদি লাশের অভিনয় করি, ভালো সম্ভাবনা আছে যে, খেয়ালই করবে না ওরা আমাদের... টেরই পাবে না কিছু।'

'হ্যাঁ... এটা আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'ব্যস। আর কোনও কথা নয়। কাজ দেখানোর সময় এখন। সাবধানে এসো।'

আসলেই তা-ই। নষ্ট করার মতো সময় নেই এক বিন্দু। নয় তো জলাঞ্জলি দিতে হবে শেষ ভরসাটাও। একবার যদি ধরা পড়ে যায়, আশা করে লাভ নেই কোনও।

পর্যাপ্ত দম নিয়ে নিল তিনজনে। তারপর ঈশ্বরের নাম জপে ডুব দিল পানিতে।

BanglaBook.org

দ্রুত এবং স্বচ্ছন্দে তিন শ' মিটার আন্দাজ জলের নিচ দিয়ে সাঁতরে পেরোল ত্রিমাল-নায়েক। থামল এরপর জিরিয়ে নেয়ার জন্য।

স্রোতের টানে এ-বার ভেসে যেতে দিল ও নিজেকে। শক্তির পুরোটা খাটাচ্ছে এখন ডুবে থাকার জন্য।

আরও দু' শ' মিটার ভেসে এগোল দম ধরে রেখে, যতক্ষণ না দপদপ করতে আরম্ভ করল কানের ভিতর।

ডুবে থাকা অবস্থাতেই চিত হলো ও শ্বাস নেয়ার জন্য। আলগোছে জলের উপরটা ভেদ করে জেগে উঠতে দিল নাক আর মুখটাকে।

গভীর করে বার কয়েক শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে শান্ত করল ও শরীরের যন্ত্রপাতিগুলোকে। পরবর্তী সাঁতারের জন্য অক্সিজেনে পূর্ণ করল ফুসফুস দুটো। তারপর নাক-মুখ ডুবিয়ে যথারীতি উপুড় হলো।

আগের মতো ডুবসাঁতার দিয়ে এগোচ্ছে ত্রিমাল-নায়েক। পরিষ্কার পানিতে পাড় দেখতে পাচ্ছে একটু দূরে। ভাসমান জলজ উদ্ভিদের ঘন এক দঙ্গল লক্ষ্য ওর।

দেড় শ' মিটার এগোনোর পরই দম নেয়ার প্রয়োজন দেখা দিল এ-বারে।

চিত হতে যাচ্ছে, এমনি সময় হতচকিত হয়ে পড়ল আগ্নেয়াস্ত্রের গা শিউরানো আওয়াজে।

সকালের শান্ত নিস্তব্ধতা প্রকম্পিত করল তীব্র একটা মরণ-আর্তনাদ।

গুলি খেয়েছে কেউ!

প্রশ্ন হচ্ছেঃ কে?

যদিও বাতাসের জন্য আকুলি-বিকুলি করছে বুকটা, তবু এ-বারকার মতো দম না নিয়ে দূরে সরে যেতে লাগল নায়েক সাঁতরে। আগের চাইতে সতর্ক।

BanglaBook.org

শেষ পর্যন্ত যখন আর অসম্ভব মনে হলো এগোনো, জলের শরীরে মরিয়া কয়েকটা লাথি মেরে নাক-মুখ জাগাল অক্সিজেনের জন্য।

ধীরে-সুস্থে দম নিয়ে শান্ত করছে দেহ মনের উত্তেজনা, এমন সময় কীসের যেন ধাক্কা খেল শরীরে।

খপ করে দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলল ও ভাসমান জিনিসটা।

অনেকটাই দূরে চলে এসেছে সেপাইদের থেকে। কাজেই, ঝুঁকিটা নিল ত্রিমাল-নায়েক। ধীরে, খুব ধীরে উঁকি দিল পানির নিচ থেকে।

ততোধিক সাবধানে চোখ মেলে তাকাতেই অস্ফুট চিৎকারটা রুখতে পারল না হাজার চেষ্টা করেও।

রামানন্দীর নিথর শরীরটা ভাসছে ওর পাশে!

মাথায় গুলি খেয়েছে হতভাগ্য সন্ন্যাসী। এক গুলিতেই সাঙ্গ হয়েছে জাগতিক সব হিসাব-নিকাশ।

জবা ফুলের মতো লাল হয়ে আছে চারপাশের পানি।

জান্তব আতঙ্কে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিল ও লাশটা। ঝুপ করে অদৃশ্য হলো আবার জলের তলায়।

কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যটা বেশি দূরে নয় আর। সৌভাগ্যক্রমে, পাঁচ শ' মিটারেরও বেশি দূরে রয়েছে জলযান তিনটে।

একটি বারের জন্য মনে এল মোহনের ভাবনা। ঠিক আছে তো লোকটা? পরক্ষণে বিস্মৃত হলো মুখটা। আপনি বাঁচলে বাপের নাম!

কিন্তু... মরতে হলো কেন সন্ন্যাসীকে?

ওরা কি টের পেয়েছে কিছু?

নাকি স্রেফ সন্দেহ?

মাথায় গুলি লাগাটা হয়তো দুর্ঘটনা।

রামানন্দীর অন্তিম পরিণতি নাড়িয়ে দিয়েছে ত্রিমাল-নায়েককে। সতর্ক-কিন্তু-মরিয়ার মতো সাঁতরে চলেছে

BanglaBook.org

লক্ষ্যস্থলের উদ্দেশে।

বড়-বড় কচুরিপানার দঙ্গলটার কাছে পৌঁছে নাক-মুখ জাগাল বাতাস নেয়ার জন্য।

ওর এই আচমকা-উপস্থিতি ভয় পাইয়ে দিল বাদামি আইবিস, ব্রাহ্মণ হাঁস আর কোমোর‍্যান্টের একটা ঝাঁককে। কর্কশ স্বরে ডাকতে-ডাকতে দূরের পানির দিকে উড়াল দিল পাখিগুলো।

ভয় হলো নায়েকের। অস্বাভাবিক এই উড়াল না আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে লঞ্চের আরোহীদের!

কয়েকটা মিনিট অপেক্ষা করল ও। লুকিয়ে রইল কচুরিপানার নিচে।

নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পর, সন্তর্পণে সাঁতরে চলল নদীতীরের ঝোপঝাড় আর খাগড়ার বন লক্ষ্য করে।

শেষ একটা মরিয়া প্রচেষ্টায় পানি থেকে টেনে তুলল নিজেকে ত্রিমাল-নায়েক।

নলখাগড়ার সমাহার পেরোলে আমের বাগান। চলল সে-দিকে টলতে-টলতে।

একটা গাছের আড়ালে শরণ নিল ও। সময় দরকার ধাতস্থ হবার।

বড় একটা ডাল দেখে গাছ বাইতে লাগল ত্রিমাল-নায়েক।

ডালটায় জুত মতো চড়ে বসে দৃষ্টি রাখল অদূরের নদীটার দিকে।

তিনটে লঞ্চের দুটো এরই মধ্যে চলে এসেছে গুহামুখটার কাছাকাছি।

ঠিক এ সময় বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল দূর থেকে।

গেল! ভাবল নায়েক। ধাতব দরজাটা উড়িয়ে দিল বোধ

BanglaBook.org

হয় সার্জেন্টের বাহিনী।

তিন নম্বর জলযানটাকে খুঁজল ওর চোখ দুটো।

আগের মতোই টহল দিয়ে চলেছে ওটা গঙ্গার বুকে।

ত্রিমাল-নায়েকের মনে হলো, সন্ন্যাসীর লাশ খুঁজছে ওরা। বিড়বিড় করল ও কী জানি।

এ-দিকে পাত্তা নেই মোহনের!

'ভগবানই জানেন, কী অবস্থা লোকটার!' মনে-মনে আওড়াল নায়েক।

ভেবে সারতে পারল না, কী যেন নড়ে উঠল কচুরিপানার মধ্যে।

প্রথমে ভাবল, বড় কোনও মাছ-টাছ হবে। কিন্তু কয়েকটা মিনিট পরেই পানার চাদর ভেদ করে উঁকি দিল একটা মাথা।

'মোহন!' আওড়াল নায়েক অস্ফুটে।

একটা হাত ঠোঁটে উঠে এল নায়েকের।

শেয়াল ডেকে উঠল সকালের নীরবতায়।

আরেকটু মাথা জাগাল মোহন। দৃষ্টি চলে গেছে আম বাগানের দিকে। বুঝতে পারছে, কাছেপিঠে দোস্ত রয়েছে কোনও।

তার পরও, গুপ্ত স্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসতে ভরসা পেল না প্রৌঢ়।

'এ-দিকে! এ-দিকে! উপরে দেখো!' চাপা চিৎকার ছাড়ল এ-বারে ত্রিমাল-নায়েক।

আওয়াজ লক্ষ্য করে তাকাল প্রৌঢ়। দেখতে পেল ত্রিমাল-নায়েককে।

'চলো এসো!' তেমনি চাপা স্বরে বলল নায়েক। 'কেউ নেই এ-দিকটায়।'

পাড়ের কাছে এসে বুকে ভর দিয়ে ডাঙায় উঠল প্রৌঢ়। ক্রল করে ঢুকে পড়ল খাগড়া বনের মধ্যে। অভিমুখঃ আম্র কানন।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পর।

'খুশি লাগছে তোমাকে দেখে!' দাঁত বের করে হাসছে প্রৌঢ়।

'আমার লাগছে না।' ভয়ানক গম্ভীর হয়ে আছে ত্রিমাল-নায়েক। 'মারা পড়েছে রামানন্দী!'

'জানি, দেখেছি,' রুদ্ধ স্বরে বলল প্রৌঢ়। 'মাত্র দশ মিটার দূরে ছিলাম তখন।'

'আক্ষরিক অর্থেই আমরা এখন অথই জলে!'

'হ্যাঁ,' মলিন স্বর প্রৌঢ়ের। 'ভাবনাচিন্তা সব ছেড়ে দিয়েছিলাম রামানন্দীর উপর...'

'তুমিই বলো, কী করব এখন! আমি তো কিছু ভাবতে পারছি না!'

'পরমহংসকে খুঁজে বের করাই সবচাইতে জরুরি এখন,' ভেবে বলল প্রৌঢ়। 'সম্ভবত রওনা হতে হবে দক্ষিণে।'

'আর ক্যাপটেন? ক্যাপটেনের কী হবে?'

'ওই চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে হবে আপাতত মাথা থেকে।'

'সেটা কি সম্ভব? পরমহংসকে খুঁজে বের করতে করতে লোকটা যদি রওনা দিয়ে দেয় রাজমঙ্গলের দিকে?'

'কিচ্ছু করার নেই। এ ব্যাপারে নিরুপায় আমরা।'

মাথা হেঁট হয়ে গেল নায়েকের। কিন্তু ও-ও বিকল্প কোনও সমাধান দেখতে পাচ্ছে না।

'দ্রুত বেরোতে হবে এখান থেকে,' ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলে উঠল প্রৌঢ়। 'সেপাইরা যদি এলাকা ঢুঁড়তে শুরু করে, মাথার চুল ছিঁড়তে হবে তখন।'

'রাস্তাঘাট চেনো এখানকার?' জানতে চাইল নায়েক।

'পাড়ের সমান্তরালে হাঁটতে থাকি আপাতত। পরের চিন্তা পরে।'

BanglaBook.org

হেঁটে বাগানটা পাড়ি দিল ওরা।

ওখান থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখতে পেল এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে। কাছের ধান খেতটা থেকে বেরিয়ে আসছে।

দীর্ঘকায়, সুদর্শন মানুষটির পরনে সাদা আলখেল্লা। কাঁচাপাকা দাড়ি গণ্ডদেশ জুড়ে। তিন-চার লিটার পানি ধরে, এ-রকম এক ধাতব পাত্র বহন করছে এক হাতে।

গঙ্গায় স্নান সারতে যাচ্ছে ব্রাহ্মণ, কোনওই সন্দেহ রইল না ওদের।

'ব্রাহ্মণ বোধ হয় সৌভাগ্য নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য,' মোহনের কণ্ঠে আশার ছোঁয়া। 'হয়তো সাহায্য করতে পারবে আমাদের লুকাতে। কস্মিনকালেও সাহস হবে না সেপাইদের এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বাড়িতে হানা দেয়ার।'

মাথা দোলাল নায়েক।

'ওর সাহায্য নেয়ার কথা ভাবছ নাকি?'

'হ্যাঁ। স্নান সেরে ফিরে আসুক লোকটা। তারপর ওর সাহায্য চাইব আমরা। ভেবে দেখলাম, এটাই আপাতত নিরাপদ। এই মুহূর্তে বাইরে ঘোরাঘুরি করলে সেপাইদের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।'

ইংরেজদের তাড়া খাওয়া লোক দু'জনের উপস্থিতি সম্বন্ধে কিচ্ছুটি জানে না পুরোহিত। কোনও রকম সন্দেহ না করে হেলতে-দুলতে পেরিয়ে গেল– ওরা যে ঝোপটায় লুকিয়ে আছে।

অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল নদীতে।

দিগন্তের ও-পাশ থেকে সূর্য উঁকি দিচ্ছে ধীরে-ধীরে। সে-দিকে তাকিয়ে গা থেকে আলখেল্লাটা খুলে ফেলল পুরোহিত। ঘাটের কিনারায় এসে শৌচ করতে আরম্ভ করল হাত-পা।

জলে নামল।

আঁজলা ভরে পানি তুলল ডান হাতে। তারপর আকাশের দিকে তুলে ধরল হাতটা। পানির ধারাটা গড়িয়ে পড়তে দিল

BanglaBook.org

কবজি বেয়ে।

এ-বারে বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করছে সকালের।

নাক ভেজাল। মুখ ভেজাল। কান। ঠোঁট। দুই চোখ। উদর। কাঁধ জোড়া... সবই ভেজাল একে-একে।

এ-ভাবেই সম্পন্ন হলো স্নানের প্রথম ভাগ।

এরপর সদ্য ভাঙা ছোট একখানা গাছের-ডাল দিয়ে দাঁত মাজতে আরম্ভ করল পুরোহিত।

মুখ ধোয়া শেষে, এক মুঠো মাটি তুলে আনল নদীর তলদেশ থেকে। ও দিয়ে কয়েকটা দাগ কাটল কপালে।

ধার্মিকতা পালন করার জন্য আরও অনেক কিছুই হর রোজ করতে হয় ব্রাহ্মণদের।

কপালে দাগ কাটার পর ঘাসের চাপড়া দিয়ে ডলে-ডলে কাপড় ধুল পুরোহিত। তারপর পুব দিকে মুখ করে এগিয়ে চলল পানি ভেঙে।

শুরু হলো সকালের প্রার্থনা।

অশুভ আত্মার প্রভাব দূর করতে অনর্গল চলল মন্ত্রোচ্চারণ।

তিন চুমুক জল পান করল পুরোহিত। কয়েকটা মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করল শ্বাস চেপে রেখে। এরপর আরও একটু পান করল পানি। দুটো হাত জড়ো করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল এক পায়ে। সূর্যদেবতার উদ্দেশে পর-পর তিন বার দিল নৈবেদ্য।

আরও তিন বার জল পানের পর ভিন্ন-ভিন্ন দশটি মন্ত্র উচ্চারণ করল পুরোহিত। প্রণামের ভঙ্গিতে ফের হাত দুটো জড়ো করে শেষ প্রার্থনা নিবেদন করল সূর্যের প্রতি।

একদম শেষে; পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর– এই চার দিকে মুখ করে দাঁড়াল পর্যায়ক্রমে। প্রতি বারই চলল নাতিদীর্ঘ এক মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি।

ঘাটে উঠে পড়ল পুরোহিত। একটা ঝোপের পাশে বসে

BanglaBook.org

লাল গিরিমাটির সঙ্গে কাদা মেশাল কিছুটা। মিশ্রণটা দিয়ে তিলক আঁকল কপালে। আরেকটা ফোঁটা আঁকল নাকের ডগায়। তারপর বাহুতে টানল আরও কয়েকটা রেখা। প্রতিটা চিহ্নই আঁকল ভিন্ন-ভিন্ন আঙুল ব্যবহার করে।

গঙ্গাজলে শেষ চুমুক দিতে যাচ্ছে পুরোহিত, তক্ষুণি ব্রাহ্মণের সামনে হাজির হলো প্রৌঢ়।

সরল দৃষ্টিতে তাকাল পুরোহিত।

ওকে সুপ্রভাত জানাল মোহন।

হাতে ধরা ঘাসের চাপড়াটা ছুঁড়ে ফেলতে উদ্যত হলো ব্রাহ্মণ। নিচু জাতের কারও মুখোমুখি হয়ে গেলে এমনটাই করার রীতি।

তাড়াতাড়ি হাত উঁচিয়ে বাধা দিল ফাঁসুড়ে।

'দাঁড়ান! দাঁড়ান! মা-কালীর উপাসক আমি!'

এই পরিচয় ঘোষণা করল: মোহন একজন যোদ্ধা। ক্ষত্রিয় বংশের সদস্য।

ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়। বৈশ্য। শূদ্র। এই হচ্ছে হিন্দুদের প্রধান চারটি সম্প্রদায়।

ব্রাহ্মণ হচ্ছে চার জাতের মধ্যে প্রধান এবং সবচেয়ে সম্মানিত।

লড়াই করে জীবিকা নির্বাহ করে ক্ষত্রিয়রা।

পেশায় কৃষকরা হচ্ছে বৈশ্য জাতের অন্তর্ভুক্ত।

সব শেষে রয়েছে চাকরবাকর আর কারিগররা। শূদ্র এরা।

'কী চাও আমার কাছে?' জানতে চাইল পুরোহিত।

'আজকের দিনটা যদি আমাদের দু'জনকে একটু আশ্রয় দেন, তা হলে খুব উপকার হয়, ঠাকুর!'

'আরেক জন?'

বলতে-না-বলতে ত্রিমাল-নায়েককে চোখে পড়ল পুরোহিতের।

BanglaBook.org

'ঘরবাড়ি নেই তোমাদের?' চোখে সন্দেহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'আছে, মহাত্মা।'

'তা হলে?'

'অনেক দূরে আছি আমরা বাড়ি থেকে। খুবই বিপদের মধ্যে আছি এ মুহূর্তে।'

'কী ধরনের বিপদ?'

'বলতে পারেন– জান নিয়ে টানাটানি।'

'ঠিক করে বলো তো– আশ্রয় চাইছ, নাকি লুকানোর জায়গা চাইছ?'

'ঠিকই ধরেছেন, ঠাকুর। লুকানোর জায়গাই খুঁজছি আসলে।'

'কেন?'

'সেপাইরা পিছে লেগেছে আমাদের। নদী পার হয়ে আসছে ওরা আমাদের খোঁজে।'

'চুরিচামারির মামলা?'

'নাহ।'

'তবে কি খুন করেছ কাউকে?'

'না, তা-ও না।'

'ব্যস! তা হলেই হবে।' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে পুরোহিত। 'এসো আমার সাথে।'

'অশেষ কৃতজ্ঞতা, ঠাকুর! অশেষ কৃতজ্ঞতা।'

'লুকিয়ে থাকার পক্ষে আপনার বাড়িটা কি নিরাপদ?' জানতে চাইল ত্রিমাল-নায়েক।

'পবিত্র মন্দিরের চাইতে নিরাপদ আর কিছু নেই,' বলল পুরোহিত ভক্তি ভরে।

'আসছে ওরা!' প্রৌঢ়ের দিকে ঝুঁকে চাপা স্বরে বলল ত্রিমাল-নায়েক।

তাকাল মোহন গঙ্গার দূরে।

BanglaBook.org

গুহামুখটার কাছে থেমেছিল যে দুটো লঞ্চ, ভিতরের সেপাইদের তুলে নিয়েছে ওটা। দ্রুত নদী পেরোচ্ছে এখন।

'এসো,' আবারও আন্তরিক আহ্বান জানাল পুরোহিত।

ত্বরিত এগিয়ে চলল লোকটা ধান খেতের ভিতর দিয়ে। আরেকটা আম বাগান পেরোল *অতিথি* দু'জনকে নিয়ে।

শিগগিরই মন্দিরের চোখা চুড়ো দেখতে পেল ত্রিমাল-নায়েক আর প্রৌঢ়। নারকেল, পিপুল, নিম আর তাল গাছে ছাওয়া এক উপবনের ও-প্রান্তে।

ছোট্ট বনটা অতিক্রম করে অতিথিদেরকে মন্দিরের সামনে নিয়ে এল পুরোহিত।

ছোট একটা উপাসনালয়। তবে আলিশান গম্বুজ ওটার চূড়ায়।

সর্পরাজ বাসুকীর তাম্রমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে গম্বুজটার উপরে।

প্রাচীন যুগের অবতার এই বাসুকী। মহা সমুদ্র মন্থনে সাহায্য করেছিল দেবতাদের।

দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভাঙল পুরোহিত। উঠে এল মন্দিরের দাওয়ায়।

কালের প্রবাহে সবজেটে হয়ে আসা ব্রোঞ্জের একখানা দরজা খুলে দিল পুরোহিত কবাট ঠেলে।

আগন্তুকদের ঢুকতে বলে নিজেও ঢুকল ভিতরে। তারপর চট করে ভারী বল্টু লাগিয়ে দিল দরজার।

'নরসিংহের মন্দিরে রয়েছ তোমরা,' ব্যাখ্যা করল গর্বিত স্বরে। 'অনুমতি ছাড়া এখানে ঢোকার দুঃসাহস হবে না কারও।'

'ধন্যবাদ,' ত্রিমাল-নায়েক বলল। 'তবে... নিষেধাজ্ঞাটা নিশ্চয়ই ভারতীয়দের জন্য?'

'কেন, বলো তো!'

'ভাবছি, সেপাইদের বেলায় খাটবে কি না এই

BanglaBook.org

নিষেধাজ্ঞা...'

'কেন খাটবে না?'

'না... মানে, ওরা তো তাঁবেদারি করছে ব্রিটিশ সরকারের,' চারপাশে তাকাতে-তাকাতে ত্রিমাল-নায়েক।

'তাঁবেদারি করলেও জাত তো আর বিসর্জন দেয়নি।' আত্মবিশ্বাস টলল না পুরোহিতের। 'ধর্মের ভয় আছে না?'

এক রকম ফাঁকাই বলতে হবে মন্দিরের ভিতরটা। বিশাল এক সোনালি মূর্তি হেলান দিয়ে শুয়ে আছে কামরার মাঝামাঝি।

মূর্তিটা নৃসিংহ অবতারের।

দশটি অবতারের উল্লেখ রয়েছে হিন্দু পুরাণে। মৎস্য। কূর্ম। বরাহ। নৃসিংহ। বামন। পরশুরাম। রাম। কৃষ্ণ। বলরাম। কল্কি।

চার যুগে ভাগ করা হয়েছে পৃথিবীর বয়সকে।

এগুলো হলো: সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি।

আধা-মানুষ, আধা-সিংহের রূপ ধরে সত্য যুগে পৃথিবীতে আবির্ভাব দেবতা বিষ্ণুর। এই অবতারই হচ্ছে নৃসিংহ বা নরসিংহ।

বিষ্ণুর চতুর্থ এই অবতার বিনাশ করেছিল এমন এক দানবের, মানুষ কিংবা কোনও জানোয়ারই নিকেশ করতে পারছিল না ওটাকে।

মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গেল পুরোহিত। চাপ দিল ওটার পেটের ভিতরে লুকানো একটা স্প্রিং-এ।

সড়সড় করে সরে গেল একটা প্যানেল। মানুষ ঢুকবার মতো বড় এক ফোকর উন্মুক্ত হলো ত্রিমাল-নায়েকদের সামনে।

ওদেরকে ভিতরে ঢুকতে সাহায্য করল পুরোহিত।

'এর ভিতরেই নিরাপদ থাকবে তোমরা,' বলল। 'কল্পনাই করবে না কেউ এখানে খোঁজার কথা।'

BanglaBook.org

বন্ধ হয়ে গেল প্যানেল।

এতটাই বড় যে স্বর্ণমূর্তিটা, পূর্ণ বয়স্ক ছ'জন মানুষ অনায়াসে ঠাঁই নিতে পারবে ভিতরে।

হামাগুড়ি দিয়ে নরসিংহের মাথার কাছে চলে এল ত্রিমাল-নায়েক আর প্রৌঢ়। অবতারের কাচের চোখ দুটো দিয়ে উঁকি দিল বাইরে।

দরজার উপরে চোখ পড়তেই সন্তুষ্টির হাসি ফুটে উঠল মোহনের ঠোঁটে।

'ও-দিক দিয়ে কেউ এলে দেখতে পাব অনায়াসেই,' বলল কারণটা।

'পুরোহিতকে বিশ্বাস করছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল ত্রিমাল-নায়েক।

'কেন নয়?'

'করবই বা কেন?'

'কারণ, আমরা যতখানি ঘৃণা করি, ততটাই ঘৃণা করে ওরা ইংরেজদের। ভারতীয় হয়ে বিদেশি প্রভুদের পা চাটে বলে দু'চোখে দেখতে পারে না সেপাইগুলোকে। লোকটা হয়তো জানে না, কেন ওরা পিছু নিয়েছে আমাদের; কিন্তু সাহায্য করবে বলে কথা যখন দিয়েছে, নিশ্চিত ভাবেই রক্ষা করবে ওয়াদা।'

'হতচ্ছাড়াগুলো ফিরে যাচ্ছে না কেন, বুঝলাম না!'

'কেন যাবে? এটা বুঝতে পারছেন না, হাল ছেড়ে দেয়া ধাতে নেই ম্যাকফারসন কিংবা কাঠগোঁয়ার সার্জেন্টের?'

'ওরা কি মন্দির পর্যন্ত আসবে বলে মনে করো?'

'সন্দেহ হলে তো আসবেই।'

'ধরো, এল। তারপর?'

'সন্দেহ নেই, চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে মন্দির। চাইবে ভিতরে ঢুকতে।'

'কিন্তু পুরোহিত যে বলল...'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, বাধা দেবে। কিন্তু পিছু হটবে বলে মনে হয় না ইংরেজরা।'

'প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে আছি তা হলে, মোহন।' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ত্রিমাল-নায়েক। 'বুঝতে পারছ অবস্থাটা? বন্দিই হয়ে আছি এক রকম। উপায় নেই পালানোর।'

'সুবিধাও আছে এক দিক দিয়ে। কে ধারণা করবে, এটার ভিতরে লুকিয়ে আমরা?'

'ভুল বলোনি। তবে কি... মানুষ লুকানোর পক্ষে অনেক বড় এই মূর্তিটা। যদি সন্দেহ হয় ওদের? হয়তো ভেঙে দেখতে চাইবে ভিতরটা।'

'ভারতীয় সৈন্যরা ভাঙবে বিষ্ণুর অবতার? পাগল হয়েছেন আপনি? এ ধরনের গর্হিত অপরাধ কখনওই করবে না লোকগুলো। এ তো ধর্ম অবমাননা রীতিমতো।'

'তা-ও বটে। তবে মূর্তি ভাঙুক আর না ভাঙুক, ওরা যদি ঘেরাও করে মন্দির, পালানোর উপায় থাকবে না কোনও।'

'প্রার্থনা করুন, যাতে ওই চিন্তা মাথায় না আসে ওদের।'

'আচ্ছা, মোহন!' হঠাৎ কী যেন খেয়াল হলো নায়েকের।

'জি, বলুন!'

'এই যে এত কিছু ঘটে গেল... এক বারও কি চেহারা দেখেছি ম্যাকফারসনের?'

'না, দেখিনি।'

'ধোঁকা দিল না তো সার্জেন্ট? হয়তো আসেইনি এখানে লোকটা!'

'সে-কথা আমি আগেই ভেবেছি।'

'উফ, কপাল!' নির্জলা আক্ষেপ ঝরল নায়েকের কণ্ঠে। 'অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের! এরই মধ্যে রাজমঙ্গল রওনা হয়ে গেছে কি না লোকটা, কে জানে!'

'অত ভাববেন না। সার্জেন্টের কাছ থেকে খবর না পেলে ওই কাজ করবে না ক্যাপটেন।'

BanglaBook.org

'যদি করে? যেমনটা চিনেছি ওকে, নির্দিষ্ট কোনও ঠিকানার ধার ধারবে না হয়তো। সাঁড়াশি-অভিযানকেই গুরুত্ব দেবে।'

'অনেক সময়ের ব্যাপার,' মন্তব্য করল প্রৌঢ়।

'কিন্তু একবার শুরু হয়ে গেলে করার আর কিছুই থাকবে না আমাদের।'

'সেটা অবশ্য ঠিক বলেছেন... খতম হয়ে যাবে আমাদের গুপ্ত সঙ্ঘ...'

'...আর আমি হারাব আমার আড়াকে।' দীর্ঘশ্বাস চাপল নায়েক। 'না... এ আমি হতে দেব না! কিছু একটা করতেই হবে আমাকে।'

'ভালোটাই ভাবি না কেন আমরা?'

'কে সেটার নিশ্চয়তা দিচ্ছে?'

'তা ঠিক, কেউ না।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, বেরোতে হবে এখান থেকে।'

'কিংবা...'

'হ্যাঁ, বলো!'

'খবর পাঠাতে হবে পরমহংসের কাছে।'

'কার কথা বলছ– নিমপোর?'

'জি, উনিই।'

'ও কী সাহায্য করবে?'

'পালানোর ব্যবস্থা করবেন এখান থেকে।'

'সেটা তো আমরা নিজেরাই পারি।'

'পারি। কিন্তু বিপদ আছে। চাইছি, এমন ব্যবস্থা করুন পরমহংস, কারও চোখে না পড়ে বেরিয়ে যেতে পারি এখান থেকে।'

'কী-ভাবে সম্ভব সেটা?'

'সে জানা নেই আমার। তবে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে নিমপোরের উপরে। অত্যন্ত সম্মানিত লোক তিনি। আর-সব

BanglaBook.org

সন্ন্যাসী আর সাপুড়েরা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলে ওঁকে। যে-কোনও কিছুই করতে পারেন তিনি চাইলে।'

'বুঝলাম। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধছে কে?'

'মানে?'

'কে ওকে জানাতে যাচ্ছে আমাদের কথা?'

'কেন, ব্রাহ্মণ!'

'অহ্–'

বেরসিকের মতো আলোচনায় যতি টানল একটা গুলির আওয়াজ।

পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা।

মন্দিরের বাইরে থেকে এসেছে আওয়াজটা। বিশাল গম্বুজের নিচে রয়ে গেছে আওয়াজের রেশ।

কেঁপে উঠল প্রৌঢ়।

'এসেই গেল বোধ হয়!'

BanglaBook.org

উনত্রিশ

উৎসবের পর

একটা পরদার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পুরোহিত।

বিষ্ণুর অন্য এক অবতারের প্রার্থনায় মগ্ন ছিল ও এতক্ষণ।

চকিত পায়ে রওনা হলো দরজার দিকে।

মূর্তির চোখে চোখ লাগিয়ে সব কিছু দেখতে পাচ্ছে ত্রিমাল-নায়েক আর প্রৌঢ়।

প্রমাণ সাইজের বল্টুটা নামিয়ে সন্তর্পণে দরজাটা খুলল পুরোহিত। খুলেই এক হাতের পাঞ্জা ঠেকাল বাতাসে। মন্দিরে ঢুকতে নিষেধ করছে কাউকে।

রাইফেলধারী চার সেপাই দাওয়ায় এসে মুখোমুখি হলো পুরোহিতের। সৈন্যদের নেতৃত্বে রয়েছে এক সার্জেন্ট। ভালো করেই চেনে ওকে ত্রিমাল-নায়েকরা।

'কী উপকার করতে পারি আপনাদের?' বিস্মিত হবার নিখুঁত অভিনয় করছে পুরোহিত।

সমাজের সবচাইতে উঁচুতলার এক বাসিন্দার সামনে দাঁড়িয়ে উসখুস করছে সৈন্যরা।

এক মাত্র ব্যতিক্রম সার্জেন্ট ভরত।

'ধর্মাবতার,' বলল ও বিনয়ে বিগলিত গলায়। 'মার্জনা চাইছি বিরক্ত করবার জন্য। দুটো খুনেকে খুঁজছি আমরা। সাক্ষাৎ শয়তান ওরা, ফাঁসুড়ে। হন্যে হয়ে খুঁজছি গত রাত থেকে।'

'আপনাদের কি ধারণা, এই মন্দিরে এসে লুকিয়েছে ওরা?' শীতল, শাণিত জিজ্ঞাসা পুরোহিতের।

'ধারণা নয়, পুরুত মশাই, সন্দেহ।'

'বাইরের কেউ ঢোকেনি এই মন্দিরে,' সাফ জানিয়ে দিল পুরোহিত।

'নিশ্চিত আপনি?'

'ও-রকম কাউকে চোখে পড়েনি আমার,' সরাসরি জবাব দিল না পুরোহিত। 'অন্য কোথাও গিয়ে খুঁজুন গে।'

কথাটা বলেই দরজা লাগাতে উদ্যত হলো।

ব্রাহ্মণের ভাবভঙ্গি দেখে সন্দেহ বাড়ল সার্জেন্টের। চট করে বাধা দিল হাত তুলে।

ভীষণ ভাবে চোখ-মুখ পাকাল পুরোহিত।

'এত বড় সাহস আপনার!' ঝাঁজিয়ে উঠল। 'বিশ্বাস করছেন না আমার কথায়!'

BanglaBook.org

'বেয়াদবি মার্জনা করবেন, পুরুত ঠাকুর,' বিনীত কণ্ঠেই প্রত্যুত্তর করল সার্জেন্ট। 'সরকারি দায়িত্ব পালন করছি আমরা। অনেক উপকার হবে, যদি মন্দিরে খোঁজার অনুমতি দেন আমাদের।'

'আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকিয়ে অপবিত্র করতে দেব না আমি বিষ্ণুর মন্দির,' নিজ বক্তব্যে অটল রইল পুরোহিত।

'দরজায় রেখে যাচ্ছি ওগুলো,' বিকল্প বাতলাল সার্জেন্ট।

'...সেটা হলে, ঠিক আছে,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে হলো পুরোহিতকে।

ভয় পাচ্ছে পূজারি। এর পরও আপত্তি করলে বাড়বেই কেবল সার্জেন্টের সন্দেহ।

'আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাকে সহযোগিতার জন্য,' মন থেকেই বলল সেপাইদের দলনেতা।

অস্ত্র নামিয়ে রাখার নির্দেশ দিল ওদেরকে সার্জেন্ট। সিঁড়ির নিচে অপেক্ষা করছে দ্বিতীয় আরেকটা দল। ঘুরল ওদের দিকে।

'গোটা মন্দির ঘিরে ফেলো তোমরা। যদি কেউ পালানোর চেষ্টা করে, সঙ্গে-সঙ্গে গুলি করবে।'

সৈন্য সমেত মন্দিরে ঢুকে পড়ল সার্জেন্ট। কোমরে ঝোলানো বাঁকা ফলার ভারী তলোয়ারটার হাতলের উপরে রেখেছে ডান হাতটা। বিপদ দেখলেই বের করে আনবে।

আত্মগোপন করার মতো দৃশ্যমান কোনও জায়গাই নেই মন্দিরের অভ্যন্তরে। প্রার্থনাস্থল বাদে আর একটাই কামরা রয়েছে, যেটাকে শোয়ার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করে পুরোহিত।

পেশাদারি সতর্কতায় প্রতিটি কোনা খুঁজে দেখল সার্জেন্ট আর চার সৈন্য। মেঝের পাথরগুলোতে টোকা দিয়ে পরীক্ষা করল, গোপন কোনও সুড়ঙ্গ রয়েছে কি না পাথরের নিচে।

পুরোটা কামরা তালাশ শেষে দানবাকৃতি নৃসিংহ মূর্তির

BanglaBook.org

সামনে এসে চিন্তাচ্ছন্ন হলো সার্জেন্ট।

ভিতরটা নিশ্চয়ই ফাঁপা ওই মূর্তির। তবে ফাঁকা কি না, খুশি হতো পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে পারলে। সাহসই পেল না কথাটা বলতে।

'সত্যি বলছেন,' সন্দেহ যায় না সার্জেন্টের। 'আশ্রয় চায়নি কেউ আপনার কাছে?'

'মিথ্যাবাদী বলতে চাইছেন আমাকে?' পালটা জবাব দিল পুরোহিত।

'কাউকে ঢুকতেও দেখেননি মন্দির-এলাকায়?'

'কী মনে হয়?' ফালতু প্রশ্নে বিরক্ত হওয়ার ভান করছে ব্রাহ্মণ।

'আশপাশেই কোথাও লুকিয়েছে বলে ধারণা আমাদের।'

'খুঁজে দেখলেই পারেন।'

'ঠিক আছে।' নড করল সার্জেন্ট। 'আরও একবার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সহযোগিতার জন্য। ভালো থাকবেন।'

শেষ বারের মতো চারধারে নজর বুলিয়ে নিল সৈন্যরা। তারপর বেরিয়ে গেল।

পাথুরে কাঠিন্য নিয়ে লোকগুলোকে চলে যেতে দেখল পুরোহিত। শেষ লোকটা বেরিয়ে গেলে আগের মতো লাগিয়ে দিল দরজাটা।

কিছুক্ষণ পায়চারি করে বেড়াল কামরা জুড়ে। তারপর কী মনে হতে বসে পড়ল দেয়ালের কালো এক পাথরের গায়ে খোদাই করা ছোট এক ফোকরের সামনে।

'আহ!' বিড়বিড় করল পনেরো সেকেণ্ড পর ফুটো থেকে চোখ সরিয়ে। 'মন্দির ঘেরাও করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। ঠিক আছে। আমাদেরও অভাব নেই ধৈর্যের। প্রশ্নই আসে না মামুলি কয়েকটা চামচার কাছে মাথা নত করার।'

ফুটোটার কাছ থেকে সরে এল ব্রাহ্মণ। পা বাড়াল এ-বারে মূর্তিটার দিকে।

BanglaBook.org

কাছে এসে চাপ দিল নির্দিষ্ট বোতামটায়।

ফোকরটা খুলে যেতেই মাথা বের করল ভিতরের দু'জন।

'চলে গেছে ওরা?' চাপা স্বরে জানতে চাইল ত্রিমাল-নায়েক।

'উঁহুঁ, যায়নি। ঘিরে রেখেছে আমাদের।'

'আপনাকে বিশ্বাস করেনি ওরা?'

'সম্ভবত না।'

'এমন কিছু কি আছে, যাতে করে বিশ্বাস করানো যাবে?'

'বুঝতে পারছি না।' অসহায় দেখাল ব্রাহ্মণের চেহারা।

'বেরোনোর আর কোনও রাস্তা নেই দরজা ছাড়া?'

'নাহ।'

'সুড়ঙ্গ-টুরঙ্গ আছে মাটির নিচে?' জানতে চাইল প্রৌঢ়।

'সেটাও নেই, দুঃখিত।'

'কিন্তু পালাতে হবে আমাদের,' মরিয়ার মতো বলল ত্রিমাল-নায়েক। 'পালাতেই হবে।'

'বাইরে পা দেয়া মাত্রই ধরা পড়ে যাবে তোমরা।'

'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়।' আশার আলো দেখতে পাওয়ার ভঙ্গিতে বলল প্রৌঢ়। 'ত্রিমাল-নায়েককে বলছিলাম...'

'বলুন!'

'ভরসা করার মতো কোনও লোক আছে আপনার জানা মতে?'

'আছে। একটা ছেলে।'

'কী করে ছেলেটা?'

'খাবার নিয়ে আসে আমার।'

'খাসা! আসবে কখন ছেলেটা?'

'এই তো... কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

'ও কি কোলকাতা চেনে ভালো মতো?'

'চেনে। কেন?'

'এক লোককে খবর পাঠাতে চাই ছেলেটার মাধ্যমে।'

BanglaBook.org

'কে সে?'

'নিমপোর নামে এক পরমহংস।'

'মানে, পুষ্প-সন্ন্যাসী?'

'হ্যাঁ। ভালো মতোই চেনেন তিনি আমাদের। সাহায্য পাঠাবেন বিপদে পড়েছি জানলে।'

'কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ওকে?'

'কৃষ্ণের মন্দিরে।'

'চিনবে কী করে?'

'খুব সহজেই চিনে নিতে পারবে। লোকটার বাম হাত থেকে গজিয়ে উঠেছে ফুলের চারা।'

'ঠিক আছে। কী খবর পাঠাতে চাও?'

'মন্দিরের ঠিকানা দিয়ে বলতে হবে, ওর ভিতরে আটকা পড়েছি আমরা– ত্রিমাল-নায়েক আর মোহন। সেপাইরা ঘিরে ফেলেছে মন্দির।'

'আর কিছু?'

'আরও বলবেন: সেপাইদের নেতৃত্ব দিচ্ছে ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের সার্জেন্ট ভরত।'

'লোক পাঠাচ্ছি,' বলল পুরোহিত। 'সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে রাতের আগেই ফিরতি খবর পেয়ে যাবে, আশা করছি।'

ভাত আর মাছ নিয়ে এল পুরোহিত একটা বাটিতে করে। এক বোতল তাড়ি আর ছোট-ছোট বেশ কিছু কলাও আনল।

ওগুলো সহ দুই শরণার্থীকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো আবার। খেয়েদেয়ে বলা হলো বিশ্রাম নিতে। সময়মতো যোগাযোগ করবে পুরোহিত।

বন্ধ হয়ে গেল ফোকরটা।

গত রাত থেকে কিছুই খায়নি ত্রিমাল-নায়েকরা। এত যে উত্তেজনা গেছে, এর মধ্যে এক বারও মনে পড়েনি খাওয়ার কথা। সামনে খাবার দেখে এখন চাগাড় দিয়ে উঠল খিদে।

BanglaBook.org

ক্ষুধার্ত পেটকে আর কষ্ট দিল না ওরা। পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করল খাবার আর পানীয়ের।

পেটপুজোর পর; যতটা সম্ভব, আয়েশ করে বসল। শরীরের বন্ধনমুক্ত করে পাশে রেখেছে চাকু-টাকুগুলো।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল; বলতে পারবে না ওরা।

নির্বিবাদে পেরিয়ে গেল কয়েকটি ঘণ্টা।

নিদ্রা টুটল ফোকরের ঢাকনা খোলার আওয়াজে।

বিপদের আশঙ্কা করছিল অবচেতন মন। সে-কারণে সজাগ হওয়া মাত্রই স্বয়ংক্রিয় ভাবে যার-যার খঞ্জর খুঁজে নিল ত্রিমাল-নায়েক আর মোহন।

বিশাল দেবমূর্তির ভিতরটা এখন আগের চাইতে অন্ধকার। যেটুকু আলো আসছে ফোকর দিয়ে, তাতে অবশ্য বোঝাই যাচ্ছে পুরোহিতের অবয়ব। ঢিল হয়ে এল শরণার্থীদের শরীরের পেশি।

'এই মাত্র ফিরে এসেছে ছেলেটা,' সুখবর দিল পুরোহিত।

'খোঁজ পেয়েছে তো পরমহংসের?' জানতে চাইল মোহন।

'পেয়েছে।'

'কী বলছে লোকটা?' ত্রিমাল-নায়েকের জিজ্ঞাসা।

'বলছে: আজ রাতেই নাকি উদ্ধার পাবে তোমরা।'

'কী-ভাবে, বলেছে?'

'সেটা অবশ্য খোলসা করেনি। যাক গে... মন্দির আলোকিত করবার নির্দেশ দিয়েছি আমি। নবান্ন উৎসব চলছে, জানো নিশ্চয়ই? শেষ দিন চলছে আজ উৎসবের। আগামী কাল প্রত্যেক ভারতীয়ের বাড়িতে থাকবে মিষ্টান্নের আয়োজন।'

'এটা বলুন যে, পরমহংস কি নিজে আসছেন, নাকি লোক পাঠাচ্ছেন এখানে?' জানতে চাইল মোহন।

'নিজেই আসছেন,' জানাল পুরোহিত। 'দলবল নিয়ে। না

BanglaBook.org

জানলেও আন্দাজ করতে পারছি বোধ হয়, কী পরিকল্পনা খেলা করছে পুষ্প-সন্ন্যাসীর মনে।'

'বলুন আমাদের দয়া করে।'

'এই মূর্তিটা ওরা বয়ে নিয়ে যাবে গঙ্গায়। পবিত্র জলে স্নান করাবে ওটাকে। এরই ফাঁকে সবার অগোচরে পালিয়ে যাবে তোমরা।'

'নিমপোরকে কি জানানো হয়েছে, মূর্তির ভিতরে লুকিয়ে আছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল ত্রিমাল-নায়েক।

'জানে। বলতে বলেছি ছেলেটাকে।'

'সুরুজ বোধ হয় ডুবতে চলল, তা-ই না?' জিজ্ঞেস করল প্রৌঢ়।

'হ্যাঁ।'

'সেপাইগুলোর কী অবস্থা?' ত্রিমাল-নায়েকের জিজ্ঞাসা।

'পাহারা দিচ্ছে এখনও।'

'উৎসবে আপত্তি করবে না ওরা?'

'মাথা খারাপ! ইংরেজ অফিসারদেরও হিম্মত নেই অত। ...ছাদে যাচ্ছি আমি। দেখে আসি আশপাশটা।'

ফোকরটা আবার লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল ব্রাহ্মণ।

BanglaBook.org

মন্দির থেকে কিছুটা দূরে শিবির স্থাপন করেছে সেপাইয়ের দল। কোনও ভাবেই কেউ যাতে পালাতে না পারে, নিশ্চিত করতে দাঁড়িয়ে গেছে জায়গায়-জায়গায়।

গম্বুজ থেকে নেমে যাওয়া দড়ির মই বেয়ে উপরে উঠে গেল পুরোহিত।

ধীরে-সুস্থে নজর বোলাল গোটা এলাকার উপর দিয়ে।

ধানের খেত আর খামারবাড়িগুলো জরিপ শেষে রাজধানীর দিকে দৃষ্টি দিল লোকটা।

নিষ্প্রভ দূরদিগন্তে আবছা ভাবে চোখে পড়ছে এখনও কোলকাতা শহরটা।

অস্তাচলে চলেছে দিনমণি। শেষ রশ্মির আলো লাল করে তুলেছে পবিত্র স্রোতস্বিনীর পানি।

কালচে হয়ে আসা গাছপালার মাথা ভেদ করে উঁকি দেয়া অসংখ্য মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ছে পুরোহিতের।

ম্যারাবুর একটা ঝাঁক ছাড়া সাঁঝের গগন পরিষ্কার। কর্কশ গলায় ডাকতে-ডাকতে রাতের খাবার আহরণ করছে বিহঙ্গকুল।

নানান আকার-আকৃতির নৌকা-জাহাজ আলস্য ভরে গা ভাসিয়ে দিয়েছে নদীর বুকে। ভাটির টানে নাও ছেড়ে দিয়ে গান ধরেছে মাঝি দরাজ গলায়। আবহমান কালের এ-সব গান শুনলে হু-হু করে ওঠে ভিতরটা।

আবছা আলোয় কোনও রকমে নদীটা একবার পর্যবেক্ষণ করল পুরোহিত।

চলে আসতে যাবে, এমন সময় কিছু একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল ব্রাহ্মণের।

ঘন ঝোপঝাড় আর তাল গাছের ছায়াঘেরা এক ঝাঁক কুঁড়ের ও-পাশে নজর আটকে গেছে লোকটার।

এক তাল কালো ছায়া মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে এ-দিকে। এঁকেবেঁকে পথ করে নিচ্ছে ধান খেতের আইল দিয়ে।

মানুষের একটা মিছিল ওটা। শামিল হতে এসেছে নবান্ন উৎসবে।

মশালবাহী ক'জন রয়েছে মিছিলটার সামনের দিকে। অন্ধকার রাস্তায় পথ দেখাচ্ছে ওরা পিছনের জমায়েতটাকে।

শুরুতে কোনও আওয়াজ-টাওয়াজ পায়নি পুরোহিত। তবে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে শিগগিরই মিছিল থেকে ভেসে এল বিজয়ানন্দের শোরগোল। টম-টম, ট্রামপেট, ঢোলক আর খঞ্জনীর বাজনা মিশছে উদ্‌যাপনের আনন্দের সঙ্গে।

লোহার রেলিং-এর উপর দিয়ে ঝুঁকে সেপাইদেরকে দেখে নিল পুরোহিত।

BanglaBook.org

ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের সৈন্যদেরও কানে এসে পৌঁছেছে বাজনা আর চিৎকারের মিশেল। আরও সতর্ক হলো ওরা আগের চাইতে।

'উৎসবের আয়োজন করি গিয়ে,' আপন মনে বিড়বিড় করল পুরোহিত।

তবে তার আগে...

ধাতুনির্মিত বিশাল এক চাকতি আকারের ঘণ্টা রয়েছে ছাতের এক কোনায়। ওখানটায় এসে কাঠের একখানা মুগুর তুলে নিল পুরোহিত। পেটাতে আরম্ভ করল ঘণ্টাটা।

পিতলের খনখনে ঢংং-ঢংং আওয়াজে ভরে উঠল সন্ধ্যার পরিবেশ। খান-খান হলো পুরানো মন্দিরের গুরুগম্ভীর নীরবতা। বাগান আর ধান খেত জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘণ্টাধ্বনির প্রতিধ্বনি।

পুরো দু'মিনিট ঘণ্টা বাজানো জারি রাখল পুরোহিত। দেখতে পাচ্ছে, গাঁয়ের বাড়িঘর থেকে মন্দিরের দিকে ছুটে আসছে লোকজন।

ছাত থেকে নেমে এল পুরোহিত।

মন্দিরের সিঁড়ির উপরে এসে জুটেছে সার্জেন্ট আর দু'জন সেপাই।

'এ-সব গোলমালের মানেটা কী?' বিরক্ত স্বরে জানতে চাইল সৈন্যদের নেতা।

'জানেন না?' পালটা বলল পুরোহিত। 'উৎসব উদ্‌যাপনের আয়োজন চলছে...'

'কীসের উৎসব?'

'হা, ভগবান! কোন্ দুনিয়ায় থাকেন আপনি? নবান্ন উৎসব।'

'মন্দিরের দিকে আসছে নাকি ওরা?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'নিশ্চয়ই ঢুকতে দেবেন না মন্দিরের আঙিনায়?'

BanglaBook.org

'কেন দেব না?'

'অসম্ভব। অনুমোদন করতে পারলাম না ব্যাপারটা।'

ভয়ানক ভ্রুকুটি করল পুরোহিত। গম্ভীর চেহারায় হাত বাঁধল বুকের উপরে। তারপর শান্ত-কিন্তু-বিষাক্ত গলায় বলল: 'কবে থেকে হিন্দুদের উৎসবে বাদ সাধার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে আপনাদের?'

'ভুল বুঝবেন না, পুরুত মশাই। বোঝার চেষ্টা করুন ব্যাপারটা। যে দু'জনকে খুঁজছি আমরা, আশপাশেই লুকিয়ে আছে ওরা। সহজেই পালিয়ে যেতে পারে ভিড়ের সুযোগ নিয়ে।'

'আপনাকে তো বললামই, খুঁজে দেখুন গে। এতক্ষণ কী করলেন তা হলে?'

'যেখানটায় খুঁজতে চেয়েছি, সেখানে তো–' বাক্যটা শেষ না করে থেমে যেতে হলো সার্জেন্টকে।

'কোথায় খুঁজতে চেয়েছেন?'

সার্জেন্ট লা-জবাব।

লোকটার ব্যাপারে আগ্রহ হারাল পুরোহিত। বাজনার আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এসেছে জনা দশেক মন্দিরের কর্মী; মনোযোগ দিল ওদের প্রতি।

'আগুন জ্বালো উৎসবের,' নির্দেশ দিল লোকটা।

'দেখুন,' আবার বলার চেষ্টা করল সার্জেন্ট। 'মন্দিরে লোক ঢোকাটা কিন্তু মোটেই বরদাশ্‌ত করা হবে না...'

'যা ইচ্ছা হয়, করুন,' পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গিতে বলল পুরোহিত।

ঘুরে, মন্দিরের ভিতরে ঢুকে পড়ল লোকটা।

দ্রুত হাত লাগাল মন্দির-কর্মীরা। আদতে কৃষক ওরা। আয়োজনে সাহায্য করার জন্য যোগ দিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে।

বড়সড় এক অগ্নিকুণ্ড তৈরি করল ওরা আঙিনার

BanglaBook.org

মাঝখানটায়। তারপর একজন ছাড়া বাকি সবাই রওনা হলো যার-যার বাড়ির উদ্দেশে। হাঁড়ি-পাতিল, চাল আর দুধ আনতে যাচ্ছে আয়োজনের জন্য।

হিন্দুদের সর্বাধিক জনপ্রিয় উৎসবগুলোর একটি এই নবান্ন বা নতুন ফসল ঘরে তোলার উৎসব। পালিত হয় দু'দিন ধরে।

উৎসবের প্রথম দিনটিকে বলা হয়– 'সরকারাই পোঙ্গাল'। পারিবারিক আয়োজন এটি। উদ্‌যাপিত হয় যার-যার বাড়িতে।

এ জন্য গোবর লেপে *পবিত্র* করতে হয় চুলো। তারপর নতুন একটা হাঁড়িতে চাল আর দুধ নিয়ে উনুনে চাপানো হয় দুপুর বেলা। মিশ্রণটার সেদ্ধ হওয়া দেখতে আগুনের চারপাশে জড়ো হয় বাড়ির প্রতিটি সদস্য।

যদি তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয় জিনিসটা, ধরে নেয়া হয়, সমৃদ্ধিতে ভরে উঠতে যাচ্ছে আসছে-বছর।

দেরি হলে বুঝতে হবে, আগামী দিনগুলো ভালো যাবে না খুব একটা।

রান্নাটা হয়ে গেলে এক বাটি দুধভাত অর্ঘ দেয়া হয় মেঘের দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশে। ভালো ফলনের জন্য দেবতার প্রতি জানানো হয় কৃতজ্ঞতা। এরপর বাকি ভাতটুকু বণ্টন করা হয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনটি হচ্ছে– মাত্তু পোঙ্গাল। গবাদি পশু আর হিন্দু ধর্মে পবিত্র বলে বিবেচিত সমস্ত প্রাণীর উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান।

এ দিন গোসল করানো হয় ষাঁড় আর গাভীগুলোকে। নানা রঙে শিং রাঙানো হয় জানোয়ারগুলোর। গলায় পরিয়ে দেয়া হয় রংবেরঙের মালা।

এ-ভাবে সাজিয়ে-গুজিয়ে গৃহপালিত জানোয়ারগুলোকে গাঁয়ের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যায় মালিকেরা। সারাটা গ্রাম

BanglaBook.org

ঘোরানো হয় সেখান থেকে। বাদক, সন্ন্যাসী, সাপুড়ে, নাচিয়ে আর পুরোহিতেরা শামিল হয় আনন্দ-মিছিলে।

যাত্রাপথে মন্দিরের সামনে এসে থামে বিচিত্র দলটা। প্রসাদ হিসাবে তখন দুধভাত খাওয়ানো হয় জানোয়ারগুলোকে।

অনুষ্ঠান শেষ হতে-হতে লেগে যায় কয়েক ঘণ্টা। এরপর রাতভর চলে আনন্দোৎসব।

আগুনে চাপানো দশাসই পাত্রটার দুধভাত সবে ফুটতে শুরু করেছে, এ সময় মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছাল গ্রামবাসীদের মিছিলটা।

মিছিলের অগ্রভাগেই রয়েছে পরমহংস!

দূত হিসাবে আসা ছেলেটাকে ফিরতি পথে রওনা করিয়ে দিয়েই নিজের ক'জন লোক নিয়ে একই পথ ধরেছে পুষ্প-সন্ন্যাসী। পথে একজন-দু'জন করে লোক যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে।

সব মিলিয়ে পাঁচ শ'র মতো লোক জড়ো হয়েছে উৎসবে অংশগ্রহণ করতে। উল্লসিত চিৎকার ছাড়ছে ওরা নিজেদের গবাদি পশুগুলো এগিয়ে দিতে-দিতে।

বাড়ি পড়ছে হাউক আর টম-টমে।

বাঁশির চড়া সুরে বিদীর্ণ হচ্ছে রাতের হাওয়া।

বিরাট এক অর্ধবৃত্তের আকারে মন্দিরের আঙিনায় অবস্থান নিল সমাবেশটা।

শুরুতে বাধা দেয়ার চিন্তা করছিল সার্জেন্ট। কিন্তু ভিড়ের আকার দেখে পিছিয়ে যেতে হলো ওদের তৎক্ষণাৎ।

মিছিলটা স্থির হতেই আগে বাড়ল পরমহংস। দাঁড়াল সে ভিড়ের দিকে মুখ করে।

BanglaBook.org

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে সামনে এগোল দুই সারি দেবদাসী[৮]। অবস্থান নিল ফাঁকা জায়গাটায় এসে।

সঙ্গীতের আওয়াজ জোরাল হলো আরও। বাজনার তাল ধরে নাচতে আরম্ভ করল মেয়েগুলো।

পরনের রেশমি ওড়নাগুলো ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে মনোহারী নৃত্যের সঙ্গে। আগুনের আভায় ঝিলিক দিয়ে উঠছে সোনা-রূপার কঙ্কন।

এক সময় শেষ হলো দেবদাসীদের পরিবেশনা। ততক্ষণে স্তিমিত হয়ে এসেছে বাজনার আওয়াজ।

দুধভাতের বিরাট পাতিলের কাছে জড়ো করা হলো জানোয়ারগুলোকে। সে এক নরক-গুলজার অবস্থা! ভাষায় বর্ণনা করা দুষ্কর।

মন্দিরের সিঁড়িতে উঠে পড়ল নিমপোর। চলে এল সদর দরজার সামনে দণ্ডায়মান পুরোহিতের সামনে।

'ধর্মাবতার,' বলল সন্ন্যাসী মাথা ঝুঁকিয়ে। 'নৃসিংহ দেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের অনুমতি চাইছে অধম এই পরমহংস। গঙ্গার পবিত্র জলে দেবতাকে স্নান করাতে চাইছি আমরা ক'জন সন্ন্যাসী।'

'ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট মানুষ আপনারা,' সমীহের সঙ্গে বলল পুরোহিত। 'এই যদি হয় আপনাদের ইচ্ছা, তবে তা-ই হোক।'

'নাআআআ!' আপত্তি ভেসে এল সার্জেন্টের দিক থেকে। 'পুরোহিত ছাড়া অন্য কেউ ঢুকতে পারবে না মন্দিরে।'

বক্তাকে দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়াল পরমহংস।

---

[৮] মন্দিরের দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য বিশেষ এক শ্রেণীর নর্তকীদের নিয়োগ দেয়া হত, যাদেরকে বলা হত দেবদাসী বা সেবাদাসী। বেশ্যাবৃত্তিতেও নিযুক্ত ছিল এরা।

BanglaBook.org

ভিড় ঠেলে সামনে এগোল সৈন্যদের কমাণ্ডার।

'কে তুমি, অর্বাচীন?' জানতে চাইল সন্ন্যাসী।

'সার্জেন্ট ভরত। ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের অধীনে চাকরি করি আমি।'

'তার মানে– চামচা!'

'ভাষা সংযত করে কথা বলবেন দয়া করে!' বিষাক্ত স্বরে হিসহিস করল সার্জেন্ট।

সমবেত জনতার উদ্দেশে ঘুরে দাঁড়াল সন্ন্যাসী। আঙুল তাক করল জনসমাগমের দিকে।

'ওই দেখো, সার্জেন্ট। তাকাও ওদের দিকে। প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষ ওরা। কিন্তু মৃত্যুকে ভয় পায় না ওদের একজনও। প্রমাণ চাও? স্রেফ বাধা দেয়ার চেষ্টা করে দেখো আমাদের; মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে দাঙ্গা। তোমরা যেটা করতে যাচ্ছ, ধর্মদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে সেটা। সুতরাং...। ...সংখ্যায় ক'জন তোমরা? দশ? বারো? তাকিয়ে দেখো, পাঁচ শ'রও বেশি লোকের মোকাবেলা করতে হবে তোমাদের। অতএব, যা করবে, ভেবেচিন্তে করবে।'

এতগুলো কথা বলল, স্বরের একটুও উত্থান-পতন হলো না পরমহংসের।

জবাব দেয়ার ভাষা হারাল সার্জেন্ট।

ডজন খানেক আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতিরোধের মুখে পিছিয়ে যাবে না এতগুলো মানুষ, ভালো করেই জানা আছে ওর। নাহ, কোনও আশা নেই অসম সংখ্যক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

ত্যক্ত চেহারায় সঙ্গীদের পিছু হটবার ইশারা করল সার্জেন্ট।

ছোট্ট দলটা পিছিয়ে এল ভিড়ের মাঝ থেকে।

ভালো হাতটা উঁচিয়ে ধরল পরমহংস।

সঙ্গে-সঙ্গে জনা কুড়ি সন্ন্যাসী সিঁড়ি ভেঙে প্রবেশ করল মন্দিরে।

BanglaBook.org

একটা করে লোহার ডাণ্ডা রয়েছে প্রত্যেকের হাতে।

রাগী লোকের হাতে মারাত্মক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে ওগুলো। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে পিটিয়ে আক্ষরিক অর্থেই বিরুদ্ধাচারীকে ভর্তা বানিয়ে ফেলবে ধর্মপ্রাণ মানুষগুলো।

সবাই মিলে ধরে তুলে নরসিংহের মূর্তিটা বাইরে নিয়ে এল সন্ন্যাসীরা।

পীড়াদায়ক চড়া কণ্ঠে ধন্য-ধন্য করে উঠল চত্বরে জড়ো হওয়া মানুষগুলো।

তীব্র আওয়াজে আবারও বেজে উঠল বাজনা। আবারও শুরু হলো দেবদাসীদের নৃত্য।

'আগে বাড়ো!' বজ্রকণ্ঠে নির্দেশ দিল পরমহংস।

চত্বরে নামল সন্ন্যাসীরা। বিশালাকার মূর্তিটাকে নিয়ে হাঁটা ধরল নদীর উদ্দেশে। নাচিয়ে আর যন্ত্রীদলটা আসতে লাগল পিছন-পিছন। ওদেরকে অনুসরণ করছে সাপুড়ে, জানোয়ার আর বাকি পূজারিরা।

সৈন্যদের তো জানা নেই, মূর্তিটার পেটের মধ্যে আরামসে লুকিয়ে আছে ত্রিমাল নায়েক আর প্রৌঢ়। মন্দির ছেড়ে নড়লই না ওরা।

মাটির নিচের গোপন কোনও চেমবারে ঠগিদের লুকিয়ে রেখেছে পুরোহিত– এই ধারণায় অটল এখনও সার্জেন্ট।

পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ এগিয়ে চলায় সন্তুষ্টি বোধ করছে পরমহংস। মুখর জনতাকে পিছনে নিয়ে এগিয়ে চলল ও গুল্মলতায় আকীর্ণ নদীপাড়ের উদ্দেশে।

দাঁড়িয়ে পড়ল নদী থেকে পঞ্চাশ কদম দূরে থাকতে। ঘুরে, হাত তুলে থামতে বলল জনতাকে।

আগেই নির্দেশ দেয়া ছিল, ভিড় থেকে আলাদা হয়ে নলখাগড়ার দঙ্গল ভেদ করে দেবতাকে বয়ে নিয়ে চলল সন্ন্যাসীরা।

BanglaBook.org

গঙ্গার বালিময় তীরে যত্নের সঙ্গে নামিয়ে রাখা হলো মূর্তিটা।

দু'কদম পিছিয়ে একটা ঘের তৈরি করল কুড়ি সন্ন্যাসী। নাটকের চরম মুহূর্তে সব কিছু যাতে ভেস্তে না যায়।

পরিস্থিতি অনুকূলে আছে, নিশ্চিত হয়ে জায়গামতো হাত চালাল পরমহংস।

সড়াত করে হড়কে সরে গেল ফোকরের ডালাটা।

সন্তর্পণে মূর্তি থেকে বেরিয়ে এল ত্রিমাল-নায়েক আর প্রৌঢ়। ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে লাগল খাগড়ার আড়ালে।

ত্রিশ

জয়-পরাজয়

যথাযোগ্য মর্যাদায় স্নান করানো হলো নৃসিংহ অবতারকে। এরপর ওটা নিয়ে ভিড়ের সঙ্গে মিলিত হলো আবার সন্ন্যাসীরা।

নৃত্যগীত সহকারে মন্দিরের উদ্দেশে ফিরে চলল দলটা।

আগে নয়, এ-বারে পিছনে থেকে গেল পরমহংস। সে-জন্যই, আলগোছে কখন আলাদা হয়ে গেল ভিড় থেকে, টেরও পেল না কেউ। আগে থেকেই অবশ্য বিষয়টা জানে সন্ন্যাসীরা।

নদীপাড়ে চলে এল পরমহংস।

জনতার ভিড় এখন অনেকটাই দূরে।

'এই যে! উঠতে পারো তোমরা!' সবুজ সঙ্কেত দিল ও ত্রিমাল-নায়েকদের।

BanglaBook.org

ধীরে-ধীরে জেগে উঠল আত্মগোপন করা মাথা দুটো।

সাহায্য করার জন্য পরমহংসকে বার-বার ধন্যবাদ জানাল প্রৌঢ়।

'অত ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই, বৎস,' সহজ গলায় বলল সন্ন্যাসী। 'আসাটা কর্তব্য ছিল আমার।'

'ক্যাপটেনের কোনও খবর আছে?' ব্যগ্র গলায় শুধাল ত্রিমাল-নায়েক।

'আছে। কাল ভোরেই রাজমঙ্গলের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে ম্যাকফারসন।'

'হে, ভগবান!' রক্ত সরে গেছে ত্রিমাল-নায়েকের মুখ থেকে। 'কী-ভাবে নিশ্চিত হলেন?'

'কর্নওয়ালের ইঞ্জিন পরীক্ষা করা হয়েছে আজকে।'

'কে বলল আপনাকে?'

'হায়দার।'

'মরেছি!'

'মরার আগেই হাল ছেড়ে দিচ্ছ?'

'করার আর আছেই বা কী?'

'অনেক কিছু। রাজধানীতে ফিরে বসতে হবে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে।'

'আচ্ছা,' মুখ খুলল প্রৌঢ়। 'এ মুহূর্তে কোথায় নোঙর করে আছে জাহাজটা?'

'ফোর্ট উইলিয়ামের কাছে।'

'এক্ষুণি যেতে হবে ওখানে।'

'অনেক দূর হয়ে যায় অবশ্য এখান থেকে,' বলল পরমহংস। 'কাছেই রয়েছে তোমার ডিঙিটা। অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।'

'বাহ! পালাতে পেরেছে তা হলে আমার লোকেরা?'

'হুম, পেরেছে।'

'চলুন তা হলে, রওনা হয়ে যাই,' তাগাদার সুর নায়েকের

BanglaBook.org

কণ্ঠে। 'যতই সময় নষ্ট করব, জেতার সুযোগ ততই হাতছাড়া হয়ে যাবে আমাদের।'

ছুটছে ওরা গঙ্গার তীর ধবে।

হরেক বাদ্যের আবছা আওয়াজ এখনও ভেসে আসছে দূর থেকে।

বেশিক্ষণ লাগল না অপেক্ষারত দাঁড়িদের কাছে পৌঁছোতে।

নলখাগড়ার ভিতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে নৌকাটা।

'সৈন্য-টৈন্য চোখে পড়েছে ধারেপিঠে?' জানতে চাইল পরমহংস।

মাথা নাড়ল দাঁড়িরা। পড়েনি।

'ভোরের আগে পৌঁছতে পারব তো দুর্গের কাছাকাছি?' শুধাল নায়েক অস্থিরতার সঙ্গে।

'কঠিন হবে,' জবাব দিল একজন। 'তবে অসম্ভব না।'

'পারলে পঞ্চাশ রুপি পুরস্কার পাবে আমার কাছ থেকে,' লোভ দেখাল পরমহংস।

'আপনার আশীর্বাদ ছাড়া কিছু চাই না আমরা।'

BanglaBook.org

ঠেলে পানিতে নামানো হলো নৌকাটা। দুরন্ত গতিতে ছুটল ওটা নদীর গভীরে।

যথারীতি হালের দায়িত্বে রয়েছে মোহন। দক্ষতার সঙ্গে পথ দেখিয়ে চলেছে ছোট্ট নৌকাটাকে।

নিমপোর আর ত্রিমাল-নায়েক দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটার দুই পাশে।

শরীরের সবটুকু তাকত খাটিয়ে দাঁড় বাইছে ছয় ঠগি।

সময়টা অসময়। ফাঁকা পড়ে আছে চরাচর। চোখে পড়ার ভয় নেই কারও।

'কখন দেখা হয়েছে আপনার হায়দারের সাথে?' জিজ্ঞেস করল ত্রিমাল-নায়েক। তাকিয়ে রয়েছে দূরের পানির দিকে।

'সকালে,' জবাব দিল সন্ন্যাসী। 'পুরোহিতের কাছ থেকে খবর আসার আগেই।'

'লোকটা কি ভালো মতো জেনে বলছে যে, ভোরের মধ্যে রওনা হওয়ার ইচ্ছা ম্যাকফারসনের?'

'পুরোপুরি। দুই কোমপানি পদাতিক সৈন্য তোলা হয়েছে গত কাল জাহাজে। সবাই-ই বাঙালি ওরা। ভারী-ভারী কামানও বসানো হয়েছে দু'-দু'খানা। সেই সাথে নেয়া হয়েছে প্রচুর পরিমাণে রসদ আর গোলাবারুদ।'

'ইঞ্জিন পরীক্ষা করা হয়েছে কখন?'

'দুপুরের একটু আগে।'

'ম্যাকফারসন কি জাহাজে?'

'নিশ্চিত করে জানা যায়নি সেটা।'

'আপনার দু'জন লোক আছে বলছিলেন জাহাজে...'

'হ্যাঁ।'

'ওরাও কি যাচ্ছে নাকি?'

'হ্যাঁ, দু'জনেই।'

'দুর্দান্ত। ওদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে আমার।'

'কী করতে চাইছ?'

'ওই জাহাজে উঠতে চাই আমি।'

'ওখানেই খতম করার ইচ্ছা নাকি ক্যাপটেনকে?'

'যদি সম্ভব হয়।'

'সহজ হবে না কাজটা,' চিন্তিত স্বরে মন্তব্য করল পরমহংস।

'যত কঠিনই হোক, ব্যর্থ হওয়া চলবে না এ-বারে,' সঙ্কল্পে দৃঢ় শোনাল ত্রিমাল-নায়েকের কণ্ঠস্বর।

'পরের কথা কিছু ভেবেছ?'

'কী কথা? কী বলতে চাইছেন *পরের কথা* বলতে?'

BanglaBook.org

'ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের মৃত্যুর পরের কথা বলছি।'

'বুঝিনি আমি এখনও।'

'লোকটার অপমৃত্যুটাকে সহজ ভাবে নেবে না ইংরেজরা। বিশেষ করে, মৃত্যুটা যখন ঘটছে একজন ভারতীয়ের কারণে।'

'ও, আচ্ছা, এই কথা!'

'কী মনে হয় তোমার? লোকটা মারা পড়লেই নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে রাজমঙ্গলের?'

'এই অভিযানের ও-ই তো আসল চালিকাশক্তি। ও-ই এক মাত্র জানে, কর্নওয়ালের শেষ গন্তব্য কোথায়।'

'আচ্ছা... ওই জাহাজে যে উঠতে চাইছ... সময়মতো আমরা পৌঁছানোর আগেই যদি রওনা হয়ে যায় ওরা? ভেবেছ কিছু ওই ব্যাপারে? তখন কী করে নাগাল পাবে ম্যাকফারসনের?'

'ভাবতেও চাই না সে-সব কথা!'

'কিন্তু, ভাবতে তো হবেই।'

'সে-রকম কিছু হলে রাজমঙ্গলেই মুখোমুখি হব ম্যাকফারসনের। তারপর যা হয়।'

'সম্ভবত ভালো একটা বুদ্ধি দিতে পারব এর চাইতে...'

'জলদি বলুন।'

'আগামী কাল রাতে সিলনের উদ্দেশে যাত্রা করছে হায়দারের জাহাজ। কর্নওয়াল যদি আগেভাগেই রওনা হয়ে যায়, ডেভনশায়ারকে পাচ্ছ তুমি সাহায্যকারী হিসেবে। ম্যাকফারসনের জাহাজের চাইতে গতি অনেক বেশি ওটার।'

'কী-ভাবে উঠব ওই জাহাজে?'

'ব্যাপার না। হায়দারই ব্যবস্থা করবে।'

সিটি অভ প্যালেস নামে পরিচিত কোলকাতা নগরীর উপকণ্ঠে যখন পৌঁছোল ওরা, ভোরের কেবল শুরু।

BanglaBook.org

নোঙর ফেলা জাহাজগুলোর ডেকে শুরু হয়েছে কেবল কর্মচারীদের আনাগোনা।

পাল আর মাস্তুলের আড়াল থেকে দৃশ্যমান হচ্ছে এদের কেউ-না-কেউ। আড়মোড়া ভাঙছে হাত জোড়া টান-টান করে।

লোকগুলোর মুখ থেকে একাধিক গানের কলি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সকালের শান্ত বাতাসে।

বসে ছিল, নৌকায় দাঁড়িয়ে পড়ল ত্রিমাল-নায়েক। দৃষ্টি নিবদ্ধ ওর উইলিয়াম দুর্গের উপরে।

ভোরের আলোর পটভূমিতে দুর্গটার সুউচ্চ প্রাচীরগুলো যেন আকাশ ছুঁতে চাইছে।

'কোথায় জাহাজটা?' ইতিউতি সরছে ত্রিমাল-নায়েকের দৃষ্টি।

উঠে দাঁড়িয়েছে পরমহংসও। সে-ও খুঁজছে জলযানটা।

'ওই যে... ও-দিকটায় দেখো...' দেখাল একদিকে। 'ওই যে... ওই জলদ্বারটার[১] সামনে।'

দুর্গের প্রশস্ত পরিখা থেকে কয়েক মিটার দূরে রণতরীটাকে আবিষ্কার করল ত্রিমাল-নায়েক। প্রচুর মালামাল নেয়ায় অনেকখানি ডুবে আছে পানিতে।

তার পরও ছোটার গতিতে খুব একটা হেরফের হবে না ওটার।

চিমনি দিয়ে ঘন ধোঁয়া উগরে দিচ্ছে এ মুহূর্তে কর্নওয়াল।

নাবিক আর সৈন্যরা ব্যস্তসমস্ত ভাবে চলাফেরা করছে ডেকের উপরে। সংখ্যায় অনেক ওরা। কেউ দড়িদড়া টানছে, বাক্স-ব্যারেল তুলে রাখছে কেউ-বা জায়গামতো।

---

[১] জলদ্বার (Floodgate): খাল বা নদীর পানি ওঠানো বা নামানোর দরজা।

BanglaBook.org

অন্যরা রয়েছে জাহাজটার সামনের অংশে। নোঙর তোলার নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চলতে আরম্ভ করবে কর্নওয়াল।

দেরি হয়ে গেছে ওদের। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল ত্রিমাল-নায়েক, ছেড়ে দিয়েছে জাহাজটা।

'চলে যাচ্ছে!' গুঙিয়ে উঠল নায়েক। 'পারলাম না! পারলাম না আমরা!'

ধপ করে নৌকার পাটাতনে বসে পড়ল পরমহংস।

সারাটা রাত্রি নৌকা বেয়েছে। খুব কমই শক্তি অবশিষ্ট রয়েছে শরীরে।

চেষ্টার তবু কমতি রাখল না ছয় দাঁড়ি।

ডিঙি নৌকাটার সামনে দিয়ে ছিটকে উঠল পানি। এমন ভাবে কাঁপতে লাগল পাশ দুটো, উড়ে চলেছে যেন ঢেউয়ের উপর দিয়ে।

'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!!' নাগাড়ে আউড়ে চলেছে ত্রিমাল-নায়েক। উদ্বেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চড়ছে ওর গলার স্বর।

'লাভ নেই।' এক পর্যায়ে হালের দায়িত্ব ছেড়ে চলে এল প্রৌঢ়।

ওদের সামনে, গর্বিত ভঙ্গিতে পানি কেটে ছুটে চলেছে ম্যাকফারসনের জাহাজটা। গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ছে বাতাসে।

বইঠা বাইতে-বাইতে হাঁপিয়ে উঠেছে নৌকার দাঁড়িরা। হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওরা জলযানটার দিকে। থেমে গেছে পরিশ্রান্ত হাতগুলো।

নিজের রাইফেলটা তুলে নিল ত্রিমাল-নায়েক। নিশানা করল কর্নওয়ালের দিকে।

এ সময় ব্রিজে দেখা গেল পরিচিত একজনকে।

BanglaBook.org

এক লহমায় চিনতে পেরেছে ওকে ত্রিমাল-নায়েক।

'ম্যাকফারসন!' বলতে গিয়ে বুজে এল গলাটা।

ছোঁ মেরে রাইফেলটা কেড়ে নিল পরমহংস।

'গাধা নাকি তুমি?' ভর্ৎসনা করল তীব্র স্বরে। 'মরণ ডেকে আনতে চাও সবার?'

মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচাল ত্রিমাল-নায়েক। আগুন ঝরছে দু'চোখ দিয়ে।

'দেখেননি আপনি লোকটাকে?' তর্জনি তাক করেছে জাহাজটার দিকে।

'দেখেছি,' উত্তেজনা দমন করল সন্ন্যাসী। 'ভালো মতোই দেখেছি ওকে।'

'লোকটাকে পেড়ে ফেলতে পারতাম!'

'এতই সহজে! যদি মিস হতো?'

অধোবদন হলো ত্রিমাল-নায়েক।

দেখে মায়া হলো পরমহংসের।

'অত ভেঙে পড়ার মতো কিছুই হয়নি,' সান্ত্বনা দিল সন্ন্যাসী। 'হায়দারের কথাটা ভোলোনি নিশ্চয়ই! ডেভনশায়ারকে ধরতে হবে এখন।'

অপসৃয়মাণ জাহাজটার দিকে তাকিয়ে রইল ত্রিমাল-নায়েক। কথা জোগাল না মুখে।

'ফিরে চলো,' দাঁড়িদের নির্দেশ দিল পরমহংস।

মুখ ঘুরে গেল নৌকার।

এ-বারে আর তাড়া নয়। ধীরে-সুস্থে চলেছে উজানস্রোতে।

ডকে যখন ভিড়তে যাচ্ছে নৌকা, এক গাদা বাক্স-ব্যারেলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন।

নাবিক লোকটা। এতক্ষণ নজর রাখছিল নদীর দিকে।

'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি আসুন!' চাপা কণ্ঠে বলল

BanglaBook.org

ডেভনশায়ারের কোয়ার্টারমাস্টার।

সটান দাঁড়িয়ে গেছে ত্রিমাল-নায়েক। পুরোপুরি ঘাটে ভেড়ার আগেই বিড়ালের ক্ষিপ্রতায় লাফিয়ে নামল ও নৌকা থেকে।

'চলে গেছে... চলে গেছে ক্যাপটেন!' জানাল হায়দারকে দুঃসংবাদটা।

'জানি আমি!' কর্নওয়ালকে রওনা হতে দেখেছে কোয়ার্টারমাস্টার।

'আপনার জাহাজ ছাড়ছে কখন?'

'আজই।'

'মানে– কোন্ সময়টায়?'

'মাঝরাতে।'

'হুম... সম্ভাবনা আছে।'

'কীসের?'

'বলছি– এখনও নিশ্চয়ই কর্নওয়ালকে ধরে ফেলতে পারি আমরা।'

'কী-ভাবে?'

'ডেভনশায়ারের মাধ্যমে।'

কিছু বলল না হায়দার।

'বুঝতে পারেননি?' জিজ্ঞেস করল ত্রিমাল-নায়েক।

মাথা নাড়ল কোয়ার্টারমাস্টার।

'আপনার গানবোটের গতি নিশ্চয়ই ক্যাপটেনের জাহাজটার চাইতে বেশি?'

'তা তো অবশ্যই।'

'সে-জন্যই বলছি, সম্ভাবনা আছে। দেখুন... স্বাভাবিক গতিতে চলেছে কর্নওয়াল। থামবেও জায়গায়-জায়গায়। আমরা যদি পূর্ণ গতি তুলে পিছু নিই ওটার, ধরে ফেলতে পারব না?'

'ধরে ফেলার প্রশ্ন তো পরে। ডেভনশায়ার কোথায়

BanglaBook.org

যাচ্ছে, জানেন?'

'সিলন তো?'

'জানেনই, দেখছি। তা হলে কী-ভাবে পিছু নিই কর্নওয়ালের?'

'এটুকু সাহায্য, ভাই, করতেই হবে। তা ছাড়া, সমস্যা কোথায়? আমার যদি ভুল না হয়... আপনার রুটের মধ্যেই তো পড়ছে রাজমঙ্গলের রাস্তা।'

'আপনার পরিকল্পনাটা কী, বলুন তো!'

'ডুবিয়ে দেব কর্নওয়ালকে।'

হায়দারের মনে হলো, প্রলাপ বকছে ত্রিমাল-নায়েক।

'ডুবিয়ে দেবেন! কর্নওয়ালকে!'

'ভাবছেন, সম্ভব না?'

'সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে তো কথা হচ্ছে না...'

'তা হলে?'

'ব্যাপারটায় কী রকম প্রতিক্রিয়া হবে, বুঝতে পারছেন?'

'পারছি।'

'পারছেন না।'

'বুঝিয়ে দিন তা হলে।'

'ডেভনশায়ারের মূল নিয়ন্ত্রণ তো আমার হাতে নেই। আমি যদি কোনও ব্রিটিশ জাহাজকে ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি, কী হবে তখন?'

'আপনিই বলুন।'

'ফাঁস হয়ে যাবে না আমার পরিচয়? তখন তো শুদ্ধি-পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে সার্ভিস জুড়ে।'

'হুম...'

বলে থম মেরে গেল ত্রিমাল-নায়েক। নির্মম ভাবে গাল চুলকাচ্ছে।

অসন্তোষ ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হায়দার।

'অন্য একটা উপায় এসেছে মাথায়,' শেষ পর্যন্ত মুখ

BanglaBook.org

খুলল নায়েক। 'আমাদের– মানে, ফাঁসুড়ে কেউ কি রয়েছে গানবোটে?'

'রয়েছে।'

'ক'জন ওরা?'

'ছয়।'

'আর, সব মিলিয়ে? কত জন লোক হবে জাহাজে?'

'বত্রিশ।'

'আরও দশ জনকে নিতে হবে জাহাজে।'

'অসম্ভব!'

'সবই সম্ভব, যদি সদিচ্ছা থাকে।' এতক্ষণে হাসল ত্রিমাল-নায়েক। 'এ-বারের যাত্রায় কী নিচ্ছে ডেভনশায়ার?'

একত্রিশ

মুখোমুখি

সিটি অভ প্যালেসের সমস্ত ঘড়ি যখন প্রহর ঘোষণা করছে মধ্যরাতের, হুগলির উদ্দেশে ডক ত্যাগ করল ডেভনশায়ার।

ঘনঘোর রাত।

কালো মেঘের রাজত্ব আকাশ জুড়ে। পুরোপুরি ঢেকে দিয়েছে চাঁদ আর নক্ষত্রগুলোকে।

গুটি কয় আলো দেখা যাচ্ছে কেবল লোকালয় আর নোঙর করা জাহাজগুলোতে।

ঘুমন্ত খিদিরপুর অঞ্চল ওদের সামনে।

পিছনে আঁধারে ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে কোলকাতা নগরী।

BanglaBook.org

জাহাজের পার্শ্বদ্বারে[১০] দাঁড়িয়ে শেষ ক'টা নির্দেশ হাঁকল ডেভনশায়ারের ক্যাপটেন।

ইঞ্জিনের গুড়ুগুড়ু আর ঘুরন্ত চাকার শব্দকে ছাপিয়ে গেল লোকটার ধাতব খনখনে কণ্ঠস্বর।

লণ্ঠনের নিস্তেজ আলোয় ডেকের উপরে ব্যস্ত রয়েছে জনা কয়েক কর্মী। ক'টা ব্যারেল আর বাক্স সরিয়ে রাখছে অন্যত্র।

খিদিরপুরও পেরিয়ে এল এক সময় গানবোটটা।

সবে তখন হুইল ছেড়ে সরে এসেছে কোয়ার্টারমাস্টার।

নিঃশব্দে হেঁটে চলল ও ব্রিজের উপর দিয়ে।

মেইন হ্যাচ সিল করায় ব্যস্ত এক খালাসির পাশ কাটানোর সময় আলতো করে খোঁচা দিল কনুইয়ের।

'এসো,' ফিসফিস করল না থেমে।

ক' মিনিট পর।

সিঁড়ি ব্যবহার করে কমন রুমে নেমে এসেছে হায়দার আর খালাসি।

আর কেউ নেই ওখানে ওরা ছাড়া। তার পরও একবার চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিল কোয়ার্টারমাস্টার।

'বলো,' হায়দারের প্রথম কথা।

'সব কিছু ঠিক আছে, স্যর।'

'ঠিক তো? কেউ কিছু সন্দেহ করেনি?'

'না, স্যর।'

'চিহ্ন দেয়া পিপেগুলো গুনেছ?'

'জি, স্যর, গুনেছি।'

'ক'টা রয়েছে, বলো তো!'

---

[১০] গ্যাংওয়ে।

BanglaBook.org

'দশটা মোট। যে-রকম বলা হয়েছিল।'

'ঠিক আছে। কোথায় সরিয়ে রেখেছ ওগুলো?'

'স্টার্নের নিচে।'

'একসাথেই আছে তো সবগুলো?'

'জি, স্যর, পাশাপাশি।'

'ভালো। অন্যদের জানিয়েছ তো– যা-যা নির্দেশ দিলাম?'

'জানিয়েছি, স্যর। তৈরিই আছে সবাই। আপনার সঙ্কেত পেলেই আক্রমণে যাবে।'

'সাবধানে থেকো।'

'ঠিক কখন নাগাদ আক্রমণে যাচ্ছি আমরা?'

'ক্যাপটেনের ব্যবস্থা করার পর-পরই।'

'মাঝের এই সময়টায় বিশেষ কিছু করার আছে, স্যর?'

'আছে। সে-জন্যই ডাকলাম আসলে। শোনো, কালিয়া... দু'জন লোক পাঠাও গোলাবারুদ পাহারা দেয়ার জন্য। আর, কয়লায় আগুন দেয়ার দায়িত্বে রয়েছে যারা, ওদেরকে সরিয়ে দিয়ে নিজে তুমি দায়িত্ব নাও ইঞ্জিনের।'

'সেটা কোনও সমস্যা হবে না, স্যর। এই প্রথম কাজ করছি না বয়লার রুমে।'

'চমৎকার।'

ডেকে ফিরে এল হায়দার।

মনোযোগ দিল গ্যাংওয়েতে।

বুকে হাত বেঁধে পায়চারি করছে ক্যাপটেন। ঠোঁটের ফাঁকে লটকে আছে সিগারেট।

স্টার্নের দিকে পা বাড়াল কোয়ার্টারমাস্টার।

নেমে এল লোয়ার ডেকে।

যখন নিশ্চিত হলো, কেউ নেই আশপাশে, থামল এসে ক্যাপটেনের কেবিনের সামনে। বিন্দু মাত্র দ্বিধা না করে ঢুকে

BanglaBook.org

পড়ল কবাট ঠেলে।

কামরাটা ছোট হলেও সাজানো হয়েছে জাঁকাল ভাবে।

সময় ক্ষেপণ না করে টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল হায়দার।

স্ফটিকের একটা বোতল রয়েছে টেবিলের উপরে। লেমোনেডে পূর্ণ।

'প্রত্যেক সকালেই খালি পাওয়া যায় বোতলটা,' মনে-মনে আওড়াচ্ছে কোয়ার্টারমাস্টার। 'তোমার এই নেশাই আজ খাবে তোমাকে, প্রিয় ক্যাপটেন।'

শার্টের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল লোকটা।

লাল তরল ভরা ছোট এক শিশি সহ বেরিয়ে এল হাতটা।

ভিতরের জিনিসটা বার কয়েক শুঁকল ও শিশির মুখ খুলে। এরপর গুনে-গুনে তিন ফোঁটা তরল ফেলল লেমোনেডের বোতলে।

সবুজ আর লাল তরলের মিলন ঘটা মাত্রই বুদ্বুদ উঠতে লাগল ক্রিসটালের বোতল থেকে। প্রথমে লাল হয়ে গেল লেমোনেড, তারপর আবার ফিরে এল আগের রঙে।

ব্যস। ব্যবস্থা হয়ে গেল ঘুম পাড়ানোর।

কেবিন ত্যাগ করল হায়দার।

জায়গামতো পৌঁছে খুলে ফেলল জাহাজের খোলে ঢোকার দরজাটা।

আবছা একটা আওয়াজ ভেসে এল স্টার্নের নিচ থেকে। এরপর খট করে একটা শব্দ।

অস্ত্র লোড করা হলো যেন।

'নায়েক!' কণ্ঠ চেপে ডাকল কোয়ার্টারমাস্টার।

'কে?' ভোঁতা ফিসফিসানি।

'হায়দার।'

BanglaBook.org

'বের করে আনো এখান থেকে! মরব তো দম আটকে!'

কোনায় লুকিয়ে রাখা লণ্ঠনটা হাতে তুলে নিল হায়দার। পিপের সারির দিকে এগিয়ে গেল বাতিটা জ্বেলে নিয়ে।

দ্রুত হাতে সবগুলো পিপের ঢাকনা খুলে ফেলল লোকটা।

এক-এক করে বেরিয়ে এল ভিতরে লুকিয়ে থাকা দশ জন।

'কর্নওয়ালের কী অবস্থা?' হাত-পা ডলতে-ডলতে জানতে চাইল ত্রিমাল-নায়েক।

'খোলা সাগরের দিকে চলেছে।'

'ধরতে পারার মতো অবস্থায় আসেনি বোধ হয়?'

'এখনও না।'

'আপনার ইচ্ছেটা কী?'

'ডেভনশায়ারের দখল বুঝে নেয়া।'

'পারবেন?'

'আল্লাহ ভরসা।'

'তা, কী-ভাবে এগোবেন?'

'সবার আগে, দখল নিতে হবে ইঞ্জিনের।'

'আমাদের কেউ কি আছে বয়লার রুমে?'

'আছে। ওর সাহায্যে ইঞ্জিনিয়ারকে বেঁধে ফেলবে কালিয়া।'

'তারপর?'

'ইঞ্জিনের দখল নেয়ার পর গিয়ে দেখব, ঘুমের ওষুধ মেশানো লেমোনেড গিলেছে কি না ক্যাপটেন।'

'আমরা কী করব?'

'অপেক্ষা। সঙ্কেত পেলেই লাফ দেবেন ব্রিজের উপরে। হতচকিত ইংরেজরা তখন বাধ্য হবে আত্মসমর্পণ করতে।'

'কী-কী অস্ত্র আছে ওদের কাছে?'

'স্রেফ ছুরি।'

BanglaBook.org

'যাক, ভালো।'

'তো, তৈরি থাকুন আপনারা। আমি দেখছি, বয়লার রুমে কী অবস্থা।'

ফিরে চলল হায়দার ব্রিজে।

গিয়ে দেখল, গ্যাংওয়ে ছেড়ে স্টার্নের দিকে রওনা হয়েছে ক্যাপটেন।

'ভালোয়-ভালোয় হলেই হয় এখন সব কিছু,' নিঃশব্দে বিড়বিড় করল হায়দার।

পাইপে তামাক ভরে পা বাড়াল ও ইঞ্জিন-রুমের দিকে।

সেখানে গিয়ে বয়লারের পাশেই দেখতে পেল কালিয়াকে। ফিসফাস করছে আরেক জনের সঙ্গে। বোঝাই যাচ্ছে, এখনও সুবিধা করে উঠতে পারেনি ইঞ্জিনের দখল নেয়ার ব্যাপারে।

কোয়ার্টারমাস্টারকে দেখে নীরব আর্তি ফুটে উঠল কালিয়ার অভিব্যক্তিতে।

কিন্তু হায়দারের চেহারাতে কোনও প্রতিক্রিয়া ফুটল না।

ঢুকে পড়ল ও বয়লার রুমের মধ্যে।

নিজের চেয়ারেই রয়েছে ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক। কী একটা বই পড়ার চেষ্টা করছে ধূমপান করতে-করতে।

লোকটার অগোচরে নিজের লোকেদের সতর্ক ও তৈরি হবার সঙ্কেত দিল কোয়ার্টারমাস্টার। এগিয়ে গেল ও ইঞ্জিনিয়ারের দিকে।

ছাত থেকে ঝুলন্ত একটা লণ্ঠন আলো বিলাচ্ছে ইঞ্জিনের দায়িত্বে থাকা লোকটার মাথার উপরে। কোয়ার্টারমাস্টারের উপস্থিতি টের পেয়ে তাকাল বই থেকে চোখ তুলে।

'ওখান থেকে পাইপে আগুন ধরালে কিছু মনে করবেন, মিস্টার কাথিঙ্গন?' লণ্ঠন দেখিয়ে অনুরোধ করল হায়দার। 'বাতাসে ম্যাচের কাঠি নিভে যাচ্ছে বার-বার।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ধরান না!' না করার কোনও কারণ নেই

BanglaBook.org

ইঞ্জিনিয়ারের।

কোয়ার্টারমাস্টারকে জায়গা ছেড়ে দিতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল লোকটা।

আর তক্ষুণি... পিছন থেকে ইঞ্জিনিয়ারের গলা পেঁচিয়ে ধরল কালিয়া।

একেবারে হকচকিয়ে গেছে কাথিঙ্গন। কালিয়ার লৌহবেড়ের কারণে বেগুনি হয়ে উঠেছে ফরসা চেহারাটা।

'ব্-বাতাস... ব্-বাতাস!' তুতলে বলল কোনও রকমে।

'হিস্‌স্‌স্‌!' ঠোঁটে আঙুল রেখে শাসিয়ে দিল হায়দার। 'কোনও কথা নয়!'

বেঁধে ফেলা হলো ইঞ্জিনিয়ারের হাত-মুখ। বড় এক স্তূপ কয়লার পিছনে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখল লোকটাকে দুই ঠগি।

'একটা কাজ শেষ।' সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে হায়দারকে। 'ক্যাপটেনের অবস্থা দেখে আসছি আমি।'

'আর কিছু কি করণীয় আছে?' জানতে চাইল কালিয়া।

'জায়গা ছেড়ে নোড়ো না আপাতত... যা-ই ঘটুক না কেন।'

'তথাস্তু, স্যর।' জিহাদি জোস ভর করেছে ফাঁসুড়ের অন্তরে।

শান্ত ভাবে পাইপটা জ্বেলে নিল হায়দার। এ-বারে রওনা হলো ক্যাপটেনের কেবিনের দিকে।

বিশাল জায়গা নিয়ে জঙ্গল এখন নদীর এক ধারে।

ভাসমান লতাগুল্মের পুরু গালিচা চিরছে গানবোটের চোখা অগ্রভাগ।

বেশ ক'জন ক্রুকে ডেকের উপরে ঘোরাফেরা করতে দেখল হায়দার। তেমন একটা কাজ নেই ওদের আপাতত। নদীর দিকে অলস নজর রাখতে-রাখতে সিগ্রেট ফুঁকছে আর

BanglaBook.org

হালকা আলাপে মত্ত।

দেখতে পেল, প্রধান গোলন্দাজের সঙ্গে তুমুল গল্প জুড়েছে গার্ডদের দলনেতা।

দারুণ সন্তুষ্ট হলো দেখেশুনে।

দু'হাত কচলাতে-কচলাতে ডেভনশায়ারের পিছন দিকে ফিরে গেল হায়দার। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে নেমে এল নিচে।

ক্যাপটেনের কামরার সামনে পৌঁছে কান পাতল ও দরজায়।

নাক ডাকার জোরাল আওয়াজে কাঁপছে দরজাটা।

তবু, সতর্কতা হিসাবে ছোরা হাতে নিল হায়দার। দরজার নব মুচড়ে পা রাখল ভিতরে।

যা ভেবেছিল, তা-ই। ওষুধ মেশানো লেমোনেডের বেশির ভাগটাই পেটে গেছে ওতে আসক্ত ক্যাপটেনের। প্রতিক্রিয়ায় নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নিয়েছে লোকটা। কানের কাছে কামান ফাটলেও জাগার সম্ভাবনা নেই।

দ্বিতীয় কাজটাও সম্পন্ন হয়েছে ভালো ভাবে। কেবিন থেকে বেরিয়ে খোলের দিকে চলল আবার হায়দার।

অপেক্ষাতেই ছিল ত্রিমাল-নায়েকরা। ছুরি-পিস্তল হাতে তৈরি।

হায়দারকে দেখে ছুটে এল নায়েক।

'ঠিক তো সব কিছু?'

'বিলকুল। ইঞ্জিন-রুমের দখল নেয়া হয়েছে।' হাসল হায়দার। 'ও-দিকে মিষ্টি স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে কাপ্তান সাহেব।'

'আর... খালাসিরা?'

'বেশির ভাগই উপরে। এখনই সময় আক্রমণের।'

'চলুন তা হলে।'

'চলুন। একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন। ফো'ক্যাসলে

BanglaBook.org

গিয়ে আশ্রয় নেয়ার আগেই গোলাগুলির ফাঁদে ফেলতে হবে খালাসিদের। অন্যথায় ঘুরে দাঁড়ানোর মওকা পেয়ে যাবে ব্যাটারা।

'পাঁচজন লোক নিয়ে অপেক্ষা করুন আপনি। প্রথম গানশটটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে চলে আসবেন ব্রিজে।'

'আপনি কী করবেন?'

'বাকি পাঁচজনকে নিয়ে উপরে চললাম।'

'যান। ভগবান সহায় হোন আপনার।'

একখানা কুড়াল হাতে নিল হায়দার। আরেক হাতে নিল আগ্নেয়াস্ত্র।

দলবল নিয়ে ডেকে উঠে এসে তাকিয়ে দেখে নিল পরিস্থিতিটা।

কেউই খেয়াল করছে না ওদের দিকে।

মাথা নেড়ে নিজের লোকেদের সঙ্কেত দিল কোয়ার্টারমাস্টার। রক্ত চলাচল বেড়ে গেছে শিরা-উপশিরায়।

বুনো চিৎকার ছেড়ে ছয়জন লাফিয়ে পড়ল ছয় দিকে।

কল্পনাতেও ছিল না কারও এমন কিছু। ফলে, হতভম্ব হয়ে পড়ল জাহাজিরা।

সেটারই সুযোগ নিল ছয় দুর্বৃত্ত।

গোলন্দাজ-প্রধানকে ফেলে দিতে গর্জে উঠল একটা রিভলবার।

আতঙ্ক বাড়াতে 'হা-রে-রে-রে' করে চিৎকার জুড়েছে ঠ্যাঙাড়েরা।

রক্ত জল করা ওই হুঙ্কারের সঙ্গে মুহুর্মুহুঃ ছুটতে লাগল বুলেট।

ক'মুহূর্ত পর দেখা গেল, ডেকের উপরে শয্যা নিয়েছে ক'জন হতভাগ্য।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটল

BanglaBook.org

অন্যরা। ত্রাহি চিৎকারে নরক নেমে এসেছে ডেভনশায়ারে।

এ-দিকে কোয়ার্টারডেকে জড়ো হয়েছে ত্রিমাল-নায়েক আর সঙ্গীরা।

গুলির একটানা শব্দে চমকে-চমকে উঠতে লাগল বাতাস।

গানবোট জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিভ্রান্তি। সীমাহীন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে ইংরেজদের মাঝে।

কাণ্ডারি হারিয়ে স্রোতের টানে ভেসে চলেছিল ডেভনশায়ার; সামলে উঠে জাহাজটার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল গার্ডদের দলনেতা।

ছত্রভঙ্গ খালাসিরা মুহূর্তের মধ্যে জড়ো হয়ে গেল লোকটার চারপাশে।

অস্ত্র বলতে মূলত চাকু আর তলোয়ার। তা-ই বাগিয়ে রুখে দাঁড়াল ওরা এক জোট হয়ে।

দলে ভারী প্রতিপক্ষরা। সে-কারণে আগ্নেয়াস্ত্র থাকা সত্ত্বেও পিছু হটতে হলো নায়েকদের।

ভাগ্য হঠাৎই সাহায্য করল এ সময়। হাতের কাছে পেয়ে ইংরেজ এক অফিসারকে পাকড়াও করল ত্রিমাল-নায়েক। রিভলবারের নল ঠেসে ধরল কপালের পাশে।

'পাহারাদার!' প্রধান গার্ডের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল হায়দার।

'কী চাস, শয়তান?' সমানে জবাব দিল লোকটা।

'তাকিয়ে দেখো! লেফটেন্যান্ট এখন আমাদের কবজায়!'

নীরবতা।

অতঃপর ভেসে এল: 'কী চাও তোমরা?'

'অস্ত্র ফেলে দাও। কারও কোনও ক্ষতি করা হবে না কথা দিচ্ছি।'

'কভি নেহি।'

BanglaBook.org

'বেশ। মরবে তা হলে লেফটেন্যান্ট।'

নীরবতা হিরণ্ময়।

'...কী করতে চাও আমাদের নিয়ে?'

'জাহাজ ছাড়তে হবে তোমাদের। লাইফবোট দিয়ে নামিয়ে দেব সাগরে।'

'আর ডেভনশায়ার?'

'ও নিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে তোমার।'

গুঞ্জন শুরু হলো খালাসিদের মধ্যে।

অবস্থা বেগতিক। শর্ত মেনে আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় কী?

ইঞ্জিনিয়ার আর অচেতন ক্যাপটেনকেও তুলে দেয়া হয়েছে লাইফবোটে।

'যদি কোনও দিন বাগে পাই তোমাদের,' মুঠো ঝাঁকাচ্ছে লেফটেন্যান্ট। 'যিশুর কসম, ফাঁসিতে ঝোলাব সব ক'টাকে!'

BanglaBook.org

বত্রিশ

অনুসরণ

পনেরো ঘণ্টা এগিয়ে রয়েছে কর্নওয়াল।

কিন্তু ওটার চাইতে জোরে ছুটতে পারে ডেভনশায়ার। ওজনেও হালকা। পুরো গতি তুললে খোলা সাগরে ধরে ফেলতে পারবে ক্যাপটেন ম্যাকফারসনকে।

শক্তিশালী দূরবীন নিয়ে মাস্তুলের মাথায় চড়ে বসেছে

একজন।

কালিয়ার কাছ থেকে ইঞ্জিন-রুমের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে উদয়পুর।

লোকটাকে ব্রিজে ডেকে পাঠাল হায়দার।

'আরও গতি চাই আমাদের,' জানাল প্রয়োজনটা।

'সর্বোচ্চ গতিতে ছুটছি আমরা, জনাব।'

'কাজ হবে না ওতে,' বলে উঠল নায়েক। 'সামনের জাহাজটাকে অতিক্রম করতে হবে আমাদের।'

'এক কাজ করো,' পরামর্শ দিল হায়দার। 'পাঁচ অ্যাটমস্ফিয়ারে দাও প্রেশার বাড়িয়ে।'

'টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে, স্যর, জাহাজটা!'

'উপায় নেই। ঝুঁকিটা নিতে হবে আমাদের।'

ভলকে-ভলকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে চিমনি দিয়ে। টারবাইনের মধ্যে গর্জে ফিরছে বাষ্প। বিরাট চাকার ভয়ঙ্কর ঘূর্ণন এ-পাশ ও-পাশ দোলাতে লাগল ডেভনশায়ারকে।

'সাড়ে পনেরো নট!' কিছুক্ষণ পর চেঁচিয়ে জানাল একজন।

'চলবে।' সন্তুষ্ট হায়দার।

'আর কিছুক্ষণের মধ্যে সাগরে পড়তে যাচ্ছি, তা-ই না?' জিজ্ঞেস করল ত্রিমাল-নায়েক।

'হ্যাঁ।'

'কোলকাতা থেকে কত দূরের পথ বঙ্গোপসাগর?'

'এক শ' পঁচিশ কিলোমিটার।'

'মাত্র?'

'হ্যাঁ।'

'কতটা জোরে ছুটতে পারে ডেভনশায়ার?'

'ছয় নট ঘণ্টায়। তবে এটা হচ্ছে আদর্শ অবস্থায়। জাহাজটা অনেক পুরানো বলে এর চাইতে বেশি গতি তোলা

BanglaBook.org

সম্ভব নয়। কিন্তু ঝুঁকি নিচ্ছি আমরা।'

'হ্যাঁ। রাজমঙ্গলে পৌঁছতে দেয়া যাবে না কর্নওয়ালকে।'

'আচ্ছা, নায়েক... কর্নওয়ালকে যদি ধরে ফেলতে পারি, কী করবেন এরপর?'

'গুঁড়িয়ে দেব ওটাকে,' কোনও কিছু না ভেবেই বলল ত্রিমাল-নায়েক।

হাসল হায়দার।

'বেপরোয়া লোক আপনি, নায়েক।'

'বেপরোয়া হওয়া ছাড়া উপায় নেই আমার। ক্যাপটেন ম্যাকফারসনের মাথা না পেলে রক্ষা করতে পারব না আমার আড়াকে।'

'ওকে খতম করার আগেই যদি চিনে ফেলে আপনাকে?'

'সে-সুযোগ পাবে না।'

'করুণা হচ্ছে আপনার জন্য,' কয়েক সেকেণ্ড পর চুকচুক করে বলল হায়দার।

কথাটায় কী ছিল, লোকটার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল নায়েক।

'কী?' সে-ও জিজ্ঞেস করল কয়েক সেকেণ্ড পর।

'না, কিছু না।'

'এমন কিছু কি জানেন আপনি, যেটা আমি জানি না?'

'নাহ,' দ্বিধান্বিত গলায় জবাব দিল হায়দার। কষ্টের ছাপ পড়ল তার চেহারায়।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নায়েক। বিশ্বাস করতে পারেনি হায়দারের উত্তর।

দুপুর চারটে নাগাদ ডায়মণ্ড হারবার পেরোল ডেভনশায়ার। হুগলির মুখে ছোট এক বন্দর।

নারকেলের ছায়াঘেরা সাদা এক কটেজ দাঁড়িয়ে আছে হারবারের কাছে। সদ্য খাড়া করা পতাকাদণ্ডের মাথায়

BanglaBook.org

পতপত ব্রিটিশ নিশান উড়ছে বাড়িটার সামনে।

শিগগিরই আরও প্রশস্ত হলো নদী। সাঙ্গুর দ্বীপ দেখা গেল দূরে। সাগরে প্রবেশের সীমানা নির্দেশ করছে ওটা।

'বালিয়াড়ি সামনে!' মাস্তুল থেকে চেঁচাল দূরবীনধারী।

আপন ভাবনায় বিভোর ছিল নায়েক, চিৎকার শুনে ছুটে এল জাহাজটার সামনের দিকে।

মাস্তুলের দড়িদড়া বেয়ে উপরে উঠছে ক'জন খালাসি।

বালির বিশাল চড়াটার দিকে ঘুরে গেছে সব ক'জনের দৃষ্টি।

ধু-ধু করছে পানি। কোনও জাহাজ চোখে পড়ছে না দৃষ্টিসীমায়।

অস্ফুট এক শব্দ করল ত্রিমাল-নায়েক।

'ও, ভাই!' *কাকের বাসায়*[১১] বসা দূরবীনধারীর উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল ও।

'আজ্ঞে?'

'তুমি কি কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'না... এখনও না।'

বয়লার রুমে ছুট লাগল হাবদার।

'উদয়পুর! প্রেশার দাও আরও!'

'আর দেয়া যাবে না, স্যর!' সাফ জানিয়ে দিল ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার।

'ছয়-এ দাও, বলছি!' দাঁতে দাঁত পিষল কোয়ার্টারমাস্টার। 'আরও লোক লাগাও ইঞ্জিন-রুমে!'

'এ-বার কিন্তু সত্যিই টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে জাহাজটা!' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল ইঞ্জিনিয়ার।

---

[১১] দূরে নজর রাখার জন্য মাস্তুলের মাথায় বসার ব্যবস্থা।

BanglaBook.org

জ্বরগ্রস্তের মতো কাঁপতে লাগল ইঞ্জিন। পাইপের ভিতর দিয়ে হিসহিস করে বেরোতে লাগল বাষ্প।

দ্রুত কমে আসছে চরাঞ্চল আর ডেভনশায়ারের দূরত্ব।

'রাইমাতলার জন্য কোর্স সেট করো!' কাণ্ডারিকে নির্দেশ দিল হায়দার।

নীরবতা নেমে এসেছে ব্রিজে।

শিকারকে দেখতে পাবার আশায় সবগুলো চোখ আঠার মতো সেঁটে রয়েছে দিগন্তে।

'জাহাজ! জাহাজ দেখতে পাচ্ছি!' এক সময় চিৎকার করে উঠল মাস্তুলের আরোহী।

স্বস্তির সুবাতাস বয়ে গেল যেন ত্রিমাল-নায়েকের অন্তরে।

'কোথায়!' জানতে চাইল ও। 'কোন্ দিকে দেখলে?'

'দক্ষিণে...'

'বর্ণনা দিতে পারবে জাহাজটার?'

দূরবীন চোখে *কাকের বাসায়* দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। সহসা কোনও জবাব দিল না।

'বাষ্পের জাহাজ ওটা,' চেঁচিয়ে জানাল একটু পরে।

'কর্নওয়াল! কর্নওয়াল!' শোর জুড়ল খালাসিরা।

'খামোশ!' ধমকে উঠল কোয়ার্টারমাস্টার। '...টপম্যান, দক্ষিণেই মুখ নাকি ওটার?'

'না, পুব দিকে। রাইমাতলা উপসাগরে পড়তে যাচ্ছে জাহাজটা।'

'বো দেখতে পাচ্ছ?'

'জি, স্যর, পাচ্ছি।'

'বর্ণনা দাও।'

'তীরের মতো চোখা। ঈগলের মতো ঠোঁট আছে সামনে।'

ত্রিমাল-নায়েকের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল হায়দার।

BanglaBook.org

'কর্নওয়ালই,' রায় দিল। 'কোলকাতায় আর কোনও জাহাজ নেই, যার সাথে মেলে এই বর্ণনা।'

খুশিতে রেলিং-এর গায়ে চাপড় মারল ত্রিমাল-নায়েক।

'পুব দিকেই যাচ্ছে তো?' আবার জিজ্ঞেস করল কোয়ার্টারমাস্টার।

'একদম নিশ্চিত, স্যর,' জানাল টপম্যান। 'চরটার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া দীর্ঘ পথটা বেছে নিয়েছে ওটা। সম্ভবত ভয় পাচ্ছে– যথেষ্ট গভীর হবে না খালটা।'

'আমরা যদি দ্বীপের উলটো দিক ঘুরে যেতে পারি...' জোরে-জোরে চিন্তা করছে হায়দার। 'খাল পেরিয়ে...'

কর্নওয়ালের তিন গুণ গতি এখন ডেভনশায়ারের। দ্রুতই পেরিয়ে এল দ্বীপটা।

রাত দশটার দিকে রাইমাতলা ও নিকটবর্তী তীরের সঙ্গে সংযুক্ত খালটা ত্যাগ করল ডেভনশায়ার। লুকাল গিয়ে জামেরা-র উলটো দিকে, ছোট এক জনমানবহীন দ্বীপের আড়ালে।

দেখা যায় না, তবে একটু দূরেই নোঙর ফেলেছে কর্নওয়াল।

'নায়েক!' আশপাশে না দেখে যুবককে ডেকে উঠল হায়দার।

অচেনা একজন হাজির হলো ব্রিজে।

অচেনা; কারণ, কস্মিনকালেও দেখেনি ওকে কোয়ার্টারমাস্টার।

তামাটে চামড়ায় জলপাই-সবুজ রং মেখেছে লোকটা। সাদা গুঁড়ো লেপার কারণে স্বাভাবিকের চাইতে বড় দেখাচ্ছে চোখ দুটো। দাঁতগুলো হয়তো সাদাই ছিল কোনও এক সময়, লালচে করে ফেলেছে পান খেয়ে-খেয়ে।

BanglaBook.org

রত্তনের[১২] একটা টুপি চাপিয়েছে লোকটা। নকশাদার লাল চাওয়াত[১৩] ঝুলছে কোমর থেকে।

কে বলবে, ত্রিমাল-নায়েক ও! চেনাই যাচ্ছে না একদম।

এই বেশভূষার সঙ্গে বিষ মাখানো দুটো কিরিচ গুঁজেছে নায়েক কোমরে।

'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?' জিজ্ঞেস করল কোয়ার্টারমাস্টারকে।

এ-বারে চিনতে পারল হায়দার।

প্রশংসার দৃষ্টিতে নিরীখ করল ওকে কোয়ার্টারমাস্টার।

'তোফা হয়েছে!' মন্তব্য করল। 'আমি যদি না চিনতাম তোমাকে, মালয়ী ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতাম না এই বেশ দেখে। কেউ এসে বললেও বিশ্বাস করতাম না।'

'কী মনে হয়? ম্যাকফারসন চিনতে পারবে আমাকে?'

'সন্দেহ হচ্ছে আমার।'

'ধন্যবাদ।'

'অভিনন্দন।'

'কর্নওয়ালে যে দু'জন লোক আছে আমাদের, নাম কী যেন?'

'পালোয়ান আর বিন্দুর?'

'পালোয়ান। বিন্দুর,' মুখস্থ করার ভঙ্গিতে নাম দুটো আওড়াল নায়েক। 'ঠিক আছে। চলি এ-বার। নৌকা নামাতে বলুন।'

কোয়ার্টারমাস্টারের নির্দেশে পালযুক্ত ছোট এক নৌকা

---

[১২] রত্তন (Rattan): বেতের মতো দীর্ঘ, সরু কাণ্ডবিশিষ্ট; পূর্ব ভারতীয় পান গাছ বা পাতা।

[১৩] ধুতি।

BanglaBook.org

নামল পানিতে।

'কী-ভাবে কী করতে চাইছ?' জানতে চাইল হায়দার।

'চাই যে, কর্নওয়ালের চোখে পড়ুক আমাকে।'

'আমরা তা হলে...'

'রাজমঙ্গলের দিকে রওনা হয়ে যান। খালের মধ্যে নিয়ে লুকাবেন ডেভনশায়ারকে। বিস্ফোরণের আওয়াজ পেলে খোঁজ করতে আসবেন আমার।'

দড়ি ধরে-ধরে ভাসমান নৌকাটায় গিয়ে নামল ত্রিমাল-নায়েক।

ধীরে-সুস্থে এগিয়ে চলল ওটা কর্নওয়ালের উদ্দেশে।

ত্বরিত রাজমঙ্গলের পাড়ি ধরল ডেভনশায়ার।

ঘণ্টা খানেক পর পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেল নায়েক, দিগন্তে কালো বিন্দুর রূপ নিয়েছে গানবোটটা।

প্রায় একই সময়ে আরেকটি বিন্দুর উদয় হলো চোখের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে। পাতলা, কালো ধোঁয়ার পুচ্ছ ভাসছে ওটার উপরে।

কর্নওয়াল।

আডার মুখখানা ভেসে উঠল নায়েকের মনের পরদায়। বেড়ে গেল দাঁড় পড়ার গতি।

একটু-একটু করে বড় হচ্ছে ম্যাকফারসনদের রণতরী।

এক সময় পাঁচ শ' মিটারে কমে এল জাহাজটা আর ত্রিমাল-নায়েকের ব্যবধান।

মাঝারি এক ঢেউ এসে ছোট্ট নৌকাটায় আছড়ে পড়তেই নৌকার এক পাশে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলল নায়েক। পড়েই যাচ্ছিল, হাল ধরে ফেলল কোনও রকমে।

'বাঁচাও!' শুরু হলো অভিনয়। 'বাঁচাও!'

জনা কয়েক খালাসি ছুটে এল কর্নওয়ালের বো-তে।

BanglaBook.org

ক' মিনিট পর চারজন লোক সহ উদ্ধারকারী নৌকা নামল কর্নওয়াল থেকে।

দশ মিনিটেই 'বিপন্ন' নায়েকের কাছে পৌঁছে গেল নৌকাটা।

কর্নওয়ালের বোটে তুলে নেয়া হলো 'মুমূর্ষু' যুবকটিকে।

'শ্-শুকরিয়া!' হাঁপাচ্ছে নায়েক দস্তুরমতো।

নৌকা থেকে জাহাজে তোলা হয়েছে *মালয়ী*কে। নিয়ে আসা হলো কর্নওয়ালের ক্যাপটেনের কাছে।

আলাপটা হলো এ-রকম:

'কী নাম তোমার?'

'পারাঙ্গা।'

'মালয়ী?'

'জি, জনাব।'

'জাহাজি নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল *পারাঙ্গা*।

'নাম?'

'জি, স্যর?'

'জাহাজটার নাম জানতে চাইছি।'

'হান্নাতি।'

'শুনিনি এই নাম। কোন্ দেশি ওটা?'

'সিঙ্গাপুর।'

'কী ধরনের জাহাজ?'

'বাণিজ্য।'

'তো, ওখানেই কাজ করতে তুমি?'

'হ্যাঁ, স্যর।'

'সিঙ্গাপুর থেকেই আসছিলে?'

মাথা দোলাল *মালয়ী*।

'চলেছিলে কোথায়?'

BanglaBook.org

'বোম্বে।'
'তারপর?'
'ডুবে গেছে ওটা।'
'কোথায় ডুবেছে?'
'এক শ' মাইল দূরে।'
'কখন ঘটল এই দুর্ঘটনা?'
'চার দিন আগে।'
'কী-ভাবে ডুবল?'
'ফুটো হয়ে গিয়েছিল স্টার্নের নিচে।'
'আর লোক কই?'
'বাঁচেনি একজনও।'
'কেন, লাইফবোট ছিল না?'
'যে ক'টা ছিল, ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।'
'শুধু তোমারটা ছাড়া?'
'হ্যাঁ, স্যর।'
'ভাগ্যবানই বলতে হবে তোমাকে।...নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত?'
'শেষ বিস্কুটটা খেয়েছি– বারো ঘণ্টারও বেশি হবে।'
'মাস্টার ব্রাউন!'
'জি, স্যর।' তাকাল কোয়ার্টারমাস্টার।
'গ্যালিতে নিয়ে যান বেচারাকে। পেট-টেট ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করুন।'

বুড়ো সি-উলফের মতো চেহারা কোয়ার্টারমাস্টারের। এক গাল ধূসর দাড়ি।

ঠোঁট থেকে চুরুটের মুড়ো খুলে নিয়ে যত্নের সঙ্গে গুঁজে রাখল হ্যাটের মধ্যে। ইশারায় পিছন-পিছন আসতে বলল *ভাগ্যবিড়ম্বিত জাহাজিকে*।

ধোঁয়া ওঠা এক বাটি সুপ এনে দেয়া হলো এশিয়ান যুবকটির সামনে।

BanglaBook.org

লোভীর মতো হামলে পড়ল ত্রিমাল-নায়েক।

'খাও... খাও!' মমতা ভরে বলল কোয়ার্টারমাস্টার। 'আরও দেয়া যাবে লাগলে।'

'কোন্ জাহাজ এটা?' পেটটা একটু সুস্থির হলে জানতে চাইল ত্রিমাল-নায়েক।

'কর্নওয়াল।'

বিস্ময় ফুটল যুবকের চোখে।

'কর্নওয়াল!'

'কেন? নামটা ত্যক্ত করছে নাকি?'

'ত্যক্ত করছে! কী বলছেন আপনি! বরং উলটো।'

'আচ্ছা! জানতে পারি কারণটা?'

'নিশ্চয়ই। একই নামের জাহাজে দু'জন বন্ধু আছে আমার।'

'তা-ই নাকি? কী নাম তাদের?'

'পালোয়ান আর বিন্দুর।'

'ভারতীয়?'

'জি, স্যর।'

'তা হলে তো কাকতালীয়ই বলতে হবে। এটাই সেই জাহাজ।'

'সত্যি!'

জবাব না দিয়ে হাসল কেবল কোয়ার্টারমাস্টার।

'কী ভাগ্য আমার! দেখা করা সম্ভব ওদের সাথে?'

'কেন নয়?' সদয় হেসে বলল ভদ্রলোক। 'বিশ্রাম নাও তুমি। পাঠাচ্ছি ওদেরকে।'

একটু পরে।

ত্রিমাল-নায়েকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পালোয়ান আর বিন্দুর।

প্রকৃতি যেন উপহাস করেছে এই দু'জনকে নিয়ে।

BanglaBook.org

যার নাম পালোয়ান, সে হচ্ছে লম্বা, হ্যাংলা, বাঁদরের মতো ক্ষিপ্র।

অন্য জন গড়পড়তা উচ্চতার, শক্তসমর্থ গড়ন। মোটেই বিন্দুর মতো নয়। ভারতীয়ের চেয়ে মালয়ী বলেই মনে হয় লোকটাকে।

'ক্-কে আপনি?' জিজ্ঞেস্ করল সন্দিগ্ধ চেহারায়। 'মিথ্যে বললেন কেন মিস্টার ব্রাউনকে?'

'তার আগে বলো,' ফিসফিস করল ত্রিমাল-নায়েক। 'কেউ আমাদের কথা শুনছে না তো আড়ি পেতে?'

'কেন শুনবে?'

'তবে দেখো।'

খুলে রাখা আংটিটা দেখাল ওদের নায়েক।

সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল পালোয়ান আর বিন্দুর।

'ক্-কে আপনি?' ফিসফিসাল পালোয়ান।

'গঙ্গার পবিত্র জলের অধিকারী মহান সূর্যধনের কাছ থেকে আসছি,' ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বিশেষণগুলো যোগ করতে হলো নায়েককে। নয়তো সন্দেহ করবে আবার লোকগুলো।

হাত জোড় করল পালোয়ান আর বিন্দুর।

'বলুন, মহাত্মা!'

'বিশেষ এক কাজে সাহায্য চাই তোমাদের।'

'জান দিয়ে দেব আপনার জন্য!'

'ক্যাপটেন ম্যাকফারসন কোথায়?'

'নিজের কেবিনে রয়েছে।'

'কী করছে, জানো?'

'হ্যাঁ, ঘুমাচ্ছে।'

'বলতে পারবে, চলেছে কোথায় জাহাজটা?'

'সত্যি বলতে কি, জানানো হয়নি আমাদের। বলা

BanglaBook.org

হয়েছে, গন্তব্যে পৌঁছলেই দেখতে পাব।'

'নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ?'

'হ্যাঁ, রাজমঙ্গল।'

'আর অফিসাররা? ওরাও কি অন্ধকারে রয়েছে?'

'ক্যাপটেন ছাড়া প্রত্যেকে।'

'রাজমঙ্গলে পৌঁছানো হবে না ওর।'

'কী করতে চান?'

'উড়িয়ে দেব কর্নওয়ালকে।'

'আদেশ করুন আমাদের... আগুন ধরিয়ে দিই বারুদের স্টকে।'

'পরে। কতক্ষণে রাজমঙ্গলে পৌঁছাবে এটা, আন্দাজ করতে পারো?'

'মাঝরাতের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া উচিত।'

'সব মিলিয়ে কত জন রয়েছে জাহাজে?'

'শ' খানেকের মতো।'

'ভালো হলো জেনে। এগারোটার দিকে খতম করব আমি ম্যাকফারসনকে। এরপর বারোটা বাজাব কর্নওয়ালের। একটা জিনিস শুধু...'

'জি, বলুন!'

'কারও নজরে না পড়ে ঢুকতে পারব তো লোকটার কেবিনে?'

'গোলাবারুদের গুদামের ভিতর দিয়ে ঘুরপথ আছে একটা। আপনাকে পৌঁছে দেয়া যাবে ওখানে।'

'খুবই ভালো হয় তা হলে। তো, ওই কথাই রইল। এগারোটা বাজার বিশ মিনিট আগে দেখা করবে আমার সাথে।'

এখনই উপরে যেতে চায় না নায়েক। পাছে কিছু একটা ভজকট হয়ে যায়।

BanglaBook.org

একটা হ্যামক খুঁজে নিয়ে লম্বা হলো। চেষ্টা করছে মন স্থির করার।

হাজারো ভাবনা ঘুরে ফিরে আসছে মগজের মধ্যে। কামমামুরি... ঠ্যাঙাড়ের দল... নর্যধন... রক্তের অক্ষরে লেখা চুক্তি। মানসীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে...

মন্থর গতিতে চলল সময়।

একজন কেউও নিচে এল না এর মধ্যে। না এল পালোয়ান কিংবা বিন্দুরের কাছ থেকে কোনও খবরাখবর।

এক পর্যায়ে নিচে অপেক্ষা করা অসম্ভব মনে হলো নায়েকের।

উঠে এল ও উপরে।

যার-যার মতো করে ব্যস্ত রয়েছে সবাই। বিশেষ কেউ নজর দিল না ওর দিকে।

নিচে ফিরে এল আবার নায়েক। ঝুলন্ত বিছানায় শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল মাহেন্দ্রক্ষণের।

ন'টা বাজল।

দশটা।

দশটা চল্লিশের ঘরে এল ঘড়ির কাঁটা।

সন্তর্পণে নিচে এল দুই ঠগি।

'এসেছ!' বিছানা থেকে নামতে-নামতে বলল নায়েক। 'ঘুম ভাঙেনি তো ক্যাপটেনের?'

'না।'

'যাই, চলো, তবে।'

বলতে গিয়ে কেঁপে গেল গলাটা। পেটের মধ্যে উত্তেজনার রোমাঞ্চ।

গোলা-ঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল পালোয়ান।

বিন্দুর বাইরে রইল পাহারায়।

BanglaBook.org

নায়েককে নিয়ে দ্বিতীয় আরেকটা দরজার সামনে এসে থামল পালোয়ান। খুলে মেলে ধরল পাল্লাটা।

'চলে যান এ-দিক দিয়ে। নিজেই বুঝতে পারবেন, যেতে হবে কী-ভাবে।'

'শোনো, পালোয়ান,' রওনা হওয়ার আগে বলল ত্রিমাল-নায়েক। 'এখানেই অপেক্ষা করো বিন্দুর আর তুমি। কাজ শেষ হলে সঙ্কেত দেব গুলি ছুঁড়ে।'

'তারপর?'

'আগুন ধরিয়ে দিয়ো বারুদের পিপেতে।'

'ব্যস, এই?'

একটু ভাবল নায়েক।

'আরেকটা কাজ করতে পারো। লাইফ-জ্যাকেট জোগাড় করে রাখো তিনটে।'

দেয়াল থেকে একখানা কুঠার পেড়ে নিল নায়েক। রওনা হয়ে গেল ম্যাকফারসনের কেবিনের উদ্দেশে।

আলো বলতে টিমটিম করে জ্বলা একখানা লণ্ঠন।

এতই উত্তেজিত হয়ে আছে যে, আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চমকে উঠল নায়েক।

বড়-বড় ফোঁটায় ঘাম ফুটল ওর কপালে। খঞ্জরের মতো শাণিত হয়ে উঠেছে দৃষ্টি।

কোনওই সমস্যা হয়নি ভিতরে ঢুকতে।

বিছানার উপরে দৃষ্টি পড়ল নায়েকের।

ভারী মশারি দিয়ে ঢাকা ওটা।

মৃদু শ্বাস এল কানে।

মাত্র তিন কদম তফাতে রয়েছে ওটা।

কম্পিত পায়ে বিছানাটার দিকে এগোল ত্রিমাল-নায়েক।

কাঁপা হাতে তুলে ফেলল মশারির ঝাঁপ।

বেঘোরে শুয়ে আছে ক্যাপটেন ম্যাকফারসন। চেহারাটা

BanglaBook.org

বিক্ষিপ্ত।

দুঃস্বপ্ন দেখছে নাকি? ভাবল নায়েক। তাড়াতাড়ি কাজ সারার তাগিদ অনুভব করল।

কুঠার ধরা হাতটা উঁচু হলো যেন আপনা-আপনি।

কিন্তু কোপটা আর দেয়া হলো না।

যেন অনেক ভারী ঠেকছে কুঠারটা, এমনি ভাবে নেমে এল হাতটা। হঠাৎ করেই শক্তি আর সাহস হারিয়ে ফেলেছে যেন ত্রিমাল-নায়েক।

ঘাম মুছল ও ভুরু থেকে। হাত দুটোও ভিজে উঠেছে ঘামে।

স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ভালো আর মন্দের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে ভিতরে।

অথচ পিছিয়ে এলে চলবে না এখন।

দ্বিতীয় বারের মতো তুলল ও কুঠারটা।

'আডা...'

জমে গেল হাতটা। পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল ত্রিমাল-নায়েক।

আডা!

আডার নাম উচ্চারণ করছে ক্যাপটেন ম্যাকফারসন!

ঝপ করে শরীরের পাশে নেমে এল কুঠারটা।

অস্ফুট এক আওয়াজ বেরিয়ে এল হতভম্ব যুবকের মুখ থেকে।

তাতেই ঘুম টুটে গেল চিত হয়ে শুয়ে থাকা ইংরেজ অফিসারের।

মালয়ী মুখটার উপরে চোখ পড়তেই এক ঝটকায় উঠে বসল বিছানায়।

'অ্যাই, কে তুমি!' বাজখাঁই হাঁক ছাড়ল অফিসার। 'কী করছ এখানে?'

জবাব দিতে পারল না নায়েক। পিছিয়ে এল দু'কদম।

BanglaBook.org

'আডা!' আপনা-আপনি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। পাগলা ঘোড়ার মতো টগবগ করছে কলজেটা। ভয়ঙ্কর সন্দেহে ভরে উঠেছে অন্তর।

'আডা!' বিস্মিত শোনাল ম্যাকফারসনের কণ্ঠটা। 'কী-ভাবে জানলে এই নামটা?'

'এই মাত্র বলতে শুনেছি আপনাকে। ঘুমের ঘোরে...'

'ওহ! কিন্তু তুমি? কেন এসেছ এই ঘরে? হাতে আবার একটা কুঠারও দেখছি...'

'তার আগে বলুন, কার নাম ওটা? কেন উচ্চারণ করলেন নামটা?'

'কেন জানতে চাইছ? আশ্চর্য! এক মাত্র মেয়ে ও আমার।'

'আপনার মেয়ে! কোথায় রয়েছে ও? নিশ্চয়ই কোরিশাণ্ট নয় ওর পদবি?'

'তুমি জানলে কী করে!' ভয়ানক চমকে উঠল অফিসার। 'ওর পুরো নাম আডা কোরিশাণ্ট!'

'তা-ই যদি হয়, আপনার নাম তা হলে ম্যাকফারসন হয় কী করে? দাঁড়ান! দাঁড়ান! বিবাহিত নাকি মেয়েটা?'

'আরে, না। আমার নামই কোরিশাণ্ট। ছদ্মনাম নিয়েছি পরিচয় লুকাতে।'

'ঠগিদের খপ্পরে পড়ল কী-ভাবে মেয়েটা?'

'জানো তুমি?' খড়কুটো খুঁজে পাওয়ার স্বস্তি ক্যাপটেনের কণ্ঠস্বরে। 'কোথায় রয়েছে জানো? ওকে তো অপহরণ করেছিল ঠ্যাঙাড়েরা!'

'ঠং' করে পড়ে গেল কুঠারটা।

দু'হাতে মুখ ঢাকল নায়েক। জান্তব গোঙানি বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে।

'ক্ষমা করুন! ক্ষমা করুন আমাকে!' ডুকরে উঠল।

'আরে-আরে... কী হয়েছে! কে তুমি, যুবক?'

BanglaBook.org

'পাপী আমি! আরেকটু হলেই মারতে যাচ্ছিলাম আপনাকে!'

'সে আমি বুঝতে পেরেছি। ঠগিদের লোক তুমি, তা-ই না? তা হলে চমকে গেলে কেন আডার নাম শুনে?'

'বলব, সবই বলব আপনাকে,' ভাঙা গলায় বলল নায়েক।

একেবারে শুরু থেকে শুরু করল নায়েক। কী-ভাবে জঙ্গলে লাশ পাওয়া গেল হুরতির... কী-ভাবে পরিচয় হলো ঠগিদের পূজারিণীর সঙ্গে[১৪]।

সব কথা শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল ক্যাপটেন কোরিশাণ্টের। ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা।

'পালোয়ান! বিন্দুর! ওরা তো উড়িয়ে দেবে জাহাজটা!'

'না, স্যর। আমি গুলি করে সঙ্কেত না দিলে দেবে না।'

'এক্ষুণি চলো তা হলে! ব্যবস্থা করতে হবে ও-দুটোর।'

'আমার উপরে ছেড়ে দিন, স্যর।'

মিনিট তিনেক পর গুলির আওয়াজ শুনতে পেল কর্নওয়ালের যাত্রীরা। পর-পর দুটো।

চিৎকার করারও ফুরসত পায়নি পালোয়ান আর বিন্দুর। অপার বিস্ময় নিয়ে যাত্রা করেছে পরপারের দিকে।

লাশ দুটো পানিতে ফেলে দেয়ার হুকুম দিল ক্যাপটেন কোরিশাণ্ট। ফুল স্টিম দিতে বলল রাজমঙ্গলের দিকে।

---

[১৪] মিস্ট্রিজ অভ দ্য ডার্ক জাঙ্গল দ্রষ্টব্য।

BanglaBook.org

তেত্রিশ

সব ভালো, যার শেষ ভালো

সুন্দরবন অভিমুখে পূর্ণ গতিতে ছুটে চলেছে কর্নওয়াল।

দাবার ছক উলটে গেছে– টের পাওয়ার আগেই ডেভনশায়ারকে ধরে ফেলতে চায় ক্যাপটেন কোরিশাণ্ট; ত্রিমাল-নায়েকের পক্ষ বদলের ব্যাপারে কেউ যাতে সতর্ক করতে না পারে সূর্যধনকে।

লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসাবে কামানগুলোর পিছনে অবস্থান নিয়েছে গোলন্দাজেরা। প্রয়োজন মনে করলে ডুবিয়ে দেয়া হবে ডেভনশায়ারকে, দ্বিতীয় কোনও চিন্তা না করে।

ফো'ক্যাসলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপটেন। শক্তিশালী বিনোকিউলারের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করছে অন্ধকার সমুদ্রপথ। দেখছে, আর একটার পর একটা নির্দেশনা দিয়ে চলেছে কাণ্ডারিকে।

পাশেই দাঁড়িয়ে ত্রিমাল-নায়েক। জরিপ করছে দূরের অরণ্য। উদ্বিগ্ন চোখ দুটো খুঁজে ফিরছে মঙ্গলের প্রবেশ-মুখটা।

উদ্বেগের কারণ হচ্ছে: শঙ্কা। নজরে না পড়ে যায় ফাঁসুড়েদের। আড়াকে তা হলে হারাতে হবে চির-তরে।

'দীর্ঘ তিন বছরের দুঃসহ প্রতীক্ষার পর দেখতে পাচ্ছি ওকে আবার!' আপন মনে বলে চলেছে ক্যাপটেন। 'কী যে আনন্দ লাগছে! এর সাথে যদি বদলা নিতে পারি, কিছুই

BanglaBook.org

আর চাওয়ার নেই।'

'আমি ভাবছি, কী অনর্থ ঘটতে যাচ্ছিল আরেকটু হলে!' শিউরে উঠল নায়েক ব্যাপারটা কল্পনা করে। 'বাঁচিয়েছ, ভগবান!'

'আমাকে কতল করবেই বলে পণ করেছিলে নাকি?' তরল গলায় জানতে চাইল কোরিশাণ্ট।

'উপায় ছিল না,' সাফাই গাইল নায়েক। 'এক মাত্র এ-ভাবেই আপনার মেয়ের মুক্তি কিনতে পারতাম আমি।'

'তা হলে মারলে না কেন?' বলল ক্যাপটেন সহজ গলায়।

'বলতে পারব না। কিছু একটা বাধা দিয়েছিল আমাকে শেষ মুহূর্তে। মনের ভিতরে কথা বলে উঠেছিল একটা কণ্ঠ। ...আজব এক অনুভূতি। এ-রকম অভিজ্ঞতা হয়নি আমার আগে কখনও।'

'স্যর!' উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে বলে উঠল কাছাকাছি দাঁড়ানো এক পাহারাদার।

'কী? পেলে কিছু?'

'মনে হয়– জাহাজ!'

'কই? কোথায়?'

'সামনে দেখুন, স্যর। সোজা সামনে।'

দূরবীন চোখে লাগাল কোরিশাণ্ট।

সম্ভবত ভুল হয়নি পাহারাদারের। অন্ধকারের পটভূমিতে নক্ষত্রের মতো মিটমিট করছে দুটো আলোকবিন্দু।

লণ্ঠনের আলো ওগুলো। সচল নয়। স্থির।

একটা লাল।

আরেকটা সবুজ।

আধ কিলোমিটারও হবে না কর্নওয়াল থেকে।

'ডেভনশায়ার!' উত্তেজিত হয়ে উঠল ত্রিমাল-নায়েক।

'রিভার্স করো ইঞ্জিন!' নির্দেশ দিল ক্যাপটেন।

BanglaBook.org

করা হলো। গতিজড়তার কারণে পঞ্চাশ-ষাট মিটার এগোল আরও কর্নওয়াল। তারপর থেমে দাঁড়াল পুরোপুরি।

'তিনটে নৌকা নামাও পানিতে,' পরবর্তী নির্দেশ দিল কোরিশাণ্ট। 'অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিরিশ জন লোক যাচ্ছে ডেভনশায়ার দখল করার জন্য। ...যাও, নায়েক। ঈশ্বর সহায় হোন তোমার।'

মাথা ঝাঁকাল নায়েক।

'খেয়াল রাখবে, কেউ যাতে পালাতে না পারে। না হয় সতর্ক হয়ে যাবে ঘাঁটির মড়াগুলো।'

'চিন্তা করবেন না, স্যর। একজন কেউও পালাতে পারবে না।'

'আর... পারো যদি, যাবেই না গোলাগুলির দিকে। ওই একই কারণে। আগে থেকে সাবধান করতে চাই না হারামিগুলোকে।'

'জি, স্যর। মাথায় থাকবে আমার।'

'যাও তা হলে।'

নৌকা তৈরি।

তিনটার মধ্যে বড়টাতে চড়ে বসল ত্রিমাল-নায়েক। নির্দেশ দিল আগে বাড়ার।

কর্নওয়ালে রয়ে গেল ক্যাপটেন আর অন্যরা।

বো-এর প্যারাপিটের উপর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে কোরিশাণ্ট। স্নায়ু শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টায় রেলিং আঁকড়ে ধরেছে আঙুলগুলো।

তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল নৌকা তিনটের চলে যাওয়া। আঁধার গিলে নিল ওগুলোকে।

উদ্বেগ ভরা নীরবতায় পেরোতে লাগল অসহ্য মুহূর্তগুলো।

সহসাই অবশ্য অবসান হলো প্রতীক্ষার।

BanglaBook.org

আবছা একটা আওয়াজ কানে এল ক্যাপটেনের।

আবারও নীরবতার অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়ল সব কিছু।

দু'পাশে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকাল কোরিশাণ্ট।

'কেউ কিছু বুঝতে পারলে?' জানতে চাইল রুদ্ধ স্বরে।

জবাব পাওয়ার আগেই বলে উঠল একজন: 'স্যর, দেখুন!'

দেখল প্রত্যেকে।

সচল হয়েছে আলোগুলো। আসছে এ-দিকেই।

'নোঙর তুলেছে গানবোটটা!' বলল কে যেন।

জয়, নাকি পরাজয়? ভাবল ক্যাপটেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্নওয়ালের সামনের দিকে নোঙর ফেলল ডেভনশায়ার।

যুদ্ধজাহাজে উঠে এল ত্রিমাল-নায়েক।

'বন্দি করা হয়েছে সব ক'টাকে,' জানাল সুসংবাদটা।

'বাহ!' হাত দুটো চেপে ধরল ক্যাপটেন নায়েকের। 'বাধা দেয়ার চেষ্টা করেনি?'

'পারলে তো!' বলল নায়েক এক গাল হেসে। 'কল্পনাই করেনি, এমন কিছু ঘটতে পারে। যখন বুঝতে পারল, ততক্ষণে ঘেরাও হয়ে গেছে চারদিক থেকে।'

'আহ! দারুণ দেখালে, বন্ধু!'

'এ-বার কি তবে রাজমঙ্গল?'

'যত শিগগির সম্ভব। ...সমস্যা হচ্ছে, ওখানে নেয়ার পক্ষে জাহাজটা একটু বড় হয়ে যায়।'

'এক কাজ করি না তা হলে! গানবোটটাই নিয়ে যাই না কেন? সুবিধাই হবে।'

'উত্তম প্রস্তাব!'

BanglaBook.org

শিগগিরই রাজমঙ্গলের পাড়ি ধরল ডেভনশায়ার।

বেলচা ভর্তি কয়লা অদৃশ্য হচ্ছে বয়লারের আগুনগরম পাকস্থলিতে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে জাহাজটার গতি।

দেখতে-দেখতে সাড়ে ছয়ের ঘর স্পর্শ করল প্রেশার গজের কাঁটা। তার পরও যেন সন্তুষ্ট নয় ত্রিমাল-নায়েক কিংবা ক্যাপটেন কোরিশাণ্ট।

পরবর্তী তিনটি ঘণ্টাকে তিন শতাব্দী-সমান দীর্ঘ মনে হলো ওদের কাছে।

এক সময় সরু হতে আরম্ভ করল প্রণালি। ছোট এক দ্বীপের উদয় হলো ডেভনশায়ারের সামনে।

তার পরও গতি বজায় রেখেছে ডেভনশায়ার। পচা গুল্মলতার পুরু জঞ্জাল ভেদ করে ছুটে চলেছে ঠগিদের মূল আস্তানা লক্ষ্য করে।

'বট গাছ! বট গাছ দেখা যায়!' চাপা কণ্ঠ ভেসে এল মাস্তুলের উপর থেকে।

শ' তিনেক গুঁড়িবিশিষ্ট বিশাল ওই মহীরুহ দৃশ্যমান হলো উত্তরে।

ফাঁকা পড়ে আছে রাজমঙ্গলের উপকূল।

ক'টা ম্যারাবু কেবল শোকার্ত বিলাপ ছাড়ছে বট বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা থেকে।

শুনে শিউরে উঠল ক্যাপটেন। এমন জায়গায় বন্দি হয়ে আছে মেয়েটা, চিন্তা করেই আপনা-আপনি দৃঢ়বদ্ধ হলো চোয়াল।

'ইঞ্জিন বন্ধ করতে বলো!' নির্দেশ দিল কাউকে।

বন্ধ হয়ে গেল টারবাইনের ঘূর্ণন। গতিজড়তার কারণে এগোল আরও কিছু দূর।

শেষ পর্যন্ত ডেভনশায়ারের নাক গিয়ে ঠেকল রাজমঙ্গলের কিনারায়।

BanglaBook.org

'নেই কেউ, না?' নায়েকের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করল ক্যাপটেন।

'একটা মানুষও না।'

'ভালোই হলো। একেবারে ডেরায় উপস্থিত হয়ে চমকে দেয়া যাবে। কত দূর এখান থেকে?'

'এই তো... কাছেই।'

'রওনা করি, চলো।'

'না, স্যর। একা যাব আমি।'

'কেন?'

'লোক আছে পাহারায়। অচেনা কাউকে দেখলে সতর্ক হয়ে যাবে। সে-জন্য একাই যেতে চাইছি আগে। তেমন বুঝলে না হয় সঙ্কেত দেব শিস বাজিয়ে।'

'ঠিক আছে, যাও,' নিমরাজি হলো কোরিশান্ট। 'সাবধানে থেকো।'

বট গাছটার দিকে দৌড় দিল নায়েক। কাছে পৌঁছে বেয়ে উঠতে লাগল উপরে।

এক সময় পৌঁছে গেল গুঁড়ির মাথায়। গোপন পথটা দিয়ে প্রবেশ করল ভিতরে।

লুকানো সিঁড়িটার গোড়ায় আলো বিলাচ্ছে একটা মশাল। পাশে কারবাইন হাতে প্রহরায় রয়েছে এক ফাঁসুড়ে।

'আরে, নায়েক!' যার-পর-নাই অবাক হলো প্রহরী।

'হ্যাঁ। শর্ত পূরণ করেছি আমি।'

'তা-ই নাকি?' কিন্তু শর্ত পূরণের আলামত দেখতে পেল না লোকটা। 'কোথায় ওই জিনিস?'

'নিয়ে আসছে হায়দার।'

'উনিও এসেছেন নাকি?'

'এসেছে। সূর্যধন কোথায়?'

'মন্দিরে।'

'যাচ্ছি ওখানে।'

BanglaBook.org

ছাত থেকে ঝোলানো বিরাট এক ঢাকের দিকে এগিয়ে গেল পাহারাদার। তিন বার বাড়ি দিল মুগুর দিয়ে।

আস্তানার গভীরে আরেকটি ঢাক বেজে উঠল ক' মুহূর্ত পর।

আরেকটা মশাল জ্বেলে নায়েকের হাতে ধরিয়ে দিল প্রহরী।

'যাও। অপেক্ষা করছে সবাই।'

মশালটা ফেলে দিল নায়েক।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল প্রহরী।

সুযোগটা কাজে লাগাল যুবক। বিদ্যুৎগতিতে ছোরা বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার উপরে।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই গলা দু'ফাঁক প্রহরীর।

কাঁপুনি থেমে দেহটা নিথর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল নায়েক। এরপর সঙ্কেত দিল শিস বাজিয়ে।

দলবল নিয়ে বট গাছের গোড়ায় জড়ো হলো ক্যাপটেন কোরিশাণ্ট।

নায়েকের দেখানো পথে ঢুকল সবাই ভিতরে।

'রাস্তা পরিষ্কার,' জানাল ওদেরকে নায়েক।

'আগে বাড়ব?'

'না। পিছনেই থাকুন আপাতত। আগে দেখি, কী অবস্থা।'

'বেশ। কাছাকাছিই থাকছি আমরা।'

দ্রুত পা চালালেও দশটা মিনিট লাগল ওর সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা অতিক্রম করতে।

শেষ পর্যন্ত যখন পৌঁছোল ও, পূজার ঢাক বাজতে শুরু করেছে মন্দিরে।

ভূগর্ভস্থ আস্তানাটায় ফ্যাকাসে নীল আলো বিলাচ্ছে লণ্ঠনগুলো।

BanglaBook.org

অমানিশার বিশাল বিগ্রহের সামনে সূর্যধনকে দেখতে পেল নায়েক। বসে রয়েছে রক্তলাল কুশনের উপরে। হলদে সিল্কের ঢোলা দাগবাব ওর পরনে।

ছোট এক মাছ সাঁতার কাটছে সামনে রাখা মারবেলের গামলাটায়।

শ' খানেক ফাঁসুড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে সূর্যধনের দুই পাশে। কোমর পর্যন্ত উদোম শরীর প্রত্যেকের। নারকেল তেলে চকচক করছে চামড়া। সবারই বুকে সর্পমানবীর উল্কি আঁকা।

মাপা পদক্ষেপে সূর্যধনের সামনে এসে উপস্থিত হলো নায়েক। না তাকিয়েও অনুভব করল, সব ক'টা চোখ সেঁটে রয়েছে ওর উপরে।

'স্বাগতম,' নীরবতা ভাঙল সূর্যধন। চেহারায় আধ্যাত্মিক প্রশান্তি।

'আডা... ওকে তো দেখছি না! কোথায় আছে মেয়েটা?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল নায়েক।

'ধৈর্য ধরো, বৎস,' বলল দস্যুনেতা। 'মাথা এনেছ?'

'হায়দার নিয়ে আসছে ওটা। পেয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

'ভাইয়েরা!' উঠে দাঁড়াল সূর্যধন। 'শুনলে তোমরা? আমাদের জানের দুশমন এখন মৃত!'

বন্য উল্লাসে উড়ে যাবার উপক্রম হলো আস্তানার পাথুরে ছাত।

'ত্রিমাল-নায়েক!' খুশি উপচে পড়ছে সূর্যধনের মুখচোখ থেকে। 'একটা প্রস্তাব দিচ্ছি তোমাকে। যোগ দেবে আমাদের দলে?'

'আমি!' আর লোক পেল না সূর্যধন! –ভাবছে নায়েক।

'কেন নয়? যোগ্য প্রমাণ করেছ তুমি নিজেকে। তোমার মতো সাহসী লোকেরই প্রয়োজন এ দেশের।'

BanglaBook.org

'দেশ!' হাসল নায়েক। 'বলতে চাচ্ছ, হত্যার মাধ্যমে দেশসেবা করছ তোমরা?'

'তুমি বুঝবে না–'

'বোঝার কোনও দরকারও নেই। শিবের অনুসারী আমি। তোমার ওই পিশাচদেবীর পায়ে মাথা নত করতে পারব না।'

গুঞ্জনে ভরে উঠল আস্তানা।

'দেবীর শক্তি সম্বন্ধে ধারণা নেই তোমার, সে-জন্য বলতে পারছ এ কথা। ...শোনো, নায়েক। ব্রহ্মা, বিষ্ণু কিংবা শিবের চাইতেও শক্তিশালী দেবী অমানিশা। অন্ধকারের রাজত্বে বাস করেন তিনি। গামলার ওই সোনালি মাছটার মাধ্যমে যোগাযোগ করেন পূজারিদের সাথে। ধূপ-পূজার চাইতেও বেশি খুশি হন নরবলি পেলে–'

'হয়েছে-হয়েছে!' বেরসিকের মতো বাধা দিল নায়েক। 'আডা কোথায়? নিয়ে এসো ওকে।'

হতাশ হলো যেন সূর্যধন। মাথা ঝোঁকাল ও এক দিকে তাকিয়ে।

নির্দেশ পেয়ে বারো বার টম-টম বাজাল এক ফাঁসুড়ে।

বাজনাটা থেমে যেতেই মৃত্যুর মতো নীরবতা নেমে এল মন্দির জুড়ে।

শ্বাস রুদ্ধ করে অপেক্ষা করছে সবাই।

একটু পরে খুলে গেল সেগুন কাঠের ভারী এক দরজা।

আডা কোরিশান্টি দেখা দিল দোরগোড়ায়।

সাদা সিল্কের শাড়ি মেয়েটির পরনে। লণ্ঠনের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে সোনালি ব্রেস্টপ্লেট।

পর-পর দুটো চিৎকার ভঙ্গ করল মন্দিরের নীরবতা।

'আডা!'

'ত্রিমাল-নায়েক!'

ছুটে গিয়ে পরস্পরের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ল যুবক আর

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

যুবতী।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা বজ্রকণ্ঠ কাঁপিয়ে দিল আস্তানা।

'ফায়ার!'

কিছু বোঝার আগেই গোটা বিশেক লাশ পড়ল ফাঁসুড়েদের। পালের গোদা সূর্যধনও রয়েছে এদের মধ্যে।

দলনেতা নেই। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ভয়ার্ত বাকিদের মাঝে। খোলা দরজাটা দিয়ে পালাতে চাইছে ওরা এক যোগে। ফলাফল: পদদলিত হলো অনেকে।

বাকিদের ব্যবস্থা করতে ব্যতিব্যস্ত হলো সৈন্যরা।

'আডা! মা আমার!'

'বাবা!' ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন আডা কোরিশান্টের চোখ দুটো।

এর পরের ঘটনা তো আর না বললেও চলবে, তা-ই না, পাঠক?